ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : অরুণ রায়, সহযোগী সম্পাদক : নির্মাল্য রায় আষাঢ়, ১৪০৪

সূচী

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
করুণ সরকার	
ভারতে পুস্তক সংরক্ষণ এবং মাইক্রোফিল্মিং প্রকল্পের ভূমিকা	২—৭
ডঃ কুণাল সিংহ	
চৈতন্য লাইব্রেরী	৭—১৪
দু'টি চিঠি ও সম্পাদকের নিবেদন	১৪—২২
১৯৯৬ সালের সার্টিফিকেট ইন্ লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষার ফলাফল	২৩—২৭

756.3
ग्रन्थ/15

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৩, সম্পাদক : অরুণ রায় / সহযোগী সম্পাদক : নির্মালা রায়। আষাঢ়, ১৪০৪

সম্পাদকীয়

আগামী নভেম্বরে ১৪—১৬, '৯৬ খিদিরপুরের কবিতীর্থ অঞ্চলের হেমচন্দ্র পাঠাগারের আভিবেয়তায় ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে পঞ্চাশের দশকে ১৯১৫ সালে উক্ত গ্রন্থাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্যোক্তা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

বর্তমানে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করা ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে। সমস্যা পাল্টেছে, গ্রন্থাগারের সংখ্যার সঙ্গে কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে, ফলে এখন যাঁরাই এই সম্মেলন অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব নেন তাঁদের ৭০০-৮০০ লোকের তিন দিনের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। এটা একটা বড় খরচ। যদিও কিছু টাকা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তবে সেই টাকার পরিমাণটা যথেষ্ট নয়। শুধু তো খাওয়া থাকা নয়, সেই সঙ্গে আছে প্রচার, স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যয়, স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়া ইত্যাদি হরেক খরচ।

হেমচন্দ্র পাঠাগারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরিষদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেছেন, আরও অনেক আলোচনা হবে, তবে উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁদের চিন্তা হচ্ছে কত বিশাল আর কত সুন্দর করে এই সম্মেলনকে সার্থক করে তুলতে পারেন তার জন্য। কলকাতার অন্যতম একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার এই 'হেমচন্দ্র পাঠাগার'। অঞ্চলে তাঁদের জনভিত্তি আছে, পরিষদও সাধ্যমত চেষ্টা করবে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করবার।

উদ্যোক্তারা আপাতত ঠিক করেছেন (১) সম্মেলনের কয়দিন সন্ধ্যায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির (বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণদশাগ্রস্ত) সামনের পদ্মপুকুরে এপার বাংলা-ওপার বাংলার কবিদের নিয়ে কবি সম্মেলন হবে, (২) বইমেলা হবে সম্মেলনের কয়দিন আর এ ছাড়া মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করার জন্য বর্ণাঢ্য মিছিল ইত্যাদির ব্যবস্থাও করবেন। ওপার বাংলার কিছু বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিককেও এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

মূল সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে :

(১) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার।

(২) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

ইতমধ্যে 'গ্রন্থাগারে' জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ সংখ্যায় সম্মেলনে আলোচনার জন্য প্রবন্ধ চেয়ে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে। ৩০শে সেপ্টেম্বরের ভেতর সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধাবলী পরিষদে কার্যালয়ে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আরও জ্ঞাতব্য বিষয়ে জমশ জানানো হবে।

আসুন আমরা সবাই মিলে আসন্ন ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনকে আলোচনায় প্রাণবন্ত করে তুলি, সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করি যার ফল যেন হয় সুদূরপ্রসারী।

ভারতে পুস্তক সংরক্ষণ এবং মাইক্রোফিল্মিং প্রকল্পের ভূমিকা

—কঙ্কণ সরকার

● . ১ . ০ **প্রস্তাবনা :** গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ। আমাদের দেশের বহু বিচিত্র ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, লোকায়ত প্রাচীন ঐতিহ্যের আধার এইসব গ্রন্থরাজি। এর সংরক্ষণ খুব জরুরি। আবার বর্তমান বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে প্রকাশিত বিপুল গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা অগণিত। এই বিশাল বিপুল অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রিত বা অমুদ্রিত জ্ঞান ভাণ্ডারের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য খুব জরুরি। সুতরাং গ্রন্থের সংগ্রহ বা তার ব্যাপক ব্যবহারই বর্তমানে গ্রন্থাগারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই কাজ আরো ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে এই দেশ জাগরিত এবং চলতি বিশ্বের প্রেক্ষাপটেও সমানভাবে আকর্ষণীয়। আমাদের দেশের মত এত ভাষা, এত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, জীবনযাপনের এত ভিন্নতা পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। এ দেশের এই বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের একইসঙ্গে এক এবং বহুরূপী। লোকায়ত পরম্পরা, ভাষা, ভৌগলিকতা, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন, লোকহিতকারী শের জ্ঞানচর্চা এবং অন্যান্য মানবিক—প্রাকৃতিক সম্ভার যে কোন দেশের পক্ষেই ঈর্ষনীয়। অথচ যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে প্রায় সবকিছুই অব্যবহৃত এবং অবহেলিত হচ্ছে। এসব জ্ঞান এবং লোকায়ত ঐতিহ্যের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট জাতীয় সংরক্ষণনীতি। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এদেশের জনগণের পক্ষে সবচেয়ে হিতকারী জনশিক্ষা নীতি আজও ঘোষিত হয় নি। একইভাবে এদেশের প্রাকৃতিক মানবিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য জাতীয় তথ্য ও গ্রন্থাগারনীতি প্রণয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহা প্রায় সমান। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামোর উন্নয়নে (Infrastructural Developement) জনশিক্ষা জনস্বাস্থ্য, পরিবহন এবং কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে মনোনিবেশ করেছেন। এ কাজে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UNO) বিভিন্ন সংস্থা যেমন ইউনেস্কো (UNESCO) ও (WHO), ইউনিসেফ (UNISEF), ফাও (FAO) এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। বিশ্ব বানিজ্যের বিস্তৃতি এবং তার অর্থনীতির প্রভাবে ভারতীয় বাজার দখলের সুবাদে IMF, IFC, ADB ইত্যাদি বিভিন্ন ঋণদাতা সংস্থা এবং বহু জাতিকদের সহায়তাও মিলছে। কম্পিউটার এবং উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক অগ্রগতি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রকে একই সঙ্গে সম্প্রসারিত এবং সংকুচিত করে বিশ্বজনীন (UNIVERSAL) করে তুলেছে। এর ফলে সকল দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি সারা বিশ্বের আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষত পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন দেশ ভারতবর্ষের সমাজ এবং সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান নিয়ে বিশ্বমানবের আগ্রহের শেষ নেই। এই প্রশ্নে সমাজ বিজ্ঞানের অনিঃশেষিত ভাণ্ডার ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির সংরক্ষণ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে।

● . ২ . ০ **ভারতে সংরক্ষণ সমস্যার গভীরতা এবং বিস্তৃতি :** ভারতের প্রেক্ষাপটে এই সংরক্ষণের কাজ খুব তাৎপর্যপূর্ণ, জটিল এবং কঠিন। কেননা সমস্যার প্রকৃতি এখানে গভীর এবং বিস্তৃত। প্রথমত, এ দেশ

ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে উষ্ণতা, আর্দ্রতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির কারণে আবহাওয়া মণ্ডলে পুস্তক সংরক্ষণে প্রতিকূলতা বেশি। দ্বিতীয়ত, ঐ আবহাওয়া সোকামাকড়ের সংখ্যা ও প্রজনন এখানে সর্বাধিক ফলে পুস্তক সংরক্ষণ করার কাজ এখানে বেশ কঠিন। তৃতীয়ত, এ দেশে শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে না ঘটায় এখানকার পুস্তক ব্যবহারে সচেতনতা প্রায় নেই বললেই চলে। মানুষের দ্বারাই এ দেশের পুস্তকের ক্ষতি হয় সর্বাধিক। চতুর্থত, অশিক্ষার কারণেই এখানকার মুদ্রিত বা অমুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার সীমিত। ব্যবহারিক মূল্যও কম। ফলে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সচেতনতা ও খুব কম। পঞ্চমত, এদেশের পুস্তকের নিম্নমানের কাগজ, বাঁধাই ব্যবহৃত হয়। ফলে সহজেই অ্যাসিডিক ক্রিয়ায় হলদে বিবর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত। ষষ্ঠত, তেমনভাবে সংরক্ষণ পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি। সপ্তমত, এ দেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে দু একটিতে উন্নত সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও তার সংরক্ষণের ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা সীমিত। অষ্টমত, সংরক্ষণ উপযোগী শিক্ষিত কর্মীর অভাব ব্যাপক। নবমত, সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানের গ্রন্থাগার ভবনের অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারগুলির ভবন নেই, থাকলেও তা আবহাওয়া নিরোধক সংরক্ষণযোগ্য মানের নয়। দশমত, সংরক্ষণের প্রশ্নে সরকারী এবং বেসরকারী অর্থলগ্নির অভাব প্রকট। এই পরিস্থিতিতে এ দেশের শতকত গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পুস্তক বা নথি কতদিন সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে তা অনিশ্চিত। বহু ব্যবহৃত পুস্তকগুলির অবস্থা (Physical Condition খুব খারাপ।

●. ৩. ০ সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং উপকরণ :

●. ৩. ১ এই কুমবিনিষ্টির হাত থেকে ল্যামিনেশন (Lamination) পদ্ধতি পুস্তকগুলিকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতি খুব ব্যয়বহুল এবং সময়-সাপেক্ষ। ফলে গ্রন্থাগারের অল্প কিছু নির্দিষ্ট পুস্তক বা নথিকে এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হলেও সমস্ত নথিকে সংরক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে এই মহামূল্যবান গ্রন্থাদির মূল অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করা খুব দরকার। এ গুলিকে মাইক্রোফর্ম (Microform) পদ্ধতিতেও সংরক্ষণ করা যায়। সম্প্রতি মাইক্রোফর্ম পদ্ধতিতে সংরক্ষণের প্রচলন হয়েছে। এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সুলভ। এবং দীর্ঘমেয়াদী। একটি মাইক্রোফর্ম কপি ঠিক ঠিক আন্তর্জাতিক মান ও পদ্ধতি অনুসারে করা হলে ৫০০ বছর পর্যন্ত টিকতে পারে। অতি সম্প্রতি আরো কিছু সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। ওগুলি হল অপটিক্যাল ডিস্ক (Optical Disk) ম্যাগনেটিক টেপ (Magnetic Tape) ইত্যাদি। তবে বলা ভালো যে এসব উপকরণগুলির স্থায়িত্ব মাইক্রোফর্মের মত নয়। অনেক কম। মাইক্রোফর্ম পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হল তা সহজেই ব্যবহার করা যায় এবং মজুত করাও তুলনামূলকভাবে সহজ। এবং মূল মাস্টার নেগেটিভ কপি থেকে খুব সহজেই যতখুশি কপি প্রস্তুত করে নেওয়া যায়। এজন্য খরচ পড়ে মূলের ২০ শতাংশ। আবার সাংখ্যসঙ্কা (Digitised Image) পদ্ধতিতেও পুস্তক বা নথির সংরক্ষণ সম্ভব। তবে এই পদ্ধতিতে আপাতত আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। কেননা এর মান নির্ধারণ (Standardisation), সহজ ব্যবহার এবং খরচ নির্বাহের বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে মাইক্রোফিল্মের মাধ্যমে আমাদের দেশের চারটি জাতীয় কপিরাইট গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তক বা নথির সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়।

●. ৩. ২—উপকরণ হিসাবে প্রাথমিকভাবে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীকে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রেস এবং বুক রেজিস্ট্রেশন আইন অনুসারে প্রকাশিত এইসব পুস্তকের তালিকা যত বিস্তৃতই হোক না কেন এতে বিশেষ কোন শিরোনামকে চিহ্নিত করার বিশেষ অসুবিধা রয়েছে। আবার বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর (INB)

প্রকাশনা সম্প্রতি বন্ধ থাকায় এই উপমহাদেশে প্রকাশিত বিশাল বিপুল পুস্তকের বার্ষিক নির্বাচনের কাজ খুব দুরূহ। এক্ষেত্রে ভারতীয় সাহিত্যের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (NBIL) প্রকৃত কত্র সাহিত্য একাদেমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন।

● ৩. ২১—বি. এস. কেশবনের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক নির্বাচিত এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের উপযুক্ত পুস্তকাদি নির্বাচনের প্রাথমিক উপাদান (Tool) হিসাবে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের সঙ্গে ১৬টি ভাষার অনেক বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং কৃতি ব্যক্তির যুক্ত হয়েছিলেন। মোট ৫১,০০০ পুস্তক শিরোনাম এই গ্রন্থপঞ্জীর চারখণ্ডে ১৯৬২ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৯৯০ সালে পঞ্চম খণ্ডটি কোঙ্কনী ডোগ্রি, মৈথিলী, নেপালী এবং রাজস্থানী ভাষার সাহিত্যসম্ভার শিরোনামকে এর সঙ্গে যুক্ত করেছে। ১৯০৩ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই ৫০ বছর এখানে বিস্তৃত। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও নানাবিধ কারণে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে জাতীয় জীবনের উত্থান এবং আকাঙ্ক্ষা যেকোন গবেষকের অভিনিবেশ দাবি করে। তবে বলা ভালো যে এ সময়ে ভারতে ছাপা খরচ ছিল কম এবং শিক্ষিত মানুষ ও ছিল কম। ফলে যেকোন মানুষই তার ইচ্ছামত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্তিলাভ করতে পারতেন। তাই দক্ষিণ এশিয়ার ভাষা সাহিত্যের অগ্রগতি এবং বিবিধ বিদ্যাচর্চার পক্ষে এর সব তথ্য যে গুরুত্বপূর্ণ এমন মনে করার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।

● ৪. ০ এম. আই. পি (MIP) প্রকল্পের সূচনা : সাম্প্রতিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্রমোন্নতি এবং বিশ্বজনীন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে। এই সূত্রে যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। বিশেষত ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে পৃথিবীর আগ্রহ কম নয়। তাই ১৯৮৪ সালে আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেস (Library of Congress) সহ বেশকিছু গ্রন্থাগার এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার পুস্তক সংরক্ষণ প্রশ্নে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় বেশকিছু প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে প্রেরিত হয়। ১৯৯০ সালের মে মাসে ভারত সরকার সংরক্ষণ প্রশ্নে মাইক্রোফিল্মিং প্রকল্পটিতে সম্মতি দেন। ফলে ইন্দো—আমেরিকান যৌথ প্রচেষ্টায় জন্ম নেয় Microfilming of Indian Publication Project (MIPP)।

৪. ১. ০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** এম. আই. পি প্রকল্পে একই সঙ্গে (১) ভারতীয় সাহিত্যের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (NBIL) ভুক্ত সমস্ত সংলেখের অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি যান্ত্রিক সুপাঠ্য গ্রন্থপঞ্জী সভার (Machine Readable Bibliographic database) সৃষ্টি করা এবং (২) প্রকল্পের অন্তর্গত ভারতীয় সাহিত্যের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ভুক্ত পুস্তকাদির মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য রয়েছে।

৪. ২. ০ **প্রকল্পের পরিধি এবং সংগঠন :** সাধারণভাবে ভারতীয় সাহিত্যের উনিশ ও বিশ শতকের সমস্ত প্রকাশনাকে এই প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে। তবে এ কাজের প্রাথমিক ভিত্তি হল ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলিতে সেইসব পুস্তকের সঠিক ও যথাযথ প্রাপ্যতা। এ কাজের জন্য কয়েকটি স্তর নির্দিষ্ট হয়েছে এবং অন্তত চারটি কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে নির্দিষ্ট ভাষার প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক নথিগুলিকে মাইক্রোফিল্মে ধরা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সূচীও প্রস্তুত করা হবে। প্রকল্পের আপাতকালীন সংগঠন হিসাবে এই কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে, নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় সচিবালয় গ্রন্থাগারে, মাদ্রাজের তামিলনাড়ু সংরক্ষণকেন্দ্রে

এবং মুম্বাইয়ের বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। বলা ভালো যে এ ছাড়াও অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনে কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার ও সংরক্ষণশালার সাহায্য এই প্রকল্পের আঞ্চলিক শক্তিকে পুষ্ট করবে। সারণীতে বর্তমান আঞ্চলিক পর্যায়টি দেখান হল:

সারণী—১

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠা বর্ষ	কেন্দ্রের নাম	সাহিত্যের ভাষা
পূর্বাঞ্চল	১৯৯০	জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা	বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মণিপুরী, নেপালী, ডোগ্রি।
পশ্চিমাঞ্চল	১৯৯২	বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মুম্বাই	মারাঠী, কোঙ্কনী, গুজরাটী, সিন্ধি, রাজস্থানী।
উত্তরাঞ্চল	১৯৯০	কেন্দ্রীয় সচিবালয় গ্রন্থাগার, নয়া দিল্লী	হিন্দী, ইংরাজী, পাঞ্জাবী, উর্দু, মৈথিলী, কাশ্মিরী, সংস্কৃত।
দক্ষিণাঞ্চল	১৯৯৪	তামিলনাড়ু সংরক্ষণশালা, মাদ্রাজ।	তেলেগু, তামিল, কন্নড়, মালায়ালম।

সুতরাং ভারতীয় ২২টি ভাষার অন্তর্গত ৬০,০০০ শিরোনাম এই প্রকল্পের বিবেচনাধীন।

৪. ৩. ০ প্রকল্পের অফিস এবং নীতিনির্ধারক কর্মীসমিতি: প্রকল্পের কাজ দেখাশুনার জন্য লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের দ্বারা জঃ সুভাষচন্দ্র কিবাসকে প্রকল্প অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। নয়াদিল্লীতে একটি বাড়িভাড়া নিয়ে প্রকল্পের মূলদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণের জন্য একটি শক্তিশালী নীতিনির্ধারক ও তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে আছেন লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা। তাছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট তথ্যবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকেও এই কমিটিতে রাখা হয়েছে যাতে কাজটি যথাযথভাবে রূপায়ণ করা যায়।

৪. ৪. ০ প্রকল্পের সাধারণ নীতি ও কর্মসূচী: এই ইন্দো—আমেরিকান যৌথ প্রকল্পের সাধারণ নীতি ও কর্মসূচী হিসাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:—(১) ভারত সরকারের আদেশানুসারে কোন এক ভারতীয় সংস্থার কাছে এই প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত ক্যামেরা মাস্টার নেগেটিভ (Camera Master Negetive) এবং একটি সার্ভিস নেগেটিভ কপি (Service Negetive Copy) রক্ষিত রাখা হবে। (২) ঐ সংস্থার নিজস্ব গ্রন্থাগারে নথি সামগ্রীর পজিটিভ কপি এবং সার্ভিস কপি ও পরিষেবার উদ্দেশ্যে রাখা হবে। (৩) অংশগ্রহণকারী প্রতিটি গ্রন্থাগারেই NBIL এর MARC কপি রাখা হবে যাতে গবেষক বা ব্যবহারী সহজেই তার পছন্দের নথিগুলিকে নির্বাচন করে নিতে পারেন। (৪) একই সঙ্গে আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেসেও সংরক্ষণযোগ্য নেগেটিভ ও একটি অতিরিক্ত পরিষেবা কপি রাখা হবে যাতে সেখানকার ভারতবিষয়ক (সাহিত্য) গবেষকগণ সহজেই তার প্রয়োজন মত নথিটিকে খুঁজে পেতে পারেন।

৪. ৫. ০ প্রকল্পে ব্যবহৃত মাইক্রোফিল্মের মান: প্রকল্পের মূল প্রস্তাবে মাইক্রোফিল্মিংয়ের জন্য স্থানীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলা

হয়েছিল। সেইমত পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে ৬টি, পরে আরো ১৬টি সর্বভারতীয় সংস্থাকে কাজে যুক্ত করা হয়েছিল। তাদের কাজের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত ক্যামেরা এবং যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হলেও এরা কেউ সংরক্ষণযোগ্য মাইক্রোফিল্মের কাজে ANSI এবং AIIM মানে পৌঁছাতে পারেন নি। তাদের এই ব্যর্থতার পেছনে আছে দক্ষতার অভাব এবং ব্যবহৃত জলের নিকৃষ্টতা। এ ধরনের ফিল্মের পক্ষে এই জল ছিল অনুপযোগী। পরে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের স্বল্পমেয়াদী কার্যকরী প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সহায়তায় এইসব ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়েছে। ফলে মাইক্রোফিল্মের মান ANSI এবং AIIM-এ উন্নীত হয়েছে।

৪. ৬. ০ **পরিষেবার সুযোগ সৃষ্টি :** ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রকল্প নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রগুলিতে এবং মূলকেন্দ্র নয়াদিল্লীতে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জীজাত পরিষেবা এবং তথ্যায়ণ পরিষেবার সুযোগ এই প্রকল্পের দ্বারা সৃষ্টি হবে। এবং নথিভাণ্ডার ইন্টারনেটে (Internet), CRL অনলাইন ক্যাটালগে, OCLC এবং RLIN-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বেই সহজলভ্য হবে। ফলে বিশ্বের যেকোন দেশের মানুষই তার প্রাচ্য বা ভারতবিষয়ক সাহিত্যিক নথি বা সূচী এই ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক লাভ করবে।

৪. ৭. ০ **প্রকল্পের তহবিল সৃষ্টি :** ভারতসরকার ১৯৯০ সালের মে মাসে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। অক্টোবর মাসে আমেরিকা এই প্রকল্পের জন্য দু লক্ষ বাহান্ন হাজার ডলার লাইব্রেরী অব কংগ্রেসকে দেন। এই টাকা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যের চার হাজার নথি সংরক্ষণের জন্য খরচ করা হয়েছে। পরের বছর থেকে আমেরিকার কলা বিভাগের জন্য দেয় জাতীয় বৃত্তি তহবিল (National Endowment for Humanities) থেকে অর্থ মিলেছে এ ভাবে :

সারণী—২

বছর	মঞ্জুত বিকৃত অর্থ (ডলার)	ব্যয়ের ক্ষেত্র ও নথির পরিমাণ
১৯৯১-৯৪	৬৮,৮৬০	হিন্দী সাহিত্যের উনিশ শতকীয় ২০০০ নথির জন্য
১৯৯৩-৯৫	১,৯০,০০০	উর্দু সাহিত্যের উনিশ শতকীয় ২৮৮০ নথির জন্য
১৯৯৫-৯৬	৩৯,১৭৫	ইংরাজী সাহিত্যের বিংশ শতাব্দীর (প্রথমার্ধ) ৮০০০ নথির জন্য
১৯৯৫-৯৭	২,২০,৬৬০	মারাঠী, গুজরাটী, কোঙ্কনী সাহিত্যের বিংশ শতাব্দীর ৮০০০ নথির জন্য

৪. ৮. ০ **কাজের বর্তমান ধারা এবং অগ্রগতি**

৪. ৮. ১—ভারতীয় ভাষাসমূহের সাহিত্য সংরক্ষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটির প্রাথমিক কর্মসূচী হিসাবে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার এবং আমেরিকার লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের মধ্যে একটি যৌথ সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয়ের মধ্যে আলোচনাক্রমে

মাইক্রোফিল্ম ফরম্যাটটি (Microfilm format) নির্ধারিত হয়। পরে এই প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য কলকাতার সমস্ত বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। ১৯৯১ সালের শেষদিকে জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে আরো পাঁচটি গ্রন্থাগার এই প্রকল্পের অন্তর্গত হয়। প্রকল্পভুক্ত এই গ্রন্থাগারগুলির কাজ হল তাদের নিজস্ব সংগ্রহে সংরক্ষিত NBIL গ্রন্থের যোগান নিশ্চিত করা। এইভাবে গ্রন্থাগারগুলিকে চিহ্নিতকরণ এবং NBIL শিরোনাম নির্বাচনের কাজ চলে ১৯৯৩ জুড়ে। ১৯৯৩ সালে জুলাইয়ে ১০টি গ্রন্থাগার এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে এবং ১৪টি ভারতীয় ভাষার প্রকাশিত ২৩,১৩৮ টি সাহিত্যিক শিরোনাম চিহ্নিত করণের কাজ সম্পন্ন হয়। আরো ১২টি গ্রন্থাগারে এই চিহ্নিতকরণ এবং নির্বাচনের কাজ চলছে।

৪. ৮. ২—১৯৯২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম একগুচ্ছ গুজরাটী বইয়ের মাইক্রোফিল্মিংয়ের কাজ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়। পরে এ গুলিকে কারিগরী মূল্যায়ণ এবং মান নির্ধারনের জন্য ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে পাঠান হয়। একমাস পরে সাফল্যসূচক নির্দেশ আসলে এই পর্যায়ের মূল কাজ শুরু করা হয়। প্রথম প্রথম এ কাজের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত রিলকেই পরীক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠানো হচ্ছিল। পরে নয়াদিল্লীর লাইব্রেরী অব কংগ্রেস শাখার অফিস সংলগ্ন গবেষণাগারটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. ৮. ৩—১৯৯৩ সালের ২৭শে জুলাই কেন্দ্রীয় সচিবালয় গ্রন্থাগারে হিন্দী ভাষার শিরোনামগুলিকে মাইক্রোফিল্মিংয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। একইভাবে মুম্বাইয়ের মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে মারাঠী ভাষার সাহিত্য শিরোনাম অন্তর্ভুক্তির কাজ। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাদ্রাজের তামিলনাড়ু সংগ্রহশালায় (Tamilnadu Archives) একটি ক্যামেরা বসিয়ে এখানকার এবং কোয়েম্বাটুর পাবলিক লাইব্রেরীর তেলেগু ভাষার সাহিত্য শিরোনাম গুলিকে অন্তর্ভুক্তির কাজ শুরু করা হয়েছে। এর কাজ শেষ হলে কন্নড়, মালয়ালম, তামিল ভাষার কাজ শুরু হবে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভারতের শৈব সিদ্ধান্ত পাবলিশিং হাউস এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত অন্যান্য ভাষার নথি-গুলিকে এই প্রকল্পের অধীনে আনা হবে।

৪. ৮. ৪—মার্ক (MARC) ক্যাটালগ, গ্রন্থপঞ্জী (বাষ্মিক) নির্মাণ, নথি সংরক্ষণের এবংবিধ প্রক্রিয়া অতি সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে। ২২টি ভাষার প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যের ৬০,০০০ শিরোনাম রোমান লিপিতে প্রকাশনার কাজ ছিল খুবই জটিল। এর জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমাদের ছিল না। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং LANTASTIC NETWORKING-প্রক্রিয়ার মূল্যবান অভিজ্ঞতা আমাদের এ কাজে প্রভূত সাহায্য করেছে। এ পর্যন্ত যে অগ্রগতি, অঙ্কে এভাবে বর্ণনা করা যায় :

সারণী—৩ (জুন, ৯৫)

লক্ষ্যমাত্রা	চিহ্নিতকরণ	অন্তর্ভুক্তিকরণ
২২টি ভাষার ৫৫,৯০৫টি সাহিত্যিক নথি	২৩,১৩৮টি সাহিত্যিক নথি	৩৭৭৬টি সাহিত্যিক নথি

ব্যবহৃত উপকরণগুলি —

মাইক্রোকমপিউটার	লেসার প্রিন্টার	মাস্টার নেগেটিভ রিলের ব্যবহার
৫টি	১টি	৩১.৫১৭টি

কাজের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। আশা করা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তা সম্পন্ন করা যাবে। প্রাথমিকভাবে কিছু অভিজ্ঞতা, উপকরণের অভাব থাকলেও বর্তমানে এই কাজ দ্রুততর ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

১। Microfilming of Indian Publications Project MIPP, New Delhi.

২। South Asia Library Notes & queries Isme No. 30—1994/95. University of Chicago Library. Chicago.

চৈতন্য লাইব্রেরী ও বিডন স্কোয়ার লিটারারি ক্লাব

ডঃ কুণাল সিন্‌হা

চৈতন্য লাইব্রেরী যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কলিকাতায় পাবলিক লাইব্রেরী বলতে ছিল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী বা মেটকাফ হলে লর্ড মেটকাফের অনুরাগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৬ সালের মার্চ মাসে। কলকাতার বিত্তবান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল এই গ্রন্থাগারে। তা ছাড়া উত্তর কলকাতা থেকে মেটকাফ হলের দূরত্বও ছিল অনেকটা। কলিকাতার উচ্চশিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা যেতেন এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীতে। কলিকাতায় বসবাসকারী সাহেবদের জন্য ছিল বেঙ্গল ক্লাব লাইব্রেরী। উত্তর কলিকাতার বিডন স্ট্রীট ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী শিক্ষিত সাধারণ নরনারীর বই পড়ার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে এমন গ্রন্থাগার সর্বেনাম্ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাগবাজারের কম্বুলিটোলার রাজবল্লভপাড়ার কাছে যার বর্তমান নাম বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী। এখন এটি একটি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী। কম্বুলিটোলাও বিডন স্ট্রীটের যারে কাছে নয়। বর্ষাকালে সেখানে যাতায়াতের অসুবিধে ছিল। তাই বিডন স্ট্রীটের অধিবাসীগণ পাড়ার মধ্যে গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকেন। পাড়ায় উৎসাহী যুবকের অভাব ছিল না, ছিল অর্থের অভাব। প্রশ্ন যাঁরা এখানে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেন তাঁরা হলেন গৌরহরি সেন, কুঞ্জবিহারী দত্ত, নিতাই চাঁদ বসু, হরলাল শেঠ ও রঙ্গলাল বসাক। গৌরহরি সেন, গঙ্গানারায়ণ দত্ত নামে এক ধনী প্রতিবেশীর জন্য ইংরেজী চিঠিপত্র লিখে দিতেন। এই গঙ্গা নারায়ণের আর্থিক সাহায্যে গৌরহরি সেন ও কয়েকজন স্থানীয় যুবকের প্রচেষ্টায় চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী। পাদরী নেভারেন্ড আলেক্স টমরীও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

৮৩ নম্বর বিডন স্ট্রীটে গঙ্গানারায়ণ দত্তের গৃহের একাংশে লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিনা ভাড়ায় এই গৃহে চার বছরের বেশী সময় গ্রন্থাগারটি ছিল। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে টমরি সাহেব, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্র নারায়ণ আচার্যের প্রচেষ্টায় বহু স্থায়ী সভ্য হয়েছিল এই গ্রন্থাগারের। গ্রন্থাগারের আর্থিক সমস্যাও মিটেছিল স্থায়ী সদস্যের চাঁদার টাকায়।

গৌরহরি সেন চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থাগারটির উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে ছিল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা। চৈতন্য লাইব্রেরীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের কথা হল দেশ-বিদেশের মনীষীবৃন্দের

দ্বারা বক্তৃতার আয়োজন করা। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার এক বছর পর থেকেই এই সভাগুলি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলেক্স টমরি, স্যার আলেকজান্ডার মিলার (ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য) ফারার লোকো, স্যার সি. ভি. রমন প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি। এ ছাড়া গ্রন্থাগারে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। এই প্রতিযোগিতার পরীক্ষকগণ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ চৌধুরী, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ। বর্তমানে খুব সমারোহের সঙ্গে সরস্বতী পুজো হয় এই গ্রন্থাগারে। আবৃত্তি ও গানের প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর।

১৮৮৮-৮৯ সালে চৈত্য লাইব্রেরীর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব আয়োজিত হয়েছিল মহা সমারোহে। সেই উৎসব উপলক্ষে প্রখ্যাত লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর শুভেচ্ছা-বার্তায় লিখেছিলেন: "চৈত্য লাইব্রেরীর সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত। আমার মা এই লাইব্রেরী থেকে বরাবর বই আনিয়ে পড়তেন। তখনকার দিনে অবলা মেয়েদের পক্ষে নিজে লাইব্রেরীতে গিয়ে বই নির্বাচন করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। ক্যাটালগ থেকে নাম নিয়ে বাড়ীর ছেলেদের দিয়ে বই আনিয়ে নেওয়া হত। মায়ের দৌলতে আমরাও চৈত্য লাইব্রেরীর বই প্রেম পাঠিকা ছিলাম।"

চৈত্য লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা খুব যত্ন সহকারে তৈরী করে ছাপানো হয়। অল্প মূল্যে সেগুলি কিনতে পাওয়া যায়। তালিকায় পুস্তকের নাম ও নম্বর লিখে পাঠালে সভ্যদের মারফৎ বা অন্য লোক মারফৎ বই নেওয়া সম্ভব। বাদল খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা আমি খুব যত্ন সহকারে পড়ে দেখেছি।

তিনতলা এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা অনেক। তবে বইগুলি দশমিক প্রথায় বর্গীকরণ হয় নি। বাংলা পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

অ—আইন, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি।

ই—ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব;

উ—উপন্যাস, আখ্যায়িকা, কথাসাহিত্য;

ক—কাব্য, কবিতা;

গ—গ্রন্থাবলী;

চ—চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়;

জ—জীবন বৃত্তান্ত;

ধ—ধর্ম সম্বন্ধীয়, পুরান দর্শন ইত্যাদি;

না—নাটক, অপেরা প্রহসন ইত্যাদি;

প—সাময়িক পত্র;

ভ—ভ্রমণ বৃত্তান্ত;

র—রহস্য ও ব্যঙ্গ;

ল—শিল্প, সঙ্গীত, কৃষি ইত্যাদি;

বি—বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি;

বৈ—বৈষ্ণব সাহিত্য;

সা—প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি;

শি—শিশু সাহিত্য;

গ-স—গল্প সমষ্টি;

র র—রম্য রচনা।

কোনো পুস্তক নেওয়ার সময় আবেদনপত্রের বাম পার্শ্বের প্রথম কলামে উক্ত পুস্তকের শ্রেণীসূচক অক্ষর ও পরে নম্বরটি লিখতে হবে, দ্বিতীয় কলামে পুস্তকের নাম লিখতে হবে। যেমন,

ধ ৭১২—বেদান্ত পরিচয়;

এইভাবে পুরানো দিনের fixed location প্রথায় সাজানো বইগুলির সন্ধান করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

৮৩ নম্বর বিডন স্ট্রীট থেকে লাইব্রেরীটি আর নিজস্ব ভবনে (৪/১ বিডন স্ট্রীট) উঠে আসে ১৮৯৩ সালের শেষভাগে। এখন এই গ্রন্থাগার সোম থেকে শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে ৮-৩০ মিঃ ও সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা

পর্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সকাল ৭টা থেকে ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। কিন্তু রিডিং রুম (সংবাদপত্র বিভাগ) প্রতিদিন সকাল ৭-৩০ মিঃ থেকে ৯টা পর্যন্ত ও বিকেল ৫টা থেকে ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে। বিভিন্ন ছুটি উপলক্ষে বছরে ২৫ দিন পুস্তক আদান-প্রদান বন্ধ থাকে। ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে বাৎসরিক পুস্তক গণনার কাজের জন্যে।

কয়েকজন কর্মীর ঐকান্তিক পরিশ্রম ও নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে এই গ্রন্থাগার শতাব্দিক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা এই গ্রন্থাগারের জন্য কাজ করেছেন আর যাঁরা এখনও নিরলসভাবে গ্রন্থাগারের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের নিঃস্বার্থ কর্মসাধনা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। চৈতন্য লাইব্রেরীর বাংলা পুস্তকের তালিকা একসহকারে পড়ে একটি বিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, এই গ্রন্থাগারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সময়ের অনেক উল্লেখযোগ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগৃহীত হয়েছে। কল্লোল যুগের লেখকদের রচিত কবিতা, উপন্যাস, গল্প ও কাহিনীতে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার। কল্লোল বেশীদিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে নি। পরবর্তী সময় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা কালিকলম, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ ও প্রবাসীতে লিখেছেন। এই পত্র-পত্রিকাগুলিও চৈতন্য লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যদি কেউ পরিচিত হতে চান তার কাছে চৈতন্য লাইব্রেরীর গ্রন্থাবলী অপরিহার্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অনেক Little Magazine, অনেক ছোট, বড়, মাঝারি মাপের লেখকের রচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থাগারে। আজ একবিংশ শতাব্দীর ঘোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম কয়েক দশকে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে কৌতূহল স্বাভাবিক।

চৈতন্য লাইব্রেরীর বাংলা পুস্তক-তালিকা থেকে কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হ'ল। এই তালিকার বাইরেও এই গ্রন্থাগারে অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তক ও সাময়িক পত্রের নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হ'ল এই সাধারণে গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে পাঠকের একটা ধারণা করে দেওয়া।

রাজনারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, জলধর সেন, টেকচাঁদ ঠাকুর, তারকনাথ, বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, নারায়ণচন্দ্র, নিরুপমা দেবী, শরৎচন্দ্র, রজনীকান্ত, স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, দামোদর, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, ইন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত প্রমুখ সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী আছে এই গ্রন্থাগারে। আছে রবীন্দ্র রচনাবলীর একাধিক সংস্করণ।

এখানে সংরক্ষিত জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—আমার ভারত (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়); বারীন্দ্রের অন্তর্কাহিনী (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ); স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী (নৃপেন্দ্রকুমার গুহরায়); বাজীরাও, আনন্দী বাঈ (সখারাম গণেশ দেউস্কর), আমার আত্মকথা (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ); ডেপুটির জীবন (গিরিশচন্দ্র নাগ); বেগম (ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়); স্মৃতি-কথা, ১ম-৪র্থ পর্ব (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়); যখন পুলিশ, যখন নায়ক ছিলাম (যতীন্দ্র ভট্টাচার্য); সাত-সাতের জেলে উনিশ মাস (হিমিষ চৌধুরী) স্মৃতিচারণ (দিলীপকুমার রায়); নিজেরে হারায়ে খুঁজি, অহিন্দু চৌধুরী); সত্তর বৎসর (বিপিনচন্দ্র পাল); শিল্পী হেভেলনাথ, ১ম-৪র্থ খন্ড (প্রকাশচন্দ্র সোম); ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত (প্যারিচাঁদ মিত্র); তত্ত্বমঞ্জরী, ১ম-৮ম ভাগ (নববিধান ব্রাহ্মসমাজ); তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন); দীনবন্ধু মিত্র (বঙ্কিম চন্দ্র); দ্বিজেন্দ্রলাল (নবকৃষ্ণ ঘোষ); দ্বারকানাথ মিত্র (কালীপ্রসন্ন দত্ত); মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভবানীধন দত্ত); টেকচাঁদের জীবনী (চন্ডীচরণ সেন); আমার জীবনী, ১ম-৩য় ভাগ (নবীনচন্দ্র সেন); আমার

জীবন (রামসুন্দরী) ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (রজনীকান্ত গুপ্ত) ; কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত (গোপীনাথ মিত্র (কালীপ্রসন্ন দত্ত)।

নিম্নলিখিত লেখক-লেখিকার উপন্যাস সমূহ চৈতন্য লাইব্রেরী—অদ্ভুত সোব্বাণী, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কিরণকুমার রায়, গোকুলচন্দ্র নাগ ; গোলাপফুলমু, চণ্ডীচরণ সেন চাণক্য সেন, জগদীশ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্র, তরলাবালা, দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নবগোপাল দাস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল রায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব গুহ, বেদুইন, মণীন্দ্রলাল বসু, মতি নন্দী, মনোজ বসু, মনোমোহিনী দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রমাপদ চৌধুরী, রাহুল সংকৃত্যায়ণ, শম্ভু মহারাজ, শরৎ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধনাথ ঘোষ, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়···এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এখানে সংগৃহীত হয়েছে কাজী নজরুল, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নবীনচন্দ্র সেন, দিনেশ দাস, জসীমউদ্দীন, দিলীপকুমার রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত সেন, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়লাল চক্রবর্তী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রমুখ কবির কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ (কয়েকটি প্রথম সংস্করণ) আছে এই গ্রন্থাগারে।

উত্তর কলিকাতার অধিবাসীদের নাটক সম্বন্ধে উৎসাহ অনেক দিনের। সুতরাং উত্তর কলিকাতার কোনো বড় গ্রন্থাগারে নাটকের বই বেশী থাকবে, তার সম্ভাবনার অবকাশ নেই। চৈতন্য লাইব্রেরীতে আছে এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের বইয়ের নাম নীচে উল্লেখ করা হল :

রঙ্গকরবী, তপতী (রবীন্দ্রনাথ), পেলারামের স্বয়ংবরিকতা, (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ; বেশের ভাক (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্গারে, টিনের তলোয়ার, রাইফেল, ছায়ানট (উৎপল দত্ত) ; কবি কাহিনী (বাদল সরকার) ; ফেরারী ফৌজ (উৎপল দত্ত) ; অভিনয়, নাটক, মঞ্চ (শম্ভু মিত্র)।

এই গ্রন্থাগারে সঙ্গীত বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম—গীতি বীথিকা (রবীন্দ্রলাল) ; দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুল গীতি ও স্বরলিপি, হাসির গানের স্বরলিপি (দিলীপকুমার রায়) ; রাগবিচিত্রা (কাজী অনিরুদ্ধ) ; রবীন্দ্রসঙ্গীত (শান্তিদেব ঘোষ) ; কাকলী (অতুলপ্রসাদ) প্রসাদ পদাবলী রামপ্রসাদের রচনা সংগ্রহ (কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ) ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য তেষজ রত্নাবলী, (বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। লতাপাতার গুণাগুণ (অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ম্যালারিয়া জ্বর চিকিৎসা (অম্বিকাচরণ রক্ষিত)।

ভ্রমণ বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক—বর্তমান জগৎ গ্রন্থ—৫ম ভাগ (বিনয়কুমার সরকার) ; আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) ; ইতালিতে বারকয়েক, সুইটজারল্যাণ্ড (বিনয়কুমার সরকার) ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ (কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়) ; বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) ; খণ্ডকশর্বরী (নারায়ণ সান্যাল) ; প্রবালের জানালি (শিবনারায়ণ রায়)।

ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ—কংগ্রেস (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) ; রাজনৈতিক ইতিহাস (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) ; কলিকাতার চলাফেরা (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ; তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের ইতিহাস (স্বর্ণকুমার

ঘোষাল); রাজমালা (কালীপ্রসন্ন সেন); বংশ পরিচয় (জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার); উলা বা বীরনগর (স্বজননাথ মিত্র); সুতানুটি সমাচার; টাউন কলিকাতার কড়চা; বাদশাহী আমল (বিনয় ঘোষ); কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (গোপিকামোহন ভট্টাচার্য); জাগরণ ও বিস্ফোরণ (জলধিচরণ ঘোষ); কলিকাতার কথা (প্রমথনাথ মল্লিক); তত্ত্বানুসন্ধিক (নরেন্দ্রনাথ পেঠে); নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ (প্রমোদ সেনগুপ্ত) বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (সুখময় মুখোপাধ্যায়); ইংরেজ বর্ষিত ভারতবর্ষ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কয়েকখানি বই: কেশবচন্দ্র সেনের সমুদয় গ্রন্থ; গীতা রহস্য (তিলক); গীতার ভূমিকা (অরবিন্দ ঘোষ); ক্ষত্রিয় ক্রিয়া কৌমুদী (রসিকচন্দ্র রায়); ইংরেজের জয় (বিহারীলাল সরকার); কংগ্রেস (অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়); বঙ্গ পন্থা (চন্দ্রনাথ বসু); কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চলিত আইন (তারিখ) (সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য) কলিকাতার ইতিহাস (সুবলচন্দ্র মিত্র); কলিকাতা রহস্য (জহরলাল বসু) কলিকাতা রহস্য (পাল এন্ড কোং); কলিকাতা রহস্য, ১ম খণ্ড ২য় খণ্ড (হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়); কায়স্থ তত্ত্ব (কালীপ্রসন্ন সরকার); কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয় (নগেন্দ্রনাথ বসু); দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ১৬নং ই (চণ্ডীচরণ সেন); নারী নীতি (ঈশানচন্দ্র বসু); নারী রত্ন (নগেন্দ্রনাথ বসু); নারী শিক্ষা (১ম ও ২য় ভাগ); নির্বাসন কাহিনী (মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা); প্রতাপাদিত্য (নিখিলনাথ রায়); প্রাচীন কলিকাতা (প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়); মহাবুদ্ধের ইতিহাস (১ম—৩য় খণ্ড), মহাযুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ—৬ষ্ঠ খণ্ড) (সত্যেন্দ্রকুমার বসু); বঙ্গভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস (প্রিয়নাথ গুহ); বঙ্গীয় মুসলমান (নওসের আলি খাঁ ইউনফরী); বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়), বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড) (নগেন্দ্রনাথ বসু); বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম—২য় ভাগ (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়); বাঙ্গালার ইতিহাস (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়); বাঙ্গালার ইতিহাস (কালীপ্রসন্ন সিংহ); বাঙ্গালার জমিদার (রামাচরণ মজুমদার); বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১ম ভাগ (পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়); স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী (নগেন্দ্রকুমার গুহরায়), স্বদেশ রেণু (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়); স্বপ্ন (গিরিন্দ্রশেখর); প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা; বিজ্ঞানের ইতিহাস (সমরেন্দ্রনাথ সেন); বিজ্ঞানের সংকট (সত্যেন্দ্রনাথ বসু); আমাদের খাদ্য (ডঃ নীলরতন ধর); কমলাকান্ত পদাবলী (শ্রীকান্ত মল্লিক); ছুটীখানের মহাভারত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ); ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীকান্ত নন্দী ও জমিদার শ্রেণীর অবনতি—জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী; টাইটেল বা ডিক্রির কুলি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর ১ম—৪র্থ খণ্ড—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; দারোগার দপ্তর—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়; দাশরথি রায়ের পাঁচালী—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়; দেশীয় মুদ্রাবস্থ বিষয়ক প্রস্তাব—রজনীকান্ত গুহ; নরোত্তম ঠাকুর—বিহারীলাল; নব্য রসায়নী বিদ্যা—প্রফুল্লচন্দ্র রায়; পদরত্নাবলী—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার; বাংলার পাখী—জগদানন্দ রায়; পদার্থদর্শন—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; পল্লিবধূ উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; পরমার্থ সঙ্গীত রত্নাকর—বিলায়েত হোসেন; পাগোল হরনাথ ১ম—৩য় খণ্ড; পথ ও পাথেয়—রবীন্দ্রনাথ (চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত); ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম—২য় ভাগ (অক্ষয়কুমার দত্ত); রসায়ন (মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) রসায়ন বিজ্ঞান (রামচন্দ্র দত্ত); বিশ্বকোষ ১ম—খণ্ড (হরগৌর মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়); ২য়—২২শ খণ্ড (নগেন্দ্রনাথ বসু); মহাভারতের বিভিন্ন অনুবাদ ও সংস্করণ; কিরণকুমার সরকার, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ লেখক ও কবির অনেক গ্রন্থ; পুরানো দিনের গীতিকারদের গ্রন্থাবলী।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা—সাময়িক পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১০, ৭ম বর্ষ, ১৩১১।

অনুসন্ধান, দুর্গাদাস লাহিড়ী, সং ১ম বর্ষ, ১২৯৬-৯৭ থেকে ৮ম বর্ষ, ১৩০১ ; ১৪শ বর্ষ, ১৩০৭।

অর্চনা, ১ম বর্ষ, ১৩১০—১১ ১৪শ বর্ষ, ১৩২৩—২৪, ১৫শ বর্ষ—২৭শ বর্ষ।

আর্যদর্শন, ২য় খণ্ড, ১২৮২ : ৩য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম খণ্ড, ৯ম খণ্ড, ১০ম খণ্ড, ১২৯১।

আর্যাবর্ত, ১ম—৫ম বর্ষ, ১৩১৭—১৩২১।

আলোচনা, ৯ম বর্ষ, ১৩১২ থেকে ২৩শ বর্ষ, ১৩২৬।

উৎসব, ৬ষ্ঠ বর্ষ—১১শ বর্ষ, ১৩১৭—১৩২০।

উৎসাহ, ১৩০৫—১৩০৯।

উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ১৩০৫—১১শ বর্ষ, ১৩১৫। ১৩শ বর্ষ, ১৩১৭—১৯শ বর্ষ, ১৩২৪ ; ২০শ—২৮শ বর্ষ।

উপাসনা, ১ম—১৭শ বর্ষ, ১৩২৮।

কল্পদ্রুম, ১ম খণ্ড, ১২৮৫—৮৬ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

কায়স্থ সমাজ, ১৩২৬, ১৩২৮—১৩৩০।

কৃষক, ৩য় খণ্ড, ১৩০১—২০শ খণ্ড, ১৩২১।

গম্ভীরা, ১ম—৩য় খণ্ড ১৩২১—২৩।

গল্প লহরী, ১৩২৪, ১৩২৫, ১৩৩২—১৩৩৪।

গৃহস্থ, ২য় খণ্ড, ১৩১৭—১৮, ৪র্থ খণ্ড থেকে ৮ম খণ্ড।

জন্মভূমি, ১ম বর্ষ ১২৯৭, ১০ম বর্ষ—১৮শ বর্ষ ; ২০শ বর্ষ—২৪শ বর্ষ, ১৩২৩।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮১৫ শকাব্দ, ১৮১৭—১৮১৯, ১৮২১—৩২ শকাব্দ, ১৩২৫—১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

তত্ত্বমঞ্জরী, ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৭, ১৮—২১ বর্ষ, ১৩২১—২৪।

নবজীবন, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, সং, ১ম ভাগ, ১২৯১-৯২ —৫ম ভাগ, ১২৯৫-৯৬।

নবযুগ, ১ম—৩য় খণ্ড, ১৩১১—১৩১৩।

নব ভারত, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সং ; ৮ম খণ্ড, ১২৯৭—৩৫শ খণ্ড, ১৩২৪, ৩৭শ খণ্ড, ১৩২৭—৪১শ খণ্ড, ১৩৩১।

নাট্য মন্দির, সরেন্দ্র নাথ দত্ত সং, ১ম বর্ষ ১৩১৭—৩য় বর্ষ, ১৩২০।

নারায়ণ, ১ম বর্ষ, ১৩২১—৫ম বর্ষ, ১৩২৮।

পাঠশালা, ১৩৫৪—১৩৫৮।

পূর্ণা, ১ম বর্ষ, ১৩০১ ; ৩য় বর্ষ, ১৩০৭ ; ৪র্থ খণ্ড, ৫ম খণ্ড, ১৩১২।

প্রচার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সং ; ১ম—৪র্থ খণ্ড ১২৯১—১২৯৫।

প্রতিভা, ১ম বর্ষ, ১৩১৮—৫ম বর্ষ, ১৩২২ ; ৫ম বর্ষ, ১৩২৪।

প্রবাসী, ১ম ভাগ, ১৩০৮—৬৩ ভাগ, ১৩৭০ প্রথমোক্ত সময়ের কয়েকটি খণ্ড নেই।

প্রবীপ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চক্রবর্তী সং, ১ম ভাগ ১৩০৪—৭ম ভাগ, ১৩১১।

প্রয়াস, ১ম বর্ষ ১৮৯৯ ; ২য় বর্ষ, ১৯০০।

প্রবর্তক, ৪র্থ—১১শ ভাগ, ১৩৩০।

প্রার্থনা, কেশবচন্দ্র সেন, সং ; ১ম—৩য় ভাগ।

বঙ্গবাণী, ২য় বর্ষ, ১৩২৯—৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৪।

বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৭—১৩২৭।

বান্ধব, ১ম খণ্ড, ১৩০৮—৪র্থ খণ্ড ১৩১২।

বিদ্বজ্জননী, ১ম বর্ষ, ১৩০৭, ২য় বর্ষ, ১৩০৮।

বীরভূমি, ১ম—৫ম ভাগ।

ব্রহ্মবিদ্যা, ১ম বর্ষ, ১৩১৯—১৫শ বর্ষ, ১৩৩৩।

ভারত মহিলা ১ম ভাগ, ১৩১০—৮ম ভাগ, ১৩১৯।

ভারতবর্ষ, ১ম—৪৫ বর্ষ, ১৩৬৪।

ভারতী, ১ম বর্ষ ১২৮৪—৫০শ বর্ষ, ১৩০৩।

মানসী, ২য় থেকে ৭ম খণ্ড ; মানসী ও মর্মবাণী ১ম —১৯শ বর্ষ, ১৩৩৪।

মহাজন বন্ধু, ২য়—১২শ বর্ষ, ১৩১৯।

যমুনা, ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম বর্ষ, ১৩২৩। যমুনা (নবপর্যায়) ১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৩।

যোগিসখা, ১৩২৫—১৩৩১।

শান্তি নিকেতন, ১ম—১৭শ খণ্ড।

সখা, ৪র্থ ভাগ ১৮৮৬. ৫ম ভাগ, ৮ম ভাগ, ৯ম ভাগ, ১০ম ভাগ. ১১শ ভাগ, ১৮১০।

সখা ও সাথী, ২য় ভাগ. ১৩০২ ; ৩য় ভাগ ১৩০৩।

সচিত্র শিশির. ১ম বর্ষ, ১৩০০—৪র্থ বর্ষ, ১৩০৪।

সন্দেশ. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সং. ১ম বর্ষ, ১৩২০—১৩শ বর্ষ, ১৩৩২।

সবুজ পত্র ১ম—৭ম বর্ষ ১৩২৭।

সাধনা, ১ম ভাগ, ১২৯৮—৪র্থ ভাগ, ১৩০২।

সাহিত্য, ২য় বর্ষ, ১২৯৮—৩২শ ভাগ ১৩২১।

সুবর্ণ-বণিক সমাচার, ১ম বর্ষ, ১৩২০-২৪, ৪র্থ বর্ষ —১ম বর্ষ, ১৩৩২।

সৌরভ, কেদারনাথ মজুমদার সং, ২য় বর্ষ ১৩২০-২১— ৫ম বর্ষ, ১৩২৩ ; ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩২৪-২৫ —১২শ বর্ষ, ১৩৩০-৩১।

অন্যান্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকা—

রূপ ও রঙ্গ, শরচ্চন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সং ; ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় খণ্ড অমৃত, উদ্বোধন, উল্টোরথ, জল্পনা, কথা সাহিত্য, গল্প ভারতী, জ্ঞান বিজ্ঞান ; দেশ, দেশ বিদেশী (শারদীয়া) ; নবকল্লোল, পরিচয় ; বিংশ শতাব্দী, মাসিক রহস্য পত্রিকা, মাসিক গোয়েন্দা, মাসিক বসুমতী ; মাসিক রোমাঞ্চ ; বঙ্গশ্রী (১৩৬৫-৭০) ; বঙ্গবাণী ; শনিবারের চিঠি ; শারদীয়া আনন্দবাজার ; শারদীয়া অরোরা ; শারদীয়া যুগান্তর ; সচিত্র ভারত : সিনেমা জগৎ ইত্যাদি।

দু'টি চিঠি ও সম্পাদকের নিবেদন

We are reproducing below the letter of the General Secretary of the IASLIC vide our letter of ——reproduced in the Granthagar of, 1996.

Ref. 77/969 30 April, 1997

The General Secretary
Bengal Library Association
P—134 CIT Scheme—52
Calcutta-700 014

Dear Colleague

We duly received your letter No 464/96-97 dated 8 March, 1997 regarding a 'comment made by a reviewer of a book' which has very unfortunately hurt your sentiment. The letter was placed before the IASLIC Executive on 13 March 1997. We are extremely sorry for the delay in acknowledging the receipt of the letter as also communicating the feeling of regret.

We completely share and appreciate your sentiment and state that we also firmly believe that the BLA played a pioneering role in the

library movement of the country and all round library development of the State. The question of denigrating your course can never arise.

The reviewer has also expressed his anguish and agony over such a 'misunderstanding' caused by a portion of the review in the minds of the friends of a close fraternal body.

In the circumstances, we crave indulgence on your good self and bear with us for this untoward incident.

Yours sincerely

Sd/- (J. N. Satpathi)

HONORARY GENERAL SECRETARY

IASLIC.

ইয়াসলিকের সাধারণ সম্পাদককে বিয়েলের কর্মসচিবের লেখা একটি পত্রের (৮ই মার্চ, ১৯৯৭) পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াসলিকের অনাত্ম সহ সভাপতি ও বিয়েলের সভাপতি গ্রন্থাগারে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রটি নিচে ছাপা হলো।

প্রিয় বন্ধু,

ইয়াসলিকের উদ্দেশ্যে লিখিত বিয়েলের একটি চিঠি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হয়ে গিয়েছে শুনে সেই সূত্রে আমার এই দীর্ঘ চিঠি। পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি এখনও আমি পাইনি ; কিন্তু চিঠির একটি অনুলিপি আমার কাছে আছে। তারই ভিত্তিতে আগে থাকতেই এ চিঠি লেখার কারণ আজকের এই শুভ দিনটি। আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে খিচুড়ি ভাষায় লেখা এ-চিঠিতে আমাকে বান ডাকতে কিম্বা শিবের গীত গাইতে হচ্ছে বলে।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়ের তিনোষ ব্যাধিতে আমি আক্রান্ত। তাই অতি লজ্জার সঙ্গে এই চিঠি লিখছি। কারণ ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে পরিষদের সভাপতি ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে আজ পরিষদের মুখপত্রে প্রকাশিত পরিষদেরই একটি চিঠির বৈপরীত্যে নামতে হচ্ছে। সান্ত্বনা এই যে পরিষদের নামাঙ্কিত চিঠিটি কার্য নির্বাহক সমিতির বিনা অনুমোদনে লিখিত, প্রেরিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাই স্বাভাবিক শৃঙ্খলাভঙ্গের কোন দায় আমার নেই।

চিঠিটি সম্পর্কে আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল যে ওটি গান্ধীজির ভাষায় একটি "Himalayan blunder." তবে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ছেপে ফেলার ফলে যেন একটু blessing in disguise দেখে আমি আশ্বস্ত। কারণ ইয়াসলিকের ওটি আর প্রকাশনার কোনো দায় রইল না। ভয় ছিল আমার যে Reviewer, তথা অ্যাসোসিয়েট এডিটর তথা ইয়াসলিকের জয়েন্ট সেক্রেটারি বিয়েলের

অনুরোধ রক্ষার্থে' চিঠিটি সদস্যদের গোচরে আনার জন্য বুলেটিনে সেটি ছেপে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটি রূপায়িত হলে সারা ভারতে তো বটেই বিশ্বের বহু দেশের প্রফেশনাল মহলে আমাদের এই ঘরোয়া কোঁদলের কেচ্ছা জানাজানি হয়ে যেত। সেই ভয় থেকে আমি এখন অনেকাংশে মুক্ত। জানিনা ILSA-তে ওটি প্রতিফলিত হবে কি না।

আমার দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হল যে বিয়েলের ওই চিঠির মধ্যে দিয়ে একটা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে। সহিষ্ণুতা হল গণতন্ত্রের মূল উপাদান। আর গ্রন্থাগার হল গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। আজকের শুভদিনে পরিষদের প্রথম সভাপতির কথা স্মরণ করি যে "বাদ ও প্রতিবাদ এখানে ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে।" চিন্তার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু দুনিয়ার প্রবণতা হল এখন মকবুল ফিদা হুসেনের ছবি পুড়িয়ে দাও, সলমন রুশদিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠাও, তসলিমা নাসরিনকে দেশছাড়া করো।

শিল্প সাহিত্যের উপর কালাপাহাড়ী আঘাত যেমন নতুন কিছু নয় তেমনি সমালোচনার ব্যাপারটা চিরকালই পাত্রবিশেষে স্পর্শকাতরতার কারণ হয়ে এসেছে। প্রাক স্বাধীন আমলের কোনো এক বাঙালি নেতার সমালোচনা করার দরুণ তাঁর অনুগামীরা কোনো এক সংবাদপত্রের অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সময়টা ছিল ত্রিপুরী ও রামগড় কংগ্রেসের মাঝামাঝি। এখন তো ফরমায়েসি ইতিহাস লেখার দিন পড়েছে। সুনীতি চাটুজ্যে মহাশয় এই সেদিন রামায়ণের নতুন মূল্যায়ন করতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মানুষেরা এখন ঠাকুর ঘরে পূজার বেদীতে অধিষ্ঠিত। তাদের সমালোচনা blasbphemy. এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আনন্দ পুরস্কার বিতরণী সভায় কেতকী কুশারী ডাইসনের বক্তৃতার অংশবিশেষ খুবই সময়োচিত।

"রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কাজের ঝুঁকি আছে। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ পূজিত দেবতা ও প্রতীকী চরিত্র হিসাবে বিরাজ করছেন, সেখানে তাঁর সামান্য সমালোচনাও রবীন্দ্র বিরোধিতা হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো মানুষ ছিলেন। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে মানুষ হিসাবেই বিচার করতে হবে।" (আ বা প. ২৭ এপ্রিল '৯৭)।

এখন আমার প্রশ্ন হল যে গ্রন্থাগারিকেরা নিজেদের catalyst বলে মনে করেন। তাঁদের কেন এই স্পর্শ-কাতরতা থাকবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে মহানগরীর বিয়েলের মান মর্যাদার শিকড় কী এতই অগভীরে প্রোথিত যে রিভিউয়ার সুবীর সেনের ওই একটা পরোক্ষ মন্তব্যে সেটা শিথিল হয়ে গিয়েছে, এবং বিয়েলকে তাই মশা মারতে কামান দাগতে হয়েছে।

বিয়েলে সেন্টিমেন্ট আমারও কারুর চেয়ে কম কিছু নয়। তবে বিয়েলকে আমি কোনোদিন fetish-এ পরিণত করিনি। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় জনৈক কর্মীবন্ধু বিয়েলের ঐতিহাসিক ধারার উপর অপমানকর আঘাত হেনে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো দিন টুঁ শব্দটি করেন নি। Posterity কি সেই মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেবে? বিয়েলের প্রতি নির্বোধ দুর্বলতার তাড়নায় আমি সেদিন পত্রিকাতে তার প্রতিবাদ করেছিলাম। ফল হিসাবে পরবর্তী বর্ধমান সম্মেলনে ১৯৮০) আর এক কর্মীবন্ধু আমার বিরুদ্ধে একটি ইস্তাহার বিলি করেন। বিয়েলের ইলেকশনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে প্রায় হেরে বেতে বসে কোনোক্রমে এক ভোটে জিতে যাই।

আমার মতে সুবীর সেনের ওই তুচ্ছ মন্তব্য যদি উপেক্ষা করা না যেত, তাহলে সভা ডেকে কিংবা পত্রিকার মাধ্যমে 'ইনটেলেকচুয়াল বিট্রে' বিষয়টির নিষ্পত্তি করাই ছিল শোভনীয়। ধরে নেওয়া যাক রঙ্গনাথন আজ বেঁচে আছেন। তিনি তাহলে ওই

মন্তব্যকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নুফে নিলেন এবং বিতর্কের মাধ্যমে মোকাবিলা করলেন।

রঙ্গনাথনের ছবি টাঙিয়ে আমরা তাঁকে পুজো করি। কিন্তু তাঁর মানসিক উদারতা, নিরপেক্ষ বিচার ভঙ্গি ও মননশীল আচরণকে আমরা কোনো দিন বোঝার চেষ্টা করিনি। অনেকটা যেন "তোমার পুজোর ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"

হায়দ্রাবাদ সম্মেলনে (১৯৬০) ILA থেকে রঙ্গনাথন কার্যত অপসারিত ও অপদস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর 'স্বার্থে' তিনি সেটা মনে পুষে রাখেননি। তার প্রমাণ পাই যেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ইয়াসলিকের আহ্বানে এক আলোচনা সভা বসে। মূল বক্তা ছিলেন রঙ্গনাথন। সালটা ৬০ কিংবা ৬১।

রঙ্গনাথন নিজের স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে মিনিট পনের বক্তৃতা করে মতামত আহ্বান করেন। তাঁর সেদিন বক্তব্য ছিল যে ভারতে গ্রন্থাগার কর্মীরা "numericly weak" শক্তি তাদের ক্ষীণ। এমতাবস্থায় ইয়াসলিক গড়ে তোলাটা ভুল হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ থাকার তাগিদে ILA-কে শক্তিশালী করে তোলাই জরুরি কর্তব্য।

আত্মপক্ষ সমর্থনের তাগিদে মননশীল বিতর্কে সুপটু কেশব ভট্টাচার্য সুন্দর ভঙ্গিমায় যুক্তিসহকারে বিভিন্ন forum-এর ক্রমবর্ধিষ্ণু কর্মক্ষেত্র বিভাজনের প্রেক্ষাপটে ইয়াসলিক স্থাপনার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। প্রবীর রায়চৌধুরী ছিলেন তখন ইয়াসলিকের সহ-কর্মসচিব। তিনি রঙ্গনাথনকে প্রশ্ন করেন যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গ্রন্থাগার পরিষদের যোগদান সঙ্গত কি না? স্বল্প পরিসর এই চিঠিতে সবিস্তারে পুরানো দিনের কথা লেখার অবকাশ নেই। উল্লেখ্য ইয়াসলিক গোড়া থেকেই ছিল বিবিধের মাঝে মিলন মহান। হুমায়ুন anti এবং pro রঙ্গনাথন শিবির নির্বিশেষে অনেকেই নবগঠিত ইয়াসলিকের সঙ্গে যুক্ত হন।

ইয়াসলিকের প্রথম পর্যায়ে SMG, (Saha Mukherjee Ghosh) নামে খ্যাত তিন প্রাণ পুরুষের সঙ্গে কেশব ভট্টাচার্য, এস ঘোষাল, তারক লাহিড়ি, এস আর ব্যানার্জী প্রমুখ অনেক সক্রিয় কর্মী ছিলেন যাঁদের সঙ্গে বিরেনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। পক্ষান্তরে কিন্তু বিরেনের কিছু সক্রিয় কর্মী ইয়াসলিকের সেই শৈশবকাল থেকেই তার সবল লালনপালনে যুক্ত হন। এই মুহূর্তে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন ফণিভূষণ রায়, প্রবীর, কৃষ্ণা দত্ত, দিলীপ বসু পরে একে একে গণেশ ভট্টাচার্য, অরুণ দাশগুপ্ত ও নির্মল মুখার্জী। আমার ভূমিকা ছিল একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের (গ্রন্থাগার পত্রিকার) মতো ইয়াসলিকের বোম্বাই সম্মেলনে (১৯৬৮) ক্যাম্প অফিসের দায়িত্ব নেন অরুণ রায়। আমি শুধু দুটি পরিষদের পারস্পরিক সম্পর্কের কালপঞ্জির আভাস দিচ্ছি, ইতিহাস কিছু নয়।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি মামলা-মোকর্দমা বাজেয়াপ্তি ইত্যাদি সমস্যার জেরেবার ইয়াসলিকের হাল ধরার জন্যে সবাই সেক্রেটারি পদে চেয়েছিলেন প্রবীর রায়চৌধুরীকে। পরিবর্তে তিনি আমাকে ওই পদে বসিয়ে নিজে জয়েন্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব নেন। যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন যে ওই কালপর্বে ইয়াসলিকে প্রবীরের কী ভূমিকা ছিল। ইয়াসলিকের Indexing Course-এর পত্তন এবং cyclostyled বই প্রথমে তিনিই বের করেন। তারই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ পরে বেরোয়।

সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের তাগিদে প্রবীরকে ইয়াসলিকের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়। আশি সালে ইয়াসলিকের নাগপুর সেমিনারে JOCLAI স্থাপনায় প্রবীরের ছিল প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

ইয়াসলিক বিরেনের অপেক্ষা তিরিশ বছরের কনিষ্ঠ। তাহলেও আমার দৃষ্টিতে বিরেন ও ইয়াসলিক যেন একই বৃন্তের দুটি ফুল। পারস্পরিক মন কষাকষি ও দোদুল অনেকটা যৌথ পরিবারের অন্তর্কলহের মতো। এই বুক রিভিউ সূত্রেই একবার ইয়াসলিক ও বিরেনের

মধ্যে চাপা একটা তিক্ততা ঘটে। ঘটনাটি ছিল 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় অজিত মুখার্জীর লেখা একটি বই ডক্টর গুহদেদার রিভিউ করেছিলেন। আরও দুটি রিভিউ হাসিকান্নার কারণ হয়েছিল।

আমার এই সেদিন পর্যন্ত একটা মস্ত দেমাক ছিল যে দুই পরিবারকে নিয়ে গড়ে ওঠা ওই বোর পরিবারের মধ্যে দিয়ে এরাজ্যে সুন্দর একটা library fraternity দানা বেঁধেছে যা কেউ "কোথাও খুঁজে পাবে নাকো খুঁজে"। স্বকপোলকল্পিত সে দর্প আজ ভেঙে চুরমার।

বিগত সাড়ে চার দশকে বিয়েলের চারিত্রিক যে বিবর্তন দেখেছি সেকথা সংক্ষেপে একটু বলে নিতে চাই। পঞ্চাশ সালে আমি যখন বিয়েলের সংস্পর্শে আসি তখন বিয়েলের অফিস থাকত সেক্রেটারির ঢোলিও ব্যাগে। চাঁদা আর চিঠিপত্রের দায়িত্ব ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংএর চারতলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী অরুণোদয় ব্যানার্জীর উপর ন্যস্ত। আর সামান্য কিছু বইপত্রের গ্রন্থাগার থেকে বই ইস্যু করতেন শুভ্রের সুবোধ মুখার্জী। বাহান্ন সালের শেষ দিকে হুজুরিমল লেনের অন্য একটি বাড়ির (২৯/১), বাইরের একটি নাতিবৃহৎ ভাড়া করা ঘরে বিয়েলের নিজস্ব কার্যালয়ের পত্তন হয়েছিল। সেখানেই ওই সময়ে রঙ্গনাথনের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় হয়। যার সূত্র ধরে আমি বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরিতে তাঁর নাগরিক সংবর্ধনার ব্যবস্থা করি।

তিপ্পান্ন সালে শান্তিপুরে সম্মেলন থেকে ফেরার পর অনেকের মধ্যে শম্ভু ব্যানার্জী, রাখাল চক্রবর্তী বিশ্বাস ও আমাকে নিয়ে গঠিত তিন তরুণ তুর্কি'র মাথায় ভূত চাপে যে বিয়েলের মধ্যে ঢুকতে হবে। শিক্ষক প্রমীলাবাবুর মাধ্যমে আমাদের "আবদার" জানানোর ফলে তৎকালীন অধিকাংশ কর্মকর্তা স্বাগত জানানোর পরিবর্তে আমাদের উপরোহে বারি সিঞ্চন করেন। আমরা নাছোড়বান্দা। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হওয়ায় নীহার রঞ্জন রায় মহাশয়ের তৎকালীন ফার্ন রোডের বাড়ীতে তাঁর মধ্যস্থতার জন্যে জড়ো হই। দেখি সেই বৈঠকে আরও অনেকে এসেছেন যাদের সবাইকে চিনতাম না। সর্বসম্মত যে প্যানেল সেদিন তৈরী হয়েছিল তাতে শম্ভুকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, রাখালকে কাউন্সিল সদস্য ও আমাকে বাদ দেওয়া হয়।

আমাদের কারুর পদের মোহ ছিল না। নানা রকম কাজ করার নেশাতেই তখন আমরা মশগুল। অচিরেই যে AGM হয় সেখানে আমি দুটি প্রস্তাব আনি যার একটি ছিল বইয়ের উপর হতে বিক্রয়কর রহিতের জন্য আন্দোলন। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সেই প্রস্তাবের (গ্রন্থাগার। ১ম সংখ্যা ১৩৬০। পৃ ৪২) ভিত্তিতে ১৯ আগস্ট ১৯৫৩ গ্রন্থাগার দিবস পালন, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় সমর্থন সমেত বিয়েলের দাবি বিধানসভায় ধ্বনিত হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়েই প্রতিপক্ষ কবিভূষণ রায়ের সঙ্গে তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করি যে চিন্তাভাবনা ও কাজের ধরণ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো ব্যবধান নেই। তারপর থেকেই চলতে থাকে বিভিন্ন জনকে আমাদের তিন তরুণ তুর্কি'র মধ্যে আত্তীকরণের (assimilation) প্রক্রিয়া। ফণীদা আমাদের নামকরণ করেছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের triumvirate. তর্কবিতর্ক হল গণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সঙ্গে পূর্বতন কর্মকর্তাদের সম্পর্ক অনেকটা মসৃণ হয়ে ওঠে। ক্রমে বানীদি বিজয়দা ও প্রমোদবাবুকে আমরা অঙ্গীভূত করে নিতে সমর্থ হই। বিদিরপুর সম্মেলনে (১৯২৫) শিবরঞ্জন ঘোষ ও তার অনুগামী ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে আমাদের প্রায় হাতাহাতির উপক্রম ঘটে। দুজনকেই অচিরে আমরা শুধু নিজেদের মধ্যে আত্তীকরণ শুধু নয় উভয়কে সক্রিয় কর্মী করে তুলি। কালক্রমে আমাদের সঙ্গে মিশে যান নবাগত ননীগোপাল বসাক অশোক ধর, গণেশ ভট্টাচার্য, প্রবীর রায়চৌধুরী এবং কিছু পরে চঞ্চল সেন, অরুণ দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকেই।

একদা এই কলকাতায় ILA সহ তিনটি পরিষদের ছিল সহাবস্থান। তিন পরিষদ সমস্ত বিশেষে একসঙ্গে সভা সেমিনার ডাকত। কলকাতায় JU-তে ইয়াসলিকের সেমিনারের (১৯৬১) বিষয় ছিল Indic Names. চূড়ান্ত বিতর্ক ঘটে। একদিকে বিয়েলের বিজয়দার নেতৃত্বে নবীনের দল অন্যদিকে ইয়াসলিক ও ILA-র প্রবীণদের যুক্তফ্রন্ট। বিয়েলে চেয়েছিল সূচিকরণে forename, অপরদিকে ইয়াসলিক ও ILA-র প্রবীণদের প্রস্তাব ছিল যে Surname-ই যুক্তিসঙ্গত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তুমুল বাগবিতণ্ডা সত্ত্বেও সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পরে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে কোনো চিড় ধরেনি। কারণ তখনকার নবীন প্রবীণ মানুষদের মানসিক গঠনই ছিল ভিন্ন।

আগেকার দিনে যে dialetical প্রক্রিয়ার প্রতিপক্ষ সমালোচক ও এমন কী নিন্দুকদের অঙ্গীভূত করে নেবার উপযোগী যে মানসিক ধারা বয়ে এসেছে সেটা কেন কোন মন্ত্রবলে হারিয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে কালক্রমে একটা esoteric হাবভাব। পরিবর্তনশীল জগতে সেটা অস্বাভাবিক নয়। আগেকার স্পিরিট ছিল অনেকটা "এসো হে আর্য, এসো অনার্য,/হিন্দু মুসলমান এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ/এসো এসো খৃস্টান।" পরিবর্তনশীল অতি স্বাভাবিক ধারায় নব্যহিন্দু মৌলবীদের ধর্তোয়ার এখনকার মানসিকতা হল যেন অনেকটা "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই তবে পূজা করিবার।"

বিয়েলেতেও তার আঁচ লাগাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। সুশীল-তিনকড়ি-মুনীন্দ্র-অনাথের কাল থেকে পরবর্তী সুধানন্দ-গুরুদাস-গুরুশরণ-সুধেন্দু-সোমনাথের সময় পর্যন্ত অপেশাদার কর্মীদের যে সমাজকাল ধারা প্রবহমান ছিল তা আজ নিশ্চিহ্ন। গঙ্গা নদীই শুকিয়ে আসছে, ফরাক্কা জলপনা হতে বসেছে। চারিদিকে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব, আমাদেরও তাই আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণে প্রচণ্ড অ্যালার্জি। নিরাময়ের প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুন নিদানের উপর এরাবার্গো চাপানো। কাজেই নিজেদের প্রফেশনাল বলে দাবি করলেও অ্যামেচারি ঢঙে চলা ছাড়া উপায় নেই।

দ্বাপ্পান্ন সালে ত্রৈমাসিক পর্যায়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রবন্ধা যখন খুবই কাহিল, তখন পত্রিকাটিকে মাসিকে রূপান্তরিত করার সংকল্প হয়ে দাঁড়ায় এর ঘন ঘন আন্ডভেঞ্চার। ত্রৈমাসিকের শেষ সংখ্যা থেকে নবম পর্যায়ের বয়েবাহির আমারই ঘাড়ে এসে পড়ে। সম্পাদনাকালে একদিকে কেশবন সাহেবের উচ্ছ্বাসে ভরা চিঠি পেতাম প্রায়ই, অন্যদিকে bouquet অপেক্ষা brickbat-ই আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হত বেশি। কারণ আমার জেদ ছিল যে পত্রিকার একটা উন্নত standard বজায় রাখতে হবে। আশেপাশে বিশ্বস্ত জনের সম্মতি নিয়েই কোন কোন VIP-র লেখা ফেরত পাঠাতে হত পরিবর্তন পরিমার্জন ইত্যাদির অনুরোধ জানিয়ে। ইয়াসলিকের চন্ডীগড় সম্মেলনে (১৯৬২) তাঁদের কেউ কেউ চূড়ান্ত উষ্মা প্রকাশ করেন। বিয়েলের আপনজনী সেক্রেটারি বিজয়দা বলেছিলেন "সৌরেন তোমার জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না।" যাবতীয় ভালমন্দ সম্পর্কে সম্পাদকের সঙ্গে অন্যদের বাগবিতণ্ডা হলেও কোনোদিন কেউ সম্পাদকের হাতেপায়ে বেড়ি পরিয়ে দেননি। সেদিনও না, আজও না। কল্পনাও করতে পারিনি বা পারি না আজও যে সম্পাদকের ডানা ছেটে নেবার জন্যে তার মাথার উপর একটা সম্পাদকীয় কমিটি চাপিয়ে দেবার কথা। যেটা অনায়ত্ত ঘটেছে।

সুবীর সেনের নাম বারে বারে লিখতে হচ্ছে, কারণ তার লেখা সূত্রেই যাবতীয় প্রসঙ্গের উদ্ভব। তার কাজকর্ম সম্পর্কে ব্যক্তিগত কাগজপত্রের অগোছালো গাদা থেকে দীর্ঘ একটা খবরের কাগজের কর্তিকা সুবীর পড়তে নিয়ে যায়। সেটি ছিল বিয়েলের রজত সম্মেলন (১৯৫৬) উপলক্ষে অমৃতবাজারে প্রকাশিত রঙ্গনাথনের একটি প্রবন্ধ। বুলেটিনের ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর

সংখ্যায় দেখি যে সেই লেখাটি সুন্দর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে।

জুন '৯৬ সংখ্যার বুলেটিন অরুণ ঘোষ ও রতনকুমার দাসের প্রবন্ধ দুটি দেখে বলেছিলাম যে ও দুটি বাংলায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বের করতে পারলে কাজ হত। শুনে সুবীর বলল যে "বুলেটিনে ছাপারও গুরুত্ব আছে। কারণ বিদেশের বিভিন্ন দেশের উৎসাহী ব্যক্তি ও গবেষকেরা জানতে চান যে এ দেশে বিভিন্ন ভাষায় কী কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। শুনলেন না একটু আগেই তো নির্মলদা (মুখার্জী) জার্মানি থেকে সদ্য এসেছে একটি গ্রন্থপঞ্জিতে আপনার 'বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা' বইটা রয়েছে বললেন।"

পশ্চিমবঙ্গের SLC থেকে রঙ্গনাথন সেন্টিনারি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে (১৯৯২) প্রকাশিত আলোচ্য প্রবন্ধাবলির বইটি (বসুর সাহিত্য গোত্রের) না পাওয়া সত্ত্বেও সুবীর আমার কপিটা নিয়ে একটা রিভিউ বের করেছিল। ফলে অনেকেই সেটা যোগাড় করে দেবার অনুরোধ জানায়। আমার কপিটা ফলীদাকে দিয়েছিলাম বলে জেরক্স করারও উপায় ছিল না। বই না পেয়েও সজনীকান্ত দাস এক সময়ে শনিবারের চিঠিতে ক্রীত পুস্তকের সমালোচনা বলে ছাপতেন। কিন্তু যে বই কিনতে পাওয়া যায় না সে বইয়ের রিভিউ বের করলে মুশকিল বাধে।

ইয়াসলিকের যে পরিবেশ আমার দুঃখের কারণ হয়েছে তার উৎপত্তির জন্য আমি নিজেই কিছুটা দায়ী। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝোঁকের মাথায় আমি একটা endowoment করে ফেলি, যার বর্ষিত অর্থমূল্য এখন অন্যূন বিশ হাজার টাকা। করেছিলাম Librarian of the year নামে প্রতি বছরে এদের একটি করে award কর্মরত কোনো একজন গ্রন্থাগারিককে দেবার জন্য। কারুর কারুর মতে এধরণের award প্রদানে Subjective মানসিকতা প্রাধান্য পায়। ঐ মানসিকতার প্রাধান্য থাকলেও আমি বর্তে যেতাম।

নিয়মকানুনের শৈথিল্যের ফলে সেটা পরিণত হয় মস্ত এক প্রহসনে। ফলে আমি প্রেসিডেন্টের কাছে আর্জি জানাই যে আমার endowment-এর পূর্বশর্ত পরিবর্তন করে Book of the year করা হোক। প্রেসিডেন্ট আসন্ন বোম্বাই সেমিনারের (১৯৯৪) সময় অনুষ্ঠেয় কাউন্সিলের সভায় সেটি পেশ করার নির্দেশ দেন।

মোটামুটি কাউন্সিলে সদস্যদের অধিকাংশই আমার সেন্টিমেন্ট বুঝে আমাকে সমর্থন করেন। ঐ সময়ে এক পুরানো বন্ধু আমার কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন। তখন প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় modus operandi ঠিক করার জন্যে। পরের দিন ঐ কমিটি AGM-এর পর সবিস্তারে কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশসহ যে রিপোর্ট পেশ করেন সেটি সর্বসম্মতিক্রমে কাউন্সিলের adjourned সভায় গৃহীত হয়। ফলে এখন subjective থেকে objective বিচারে ব্যাপারটি উন্নীত হয়েছে।

বক্তব্যটাকে গুটিয়ে বিয়েলের কর্মিবন্ধুদের কাছে অনুরোধ যে সুবীর সেনের অসতর্ক পত্রোক্ত একটি ছোট উক্তির জন্য তাকে ভুল না বুঝে তাকে কাজে লাগালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপকার হবে।

আমার দৃষ্টিতে সে অজিত মুখার্জী ও ফণিভূষণ রায়ের উত্তরসূরী হিসাবে ইয়াসলিক তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি সম্পদ। বিজ্ঞান আন্দোলন না ছাড়লেও গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রবেশ করেছে নিজের প্রবণতার তাড়নায়।

পরিশেষে বিয়েলের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথের পুণ্য এই জন্মদিনে কবিগুরু-কৃত বাংলায় রূপান্তরিত বৌদ্ধ যুগোপযোগী 'ধম্মপদ' থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করছি:

মন আগে ধর্ম নিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা বলে
দুঃখ তার নিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে।

আমারে মুখিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার মাড়িল—

756·3/008/15

এ কথা যে জনে বেধে গ্রন্থে 'মনে
বৈর তাহার কেবলই বাড়িল ॥৩

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়,
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্ম্ম কয় ॥৪

সবিনয় নমস্কারান্তে।
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
২৫শে বৈশাখ ১৪০৭

সম্পাদকের নিবেদন :

একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখছি।

উপরের পত্রলেখক বিদেলের সভাপতি, ইন্ডাসলিঙ্কের অন্যতম সহ-সভাপতি। এ ছাড়াও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা। সম্পাদক গ্রন্থাগার আন্দোলনে একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের শ্রদ্ধা করেন ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিদ্রেলে নেতৃত্বের অন্যদেরও ইন্ডাসলিঙ্কের কোন কর্মকর্তার প্রতি বিদ্বেষ নেই বলেই জানি।

এবার মূল বিষয়ে আসছি :

(১) বিদ্রেলের সংবিধানে কর্মসচিবের কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে চিঠি লেখার জন্য অনুমোদন চাওয়ার কোন নির্দেশ নেই।

(২) বিদ্রেলের মত মহামহীরুহের ছত্রছায়ায় আশ্রয় আছি। এই মহামহীরুহে ব্যাঙমা ব্যাঙমীর মত প্রান্ত পাখী যেমন বাসা বাঁধেন, চপলমতি, কর্কশভাষী বায়সেরাও আশ্রয় নেয়। সম্পাদকের মত সাধারণ কর্মী বা আশ্রয় প্রার্থীরা তাঁদের মস্তক পরিচ্ছন্ন রাখতে মাঝে মধ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপে বাধ্য হয়।

(৩) বর্ধমান সম্মেলনে অনভিপ্রেত ইস্তাহারটি যাঁরা বিতরণ করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই প্রতিবাদ করেছিলেন অধিকাংশ সদস্য। সেই সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন বোধহয় ঘটনাটা স্মরণ করতে পারবেন।

(৪) ইন্ডাসলিঙ্কের বোম্বাই সম্মেলনে (১৯৬৮) ক্যাম্প অফিসের দায়িত্বে ছিলেন বর্তমানে দিল্লী প্রবাসী চিত্তরঞ্জন পাল ও দিলীপ বসু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দীপঙ্করঞ্জন চক্রবর্তী ও সম্পাদক সহযোগি হিসাবে ঐ অফিসে কাজ করেছিলেন।

(৫) বিদ্রেলে ও ইন্ডাসলিঙ্কের সঙ্গে সম্পাদকের যোগাযোগও অনেক কালেরই বলা যায়, ফলে অনেকের সঙ্গে চেনাজানাও হয়েছে। এঁদের ভেতর অনেকেই এই দুই সংগঠনের কর্মকর্তাও আছেন। বিদ্রেলের কাজে আগেও যেমন দেখেছি, আজও দেখছি কারও অংশ গ্রহণে কোন বাধা নেই। সংগঠনগত দিক থেকে কোন অসহিষ্ণুতা বা অসহযোগিতারও প্রশ্ন নেই।

(৬) সর্বশেষে সম্পাদক যে বিষয় সকল সদস্যকে অবগত করতে ইচ্ছুক তা হলো কোনভাবেই বিদ্রেলে—ইন্ডাসলিঙ্কের দ্বন্দ্ব বা বিভেদ প্রত্যাশা করে না—বরং এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করতে সর্বতোভাবেই সচেষ্ট।

P 10,045

সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সদা সতর্ক থাকার চেষ্টা রাখি যাতে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন ক্ষুণ্ণ না হোকেন, তবু কিছু ঘটনা অসহ্য হয়ে পড়ে, বেগুলি অবশ্যই 'অসতর্ক' উক্তির পর্যায়ে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেই এখানে বিষয়টির ইতি টানছি।

"সদা ভয় হয় মনে, পাছে অবহেলে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়"।

এ বিষয়ে গ্রন্থাগারে আর কোন লেখা প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে না।

—সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২০/৭/৯৭ তারিখে বিকাল ৩টায় মৌলালীস্থ রাজ্য যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিষদের ১৯৯৬-৯৮ সালের জন্য বিভিন্ন পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫/৭/৯৭ রাত ৭-৩০টা।

কৃষ্ণপদ মজুমদার
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৯৯৬ সালের

সার্টিফিকেট ইন্ লাইব্রেরী সায়েন্স পরীক্ষার ফলাফল

মেধানুসারে

প্রথম শ্রেণী

ক্রমিক নং	পরীক্ষার রোল নং	ক্লাস রোল	নাম	প্রাপ্ত নম্বর
১।	২৬	বি-৩২	জয়দীপ চন্দ	৫৪৮
২।	৪৫	সি-২৩	সুধা দত্ত	৫৪৭
৩।	৭	বি-১৫	শ্রীপালকাঠি ধারিক	৫৩৩
৪।	২৫	এ-৫৭	শ্বেতা চক্রবর্তী	৫৩২
৫।	৩৮	সি-৪২	সুভাষচন্দ্র দাস	৫২৫
৬।	২৪	বি-৩১	সুতপা চক্রবর্তী	৫২০
৭।	১২৪	সি-৩০	রমেন সাহু	৫১৬
৮।	৭৮	সি-৭	শ্রীশ্রী কুন্ডু	৫১৩
৯।	১৪৬ এস	বি-১৯	বিবেকানন্দ খাঁন	৫১২
১০।	১১	সি-৪৬	নাজমুননেসা	৫১১
১১।	৪	বি-৩১	মুসমুন ব্যানার্জী	৫১০
১২।	৭১	এ-৫৫	কাবেরী কর্মকার	৫০৮
১৩।	১০২	বি-৩০	তপতী সেনগুপ্ত	৫০৫
১৪।	৪৬	বি-৭	সোনা দত্ত	৪৯৮
১৫।	৯	বি-২০	শুভ্রসব বেরা	৪৯৫
১৬।	১০১	বি-২৯	সুমিতা সেনগুপ্ত	৪৯৪
১৭।	১২৬	এ-৪৪	রততী সরকার	৪৯৩
১৮।	৩৯	এ-৩৮	অভীজিৎ দত্ত	৪৯০
১৯।	১০০	এ-৫৪	পিয়ালী সেন	৪৯১
২০।	৭২	এ-৫৯	শুভাংশুশেখর কর	৪৯০
২১।	১২০	বি-১৭	তপু সাহা	৪৮৮
২২।	৪২	এ-৫২	সঞ্জিতা দত্ত	৪৮৭
২৩।	৩৬	এ-২	মৌসুমী দাস	৪৮৫
২৪।	২২	এ-৫১	গীতা চক্রবর্তী	৪৮২
২৫।	১	এ-২৬	অঞ্জনা অধিকারী	৪৭১
২৬।	১৬	বি-২৪	সুতপা বিশ্বাস	৪৭১
২৭।	১১৭	সি-১	রাখী রায়	৪৭৮

ক্রমিক নং	পরীক্ষার রোল নং	ক্লাস রোল	নাম	প্রাপ্ত নম্বর
২৮।	৫২	বি-১২	অপসকান্তি ঘোষ	৪৭৭
২৯।	০১	বি-২	অজয়কুমার দাস	৪৭৫
৩০।	১০৮	সি-১৩	পার্থ প্রামাণিক	৪৭৪
৩১।	৪৪	বি-৫৬	লীনা ধর	৪৭০
৩২।	২৯	সি-০৩	চৌধুরী আসরাফুল ইসলাম	৪৭২
৩৩।	৭৭	বি-৬	কল্যাণ কুন্ডু	৪৭১
৩৪।	২৮	এ-২৭	বিপ্লবকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৭১
৩৫।	৪৩	সি-৪৭	মিতালী দেবনাথ	৪৭০
৩৬।	১০	এ-২৪	আনন্দময় মান্না	৪৬৯
৩৭।	১৪	এ-১৫	শঙ্কর মিত্র	৪৬৯
৩৮।	১২১	এ-২১	শান্তা সাহা	৪৬৯
৩৯।	১১	বি-৫	সৌরভ ভৌমিক	৪৬৭
৪০।	৫০	এ৯	শেলী ঘোষ	৪৬৫
৪১।	২৩	সি-১০	শিবনাথ চক্রবর্তী	৪৬৫
৪২।	১০	বি-৮	নিবাস ভান্ডারী	৪৬৫
৪৩।	১০০	সি-০	শেখ আবদুল্লাহ	৪৬৪
৪৪।	৮১	বি-৩৪	প্রশান্ত মোহান্তি	৪৬৪
৪৫।	১৯	বি-৩০	বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী	৪৬৪
৪৬।	১৪০	সি-৩৭	তপন ঠাকুর	৪৬৪
৪৭।	৮৯	সি-৪৩	তুষারকান্তি মন্ডল	৪৬২
৪৮।	৮৩	সি-৫০	অপসকুমার মাহাতো	৪৬২
৪৯।	১০	এ-১৪	যূথিকা বিশ্বাস	৪৬২
৫০।	৬৪	সি-১১	সুনির্মলচন্দ্র হালদার	৪৬০
৫১।	১৫১	সি-০৪	উমা সরকার	৪৫৯
৫২।	৭৯	সি-৫৪	সাগর কুন্ডু	৪৫৮
৫৩।	৫৮	সি-১৬	ছন্দা গুহ	৪১৬
৫৪।	৮৫	বি-৫৭	কাকলী মজুমদার (রায়)	৪৫৪
৫৫।	৭৩	সি-১৭	স্নেহাশীষ কর	৪৫০
৫৬।	১৪৯ এল	বি-৪৮	বিশ্বজিৎ প্রামাণিক	৪৫২
৫৭।	৫৩	সি-৫৮	তুহিনকুমার ঘোষ	৪৫০
৫৮।	১১৫	সি-০৬	গীতশ্রী রায়	৪৪৯
৫৯।	১০৯	এ-৪০	হেমন্ত বাজ	৪৪১

ক্রমিক নং	পরীক্ষার রোল নং	ক্লাস রোল	নাম	প্রাপ্ত নম্বর
৬০।	২০	সি-৫১	প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী	৪৪৯
৬১।	৮০	এ-৮	সঞ্জয় কুণ্ডু	৪৪৯
৬২।	১০০	এ-৫	শিয়ালী নন্দী	৪৪৮
৬৩।	১২২	সি-২৪	সুকান্ত সাহা	৪৪৭
৬৪।	১২	বি-৬০	কলাদকুমার ভুঁই	৪৪৪
৬৫।	১১২	সি-২৫	পমি'ণ্ঠা রায় (বিশ্বাস)	৪৪৪
৬৬।	১৪৭ এল	সি-৪৬	সুদীপকুমার মণ্ডল	৪৪০
৬৭।	১২	সি-৪১	মহম্মদ মতিউর রহমান	৪০৬
৬৮।	৩০	বি-০৫	জনরঞ্জন দাস	৪০৬
৬৯।	৫১	এ-৩	সুব্রতকুমার ঘোষ	৪০৫
৭০।	১১১	এ-৬০	দীপঙ্কর রায়	৪০৫
৭১।	১০৮	বি-৫১	নন্দগোপাল সিংহ	৪০৪
৭২।	১১৯	এ-২৫	সফিক আহমেদ	৪০২
৭৩।	৪১	সি-১৫	রুপা দত্ত	৪০০
৭৪।	১০৬	সি-১	শান্তনু পট্টনায়ক	৪০০
৭৫।	৮৪	বি-১	সমীর মাজী	৪০০
৭৬।	৩৭	এ-১৮	পূরবী দাস (পাল)	৪২৮
৭৭।	৬১	সি-৪৯	গণেশচন্দ্র হালদার	৪২৭
৭৮।	৭৫	বি-১১	মোমেনা খাতুন	৪২৭
৭৯।	১২৯	সি-৬০	সেলিমা ইয়াসীন	৪২৬
৮০।	১৪৫ এল	সি-৩৬	অভয়কুমার হাজরা	৪২৬
৮১।	২৭	সি-৩৪	সুরীতা চ্যাটার্জী	৪২৬
৮২।	১৮	বি-৩৪	অচিন্ত্য চক্রবর্তী	৪২৬
৮৩।	৮৮	বি-৩০	কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল	৪২৪
৮৪।	৪৭	সি-৪৭	অশোক কুমার ঘোষ	৪২৪
৮৫।	৪৮	এ-১১	বাকলী ঘোষ	৪২১
৮৬।	৩২	বি-১৪	গৌতমকুমার দাস	৪২১
৮৭।	১০৫	সি-৪	স্বরূপকুমার পাত্র	৪২০

দ্বিতীয় শ্রেণী

ক্রমিক নং	পরীক্ষা রোল নং	ক্লাস রোল	নাম	প্রাপ্ত নম্বর
১।	১২০	এ-৪	হিরণ্ময় সাহা	৪১৭
২।	৬	সি-৬	কৌশিক বরাই	৪১৭
৩।	৭	বি-২৮	রবীন্দ্রনাথ কাজী	৪১৭
৪।	১২৭	বি-১১	শিশিরকুমার সরকার	৪১৬
৫।	৩৪	বি-৫২	মল্লিকা দাস	৪১৫
৬।	১০২	এ-৪৩	বিজয়কুমার পাল	৪১৩
৭।	৬৮	এ-৪০	জাবীর হোসেন জিলানী	৪১৩
৮।	১৪	এ-৪৭	মিতা বিশ্বাস	৪১৩
৯।	৬০	এ-৪৯	সঞ্জয়কুমার হাইত	৪১২
১০।	১২৮	বি-৪৪	নবকুমার সাউ	৪১০
১১।	৫	বি-২১	রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	৪০৯
১২।	৪০	বি-৩	শিলাজিৎ দত্ত	৪০৮
১৩।	৩০	সি-৩২	তীর্থঙ্কর চৌধুরী	৪০৭
১৪।	৯১	এ-৫৮	রাণু মান্না	৪০৭
১৫।	১১৮	বি-২৬	সঞ্জয় রায়	৪০৬
১৬।	৫৯	সি-৫০	অর্পিতা গুপ্ত	৪০৬
১৭।	১০৯	সি-৫৭	শাশ্বনু সিনহা	৪০৫
১৮।	১৪২ এল	এ-২	সুচিত্রা বসু	৪০১
১৯।	৯৭	এ-৩২	নির্মলকুমার মুখার্জী	৪০০
২০।	৯৫	বি-৪১	অঞ্জনকুমার মৈত্র	৩৯৯
২১।	১১০	সি-৪০	কালী রায়	৩৯৭
২২।	৪৯	বি-১০	প্রদীপকুমার ঘোষ	৩৯৫
২৩।	১৫	সি-২২	সুরেজিৎ বিশ্বাস	৩৯৩
২৪।	১৬	এ-৩০	গৌরাঙ্গ মন্ডল	৩৯১
২৫।	৫৪	সি-১৯	সৈকতকুমার গিরি	৩৯০
২৬।	১০৪	এ-৪১	রমেশচন্দ্র পাত্র	৩৮৯
২৭।	১০৭	সি-২৬	শীর্ষেন্দু সিনহা	৩৮৭
২৮।	১১৬	বি-৫৮	প্রশান্ত রায়	৩৮৭
২৯।	৬৯	সি-৪৪	আলপনা কবিরাজ	৩৮৪
৩০।	১০৩	সি-২৯	তপনজ্যোতি পাল	৩৮২

ক্রমিক নং	পরীক্ষার রোল নং	ক্লাস রোল	নাম	প্রাপ্ত নম্বর
০১।	১৪৪ এল	বি-১৬	ঘোষ হাজরা	০৮০
০২।	৬২	এ-১২	কালিপদ হালদার	০৭৪
০৩।	২	বি-২৩	অরিন্দম আট্টা	০৭০
০৪।	৮২	সি-৩২	গোপালচন্দ্র মাহাতো	০৭০
০৫।	১১৪	এ-৪৮	কাকলী রায়চৌধুরী	০৬৯
০৬।	৫৬	বি-৪৩	ধ্রুব গোস্বামী	০৬৬
০৭।	১৫০ এল	বি-২১	বিকাশচন্দ্র রায়	০৬৪
০৮।	৮৭	এ-২২	মন্টু মালিক	০৪১
০৯।	১০১	বি-৪৭	স্বপনকুমার নস্কর	০৩৭
৪০।	১১০	সি-১৮	প্রণতি রাউতচৌধুরী	০৩২
৪১।	৮৬	এ-৪৬	এস মালাবী	০৪৯
৪২।	৭৬	এ-০১	চিত্তরঞ্জন কুন্ডু	০৩৭
৪৩।	১২৫	সি-২৮	গৌতমকুমার সর্দার	০৩১
৪৪।	৬৬	সি-৩১	সত্যবান হাঁসদা	০২৭
৪৫।	৫৫	এ-৬৬	মহাদেব গৌড়	০১০

প্রতিটি গ্রন্থাগারে রাখার মত কিছু বই

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

Bengal Library Association, P 134, C. I. T. Scheme 52, Calcutta-700 014

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 3 June-July 1997

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1
Kankan Sarcar Book Preservation in India and Introduction to the Microfilm Project	2—7
Dr. Kunal Sinha Chaitnya Library	7—14
Two letters and comments of the Editor	14—22
Result of the Certificate Course in Library Science for the year, 1996	23—27

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray, Associate Editor : Nirmalya Ray

P - 132 (AHB) 2

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৪ | সম্পাদক : অরুণ রায় | ভাদ্র, ১৪০৪

সূচী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরি

৬৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী

কমিশনের নিকট পরিষদের পত্র

[illegible] কমিটির নিকট পরিষদের স্মারকলিপি

গ্রন্থাগার সংবাদ

জেলা সংবাদ

গ্রন্থাগারিক দিবস

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৫, সম্পাদক : অরুণ রায় ভাদ্র, ১৪০৪

সম্পাদকীয়

রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির বিশাল ও প্রাচীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই গ্রন্থাগারগুলি একধারে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা মেটায়, অন্যধারে অধ্যাপকদেরও পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজে সাহায্য করে। অনেক কটি কলেজেই স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম চালু আছে ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমের জন্য বিশেষ পরিষেবাও দিতে হয়। আবার শিক্ষকদের জন্য যাঁরা পড়ান বা গবেষণাজনিত পরিষেবা চান তাঁদের জন্যও অতি বিশেষ পরিষেবার ব্যবস্থাও করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা ইউ. জি. সির বেতনক্রম বা তার সমতুল বেতনক্রম পান না। অথচ সাধারণ কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিকরা স্নাতকোত্তর পাঠক্রম না থাকলেও ইউ. জি. সি. বেতনক্রম পেয়ে থাকেন। পরিষদ এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার চেষ্টা করেছে। রাজ্যের পে-কমিশনের কাছেও স্মারকলিপিতে এই বৈষম্য অবসানের দাবী জানিয়েছে।

সম্প্রতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছেও বিষয়টি বিবেচনার জন্য পেশ করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে যেমন মেডিক্যাল কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ও যখন পে-কমিশনের কাছে বিভাগীয় সুপারিশ করা হবে তখন কেন এই বৈষম্য অবসানের সুপারিশ যায় এটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পরিষদ উপরোক্ত দাবী ছাড়াও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির জন্য যাতে একটি কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয় ও গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ নিয়েও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নিকট দাবীপত্র পেশ করা হয়।

মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রধানত চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। তাই এই গ্রন্থাগারগুলিকে ডাইরেক্টর অব মেডিক্যাল এডুকেশনের অধীনে আনার কথাও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পদ-নাম ও নির্বাচনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যান্য সরকারী কলেজের অনুরূপ করার কথাও বলা হয়।

যে হারে উচ্চশিক্ষার বই ও পত্র-পত্রিকার দাম বাড়ছে বিশেষ করে কারিগরি ও পরীক্ষা বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ের। এতে যদি একটি কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল গ্রন্থাগার স্থাপিত না হয় ও সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ গ্রন্থাগারগুলিকে আধুনিকীকরণ করে যদি না নেটওয়ার্ক তৈরী করা যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে বোধহয় অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজ গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকা অমিল হয়ে পড়বে।

আমরা আশা করব স্বাস্থ্য মন্ত্রী গুরুত্ব সহকারে বিষয়গুলি অনুধাবন করে যথাযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছোবেন।

নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী তথা নতুন দিল্লীর গ্রন্থাগার মানচিত্রে নিউ দিল্লী কালীবাড়ীর "নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী ও নগেন্দ্র রক্ষিত স্ত্রী রিডিং রুম এবং সুকুমার রায় কিশোর গ্রন্থাগার" একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আজকের এই গ্রন্থাগারটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রেখে খুবই সুনামের সঙ্গে সমগ্র দিল্লীর প্রবাসী বাঙালী তথা অ-বাঙালী পাঠক সমাজের পরিষেবার নিত্য নিয়োজিত। গ্রন্থাগারটি যে শুধুমাত্র দিল্লীর বাঙালী পাঠকেরা ব্যবহার করেন তা নয়, দিল্লীর প্রতিবেশী গাজিয়াবাদ (উঃ প্রঃ), নয়ডা (উঃ প্রঃ), গুরগাঁও (হরিয়ানা) প্রভৃতি জায়গা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগারপ্রেমী পাঠকেরাও ব্যবহার করেন। এই দিক থেকে গ্রন্থাগার পরিষেবার বিস্তৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একটু পেছনের দিকে তাকালে গ্রন্থাগারটির একটি সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। আসলে গ্রন্থাগারটি যে কালীবাড়ীর মধ্যে অবস্থিত সেই নিউ দিল্লী কালী বাড়ী-ই হচ্ছে দিল্লীর একটা ইতিহাস। ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে, দিল্লীতে ভারত সরকারের উচ্চপদে নিয়োজিত বহু বাঙালীর একনিষ্ঠা ও সহযোগিতায় স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার এই কালীমন্দিরটির শিলান্যাস করেন। ১৯০৫ সালেই কালীমন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজা উৎসবে যোগদান করেন এবং ভাষণ দেন বিশ্ববিখ্যাত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা ও তার সমস্ত কাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন মেজর অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল হয়েছিলেন)। আসলে এই কালীবাড়ীটি দেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির স্মৃতি বিজড়িত স্থান। ফলতঃ এই কালীবাড়ীকে কেন্দ্র করে যে "গ্রন্থাগার" তার তো একটা নিজস্ব ইতিহাস থাকবেই।

বর্তমানে গ্রন্থাগারটি কালীবাড়ীর ধর্মশালার যে কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত, সেই ধর্মশালার শিলান্যাস করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৮ সালের ১১-ই মে। গ্রন্থাগার প্রবেশ দ্বারের পাশেই তাঁর আবক্ষমূর্তি আজও বসানো আছে।

১৯৫১ সালের ২৪শে আগষ্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ধর্মশালার দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯৫২ সালের ১৮ই জুলাই ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই দ্বিতল ভবনেই "নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী ও নগেন্দ্র রক্ষিত স্ত্রী রিডিং রুম"-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আজকে যেটি ইবানভোর হলের মধ্যে অবস্থিত নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী" বা কালীবাড়ীর গ্রন্থাগার নামে বিশেষ পরিচিত। দিল্লীর সমগ্র প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হল এই কালীবাড়ী এবং তার মধ্যে অবস্থিত "নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী", এখন অবশ্য এর সাথে সংযোজিত হয়েছে শিশুদের জন্য "সুকুমার রায় কিশোর গ্রন্থাগার"।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী সরকার পোষিত বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত নয়। দিল্লীতে ঠিক এর পাশাপাশি দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী সংস্থেলে ডি. পি. এল সরকার পোষিত বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, নিউ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী সরকার পোষিত না হলেও এর সামগ্রিক পরিকাঠামো, নিয়মকানুন, সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের মতই। অর্থাৎ গ্রন্থাগার

পরিচালক সমিতির পরিকাঠামো, স্টাফ প্যাটার্ণ লাইব্রেরী বাজেট, বুকসিলেকশন্ কমিটি, পুস্তক সংগ্রহ, শিল্পী প্রশাসনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ গ্রন্থাগার কর্মীদের নির্দিষ্ট স্কেলের মধ্যে বেতন, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পে-কমিশন এর রিপোর্ট পেশ সবকিছুই সরকারের মতই। বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখানেই গ্রন্থাগারটির বিশেষত্ব।

গ্রন্থাগারের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করছি।

(১) গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতি: গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করেন নিউ দিল্লী কালীবাড়ীর ম্যানেজিং কমিটি। ম্যানেজিং কমিটির আধার অনেকগুলি (সাতটি) সাব-কমিটি আছে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল লাইব্রেরী সাব-কমিটি।

লাইব্রেরী সাব কমিটির গঠন রূপ হল:

ভাইস্ প্রেসিডেন্ট

অ্যান্ড

চেয়ারম্যান——১ জন

(পদাধিকার বলে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান পদে মনোনিত হন)

জয়েন্ট সেক্রেটারি——১ জন

মেম্বার (সদস্য)——৪ জন

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কালীবাড়ীর ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্যই কালীবাড়ীর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের (আ-জীবন সদস্য ১৭৫০, সাধারণ সদস্য ২৭০০) দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত।

(২) গ্রন্থাগার সদস্য ও তার নিয়ম: বর্তমানে গ্রন্থাগার সদস্য সংখ্যা আট্ হাজার। তবে নিয়মিত বই নেওয়া-নেওয়া করেন প্রতিদিন ৫৫-৬০ জন। গ্রন্থাগারে তিন ধরনের সদস্য আছেন। এক ধরনের সদস্য যাঁরা আবার একই সঙ্গে কালীবাড়ীর সদস্য, সাধারণ সদস্য ও শিশু সদস্য। সদস্য হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হয়। ফর্ম সংগ্রহ করতে কোনো পয়সা দিতে হয় না। ফর্ম সংগ্রহ করার সময় দুপুরে ১২'০০ থেকে রাত ৮'০০ পর্যন্ত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সদস্য-ফর্ম এ একটা বিশেষ কলমে আছে সেখানে কালীবাড়ীর সদস্যদের কোনো একজনের সুপারিশ প্রয়োজন। তবে যিনি সুপারিশ করবেন তাঁর অন্ততঃ তিনবছরের "সদস্য পদ" থাকতে হবে সঙ্গে কালীবাড়ীর বক্সেয়া মাসিক চাঁদা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। সাধারণ সদস্যদের: ভর্তি ফি দু'টাকা।

সাবস্ক্রিপশন—চব্বিশ টাকা (বছরে)

সিকিউরিটি ডিপোজিট—ত্রিরিশ টাকা

কালীবাড়ী সদস্যদের: ভর্তি ফি—দু টাকা

সাবস্ক্রিপশন—বারো টাকা (বছরে)

সিকিউরিটি ডিপোজিট—ত্রিরিশ টাকা

শিশু সদস্যদের: ভর্তি ফি—দু'টাকা

সিকিউরিটি ডিপোজিট—দশ্ টাকা

সাবস্ক্রিপশন—ফ্রী

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, কালীবাড়ীর সদস্যরা যদি পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সদস্য হন তাহলে তাঁদের একটি করে ফ্রী কার্ড দেওয়া হয় (অবশ্যই সিকিউরিটি ডিপোজিট নিয়ে)। সদস্যরা একটি কার্ডে—একই সঙ্গে একটা ম্যাগাজিন ইস্যু করতে পারেন। সাধারণ বই পনেরো দিনের জন্য আর পাঠ্যবই সাত দিনের জন্য ইস্যু করা হয়। মূল্যবান বই এবং পাঠ্যবই'-র ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ জমা নিয়ে বই ইস্যু করা হয়। বলা বাহুল্য লাইব্রেরী মেম্বারশিপ্ কার্ডকে এখানকার গ্রন্থাগারের পরিভাষায় বলে 'READER'S TICKET'।

(৩) গ্রন্থাগার সময় সূচী (বর্তমানে):

গ্রীষ্মকালীন (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর): দুপুরে —১২.০০ রাত ৮.০০

শীতকালীন (অক্টোবর থেকে মার্চ) সকাল ১১.০০ —রাত ৮.০০

(৪) পুস্তক/পুস্তিকা সংগ্রহ। ১৯৯৩ সালের 'স্টক চেকিং' অনুসারে

গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহের পরিমাণ— ২৪,৬৭০

এর মধ্যে—বাংলা বই (সাধারণ)— ৫,৬৮৮

ইংরাজী বই (সাধারণ)—১৩,৪৪৩

বাংলা বই (শিশু) — ১২০

ইংরাজী বই (শিশু) — ২,৭১৪

গ্রন্থাগারে প্রায় সব বিষয়েরই কিছু কিছু সংগ্রহ আছে। বিশেষ করে বাংলা গল্প, নাটক, উপন্যাস, জীবনী ও বিভিন্ন রচনাবলীর সংগ্রহ লক্ষ্য করার মত। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের বই ব্যাপক। তা ছাড়া আছে শিশু গ্রন্থাগারের জন্য শিশুদের মন-মাতানো কিছু সংগ্রহ। যে সমস্ত লেখক/লেখিকার সংগ্রহ—(বিশেষ করে 'বাংলা', কারণ এটা রাজধানীর গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারের প্রাণসম্পদ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন: অন্নদাশংকর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,- হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নিশাচর (ছদ্মনাম), নীলকণ্ঠ (ছদ্মনাম), সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুমথনাথ ঘোষ, পঞ্চানন ঘোষ, পঞ্চানন ঘোষাল, প্রফুল্ল রায়, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনফুল (ছদ্মনাম), সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, কাফকুই (ছদ্মনাম) বিমল মিত্র, বুদ্ধদেব গুহ, বুদ্ধদেব বসু, বেদুইন, শিবরাম চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনোজ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, শরদিন্দু দত্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দাস, আব্দুল জব্বার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৃপানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চাণক্য সেন, চিরঞ্জীব সেন, তসলিমা নাসরিন, তারাপ্রসব ব্রহ্মচারী, ডাঃ দীপক চন্দ্র, দিলীপ কুমার রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

যে সমস্ত "রচনাবলী" গ্রন্থাগার সংগ্রহের অনেক অনেক বেশী উন্নত করেছে সেগুলি—রবীন্দ্র রচনাবলী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, তারাশংকর, অন্নদাশংকর রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, মহাকবি কালিদাস, গিরিশ রচনাবলী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ, বুদ্ধদেব প্রসাদ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্র, মানিক গ্রন্থাবলী, বনফুল রচনাবলী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রচনাবলী, কালকূট রচনা সংগ্রহ, কুমারেশ ঘোষ, জয়ন্তনাথ রচনাবলী, জহির রায়হান রচনাবলী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রভাত গ্রন্থাবলী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা সমগ্র, প্রেমেন্দ্র রচনাবলী প্রমথনাথ বিশীর কাব্য গ্রন্থাবলি, নজরুল রচনা সম্ভার, মোহিতলাল কাব্য সম্ভার, বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ, রমেশ রচনাবলী, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী, সুকুমার সাহিত্য সংগ্রহ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, হ্যানস্ অ্যান্ডারসন রচনাবলী, সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, লীলা মজুমদার রচনাবলী, শরদিন্দু অমনিবাস, শিবরাম রচনাবলী সুভাষ রচনাবলী ইত্যাদি।

ইংরাজী বই সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হায়ার সেকেন্ডারি ও স্নাতক স্তরের প্রায় সমস্ত বিষয়েরই বেশ কিছু টেক্সটবুক্, এছাড়া গল্প, উপন্যাস, জীবনী। সব মিলিয়ে ইংরাজী সাহিত্যের সংগ্রহ ভালোই। অন্যদিকে বাংলা ও ইংরাজী রেকর্ডের বই-এর সংগ্রহ গ্রন্থাগারের অন্যতম আকর্ষণ। সুকুমার রায় কিশোর গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল শিশুমনের বিকাশের জন্য গুরুত্ব-পূর্ণ সংগ্রহ।

(৫) ম্যাগাজিন, পত্র পত্রিকা সংগ্রহ: প্রথম শ্রেণীর সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা ও ইংরাজী ম্যাগাজিন এবং পত্র পত্রিকার সংগ্রহে গ্রন্থাগার সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এখানে এমন কিছু ম্যাগাজিন (সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক) নিয়মিত কেনা হয় এবং পাঠকদের জন্য ইস্যু (লেনদেন) করা হয় যা সচরাচর অন্য কোনো গণগ্রন্থাগারে লক্ষ্য করা যায় না। পত্রিকাগুলি

দিক থেকে এখানেই গ্রন্থাগারটির বিশেষত্ব। যে সমস্ত ম্যাগাজিন নিয়মিত ক্রয় করা হয় এবং পাঠকদের সেনডিংএ দেওয়া হয় সেগুলি হল বাংলা ম্যাগাজিনের মধ্যে—আনন্দমেলা (পাক্ষিক), আনন্দলোক (পাক্ষিক), বর্তমান (সাপ্তাহিক), চাঁদমামা (মাসিক), দেশ পাক্ষিক কথাসাহিত্য (মাসিক), কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান (মাসিক), কিশোর ভারতী (মাসিক), খেলা (সাপ্তাহিক), নবকল্লোল (মাসিক), প্রসাদ, শুকতারা (মাসিক), সন্দেশ (মাসিক) সানন্দা (পাক্ষিক) ইত্যাদি।

ইংরাজী ম্যাগাজিনের মধ্যে—Childrens World, Civil Service Chronicle, Computer Today, Economic and Political Oweekly, Eleetronics for you, Filmfare, Femina, India today, Junior science Digest, Junior Science Refresher, Medical Pulse, News Week, National Geographic, Reader's Digest, Sunday, Science Reporter, Sports World, Time, Target, Tinkle, Women's Era ইত্যাদি। ইংরাজী অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে আছে— Blitz (weekly), Current (weekly), Employment News (weekly)। এছাড়াও দৈনিক সংবাদপত্র হিসাবে আছে আনন্দবাজার, আজকাল, প্রতিদিন, বর্তমান, বঙ্গলোক, গণশক্তি, কালান্তর ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দি স্টেট্‌সম্যান, হিন্দুস্থান টাইমস, টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া, দি ইকনমিক টাইম্‌স, দি টেলিগ্রাফ। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন রকমের ছোট পত্রিকা যা 'লিটল ম্যাগাজিন' নামে পরিচিত তার সংগ্রহ গ্রন্থাগারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৬) বিশেষ সংগ্রহ: বিশেষ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিগত ৭০ বছরের পুরোনো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকা ও গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পত্রিকা। সন ১৩৩৩ (ইংরাজী ১৯২৬ সাল) থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ধারাবাহিক ভাবেই (মাঝে মাঝে ২/১ বর্ষ ছাড়া) পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইংরাজী ম্যাগাজিনের বিশেষ সংগ্রহ (বাঁধাই) যেমন—কম্পিউটার-টুডে, নিউজউইক, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক টাইম্‌স, ব্লিটার ডাইজেস্ট, স্পেস প্ল্যান এ্যান্ড হোম ইত্যাদি। এ ছাড়া বিগত কয়েক বছরের 'শারদীয়া সংকলনের বিশেষ সংগ্রহ (বাঁধাই আকারে), ধর্মগ্রন্থের বিশেষ সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ হল।

—Bharat Varsha

—India's Struggle for Independeee
(Visuals and Documents)

The Monuments of Sanchi (vol 1-3)

(৭) ক্লাশিফিকেসন্, ক্যাটলগ ও পুস্তক বিন্যাস পদ্ধতি: গ্রন্থাগারের প্রতিটি বইকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্গীকরণ (ক্লাসিফিকেসন) ও সূচীকরণ (ক্যাটালগ) করা আছে। ক্লাসিফিকেসন্ করা হয় —D. D. C. 18th ed. এবং ক্যাটালগিং করা হয় A. A. C. R —I-র সাধারণ নিয়মানুযায়ী।

প্রতিটি বই-র একটি লেখকের নাম ও অপরটি আখ্যা নাম (টাইটেল্) অনুসারে কার্ড করা আছে। আখ্যা নামের কার্ডগুলিকে ক্যাবিনেটে সাজানোর সময় আগে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে "বিষয়" কে। বাংলা, ইংরাজী, প্রতিটি বই-র জন্য পৃথক পৃথক ভাবে এবং শিশুদের জন্য আলাদাভাবে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট আছে। ক্যাটালগ করা বইগুলো ক্লাসিফিকেসন নম্বর সহ তাকে রাখা আছে অর্থাৎ "বিষয়" অনুসারে বিন্যস্ত আছে।

(৮) বই ব্যবহার পদ্ধতি: গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে "সাধারণ বই" গুলিকে রাখা হয়েছে মুক্ত তাক প্রথায়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দের বইগুলো নিজের ইচ্ছেমত সরাসরি দেখে নিতে পারেন। অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক (Textbook) গুলি রাখা আছে বন্ধতাক প্রথায়। এখানে ব্যবহার কারীদের ক্যাটালগ দেখে বই সংগ্রহ করতে হয়।

(৯) লাইব্রেরী বাজেট ও বুক সিলেকশন কমিটি : গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে সারা বছর ধরেই বেশ কিছু বই, পত্র/পত্রিকা নিয়মিত কেনা হয়ে থাকে। বইপত্র কেনার জন্য দিল্লীর কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক/অধ্যাপিকা ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটা বুক সিলেকশন্ কমিটি গঠন করা আছে। বইপত্র কেনার ব্যাপারে কমিটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে লাইব্রেরী বাজেট হল—৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকা। এর মধ্যে বই-র জন্য বরাদ্দ আছে—৫০,০০০ টাকা ও পিরিয়ডিকালের জন্য ২০,০০০ টাকা। বই পত্র কেনা হয়—ওয়ার্ল্ড বুক হেয়ার, দিল্লী বুক্ হেয়ার, দিল্লীর লোকাল বুক ডিপো/ডেল্ডর এবং পাবলিশার্সের মাধ্যমে।

(১০) স্টাফ প্যাটার্ণ :

পদ	পদ সংখ্যা	বেতনমান	নিয়োগ পদ্ধতি
লাইব্রেরীয়ান	১ জন	১৪৭৫—৩২৭০	বুক বিজ্ঞাপন
অ্যাসিঃ লাইব্রেরীয়ান	১ ,,	১৪২৫—৩০৬৫	,,
লাইব্রেরী অ্যাসিঃ	১ ,,	১০৫০—২৩৭০	
লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট	২ ,,	৯৫০—২০৩০	
ডাস্টম্যান (পার্টটাইম)	১ ,,		

(১১) গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা : বলা বাহুল্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা আলাদা করে একটু লিখছি এই কারণে যা বেশির ভাগ পাবলিক লাইব্রেরী (কি সরকারি, কি বেসরকারি) তে সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না, সেটাই এখানে লক্ষ্যণীয়। বিষয়টি হল—লাইব্রেরী পরিষ্কার করার জন্য সাধারণভাবে যে ঝাড়ুদার বা জমাদার থাকে তিনি তো আছেনই, অতিরিক্ত হিসাবে একজন পার্টটাইম—ডাস্টম্যান নিযুক্ত আছেন যিনি প্রতিদিন দুঘণ্টা করে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার-এর সাহায্যে বইপত্র, আলমারি, ক্যাবিনেট, মেঝের কারপেট্ পরিষ্কার করেন নিয়মিত। এই কর্মকাণ্ড চলে প্রতিদিন, প্রতিমাস প্রতিবছর ধরেই। এই দিক থেকে গ্রন্থাগারটি অন্যান্য পাবলিক লাইব্রেরীর তুলনায় কিছুটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে যা পাঠক/পাঠিকাদের মনোনিবেশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

উপরে উল্লিখিত সমস্ত নিয়মনীতিও সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য নিউ দিল্লী কালীবাড়ীর ম্যানেজিং কমিটির অবদান স্মরণীয়। কালীবাড়ীর বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি চেষ্টা চালাচ্ছেন গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে কিভাবে আরো উন্নতমানের আধুনিক পরিষেবা দেওয়া যায়।

৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৪—১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭

হেমচন্দ্র পাঠাগার, খিদিরপুর ॥ কলিকাতা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং হেমচন্দ্র পাঠাগারের আতিথেয়তায় ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ১৪—১৬ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখে খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানকারীদের জ্ঞাতব্য বিস্তারিত তথ্যাদি যথাসময়ে দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হবে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হল দুটি :

১. সর্বস্তরের গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার, এবং

২. সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

প্রথম আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিত

[গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত Non-book Materials প্রত্যয়টি (Concept) প্রসারিত দৃষ্টিতে অ-বই সম্ভার (Non-book Resources) নামে এখন অভিহিত। কারণ materials বলতে কেবল স্পর্শনীয় বস্তু বোঝায়। পক্ষান্তরে resources শব্দটির সাহায্যে বস্তু ছাড়াও মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অ-বই সম্ভার প্রত্যয়টির অর্থ হল বইপত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য বস্তু বিশেষ করে শ্রবণদৃশ্য সামগ্রী এবং মৌখিক পরিষেবা (oral service)। অনগ্রসর যে-দেশে নিরক্ষর, গ্রন্থপাঠে অক্ষম এবং পাঠবিমুখ অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, সে-দেশে গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা অপরিমেয়।

আলোচনার পূর্বে মেনে নিতে হবে যে—

১. ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরী-ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার ধনী-নির্ধন, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বজনের কাছে অবাধে উন্মুক্ত থাকবে :

২. বইপত্র সমেত যেসব অ-বই সামগ্রী আজ শিক্ষা, জ্ঞান, তথ্য ও বিনোদনের বিকিরণে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলির সমন্বয়ে একটি গ্রন্থাগারের সম্ভার গঠিত হওয়া বিধেয়।]

সম্মেলনে আলোচনার জন্য প্রবন্ধ উপস্থাপনে ইচ্ছুক সকলকে প্রথম আলোচ্য বিষয়ের নিম্নলিখিত প্রভাগগুলির (facets) মধ্যে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে :

মৌখিক পরিষেবা (Oral Service)

১. গ্রন্থাদি পাঠে অক্ষম মানুষের কাছে বই, খবরের কাগজ এবং জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত লিফলেট, বুকলেট থেকে পড়ে শোনানো : খোঁজ-খবর ও তথ্যাদি বিতরণ : সাক্ষরতা বিস্তার।

২. ছোটদের বিভাগে গল্পের আসর : আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আঁকা, গান শেখানো ও সহজবোধ্য আলোচনাসভার আয়োজন।

৩. সাধারণ, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সুনিয়মিত রেফারেন্স ও রেফারাল পরিষেবা প্রদান।

৪. সর্বস্তরের গ্রন্থাগারে পাঠচক্র, বক্তৃতা, আলোচনাসভা, পুস্তক ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী এবং সম্ভব হলে পুস্তক-সমালোচনাসভার নিয়মিত আয়োজন।

শ্রবণবীক্ষণ (Audio-Visual) সামগ্রীর ব্যবহার

১. ছবি, ক্যাসেট, স্লাইড, ভিডিও ইত্যাদির সাহায্যে তথ্য বিতরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্য, চেতনা ও বিজ্ঞান চেতনা সঞ্চার, কুসংস্কার (যথা ডাইনী হত্যা) নিবারণ ইত্যাদির প্রয়াস।

২. স্থান বিশেষে ও প্রয়োজন বুঝে জেরক্স, মাইক্রোফিল্ম, কমপিউটার, ই-মেল ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ।

বিনোদনমূলক পরিষেবা

১. গ্রামাঞ্চলে নিরানন্দ পরিবেশে যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে লোকশিক্ষার প্রসার : স্থানীয় মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপন।

২. বিভিন্ন দিবস পালন উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরী এবং সন্ধ্যায় আলোচনাসভার শেষে সঙ্গীতানুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীদের (local talents) স্বীকৃতি দান কর্তব্য।

প্রবন্ধকারদের জ্ঞাতব্য

সম্মেলনে আলোচনার জন্য যাঁরা প্রবন্ধ পাঠাতে ইচ্ছুক তাঁদের ১৮ই অক্টোবর '৯৭ তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। প্রবন্ধ অনধিক ১২০০ শব্দের মধ্যে এবং ছাপার সুবিধার্থে লাইনটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপৃষ্ঠে, দুধারে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চলন্তিকা অথবা সংসদ বাংলা অভিধানে অনুসৃত বানান ব্যবহার বিধেয়। প্রবন্ধে সরাসরি বক্তব্য লিখিত হওয়া এবং অনাবশ্যক ভূমিকা বর্জন অবশ্যই প্রয়োজন। হাতে কলমে কাজ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রবন্ধ সমাদৃত হবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হবে না। প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হবে। পরিষদ কার্যালয় থেকে প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হবে।

নবীন-প্রবীণ সকলকেই প্রবন্ধ দেবার জন্য সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে।

কৃষ্ণপদ মজুমদার
কর্মসচিব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪ সি-আই-টি স্কীম ৫২
ইনটালি-পদ্মপুকুর, কলিকাতা-১৪

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছে পরিষদ নীচের স্মারক লিপিটি জমা দিয়েছে—সম্পাদক

MEMORANDUM

Submitted to Prof Asim Dasgupta
Minister-in-Charge, Finance Department, Govt. of W. B.
on August 27, 1997
by the Bengal Library Association

1. Pension and Other Retirement Benefits for College Librarians.

College librarians of West Bengal, both government and non-government, are enjoying the UGC pay scales and career advancement benefits since 01-01-1987. They are having identical pay scales of college teachers. While the librarians of government colleges are enjoying similar retirement benefits of government college teachers (pension, gratuity etc.), the librarians of non-government colleges are not getting retirement benefits, such as pension, gratuity, etc. since introduction of the UGC revised pay scales in 1986.

Nearly 80 college librarians have retired since 1986, but they are deprived of benefits of pension and other retirement benefits. Seven retired college librarians have expired without getting retirement benefits.

The Association requests that the Higher Education Department's recommendations for treatment of college librarians as a separate category and allowing them identical retirement benefits of college teachers be considered by the Finance Department.

2. Arrear Pay of Sponsored Public Library Employees

Sponsored public library employees have not yet been paid the arrear pay due to them as a result of revision of pay scales on the recommendations of the last Pay Commission. A government order has been issued recently regarding payment of such arrear pay to the school teachers. But sponsored public library employees have not been included in that order. The Association requests the Government to consider this issus so that sponsored public library employee may get arrear pay.

Krishnapada Majumder
27. 8. 97
General Secretary

পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটির কাছে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নতুন বেতনক্রমের বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়ে নীচের চিঠিটি পাঠিয়েছে। এই চিঠির প্রতিলিপি রাজ্যের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পাঠান হয়েছে যাতে তাঁরা ইউ. জি. সি. কে এই বৈষম্য দূরীকরণের অনুরোধ জানান।—সম্পাদক

To
The Chairperson
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-1

Dear Madam,

The Bengal Library Association is very much aggrieved to note the recommendations of the Rastogi Committee, in relation to the revised pay scales for college librarians. We are placing our views for your kind consideration.

About three decades ago the University Grants Commission realized the importance of college and university libraries in higher educational system of our country. The University Grants Commission, under the leadership of Dr. C. D. Deshmukh, adopted the recommendations of the UGC Library Committee, formulated and planned by Dr. S. R. Ranganathan, the doyen of library movement in India. Consequently, the librarians were equated with teacheing personal Their pay scales and recruitment qualifications were made at par with teachers As a result, during last two decades many bright students joined the academic library service. Insp te of many limitations and lacuna, the academic libraries are gradually playing important roles in our academic life. The UGC's decision to create INFLIBNET and gradual linking of all academic libraries in this programme is in the process of creating a new dimension in our academic library system.

But the Rastogi Committee's Reports is a bolt from the blue to the librarians of colleges. So, long college librarians with B+qualifications have been enjoying not only pay scale of lecturers but also the scales of Lecturer (Sr. Scale) and Lecturer (Selection Grade) under Career Advancement Scheme. The library professionals in general and the library professionals in academic libraries in particular are depressed and aggrieved to find that the Rastogi Committee has deviated from the policy so long adopted by the UGC and

has recommended only the revised scale of Lecturer (Sr. Scale) for college librarians under career advancement scheme, deleting the next scale, i.e., the scale of Lecturer (Selection Grade), so long enjoyed by college librarians.

The Recommendations of the Restogi Committee are as follows :—

Esisting	Restogi Committees Recommendation
Rs. 2200—4000	8000—13500
Rs. 3000—5000 (under CAS)	10000—15200 (under CAS)
Rs. 3700—5700 (,, ,,)	

This recommendation will not only have demoralizing effect on existing library professionals in colleges but will discourage academically bright young people to join this profession in college libraries.

We are also depressed to find that the Rastogi Committee is silent about the status of college and University librarians. As librarians' job is essentially academic in nature, not obly their pay scales but status should also be same as teachers. This principle has been accepted in many countries of the world. Librarians with academic status will have better interaction with teaching community. Moreover, if this issue is not resolved the academic librarians will suffer in respect of retirement benefits.

We, therefore, request you to consider this memorandum of the Association and kindly do the needful so that this unsympathic recommendation is altered and librarians are placed at par with teachers in the revised pay scales and they are given status of teachers.

With regards,

Yours Sincerely,
(K. P. Majumde)
General Secretary

পরিষদ রাজ্য সরকারের পে-কমিটির কাছে নীচের স্মারকলিপিটি জমা দিয়েছে।—সম্পাদক

To
The Member Secretary
Pay Committee, Govt. of West Bengal
L—B Block, Sector 3, Bidhan Nagar
Calcutta-700 091

Sir,

Please find enclosed 7 (Seven) copies of Memorandum submitted for consideration of the pay scales and other benefits of the library workers, other than officers of the State aided Universities of West Bengal.

It will be a matter of great pleasure if you would kindly sanction a date for us so that we may further clarify our stand in this respect.

Yours faithfully,
Sd/-
(K. P. Majumder)
General Secretary

Encl : As mentioned above

MEMORANDUM SUBMITTED BY THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION TO THE PAY COMMITTEE FOR LIBRARY PROFESSIONALS OF THE STATE-AIDED UNIVERSITIES OF WEST BENGAL

1. Introduction

The Bengal Library Association, since its foundation in 1925 under the presidentship of Poet Rabindranath Thakur, is engaged to develop a powerful library movement for creation of an integrated library and information system for the benefit of the people of this state. The Association likes to place a memorandum to the Pay Committee on the revision of Pay Scales of professional staff of state-aided universities, B. E. College (Deemed University) and West Bengal Board of Secondary Education.

2. Importance of Library Service in Higher Education

It is needless to mention the importance of library and information service in academic institutions. Library is considered as "heart" of the university. Higher studies and research activities in the universities are essentially dependent upon effective library and information service. In our country its importance had been rightly stressed by different commissions and committees, such as, the University Education Commission (Chairman : Dr. S. Radhakrishnan), Education Committee (India) (Chairman : Dr. D. S. Kothari), Higher Education Committee (W. B.) (Chairman : Dr. Bhabatosh Dutta), UGC Library Committee (Chairman : Dr. S. R. Ranganathan), Education Commission (W. B.) (Chairman : Dr. Asok Mitra).

These Commissions and Committees have advocated for high standard of library and information service, administered and supervised by qualified library professionals. They have also recommended proper pay and status for different levels of professional staff in academic institutions.

During last few decades certain developments have influenced and to a great extent have changed the dimension of library and information service. These changes, along with other, demand a better deal for library staff. Manifestations of these developments in the field of university libraries are mentioned below.

(a Huge proliferation and massive production of scientific, technological, social science and humanities literature and consequently huge collection developments in university libraries. University libraries are now enriched with various kinds of documents, such as, manuscripts, periodicals, non-book materials of various kinds, audio-visual materials, electronic book, etc. Acquisition, processing, storing and servicing of these materials require high level of professional knowledge and efficiency.

(b) University libraries are now also engaged in different kinds of resource sharing activities with other libraries to meet ever increasing demand of researches, faculty members, students and university administrators.

(c) Recently new types of information systems and networks at regional, national and international levels, are fast coming up. University libraries have entered the age of modernization. They are now engaged in developing computerized data-base and actively participating in different networks, such as, INTERNET, UGC-sponsored INFLIBNET, CALIBNET etc.

(d) The acquisition and processing programmes and kinds and levels of different services in university libraries have undergone fast and radical changes due to the impact of information and communication technology, reprographic technology, CD-ROM technology, etc Library professionals are now continuously retrained and oriented to face this challenge of changing situation.

Due to all these factors faculty members, researchers, university administrators and planners, students need specialized service of high quality, which can be rendered by a group of qualified, experienced and motivated professional personnel having proper pay and status.

3. Scope of memorandum

With the above mentioned developments in the background, the Bengal Library Association has decided to submit a memorandum on following points for consideration of he honourable members of the Pay Committee.

31 Categorization of university library professionals and proposals for scientific lesignations.

32 Minimum recruitment qualifications for base posts of library professionals.

33 Principles for constructing pay scales and related issues.

34 Proposals for revised pay scales for library professionals.

35 Other salary benefits, such as, Dearness Allowance (DA) House Rent Allowance HRA) Medical Allowance (MA).

36 Promotional Benefit.

37 Career Advancement Scheme (CAS).

38 Retirement Benefit

391 Earned Leave & Uniform Leave Rules.

392 Study Leave, Special Leave for Refresh·ers' courses and Work·hops in Library and Information Science (LIS).

393 Leave Travel Concession.

394 Uniform recruitment and promotional procedures.

395 Library Professionals in BE College :Deemed University and West Bengal Board of Secondary Education.

396 Non-professional staff of university libraries.

397 Request for an Interim Report.

31. Categorization of university library professionals and proposals for scientific designations

Library professionals are those staff who require formal education in library and information science to perform their duties and to discharge their responsibilities as library staff for effective service and scientific management of library.

There are six levels of library professionals in university libraries. First three levels of library professionals are supervisory-cum-managerial professionals. They are university officers. Their recruitment qualifications and pay scales are recommended by the UGC and finally accepted and implemented by the State Govt. Next three levels of library professionals are non-teaching staff of universities. Different designations exist for library professionals in different universities though their recruitment qualifications and pay scales are same. To avoid confusion and to bring uniformity, the Bengal Library Association suggests that uniform structure of scientific designations for library professionals be introduced and urges upon the Pay Committee to recommend to the State Govt and to the State-aided university authorities for introduction of uniform structure of designations in all universities.

The existing designations in different state-aided universities are mentioned below :—

Levels of Library Professionals	Existing designations in different state-aided universities
Level—1 (University officer)	*Librarian* in BU, BCKV, CU, NBU, RBU *Chief Librarian* in JU *No. level 1 post* in KU, VU

Level—2 (University officer)	Deputy Librarian in BU, BCKV, CU, KU, NBU, VU *Librarian* in JU *No. level 2 post* in RBU
Level—3 (University officer)	*Assistant Librarian* in BU, BCKV, CU, KU, NBU, RBU, VU *Associate Librarian* in JU
Level—4 (Non-officer-non-teaching)	*Supdt., Library Service* in BU, CU, KU, NBU, RBU *Associate Librarian* (Jr) in JU *Jr. Assi. Librarian* in BCKV
Level—5 (Non-officer-non-teaching)	*Assistant Librarian I* in BU, JU, KU, NBU *Sr. Librarian Assistant* in BCKV, CU, RBU, VU
Level—6 (Non-officer-non-teaching)	*Assistant Librarian 2* in BU, JU, KU, NBU *Jr. Library Assistant* in BCKV, CU, RBU, VU

32. Minimum recruitment qualifications for base post of library professionals

For non-officer professional posts in university libraries, Level 6 posts are base posts. Level 5 and Level 4 professional posts are promotional. For recruitment qualifications to the Level 6 professional posts (i.e. base posts) all universities have prescribed Graduation plus B. Lib. & Inf. Sc. from a university with exception to the Calcutta University Library where the recruitment qualification is certificate in Library Science instead of B. Lib. & Inf. Sc. Considering standard and level of university library and information service, the Bengal Library Association suggests that minimum recruitment qualifications of Graduation plus B. Lib. & Inf. Sc. or erstwhile Dip. Lib. Sc. should be strictly insisted for base posts of professionals in all universities.

Our suggestions for recruitment qualifications may be summarised in following way :

Level of Library Professional	Proposed Qualification
Level 4 Posts	Promotional from Level 5 (same qualification of Level 6)
Level 5 posts	Promotional from Level 6 (same qualification of Level 6)
Level 6 Posts	Graduation plus B. Lib. & Inf. Sc. or Dip. Lib. Sc. from a University (Already existing in all universities excluding one)

33. Principles for constructing pay scales and related issues

The views of the Bengal Library Association on these issues are placed below for consideration of honourable members of the Pay Committee.

(a) Principles for constructing pay scales

The pay scale of each level of library professional be constructed by merger of following components.

(i) Basic Pay of suggested pay scale.
(ii) 148% Dearness Allowance of Basic Pay,
(iii) Rs. 100/- as Interim Relief.
(iv) 10% of Basic Pay as Interim Relief (already announced by the State Govt.)
(v) 10% of Basic Pay as Interim Relief (Expected to be announced by the State Govt.)
(vi) 20% of Basic Pay as Booster.

(b) Sapan of pay scale

The span of pay scale should be extended to 33 years from existing 26 years to avoid stagnation.

(c) Annual Increment

The rate of annual increment in the revised pay scale should be 2.5 times more than the rate of annual increment in the existing pay scale. For example, if the rate of annual

increment in the existing pay scale is Rs. 50/-, then the rate of annual increment in the revised pay scale should be Rs. 125/-.

(d) Increment for higher professional degree

An increment should be given for acquiring higher degree in library and information science.

(e) Stagnation Increments

A library professional whose pay has been fixed in any of the revised scales of pay and who reaches the maximum of the scale should continue to draw increments for stagnation beyond the maximum of the scale of pay for a period of consecutive five years at the rate last drawn by him as increment before reaching the maximum.

(f) Fixation policy and Fixation Benefit

The fixation policy and fixation benefit of staff in the revised pay scales should be same as employees of the State Govt.

34. Proposals for revised pay scales for library professionals

While suggesting revised pay scales for three levels of library professionals (Level 14 to Level 16), the Bengal Library Association likes to draw kind attention of the honourable members of the Pay Committee to the following points.

(a) Recruitment qualifications for base posts of library professionals (Level 6) are two degree of the universities : an academic degree (BA/B. Com./B. Sc.) and a professional degree in library and information science (B. Lib & Inf. Sc. or erstwhile Dip. Lib.)

(b) University libraries are, in our country, next to the National Library of India in respect of volume and variety of collection developments, kinds and levels of services, applications of modern technology, resource sharing activities and networking etc. Professional staff in university libraries are continuously re-trained and oriented to perform very important role in promotion of research, higher studies and developmental activities.

(c) Existing pay scales of library professionals in universities are not only imporent and devoid of justice in comparison to responsibilities they discharge and duties they perform, but even lower than the pay scales offered to library professionals with similar qualification and responsibilities in different State Govt. and Union Govt. departments & organisations, CSIR, ICAR, ICMR libraries, research institutes etc. This discriminatory treatment causes frustration among library professionals in university libraries.

(d) If the quality of library and information service in university libraries is to be further improved, expanded and mordernised, then the library professionals should get a fair deal.

Considering all those above mentioned factors in view, the Association likes to suggest following pay scales for last three levels of library professionals (Level 4 to Level 6).

Levels of Library Professionals	Existing Pay Scale	Proposed Pay Scale (Existing Scale to be revised)	Mode of Recruitment
Level 4	Rs. 1550-70-1830 -80-3030-100 -3530	Rs. 2200-80-3000 -100-4000 (to be revised according to Sec. 33)	Promotional from Level 5
Level 5	Rs. 1500-60-1680 -70-2420-80-3030 -100-3530	Rs. 1640-65-2095-80 -3135-100-2635 (to be revised according to Sec. 33)	Promotion from Level 4
Level 6	Rs. 1300-45-1480 -55-1920-65-2310 -75-2835	Rs. 1500-60-1680 -70-2420-80-3030 -00-3530 (to be revised according to Sec. 33)	Direct Recruitment (Base Post)

Note : There are some library professionals in university libraries in the scale of Rs. 2200—4000. They directly joined either in the scale of Rs. 1500—3320 or in the scale of Rs. 1550—3530. Through Career Advancement scheme they have reached to the scale of Rs. 2200—4000. At present there are no direct recruitments to Level 4 or Level 5 posts. These posts are now promotional. The pay scale of library professionals who are in the scale of Rs. 2200—4000 be revised following principles mentioned in Section 33.

35. Other salary benefits

(a) Dearness Allowance

Dearness Allowance of employees of universities should be at the rate as prescribed by the State Govt. from time to time for employees of the State Govt.

(b) House Rent Allowance

House Rent Allowance of employees of universities should be at the rate as prescribed by the State Govt. for employees of the State Govt.

(a) Medical Allowance

(i) Medical Allowance of employees of universities should be at the rate as prescribed by the State Govt. for its employees.

(ii) University employees should also get all other medical benefits, such as facilities for hospitalisation, facilities for reimbursement if refused by govt. hospitals, bio-medical eppliances, spectacles, etc. as given to the employees of the State Govt.

36. Promotional benefit

(a) Existing ratio of promotion should continue. In case of library professionals ratio of promotion should be—6.5 (Level 6) : 6.5 (Level 5) : 2 (Level 4).

(b) An employee is eligible to get two promotion in his service life.

(c) The eligibility year for first promotion shall be 8 years of service and the second promotion after first promotion will have no year restriction, but will depend upon availability of posts.

37. Career Advancement Scheme (CAS)

Library professionals, along with other non-teaching employees, be allowed to move to next higher scale on completion of every eight years of continuous service, to the maximum of two such benefits in the service career. In case of library professionals career advancement scheme will be applicable in the manner shown below.

Basic Scale	First higher scale after continuous eight years of service in the Basic Scale	Second higher scale after continuous eight years of service in the first higher scale
Rs. 1500-3530 (to be revised according to Sec. 33)	Rs. 1640-3635 (to be revised according to Sec. 33)	Rs. 2200-4000 (to be revised according to Sec. 33)

38. Retirement benefit

(a) Eligibility for Retirement Benefit

An employee should be entitled to get retirement benefit on completion of continuous 5 years of service.

(b) Pension : Existing scheme

(i) Rate of pension should be 35% of last emoluments drawn instead of existing rate of 25% of the last emoluments drawn.

(ii) Family Pension should be increased to 25% from existing 15%.

(iii) Age limit of enjoying Family Pension be extended upto 70 years instead of existing 65 years.

(iv) Pensioners should get Medical Allowance and House Rent Allowance at the rate of State Govt. employees.

(v) The system of getting back of the commuted amount of Pension after 10 years should be permitted.

(c) Pension for new entrants

For new entrants in university service the pension scheme meant for employees of the State Govt. should be introduced. University employees who are in the existing scheme of pension should be given option to change over to the new scheme of pension to be introduced.

(d) Gratuity

The rate of gratuity of university employees should be at the rate of gratuity as prescribed by the State Govt. for its employees from time to time. The enhancement of upper limit of gratuity as extended to the employees of the State Govt. from 1-12-1995 should also be extended to the university employees. An employee should get salary of 20 days as gratuity for every year of service to the maximum limit of 16.5 moths salary as gratuity.

391 Earned Leave & Uniform Leave Rules

(a) University employees be allowed to accumulate 300 days of earned leave, of which leave encashment be allowed upto 270 days.

(b) State Govt. employees are allowed to accumulate earned leve for 240 days with effect from 1. 4. 91. The same should be extended to the university employees with effect from 1. 4. 91.

(c) Uniform Leave Rules for all university employees should be introduced.

392 Study Leave, Special Leave for Refreshers' Courses & Workshops

Library and information service is a specialised professional service. To improve his professional efficiency and to render better quality of service a library professional has to undergo higher studies, refresher courses, workshops etc in library and information science. Through continuous education programme, a professional can update his professional knowledge and exchange experiences with others in the profession. The Pay Committee is, therefore, requested to recommend for provision of study leave for higher studies in library and information science and special leave for attending refresaers' courses, workshops etc. in library and information science.

393 Leave Travel Concession (LTC)

The State Govt. took decision to implement Leave Travel Concession. But it has not yet been implemented The Pay Committee is requested to recommend for early introduction of LTC.

394 Uniform recruitment and promotional procedure in different universities.

Different universities have different recruitment and promotional procedures for posts having similar recruitment qualifications and pay scales. Divergent practices in different universities create confusion and tension among employees. For same level of posts having similar recruitment qualifications & pay scales uniform recruitment and promotional procedures should be adopted.

395 Libray Professional in BE College and West Bengal Board of Secondary Education.

(a) BE College.

BE College has been declared as Deemed University. But the staff structure of library professionals in the BE College is of college pattern. There are no Level 1 and Level 2 posts (University Librarian & Deputy Librarian) in the BE College. There are some posts of Librarian and Asst. Librarian in the scale of Lecturer (Rs. 2200-4000) (Level 3 posts in other universities). There are no professional posts with graduation & B. Lib. & Inf. Sc.

as recruitment qualifications (Level 4 to 6 posts). It is expected that BE College will soon introduced a staff pattern for its library which will be similar to other universities.

(b) Board of Secondary Education.

The Librarian is the only professional who is incharge of the Library. His recruitment qualifications are Graduation plus B. Lib. & Ins. Sc. His pay scale should be same as revised pay scale for Level 5 posts.

396 Non Professional staff of University libraries.

Besides professional staff, there are different categories of non-professional staff in university libraries, such as, Sorter, Peon, Clerk of Office Assistant, Typist etc. Of these Sorter or Library Attendant requires a special mention. They actually fetch books from shelves, issues books to the clientle, restore books on the shelves when those are returned, keep books on demand separately etc. All these works require skill and experience. The Pay Committee is requested to treat them separately from other Group D staff and give them better pay scale. As regards, other non-professional staff of university libraries, their recruitment qualifications and nature of duties are identical to employees working in similar posts in other sections of universities. The Association, therefore, supports the demands placed by the Joint Council of Action of University Employees Associations to the pay committee for these categories of employees.

397 Request for an Interim Report of the Pay Committee.

The Association requests the Pay Committee to give an Interim Report to the State Govt. on following issues.

(a) Accumulation of earn leave upto 240 days with effect from 1. 4. 91 as implemented in case of employees of the State Govt.

(b) Enhance the amount of gratuity with effect from 1. 12. 95 as implemented in case of employees of the State Govt.

(c) Uniform Leave Rules for all Universities.

(d) Implementation of the decision on the Leave Travel Concession.

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—যন্ত্র প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

গ্রন্থাগার সংবাদ

চীনের নতুন গ্রন্থাগার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চীনের সাংহাই শহর পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। ইউরোপ ও আমেরিকার আর্থিক ও বানিজ্যিক শক্তি গড়ে তোলার ভিত মনে করা হয় তথ্য (info)। চীন সরকারও পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কলাকৌশলের অনুগামী হয়েছেন। সে পথেও একটি বড় পদক্ষেপ হ'ল সাংহাই এর এই গ্রন্থাগার। সাংহাই এর প্রাচীন পাবলিক লাইব্রেরীর বাড়ীটির সঙ্গে জুড়ে তৈরী হয়েছে এক বিশাল ভবন। ১৯৯৬ এর ডিসেম্বরে এই নতুন সাংহাই পাবলিক লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়েছে। ৯০০০,০০০ বর্গফুটের এই গ্রন্থাগার আধুনিক নকশায় তৈরী।

বর্তমান প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে Sanghai Corporation for Foreign Technology and Product InformationConsultation Services. দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শদান কেন্দ্র। বহুতল ভবনটিতে আছে কুড়িটি পাঠ-কক্ষ। পাশ্চাত্যের গ্রন্থাগারগুলির মত এখানেও প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা ও তাঁদের জন্য বিশেষ ধরনের শৌচাগার আছে।

এর সংগ্রহে আছে ১৩ মিলিয়ন বই। আলাদা বেশি জোর দেওয়া হয়েছে আধুনিক মাধ্যমগুলির ওপর। কম্পিউটারের সাহায্যে গ্রন্থাগার পরিচালিত তথা সন্ধান হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক on-line তথ্য ভাণ্ডার ও ইন্টারনেটের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। CD-ROM সংগৃহীত হয়েছে চীনা ও ইংরেজী ভাষায়।

গ্রন্থাগারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও সভাসমিতির ব্যবস্থা আছে। বাইরে চত্বরের একটি বাগানে ধরণকারীদের আকর্ষণ করবে। সাংহাই লাইব্রেরী চীনকে এগুণ শতকে নিয়ে যাবার কাজে এক বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে।

* * * * *

গত ১লা জুলাই ১৯৯৭ বিকাল ৫টায় কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে ১৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নিঃশুল্ক কিশোর বিভাগের সদস্যদের দ্বারা আয়োজিত নাচ, গান, আবৃত্তি প্রতিনাটকের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক চন্দনলাল সেখান। তিনি গ্রন্থাগার ব্যবহারের গুরুত্ব উপস্থিত সকলকে যুক্তিতে বক্তৃতা করেন। এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ পরিচালনা হয় কিশোর বিভাগের সভ্য দ্বারা, প্রত্যেকেই মাধ্যমিকের নীচে পড়াশোনা করে। এই ধরণের অনুষ্ঠান করতে পারার জন্য কিশোর বিভাগের সভ্যরা উপস্থিত সকলের কাছে প্রশংসিত হয়।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে দ্বিজেন্দ্র জন্মদিবস ও দিলীপকুমার শতবর্ষ

জাতীয় জাগরণের কবি-নাট্যকার-সুরকার স্বদেশপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এর জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে দ্বিজেন্দ্র জন্ম দিবস গত ৪ শ্রাবণ (২০শে জুলাই) ও তৎপুত্র সঙ্গীত সাধক দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)-এর জন্মশতবর্ষ নানা অনুষ্ঠান মালার সুবিন্যাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। সকালে পাঠকক্ষে—দ্বিজেন্দ্র আবক্ষ মূর্তিতে ও চিত্রে মাল্যদান করা হয়। সাধারণ বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা "দিশারী"-র দ্বিজেন্দ্র সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করেন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর অহি পরিষদের সম্পাদক অসিত দাস। কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র জন্ম ভিটায় নির্মিত দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি সদনে দ্বিজেন্দ্র মূর্তিতে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। বিকালে কৃষ্ণনগর টাউন হলে কাঞ্চন কলাকেন্দ্রের ৪০ জন শিল্পী নানক ৪ টি পাখোয়াজের পরিচালনায় সম্বেলক দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীতে সূচিত হয় অনুষ্ঠান। "দ্বিজেন্দ্রলাল'—স্মরণ বিস্মরণ" প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনা করেন দ্বিজেন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ সুধীর চক্রবর্তী। অনবদ্য কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিয়ালী রায়। দ্বিজেন্দ্র আশীষা ও দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গীত শিষ্যা কল্যাণী চক্রবর্তী দ্বিজেন্দ্র পুত্র-কন্যা দিলীপ-মায়াদেবীর স্মৃতিচারণ করে দ্বিজেন্দ্র-দিলীপ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৬ স্বপন নস্কর নানা অঙ্গের দ্বিজেন্দ্রগীতি পরিবেশন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকণ্ঠে গীত হাসির গানের ক্যাসেট কৃষ্ণনগরে প্রথম বাজিয়ে শোনানো হয়। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে সভাপতি আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী কল্যাণী চক্রবর্তীকে প্রীতিস্মারক উপহার দেন। সকাল ও বিকালের সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক সমিতির সদস্য মোহিত রায়। সকাল বিকালের অনুষ্ঠানে নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি হরিপ্রসাদ তালুকদার, কৃষ্ণনগর মহকুমা শাসক স্বপন বরাট, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের কর্ণধার দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী সহ শহরের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক দেবকুমার গুপ্ত ও সাংস্কৃতিক উপসমিতির সভ্যসভ্যাবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় এবং দ্বৈষিত নির্দিষ্ট সময়ে সূচিত হয়।

উপরোক্ত উক্ত সংবাদের প্রতিবেদক ঃ দেবকুমার গুপ্ত

জেলা সংবাদ

"গ্রন্থাগার কর্মীদের ডেপুটেশান"

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৭শে জুন ১৭ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারীক নদীয়া মহাশয়ের কাছে ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে গণ-ডেপুটেশান দেওয়া হয়। ঐ দিন আকস্মিক ভাবে কৃষ্ণনগর বন্ধ ঘোষিত হওয়ায়, উপস্থিতি স্বল্প ছিল। গ্রন্থাগার আধিকারীক যথারীতি ডেপুটেশান গ্রহণ করেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দেন।

প্রতিবেদক :—মদনমোহন মল্লিক।

নদীয়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের ও গ্রন্থাগার আধিকারীক দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে একটি "লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড" —গত ডিসেম্বর '১৬ চালু করা হয়েছে। কর্মীদের মাসিক ১০০ (একশত) টাকা করে পে-মানি অফিস থেকে কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৪০ জন সদস্য হয়েছেন। তার মধ্যে ৩৩ জনকে লোন দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বোর্ড অব সোসাইটি গঠিত হয়েছে। মদনমোহন মল্লিক চেয়ারম্যান, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান ও ক্যাশিয়ার, দীপক কুমার সরকার সেক্রেটারী, দিলীপ ভৌমিক, অশোক সিংহ মহাপাত্র ও দেবপ্রসাদ প্রামাণিক সদস্য।

প্রতিবেদক :—রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রায়গঞ্জ কলেজে গ্রন্থাগারিক দিবস পালিত হ'ল

নিজস্ব সংবাদদাতা রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জ কলেজের গ্রন্থাগার বিভাগ এবার অন্যান্য বছরের মতো ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনএর জন্মদিনটিকে "গ্রন্থাগারিক দিবস" হিসেবে পালন করা হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চিন্ময় বসু। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সহকারী গ্রন্থাগারিক নিত্যনারায়ণ বসু। বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ, ডঃ রঙ্গনাথন কোলন (:) বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রবিক্তারক। স্বাধীনতালাভের পর ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক নতুন উদ্দীপনা লাভ করে তাঁর সময় থেকে।

প্রতিবেদক :—বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গ্রন্থাগারিক দিবস

অন্যান্য বছরের মত এবারও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারস এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ১৭ই আগষ্ট নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের প্রেক্ষাগৃহে "গ্রন্থাগারিক দিবস" এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল "জন গ্রন্থাগার ব্যবহার"।

বিভিন্ন সংগঠনের গ্রন্থাগারিক বৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে যে প্যানেল আলোচনা হয় তার মুখ্য আলোচক ছিলেন : ভবানীকুমার ঘোষ (ব্রীটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী); ড. জয়ন্তী ঘোষ (কমার্শিয়াল লাইব্রেরী); বন্দনা ব্যানার্জী (জাতীয় গ্রন্থাগার) এলা মজুমদার দাশ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়); অমিতাভ দাস (চন্দননগর সরকারী কলেজ গ্রন্থাগার); সুনন্দা রক্ষিত (বালিগঞ্জ সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল); প্রদোষ বাগচী (পলপল্লি গ্রন্থাগার); ড. শ্যামল রায়চৌধুরী (অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়); ড. শ্যামল চক্রবর্তী (সেক্রেটারী, বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ও অশোক দাস (সাধারণ গ্রন্থাগার)।

উক্ত আলোচনা সভায় সুব্যবস্থিতিকারক হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুবীর সেন দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়ীত্ব পালন করেন।

উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন প্রবীর রায় চৌধুরী, সুব্রত দত্ত, বাণী চক্রবর্তী, অমিত দাশগুপ্ত, কিংশুক দত্ত, রামকৃষ্ণ সাহা, পার্থসারথী চক্রবর্তী, হিরণ দত্ত, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ প্রমুখ।

বক্তারা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন ও গ্রন্থাগার সমূহের এই ক্রমহ্রাসমান ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে, কয়েকজন বক্তা গ্রন্থাগার পরিচালকদের ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমাধান ক্ষমতার বাইরের কিছু কারণের কথা উল্লেখ করেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকার বিষয়টিও উল্লিখিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিরক্ষরতার দিকটিও উল্লিখিত হয় গ্রন্থাগার ব্যবহার যথেষ্ট না হওয়ার দরুণ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের গ্রন্থাগারিক মণিমোহন ঘোষের কথা, যাঁর যত্ন ও চেষ্টায় উক্ত কলেজের প্রেক্ষাগৃহটি ব্যবহার করে গ্রন্থাগারিক দিবস পালিত হতে পেরেছে।

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 5 August-September 1997

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1
Sumanta Bandyopadhyaya	
New Delhi Public Library	2
44th Bengal Library Conference	7
Memorandum of the Association	
to the Minister of Finance, W. B.	9
Representation of the Association	
to the U. G. C.	12
Memorandum of the Association	
to the Pay Committee	13
Library News	25
District News	27
Librarian's Day	28

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray.

P-137
Ref(2)
Library

ISSN 0017-3248

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : অরুণ রায় | আশ্বিন, ১৪০৪

সূচী

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১—২
ডঃ রত্না বসু	
পুঁথি ও প্রশাসন	৩—১৪
৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সফল করুন	১৫—১৬
W. B. Govt. Notification regarding Sponsored Public Libraries	১৭
English Abstracts	১৮—১৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৬, সম্পাদক : অরুণ রায় আশ্বিন, ১৪০৪

সম্পাদকীয়

কলেজে গ্রন্থাগার আন্দোলন

কিছুদিন পূর্বে রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে একটি আদেশনামা জারি করেছেন। ঐ আদেশনামায় বে-সরকারী এবং আধা সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের পেনসন ও গ্রাচুইটির পরিমাণ সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের সমতুল হারে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। উক্ত আদেশনামার ফলে অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকরা ঐ সুযোগ সুবিধা পাবেন। সরকারী আদেশনামার অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা না থাকায় সেটি কার্যকর করায় বিলম্ব দেখা দিয়েছে। আশা করা যায় যে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে তৎপর হয়ে আদেশনামা কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেবেন যাতে অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকরা যার মধ্যে জীবনাবসান ঘটেছে এরকম কয়েকজনও রয়েছেন তাঁরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যাতে সত্বর ন্যায্য পাওনা পেতে পারেন। ঐ আদেশনামার অর্জিত ছুটি সম্ভোগ বিষয় নেই। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে এটি এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে। সমগ্র বিষয়টি বিলম্বিত হলেও যে এটি সমাধানের পথে অগ্রসর হচ্ছে এজন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ জানাতে দ্বিধান্বিত নয়।

কিন্তু বিপরীতভাবে কিছু গ্রন্থাগারিক এখানে-ওখানে ঐ আদেশনামার বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু খেয়াল রাখছেন না যে ঐ সমস্ত বক্তব্য আখেরাতে সুযোগমত ব্যবহার করে সমস্ত বিষয়টাই বিপরীতমুখী করতে পারে।

কলেজ-গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল সমস্যা কিন্তু শুধুমাত্র বেতনও পদমর্যাদা নয়, যদিও এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল সমস্যা হলো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ-গ্রন্থাগারের ভূমিকা পালন করতে গেলে যে সম্পদ বণ্টনের প্রয়োজন সেই সম্পদ প্রয়োজনানুগভাবে বণ্টিত করার জন্য আন্দোলন হচ্ছে কিনা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বাড়ছে কি না।

এমনিতেই পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাইভেট টিউশনির দাপটে উচ্চশিক্ষার ভিত্তিটাই টলোমলো হয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাসও কমছে 'নোট ব্যবস্থা'-র কল্যাণে। এই অবস্থায় গ্রন্থাগারিকের সামনে দায়িত্ব আসছে গ্রন্থাগারকে কিভাবে পঠন-পাঠনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তোলা যায়। এ কথা অনস্বীকার্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা স্বীকার করলেও,

শিক্ষা প্রশাসকরা গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন এ কথা বর্তমানে ভাবার সময় নয়। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে আগামীদিনে সমস্ত রাষ্ট্রেই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্ন ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করছে কারণ আগামী যুগে 'জমি' নয়', 'ধন' নয়' জ্ঞান বা শিক্ষা মূল সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে যাচ্ছে। এই কারণেই উন্নত রাষ্ট্রগুলির শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ একটা বড় পরিবর্তন। আমাদের দেশে এর সূত্রপাত সবে শুরু হয়েছে। আজ কলেজে কলেজে কম্প্যুটার কোর্স হচ্ছে—। সমস্ত দেশের মধ্যে যেমন কম্প্যুটার নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে এবং কলেজে কলেজে কম্প্যুটার দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে তেমনি গ্রন্থাগারিকদের রিফ্রেশার কোর্সেও এই বিষয় সম্পর্কে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এই রকম একটা সময়ে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সামনে নতুন তথ্য প্রযুক্তি গ্রহণ দিয়ে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। গ্রন্থাগারিকরা যদি এ বিষয়টি উপেক্ষা করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেটুকু সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে আগামীদিনে সেটুকুও পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যেতে বাধ্য।

বর্তমানে মধ্যবিত্তসমাজেও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। ২০ বছর আগে যে কোন কলেজেই ভর্তি হওয়ার কথা বিবেচিত হতো, এখন যে কলেজের পরীক্ষার ফল ভালো সেখানেই ভর্তির আগ্রহটাই বেশি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে কলেজের গুরুত্ব বিচার করে ভর্তি হয়। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক-ধারণা বদলাচ্ছে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়—যে কোন তথ্য এখন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আহরণ করা যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকদের এই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অনীহা রয়েছে। যদিও এটাই স্বাভাবিক তা হলেও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সময় এসে গেছে। কারণ আগামীদিনে মুদ্রিত পুস্তকের পাশাপাশি ডিভিও, সি ডি রোম এবং অন-লাইন ব্যবস্থাও গ্রন্থাগারে থাকবে। সেগুলি সম্পর্কে যদি এখন থেকেই অগ্রাধিকার না দেওয়া যায় তাহলে গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগারের গুরুত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন না।

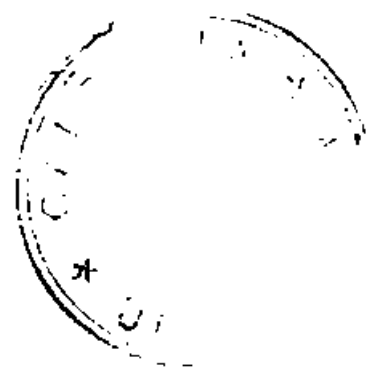

পুঁথি ও প্রশাসন

ড. রত্না বসু

পুঁথি ও পুঁথিশালা সম্পর্কিত পরিচালনা বলতে বোঝায় পুঁথি সমূহের প্রশাসনিক পরিচালনা এবং প্রশাসনের ভূমিকা প্রধানত পুঁথিশালার কাজকর্ম পরিচালনার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বা সার্বিক প্রশাসনের ভূমিকা। অধিকাংশ সময়ে পুঁথিশালাগুলি স্বাধীন স্বশাসিত বিদ্যা প্রতিষ্ঠান নয়, তার প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য নেই। পুঁথিশালাগুলির প্রশাসনকে তাই সেই সেই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের মূল সাধারণ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিয়মকানুন মেনে ও তার অধীনে থেকে পুঁথিশালার কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়। পুঁথিশালার প্রশাসনিক কাজকর্মের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাই বিস্তর তৎপরতা বজায় রাখতে হয়। পুঁথিশালার পরিচালককে পুঁথি বিষয়ক নিয়মাবলী ও প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম নির্বাহ করতে হয়; একই সঙ্গে তাকে সার্বিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লাগাতার আলাপ আলোচনা করে মূল প্রশাসনিক স্থায়িত্ব বজায় রাখতে হয়। বর্তমান আলোচনায় পুঁথি পরিচালনার এই উভয়বিধ দিক সম্পর্কে চর্চা হবে।

ক. পুঁথিশালা পরিচালনা

পুঁথি-পরিচালনা বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝায় পুঁথির ক্যাটালগ-নির্মাণ, তার নথি প্রস্তুত করা এবং সেগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ। যদিও মূল পুঁথি নিয়ে এই কাজের কথা বলা হল, এই কাজগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সমূহের যে সমস্ত প্রতিলিপি আধুনিক কালে করা হয়েছে তাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এবং মূল পুঁথি ও তার প্রতিলিপি উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস অপেক্ষিত। একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি এসে দেখা যাচ্ছে যে, যেকোনো পুঁথিশালায় পুঁথির পুনর্নির্মিত প্রতিলিপি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছে। সুতরাং মূল পুঁথি নিয়ে যে-সমস্ত কাজের উল্লেখ করা হল, সে-সমস্ত পুঁথির যে রকম কপি, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিশ্ ইত্যাদি সম্পর্কেও করণীয়। বলা বাহুল্য যে, ক্যাটালগ-নির্মাণ, নথি-প্রস্তুত, সংরক্ষণ এবং এই সমস্ত কাজ পরিচালনা করা আদৌ সহজ কাজ নয়, যদিও উপরের সামান্যটা বিবৃতি থেকে তেমন মনে হতে পারে। এই বিষয়ে প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে।

১. ক্যাটালগ নির্মাণ। পুঁথির ক্যাটালগ নির্মাণ তিন রকম হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মে স্বীকৃত বিধি অনুসরণ করে প্রত্যেক পুঁথির আখ্যা (title), গ্রন্থকার, বিষয়, লেখক, লিপি ইত্যাদি বিশদ বিবরণ ধরে রাখা যেতে পারে সুতরাং পুঁথি শালার পরিচালককে এ ধরণের নির্দিষ্ট ডাটাশিট বা ক্যাটালগের জন্যে বিশেষ পত্র প্রস্তুত করে সেটিকে আবার প্রয়োজন অনুসারে সার্বিক প্রশাসনের মাধ্যমে অনুমোদিত করে নিতে হবে। এ ছাড়া স্মরণীয়, প্রথমেই স্থির করে নেওয়া দরকার পুঁথির সংক্ষিপ্ত ক্যাটালগ নির্মিত হবে না বিশদ ক্যাটালগ (Descriptive) সুতরাং ক্যাটালগ নির্মাণের ডাটাশিট সেই অনুসারে প্রস্তুত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রত্যাশা থেকে যায় যে পুঁথিশালার প্রশাসন দক্ষতা ও তৎপরতার সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ পুঁথিশালার ক্যাটালগ ও ক্যাটালগ নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকবে এবং তাদের সম্পর্কে তুলনামূলক মূল্যায়ণ করার সামর্থ্য রাখবে। এও মনে রাখা প্রয়োজন প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিশালা বলতে ভারতে অবস্থিত এবং বহির্ভারতীয় সকলকেই বোঝায়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। এর পরে আসে কার্ড-

ক্যাটালগ এবং বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ কার্ড নির্মাণের প্রক্রিয়া, যা গবেষক-পাঠকের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। পুঁথিশালার প্রশাসনকে উল্লিখিত সর্ববিধ কাজ নিয়ম ও শৃঙ্খলের সঙ্গে পরিচালনা করতে হয় এবং পুঁথিশালার কর্মীবৃন্দকে সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

২. **নথি প্রস্তুত** (recording)। ভাটা শিট্‌সমূহ এবং পুঁথিসমূহ উভয়েই প্রয়োজনীয় জঞ্জালে পরিণত হবে যদি তাদের সঠিকভাবে নথিভুক্ত না করা হয়। পুঁথির জন্যে একটি সাধারণ রেজিস্টার রাখা প্রয়োজন, যাতে পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা বা সংকেত সংখ্যা (যা ওই পুঁথির ক্যাটালগ ভাটাশিটে দেওয়া হয়েছে) তার আখ্যা (title, গ্রন্থকার, পত্র সংখ্যা এবং নির্দিষ্ট পুঁথিশালার ঠিক কোথায় ওই পুঁথিটির অবস্থান—এই তথ্যগুলি নথিভুক্ত হবে। একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান সূচী (Location-register) প্রস্তুত করা যেতে পারে, যেটিকে পুঁথিশালার পুঁথিসমূহের অবস্থান সম্বন্ধী ম্যাপ হিসেবে দেখা যায়, যাতে যা সেটিকে হাতে নিয়ে দ্রুত একটি পুঁথিকে তাক থেকে বের করা যেতে পারে এবং সেটির পাঠ ইত্যাদির কাজ হয়ে গেলে সেটিকে যথাস্থানে ফিরিয়ে রাখা যেতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত রেজিস্টার বা ম্যাপে শুধু পুঁথির নম্বর ও অবস্থান নথিভুক্ত থাকলেই চলে। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, পুঁথিশালায় এ ধরনের ম্যাপ না থাকার ফলে পুঁথিসমূহকে স্থান অনুসারে লক্ষ্য করে বের করা বা ফিরিয়ে রাখার কাজ চলে শুধুমাত্র পুঁথিশালার কর্মরত ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সাধারণ আন্দাজের ভিত্তিতে কোনো নথিভুক্ত প্রামাণ্য লেখের ভিত্তিতে নয়। পুঁথিশালার কাঠামো এবং কাজকর্মের জন্যে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল পদ্ধতি অন্যথায় ভাটাশিটের আকারে প্রস্তুত অজস্র ক্যাটালগ কিংবা কার্ড-ক্যাটালগও প্রয়োজনীয় পুঁথিটিকে বের করতে কোনো কাজে আসবে না। এই ব্যাপারটি মুদ্রিত গ্রন্থের গ্রন্থাগার থেকে অত্যন্ত পৃথক্। মুদ্রিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে বিষয় অনুসারে বিভাজন করে প্রদত্ত 'কল-নাম্বার'-ই নির্ণায়ক কারণ সেই অনুসারেই তা রাখা হবে এবং খোঁজা হবে। [এই বিষয়টি স্পষ্ট আলোচিত হয়েছে AACR/2R গ্রন্থে (chapter 4, p. 132)।]

৩. **রক্ষণাবেক্ষণ** পুঁথির রক্ষণ বিষয়টি পুঁথিশালা পরিচালকদের কাছে একটি জটিল প্রশ্ন। পুঁথিসমূহের কোনো নির্দিষ্ট মাপ নেই। মাপ এবং উপাদানের বিপুল বৈচিত্র্য পুঁথি রাখার কাজটিকে কঠিন করে তোলে, তাই উপযোগী আসবাবপত্র অর্থাৎ পুঁথির আলমারি সংগ্রহ করাও কঠিন। সাধারণভাবে বাজারে লভ্য কাঠ বা স্টিলের আলমারির একটি নির্দিষ্ট মাপ থাকে। কখনও পুঁথি এত বড়ো হতে পারে যে সেটিকে আলমারির তাকের দৈর্ঘ্য বরাবর রাখতে হবে। সেই একই সঙ্গে তার পরবর্তী সংখ্যার পুঁথিগুলি এত ছোট হতে পারে যে সেগুলিকে তাকের প্রস্থ বরাবর রাখা চলে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিচালকবর্গকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কোথায় কী রাখা হল, তা ম্যাপ লোকেশান-রেজিস্টারে নথিভুক্ত করতে হবে। এই রেজিস্টারগুলিতে শুধুমাত্র আলমারিরও তাকের সংখ্যা না লিখে প্রতিটি পুঁথি সম্পর্কে আলমারি-সংখ্যা ও তাক-সংখ্যার পাশাপাশি যথাসম্ভব তাকের মধ্যে অবস্থানগত সংকেতও রাখলে ভালো হয়, যেমন সেই নির্দিষ্ট তাকের বাঁদিক অথবা ডানদিক, সামনের অংশ অথবা পিছনের অংশ। মুদ্রিত গ্রন্থের গ্রন্থাগারে এ ধরনের অবস্থান-সংকেতের রেজিস্টার দরকার হয় না কারণ সেক্ষেত্রে কল-নাম্বার দেখেই লাইব্রেরীর মধ্যে কোনো বইয়ের অবস্থান-এলাকা নির্ণয় করা যায়। সুতরাং যথাযথ রক্ষণের লক্ষ্যে পুঁথিশালায় এই লোকেশান্-রেজিস্টারের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ ছাড়াও বিবেচনা করা যেতে পারে বিশেষ পুঁথির সংগ্রহের ক্ষেত্রে যতদূর পাওয়া যায় সেই পুঁথিদাতা বা সংগ্রহকারীদের নামের একটি নথি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। দাতা বা সংগ্রহকারীর নামানুসারে পুঁথিসমূহের নাম লেখা থাকলে সেই রেজিস্টার দেখে কোনো পুঁথিশালার পুঁথিসমূহের ঐতিহাসিক পটভূমির হদিশ পাওয়ার সম্পাদন

করা সম্ভব। একটি বিশেষ গ্রন্থ ও তার পুঁথিসমূহ নিয়ে গবেষণাকারীর পক্ষে এই ধরনের ব্যবস্থা বিশেষ জরুরী নির্দেশ করে।

পুঁথিরক্ষণের ব্যাপারে একটি বহু বিতর্কিত প্রশ্ন—পুঁথি খোলা তাকে রাখা হবে না পাল্লাবন্ধ আলমারি না কাঠের? বিশিষ্ট পুঁথি বিশারদ এবং গ্রন্থাগারিক বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় স্টিলনির্মিত তাকের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ ছিল সাধারণ ১৮ ইঞ্চি গভীর দুমুখো তাক পুঁথি রাখার জন্যে উপযুক্ত। পুঁথি আনা-নেওয়ার কাজে দীর্ঘ সময় লাগে, এবং স্থান সংকুলানের সমস্যা—এই দুই কারণে তিনি পাল্লাবন্ধ আলমারি এবং আলমারিতে তালা দেওয়ার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং যন্ত্র ব্যবস্থা থাকলে পুঁথিশালার ধুলোময়লা পরিষ্কারের সমস্যার সমাধান সহজ।

লক্ষণীয় এই যে, শুধু ধুলো নয় আমাদের দেশের মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাতাসের আর্দ্রতা একটি বিরাট সমস্যা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ইউরোপের কয়েকটি পুঁথিশালার পুঁথিরক্ষণের ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, পুনেতে অবস্থিত BORI, বড়োদায় অবস্থিত ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতায় অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরি), নতুন দিল্লীতে অবস্থিত ন্যাশনাল মিউজিয়াম, বার্লিনের প্রালেকজানড্রার হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসীর সরস্বতী ভবন লাইব্রেরি—এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আছে পুঁথিশালার বন্ধ আলমারিতে পুঁথি রাখার ব্যবস্থা। তবে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ, মহীশূরের ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও মহীশূরের সন্নিকটে অবস্থিত মেলুকোটের সংস্কৃত একাডেমি-এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান খোলা তাকে পুঁথি রাখার ব্যবস্থা করেছে।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রে স্থান অনুসারে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রায় তারতম্য ভেবে দেখার মতো। মহীশূরের সংরক্ষিত পুঁথির নমুনা শতাব্দীরও বেশী তালপাতায় বা শুকনো বাতাসে ভালো থাকে। এ ছাড়াও বক্তব্য, মহীশূরের প্রতিষ্ঠানগুলি লোকালয় বা যানবাহনের রাস্তা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন ও কাঠামো এমন যে পুঁথির তাক ধুলোবালির আক্রমণে সরাসরি পড়ছে না। অধিকন্তু মহীশূরের আবহাওয়া কলকাতা মাদ্রাজ বা কেরলের যে কোনো জায়গার চেয়ে স্নিগ্ধ, মহীশূর বলতে গেলে চির বসন্তের দেশ, প্রায় সারা বছরই তা স্নিগ্ধ ও শুষ্ক। সুতরাং অন্যান্য ভৌগোলিক জলবায়ুগত ও পরিবেশগত পরিস্থিতির বিচার না করে পুঁথি রক্ষণাবেক্ষণের একপেশে তুলনা কোনো কাজের কথা নয়।

বর্তমান প্রবন্ধকারের বক্তব্য পাল্লাবন্ধ স্টিল অথবা কাঠের আলমারি পুঁথি রাখার জন্যে উপযুক্ত; কারণ আমাদের দেশে পুঁথিশালা সমূহের কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং স্বল্প মাত্র, অন্যদিকে ধুলো ময়লা কঠিনতম সমস্যা যার সঙ্গে পুঁথি রক্ষকদের নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। নতুন আসবাব কিনতে হলে শুধুমাত্র স্টিল আলমারি কেনা উচিত, কারণ বর্তমানে কীটঘ্ন প্রকৃত শুষ্ক কাঠ বা সেগুন ইত্যাদি জাত কাঠ শুধু দুর্মূল্য নয় অত্যন্ত দুর্লভ ও বটে। অন্যদিকে পুরনো আমলের আলমারি ইত্যাদি অর্থাৎ সেগুন মেহগনি ইত্যাদি কাঠের আলমারি যদি উপস্থিত থাকে সে গুলিকে স্বভাবতই বর্জন না করে কাজে লাগানো উচিত। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের অধিকাংশ পুঁথিশালার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, ওই ধরনের পুরনো আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে রাতারাতি নতুন আসবাবপত্র কেনা সম্ভব। আরও বলা যায়, পুরনো দিনের ওই সমস্ত কাঠের আসবাব পুঁথিকে তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতার দ্রুত ওঠানামা থেকে রক্ষা করার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এর ফলে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পুঁথি মোটামুটি ভালো থাকে। লক্ষণীয় এই যে যদি শীততাপ

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এবং তার পাশাপাশি বাতাসের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকে তাহলেও পাল্লাবন্ধ আলমারিতেই পুঁথি রাখা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় খোলা তাকে রাখা পুঁথির পাতা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম ব্যবস্থার সরাসরি সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

পুঁথি রক্ষণাবেক্ষণের সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, পুঁথি নিয়ে কাজ চলাকালীন হাতের পুঁথির অবস্থা বিবেচনা করে অনেক সময়ে পাখা বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। আবার শীততাপ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে গরম দেশে বন্ধ ঘরে পাখা বন্ধ করে কাজ করা কঠিন সমস্যা। ইউরোপের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় পুঁথিশালায় তাপমাত্রা বজায় রাখা হয় ১৬০ থেকে ১৮০ সেলসিয়াসের মধ্যে এবং বাতাসের আর্দ্রতা রাখা হয় ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ। যান্ত্রিক উপায়ে বায়ুনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়। তার পরও খোলা তাকে পুঁথি রাখলেও সেখানে প্রত্যেকটি পুঁথিকে একটি দূষণ মুক্ত বাক্সে ভরে রাখা হয়। বলা বাহুল্য অজস্র মাপের পুঁথির জন্যে এ ধরনের একক বাক্স প্রস্তুত করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং আমাদের দেশের জন্যে বন্ধ আলমারির সিদ্ধান্ত সুবিবেচ্য।

পুঁথি রাখার প্রকৃতি সম্পর্কে বলা স্বভাবতই একটি বান্ডিলে ও সারিতে একটি পুঁথি। কিন্তু স্থানাভাবে অনেক সময়ই দুটি বা তিনটি সারির পুঁথি একটি তাকে সামনে পিছনে রাখা হয় এবং ওপর ওপর ছটি বা দশটি পুঁথিও একের পর এক রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে তলার পুঁথিটির উপরে উপরের পুঁথিগুলির সমস্ত চাপ এসে পড়ে। এই ওজন ও তার চাপ নিচের পুঁথির পাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অবশ্য একটি তাকে সামনে পিছনে একাধিক সারি এবং তাকে ডানদিক ও বাঁদিক উভয়দিকেই এই অবস্থা পুঁথি নাড়াচাড়া করা কিংবা দেওয়া—এক কথায় Handling ও Service ইত্যাদি কাজকে কঠিন করে তোলে। উৎকৃষ্ট উপায় হল পুঁথির দৈর্ঘ্যকে তাকের প্রস্থদিকে আড়াআড়ি বিন্যস্ত করে রাখা। পুঁথির প্রস্থদিকটি তাহলে আলমারির সম্মুখ ভাগে দেখা যাবে, অর্থাৎ আলমারি খুলে দাঁড়ালে পুঁথির প্রস্থ অংশটি মুখোমুখি দেখা যাবে। কিন্তু যে সমস্ত পুঁথির দৈর্ঘ্য আলমারির তাকের প্রস্থের চাইতে বেশি সেগুলিকে স্বভাবত তাকের দৈর্ঘ্য বরাবর রাখতে হবে, এক্ষেত্রে আলমারি খুললে পুঁথির দৈর্ঘ্যটি মুখোমুখি পাওয়া যাবে।

এক জোড়া কাঠের পাটার মধ্যে একটির বেশি পুঁথি বাঁধা থাকলে এই ধরনের বান্ডিলে আর একটি নম্বর ফেলা দরকার এবং একটি রেজিস্টার প্রস্তুত করে এই প্যাক-নাম্বার অনুসারে এক একটি প্যাক নম্বরে কোন্ কোন্ নম্বরের পুঁথি আছে তা নথিবদ্ধ রাখা দরকার এ ধরনের প্যাক নাম্বারকে বলা হয় ডেক নম্বর (dec-no) পুঁথিশালায় কর্মরত পুঁথিকর্মীদের জন্যে ডেক-নম্বর বরাবর নির্দিষ্ট পুঁথির সংখ্যার এই রেজিস্টার পুঁথি আনাগোনার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ডেক-নম্বর অবশ্য বহিরাগত পাঠকদের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়। যেখানে ডেক-নম্বরের ব্যবস্থা আছে সেখানে লোকেশন রেজিস্টারে পুঁথি সংখ্যার পাশাপাশি অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে এই ডেক-সংখ্যাও লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।

ক্যাটালগ প্রস্তুত, রেকর্ড প্রস্তুত এবং রক্ষণাবেক্ষণ—উপরে আলোচিত এই তিনটি কাজ প্রকৃতপক্ষে পুঁথি সংক্রান্ত প্রশাসনের তিনটি কর্মক্ষেত্র। লক্ষণীয় যে, পুঁথিশালায় পুঁথি রাখা অনুপযোগী আসবাব ও স্থান পরিকল্পনার সমস্যার কারণে বিষয় বিভাজন অনুসারে পুঁথি রাখা অসম্ভব। কারণ এই তিনটি কাজ একই সঙ্গে ক্রমাগত এগিয়ে চলে। সমস্ত ক্যাটালগ নিখুঁত সম্পূর্ণ হবার পরে পুঁথি সাজানো ও রাখা শুরু করা কখনই সম্ভব নয়। প্রতিটি ক্ষেত্র আবার পুঁথির আকার হয় ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং পুঁথিশালায় পুঁথি সাজিয়ে রাখা ব্যাপারটি সাধারণত পুঁথির সংখ্যা অনুসারে একটানা হিসেবে পর পর করা হয়। এই ব্যবস্থাটি

উপযোগী। বিষয় বিভাজন কিংবা আখ্যা (title), গ্রন্থকার ইত্যাদি অনুসারে বিভাজন শ্রেণীবদ্ধ কার্ড অথবা মুদ্রিত ক্যাটালগের পরিশিষ্ট সূচী (index) আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। এমনকি ক্যাটালগ মুদ্রণের সময়ে বিষয় বিভাজন অনুসারেই সম্পাদনা করা যেতে পারে—অর্থাৎ এক এক খণ্ড বা অংশে একটি বিষয় ও তার অন্তর্ভুক্ত বিভাজনের সমস্ত পুঁথির বিবরণ ও সংখ্যা ধরা থাকতে পারে। কোনো পুঁথিশালার একাধিক ব্যক্তি একই সময়ে পুঁথিসমূহের ক্যাটালগ করতে থাকলে দেখা যায় যে প্রত্যেকের ক্রমিক সংখ্যার পূর্বে আরও একটি সূচক দেওয়া হয়েছে, A, B অথবা C ইত্যাদি (এমনটি দেখা যায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে)। এ ধরনের সূচক পুঁথি সংখ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ তাও মনে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যাপারটি কোনো দক্ষ প্রশাসকের সমন্বয় প্রচেষ্টার জন্য রক্ষা হতে পারে—যদি তিনি একাধিক ক্যাটালগারের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংখ্যাগুলি ভাগ করে দেন। যেমন ধরুন চারজন ক্যাটালগারকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে একটানা ২০০ পর্যন্ত সংখ্যা ভাগ করে দিয়ে, ২০১ থেকে আবার তাকেই দেওয়া যে ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত করছিল, অর্থাৎ পরবর্তী ২০০ আবার চারজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া, এবং এই ব্যাপারে একটি হিসেব রাখা যাতে দুই ক্যাটালগার একই সংখ্যা না ব্যবহার করেন।

পুঁথি-পাঠক বা ব্যবহারকারীর দিক থেকে পুঁথিশালার কাজের ধারার এই অংশটি এভাবে বলা যায়। ক্যাটালগ থেকে একটি পুঁথি বাছাই করে গবেষক-পাঠক তার সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে। পুঁথিকর্মীর হাতে দিলেই, পুঁথিকর্মী লোকেশান রেজিস্টারে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার পুঁথির আলমারি, তাক, ডানদিক অথবা বাঁ-দিক তাকের সম্মুখ ভাগ অথবা পৃষ্ঠভাগ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট অবস্থান দেখে নিয়ে পুঁথিটিকে বের করতে পারবে। পুঁথিটি বার করা হলে তার জায়গায় ঐ নম্বর সম্বলিত একটি সংকেত অর্থাৎ ডামি (dummy) রাখা প্রয়োজন। এর ফলে পুঁথিটি যখন ফেরৎ আসবে তাকে আবার স্বস্থানে স্থাপন করা সহজ হয়, পুঁথি পুনঃ স্থাপনের পরে ডামিটি বের করে নিতে হবে। লোকেশান রেজিস্টার ব্যবহার করবেন পুঁথিশালার কর্মীরা, পাঠকেরা নয়।

৪. অর্থের উৎস - পুঁথিশালার প্রশাসনে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ রক্ষক, কিউরেটর, পরিচালক এদের নিরন্তর চিন্তা করতে হয় পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্যে আর্থিক অনুদান কোথা থেকে পাওয়া যায়। নতুন দিল্লীতে অবস্থিত জাতীয় অভিলেখাগারের মাধ্যমে ভারত সরকার প্রচুর সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং পুঁথিশালা পরিচালকদের এই সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় এবং তাদের খবরাখবর সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। এতসব সত্ত্বেও অর্থের এই উৎস সমস্যার আপাত সমাধান করে। কারণ আর্থিক অনুদানের এই সংস্থার প্রধান সীমাবদ্ধতা এই যে, এই সংস্থা কোন পুঁথিশালার নিয়মিত পরিকাঠামো infrastructure) এবং মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণ (maintenance) সংক্রান্ত কোনো ব্যয় অনুমোদন করে না। সে কারণে গৃহনির্মাণ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, বেতন ইত্যাদি এই সংস্থার অনুদান থেকে পাওয়া অর্থ থেকে করা যায় না। এমন কি এই জাতীয় অভিলেখাগার দুর্লভ গ্রন্থের পুঁথি প্রকাশনা ও মুদ্রণের জন্যে অর্থ-কাড়ে মঞ্জুর করলেও পুঁথির ক্যাটালগ মুদ্রণের জন্যে কোনো অর্থ সাহায্য করে না। সুতরাং এই সংস্থার অনুদান পেলেও পুঁথিশালার অন্যান্য অমুদ্রিত ক্যাটালগ ছাপানোর কোনো সুরাহা হয় না। এই সমস্যা, অর্থাৎ পুঁথির ক্যাটালগ প্রস্তুত করার পরেও তা প্রকাশ করার সমস্যা ভারতের অধিকাংশ পুঁথিশালার বর্তমান সংকট। বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুদানে হয়তো ক্যাটালগ ছাপানোর কোনো অবকাশ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তবে অন্য কোনো কাজের জন্যে অর্থাৎ পুঁথি সংক্রান্ত কাজের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এ পর্যন্ত কোনো সাহায্যের ব্যবস্থা রাখে নি। তার কিছুটা

ব্যতিক্রম শুধুমাত্র দুই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আগে থেকেই ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পুঁথিশালা। সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জাতীয় অভিলেখাগারের অর্থের উৎসই পুঁথিশালা রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে, পুঁথির ক্যাটালগ নির্মাণের জন্যে বা অন্যান্য সংরক্ষণ কর্মের জন্যে প্রধানতঃ সক্রিয়, যদিও তাতে স্থান, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ, আসবাবপত্র ইত্যাদির সমস্যার সমাধান হয় না।

এই অবস্থায় বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আর্থিক অনুদান আদায়ের লক্ষ্যে পুঁথিশালার প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠানের মূল প্রশাসনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হয়। অবশ্য যদি কোনো পুঁথিশালা একটি স্বনির্ভর ও বাণিজ্যিক দিক থেকে সম্পন্ন সংস্থা হয় তার অবস্থা ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ ধরণের স্বতন্ত্র পুঁথিশালার অবস্থা আদৌ ভালো নয় এবং তারা মূলতঃ জাতীয় অভিলেখাগারের সামগ্রিক অনুদানের উপরেই নির্ভরশীল।

এ বিষয়ে নিজস্ব ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে বক্তব্য এই যে, যে-কোনো পুঁথিশালাকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য দেবার লক্ষ্যে রাজ্য স্তরে এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্য রূপায়ণের জন্যে চাই দেশব্যাপী সচেতনতা। এ ধরণের প্রশাসনিক উদ্যোগ সক্রিয় হলেই পুঁথিশালায় যথোপযুক্ত কর্মী-পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম যথার্থভাবে পরিচালনা করা যাবে, এমনকি সেই লক্ষ্যে কিছু গবেষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোয় কোনো পদ না থাকে তাহলে এ ধরণের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে বাধ্য। পুঁথিশালার প্রশাসনকে তাই এক ধরণের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে মূল প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের কাছে এবং রাজ্য স্তরের প্রশাসনের কাছেও এ ধরণের দাবী ও তার ব্যাখ্যা পেশ করতে হয়।

৫. রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ—পুঁথির রক্ষণা-বেক্ষণ বলতে পুঁথি ঠিকমতো বেঁধে সাজিয়ে রাখা, প্রয়োজন মতো সেগুলির ধুলো ইত্যাদি পরিষ্কার করা, পুঁথির আলমারিতে সাধারণ কীট-নাশক প্রয়োগ এ সমস্তই বোঝায়। কীট-নাশক বলতে ন্যাপথলিন, ইত্যাদি আধুনিক উপাদানের পাশাপাশি সাবেক পদ্ধতিতে ভারতীয় জৈব দ্রব্যও প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন নিমপাতা, তামাক পাতা, বচগুঁড়ো বা ঘোরবচ, কালো জিরা ইত্যাদি। কাজের সুবিধের জন্য ছোটো ছোটো ন্যাপথলীন বলের চাইতে বড় ন্যাপথলীন বার বা ব্রিক (brick) ব্যবহার করাই ভালো, তবে সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরণের ন্যাপথলীন আলমারির তাকের উপরেই রাখা উচিত পুঁথির উপরে নয়, অর্থাৎ ন্যাপথলীন যেন পুঁথির গায়ে লাগিয়ে না রাখা হয়। পুঁথির পাতা পরিষ্কার করার জন্যে সাধারণ ঝাড়ন ব্যবহার করা ঠিক নয়, তা পুঁথিপত্রের সূক্ষ্ম গঠনকে নষ্ট করতে পারে। পুঁথির পাতা বেশি ঘষাঘষি সহ্য করতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই কাজের জন্যে চাই নরম ব্রাশ।

পুঁথি বাঁধার জন্যে দু ধরণের জিনিস প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে পুঁথির জীর্ণ অবস্থা লক্ষ্য করে তাকে প্রথমে কোমল ব্লটিং পেপার অথবা বিশেষভাবে নির্মিত টিস্যুপেপারে জড়িয়ে সরু সুতোয় বাঁধা হয়; তার উপরে লাল শালু বা খেরো কাপড়ের টান টান জড়ানো বাঁধন। এই বান্ডিল সরু ফিতে দিয়ে টান করে বাঁধা থাকে। শালু বা খেরোর লাল রঙকে কীট-প্রতিরোধক মনে করা হয়। শালুর উপর দিয়ে সরু ফিতের বাঁধন যখন দেওয়া হয় সেই ফিতেটি আসলে শালুর কোণাতে বাঁধা বা সেলাই করা থাকে, যার ফলে শালু-জড়ানো পুঁথিটির উপর দিয়ে ওই ফিতে জড়িয়ে টান টান বাঁধনের শেষ গ্রন্থি দেওয়া হয়। তার উপরে পুঁথির নম্বর ইত্যাদি লেবেল আঁটা দরকার, এর পরে এই শালু-জড়ানো পুঁথিটিকে একজোড়া কাঠের পাটার মধ্যে রেখে তার দু প্রান্তে দুটো ফিতে দিয়ে টান করে বাঁধা থাকে। এই কাঠের পাটার উপরে নির্দিষ্ট লেবেল লাগানো প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃতপক্ষে পুঁথির সংরক্ষণ কর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কাজ। তার জন্যে রসায়নবিদ্যার প্রয়োজন, প্রয়োজন সংরক্ষণ কর্মে দক্ষ কর্মীর। যে পুঁথি-বিশেষজ্ঞ পুঁথির বিবরণ প্রস্তুত করতে বা গ্রন্থ সম্পাদনা করতে নিপুণ তিনি সাধারণভাবে আইসল বা পারাডাইক্লোরোবেনজিন ব্যবহার করে কীট-দষ্ট পুঁথিকে ফিউমিগেশান চেম্বারে ঢুকিয়ে এ ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাতে অভ্যস্ত থাকবেন না—এটাই স্বাভাবিক। শুধু রাসায়নিক দ্রব্যের নাম নয়; জানা দরকার—সঠিক পরিমাণে তাদের প্রয়োগ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রপাতি নিয়ে হাতে কলমে কাজ ইত্যাদির জ্ঞান। এ ছাড়া পুঁথির সংরক্ষণ কর্ম বলতে শুধু কীট-দষ্ট পুঁথির কীট-নাশন নয়, ছিন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত পুঁথির পাতাকে যথা সম্ভব মূল আকারে পুনরায় রূপদান এই কাজের প্রধান অংগ। সেই জন্যে সংরক্ষণ কর্মের পূর্বে ও পরে ছবি তুলে রাখা একটি প্রধান দায়িত্ব। উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, পুঁথির সাধারণ রক্ষাবেক্ষণ ও বিশেষ সংরক্ষণের জন্যে নির্দিষ্ট ফিউমিগেশন-চেম্বার পুঁথিশালায় মজুদ থাকা প্রয়োজন।

তালপাতার পুঁথির সুরক্ষার জন্যে সিট্রোনেলা অয়েল নামে একরকমের তেল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মহীশূর, মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় শহরে পুঁথিশালায় এই জিনিসটির চল্ আছে। এই বিশেষ ভেষজ তেল তালপত্রে লেপে দিলে তা একসঙ্গে দুই কাজ করে—এই তেলের উগ্র গন্ধ কীট প্রতিরোধক, এ ছাড়া এই তেল তালপত্রকে স্বাভাবিক ভঙ্গুরতা থেকে বাঁচায়। আবহাওয়ার কারণে তালপাতা আপনাআপনি ভেঙে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য বছরে অন্তত একবার প্রতিটি পুঁথি, অর্থাৎ প্রতিটি পুঁথি-পত্র সিট্রোনেলা অয়েলে লিপ্ত করা ভালো। এই কাজটি প্রতিটি পাতার দুই পিঠে একটি নরম ব্রাশ দিয়ে বুলিয়ে করা হয়।

সুতরাং পুঁথিশালার প্রশাসনকে উপযুক্ত দক্ষকর্মী নিয়োগ করে এই সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণ বিভাগ চালু রাখতে হয়। যদি নিজস্ব সংরক্ষণ বিভাগ না থাকে তাহলে পুঁথি-প্রশাসনকে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, যাদের সংরক্ষণ বিভাগ আছে—হয় সেখানে পুঁথি পাঠিয়ে কিংবা সেখান থেকে কর্মী ধার করে এই কাজ চালাতে হয়। সাধারণ রক্ষাবেক্ষণ বা preservation-এর কাজ অবশ্য পুঁথিশালার অভ্যন্তরে নিজস্ব ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনাতেই কাজ করতে হবে।

৬. Stock verification বা মজুদ পরীক্ষা: মুদ্রিত গ্রন্থের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সম্ভারের সম্পূর্ণ মজুদ পরীক্ষা করা যদিও কোনো নতুন ব্যাপার নয়, এবং stock taking বা stock verification একটি নিয়মিত কাজ তবুও পুঁথিশালার কাজের তালিকায় এই শব্দটিকে বিশেষ শোনা যায় না। মজুদ পরীক্ষা বলতে মনে হতে পারে ক্যাটালগ বা অন্যান্য নথি দেখে গ্রন্থ তালিকা অনুসারে গ্রন্থ সম্ভারের হিসাব পরীক্ষা। কিন্তু যেহেতু পুঁথি মানেই পরস্পর অসংবদ্ধ পত্ররাশি বা একসাথে বাঁধা থাকে,—পুঁথির মজুদ পরীক্ষার অর্থ দাঁড়াবে পুঁথির বিবরণ দেখে সেই অনুসারে প্রতিটি পত্র গণনা পর্যন্ত। এই গোণাগাঁথার সময়ে কোনো হানি পুঁথিপত্রের কোনো বিকৃত অবস্থা ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে নোট করা প্রয়োজন। এই পরীক্ষার ব্যাপারটি বার বার করতে হয়, অন্তত তা করলে পুঁথির উপযুক্ত সুরক্ষা বজায় থাকে—যেমন, যতবার একটি পুঁথি বের করে কাউকে পড়তে দেওয়া হয় এবং তারপরে ফিরে আসে, একটি পুঁথিকে ফিউমিগেশনে পাঠাবার আগে এবং পরে, কোনো পুঁথিকে মাইক্রো ফিল্ম করানোর আগে এবং পরে; সাধারণভাবে নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ ও অবেক্ষণ তো আছেই। পুঁথির জন্যে অতিরিক্ত নিরীক্ষণ প্রয়োজন হচ্ছে; তার কারণ উপরে উল্লিখিত কাজগুলি করার সময়ে পরস্পর অসংবদ্ধ পুঁথিপত্রসমূহ এলোপাথাড়ি ভাবে ফিরে আসতে পারে, সেগুলিকে ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে অর্থাৎ পত্র সংখ্যা অনুসারে সুবিন্যস্ত করে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরিয়ে রাখা প্রয়োজন। এই বিষয় এবং বহু জরুরী পরীক্ষণ ব্যাপারটি চালু রাখতে গেলে উপযুক্ত সংখ্যায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ হচ্ছে

তার আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

৭. পুঁথির মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশ : মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশ প্রস্তুত করার কারিগরি পদ্ধতির কথা এখানে আলোচ্য নয়। এখানে আমাদের বক্তব্য পুঁথিশালার প্রশাসন কিভাবে এগুলির নথি প্রস্তুত করবে। সমগ্র বিষয়টির সূত্ররূপে কয়েকটি কথা তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশ রাখার জন্যে বিশেষ ধরনের ড্রয়ার-আলমারি সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে রাখার জন্যে আর-একটি বিশেষ ধরনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের ব্যবস্থা প্রয়োজন। এগুলির পাঠকদের জন্যেও একটি আলাদা ঘর এবং তা উপযোগী আসবাবপত্র যুক্ত প্রতিদা রিডিং রুম বা পাঠকক্ষেরও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(২) যদি কোনো পুঁথিশালায় পুঁথির মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই লক্ষ্যে ফিল্মের জন্যে অর্থ ধার্য করা প্রত্যেকটি পুঁথির বিবরণ সম্বলিত নথিপত্র আগাম প্রস্তুত করা আবশ্যক; নির্দিষ্ট পুঁথিটির ছবির সঙ্গে পুঁথির শুরুতে প্রতিক্ষেত্রে তার বিবরণ পত্রটিও ফিল্মে ধরা থাকবে। এই ছবি তোলার কাজ চলাকালীন প্রয়োজনমতো সংখ্যায় সহকারী পুঁথি গবেষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। যারা পুঁথির পাতা সাজানো, গোনা, প্রয়োজনীয় লেবেল লাগানো, অনুপস্থিত পত্র বা পত্রসংখ্যা এবং পত্রসংখ্যার পুনরাবৃত্তি, কীটদষ্ট, অস্পষ্ট বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ইত্যাদি প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট স্থানে পুঁথি-পত্রের সঙ্গে জুড়ে দেবে, যাতে এই বিবৃতিগুলিও ছবিতে ধরা থাকে। নির্দিষ্ট পুঁথিটি এই সমস্ত বিবৃতিসহ যদি ধরা থাকে, তাহলে উল্লিখিত স্থানগুলিতে গবেষক-পাঠকের কোন সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।

(৩) মাইক্রোফিল্ম রোলগুলির প্রতিটির সঙ্গে তার মধ্যে ধরা বিষয়বস্তু অর্থাৎ পুঁথির একটি সূচি সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে সমগ্র মাইক্রোফিল্ম-সংগ্রহের সূচি ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রস্তুত করা দরকার। তা না হলে পুঁথিশালার ভিতরে এগুলির ব্যবহার, সংরক্ষণ ইত্যাদি কোনো কাজই পরিচালনা করা যাবে না। এই সূচী বা বিবরণ প্রস্তুত করার সময়ে একই আখ্যা (title) সংবলিত অন্য কোনো পুঁথির মুদ্রিত ক্যাটালগ থেকে নকল করা অবৈজ্ঞানিক কাজ। যে পুঁথিটি ফিল্মে ধরা আছে তার বিবরণ তৎসংলগ্ন বিবরণ পত্র থেকে সংগ্রহ করে (যেমন উপরের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে) তারপরে ফিল্ম-রোলের সংখ্যা ইত্যাদি রেকর্ড করে এই সূচি নির্মাণ করা প্রয়োজন। তাহলে পুঁথির পরিচয় এবং কত সংখ্যক ফিল্ম-রোলের মোটামুটি কোন্ স্থানে সেটি নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে দ্রষ্টব্য, সেই নির্দেশও সূচি থেকেই পাওয়া যাবে। এই জন্যে উপস্থিত পুঁথিশালায় মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহের নির্দিষ্ট বিবরণ তৈরি রাখতে হবে, যা না থাকলে পুঁথির সন্ধান করতে গিয়ে অজস্র ফিল্ম-রোল হাতড়াতে হবে। একবার মাইক্রোফিল্মে ধরা পুঁথি সংগ্রহ নতুনভাবে ক্যাটালগযোগ্য পৃথক সংগ্রহ হিসেবেই গণ্য।

(৪) উপরের বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, ফিল্ম সংগ্রহের একটি সাধারণ সূচি, এবং তাতে সংগৃহীত পুঁথির আখ্যা (title), গ্রন্থকার, বিষয় ইত্যাদির সূচিও প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৫) পুঁথির ক্ষেত্রে যেমন লোকেশন রেজিস্টারের কথা (উপরে) বলা হয়েছে, মাইক্রোফিল্ম বা মাইক্রোফিশ সংরক্ষণ সম্পর্কেও অনুরূপ রেজিস্টার প্রস্তুত রাখা বাঞ্ছনীয়।

৮ কম্পিউটারের ব্যবহার—বার বার হাতে লিখে বিভিন্ন শীর্ষকে সূচি প্রস্তুত করা বা কার্ড প্রস্তুত করার দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের ব্যবহারের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব। পুঁথির বিবরণ পত্রের ঘরে রাখা তথ্য একবার কম্পিউটারে ভরে নিয়ে তারপর আখ্যা, গ্রন্থকার, বিষয় বা অন্য কিছু, যে সুনির্দিষ্ট শীর্ষকে সূচি (index) বা কার্ড প্রস্তুত করা অভীষ্ট,—উপযুক্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামের

সাহায্যে সেই সেই পীঠকে থাকি তথা বার বার সাজিয়ে তোলা যেতে পারে। সেই সুবিধে আসার আগে পর্যন্ত, বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিবরণ পত্র প্রস্তুত হবার পরে যে গুলির একাধিক জেরক্স প্রতিলিপি এই কাজে কিছুটা সময় সংক্ষেপ করে। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন,—কম্পিউটারে তথ্য ভরার আগে, কিংবা নির্দিষ্ট সূচি, কার্ড বা মেসকপি তৈরির লক্ষ্যে বিবরণ পত্রের জেরক্স করার আগে মূল পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে বিবরণ পত্রে ভরে রাখা বিবরণের যথার্থতা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া উচিত।

৯. **পুঁথির মুদ্রিত ক্যাটালগ সংগ্রহ করা**—এ পর্যন্ত পুঁথিশালার যেসব কাজ সম্বন্ধে বিবৃত হল সে গুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে বিভিন্ন পুঁথিশালার সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পুঁথির মুদ্রিত ক্যাটালগ পুঁথিশালায় সর্বদা উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তাহলে অপরাপর পুঁথিশালায় উপস্থিত পুঁথিসমূহ সম্পর্কে কোনো তথ্য হাতের কাছে থাকে না। অন্য পুঁথিকর্মী ও পুঁথিশালার আগত গবেষক উভয়েরই তাতে গুরুতর প্রয়োজন আছে। এর সঙ্গে প্রয়োজন বছরের সদ্য নিউ ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম-এর (NCC) বিভিন্ন খণ্ড উপস্থিত রাখা। NCC পুঁথির বিবরণ দেয় না, কিন্তু গ্রন্থনাম ও গ্রন্থকারের নাম অনুসারে কোনো গ্রন্থের কী কী পুঁথি কোন্ কোন্ পুঁথিশালায় আছে এবং সেই সেই পুঁথিশালায় তার সংগ্রহ সংখ্যা কী তার উল্লেখ থাকে এতে। NCC দেখে নির্দিষ্ট কোনো পুঁথি খুঁজে তার বিশদ বিবরণ পেতে গেলে যেখানে সেই পুঁথিটি অবস্থান করছে সেই-পুঁথিশালার ক্যাটালগ খুলতে হবে। এও মনে রাখা প্রয়োজন যে NCC শুধুমাত্র মুদ্রিত ক্যাটালগেরই সূচি (index) প্রস্তুত করেছে। এ ছাড়াও শুধুমাত্র ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই এই সূচির কাজ চলছে; পরবর্তীতে সামান্য সংযোজন হয়েছে। সুতরাং NCC থেকেও কোনো গ্রন্থের পুঁথির প্রতিলিপির একশো শতাংশ সম্পূর্ণ খবর পাওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রায় সমস্ত পুঁথিশালাতেই একাধিক খণ্ড পুঁথি ক্যাটালগ মুদ্রিত হলেও আরো বহু খণ্ড বিবরণ প্রস্তুত হয়ে মুদ্রণের অপেক্ষা করছে। এই গ্রন্থগুলি অপ্রকাশিত ক্যাটালগে বিবৃত ও বিস্তৃত পুঁথির খবর জানতে হলে পুঁথিশালায় পরিচালকবর্গের নিয়মিত পারস্পরিক যোগাযোগ বিশেষ প্রয়োজন।

১০. **পুঁথিসার্ভে**—কোনো প্রশাসনের সার্ভের পরিকল্পনা থাকতে পারে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী এলাকার সামগ্রিক পরিদর্শন সম্পন্ন করে পুঁথির খবর সংগ্রহ করা এবং নিজ নিজ পুঁথি সংগ্রহকে আরো সমৃদ্ধ করা। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত ও নিবিড় পুঁথিসার্ভে পরিকল্পনা—যা এলাকা, প্রদেশ বা জাতীয় স্তরে পরিচালিত হতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে এ ব্যাপারে কোনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দেখা যায় নি; তেমন কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগও নজরে আসে না। এই ধরনের সার্ভে বা সংকেত পরিচালনা করার পরে পুঁথি-প্রশাসন চিন্তা ভাবনা করতে পারি, বিভিন্ন একক পরিবারে ব্যক্তির অধীনে এই পুঁথিগুলি এ রকম বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকলে ভালো, না সে গুলিকে একটি প্রতিষ্ঠিত সুপরিচালিত পুঁথিশালায় এনে এই ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর স্বীকৃতিসহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা বেশি যুক্তিপূর্ণ। পুঁথির মালিকেরা যদি পুঁথি হাত ছাড়া করতে নিতান্তই রাজি না হয় তাহলে অন্ততপক্ষে পুঁথির মাইক্রোফিল্ম এনে এলাকার প্রতিষ্ঠিত পুঁথিশালায় সংগ্রহ করা যেতে পারে। এর উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির পদ্ধতি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে।

১১. **প্রাচীন লিপি**—প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির কাজ করতে গেলে প্রতিপদে লিপির দুরূহতা পাঠোদ্ধারে সমস্যা সৃষ্টি করে সুতরাং পুঁথিশালার নিয়মিত কার্যাবলির মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এ সমস্ত প্রাচীন লিপির বিষয়ে পাঠদানের ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নিবিড় কার্যক্রম হিসেবে বছরে একবার কার্যশালা (workshop) বা উদ্বুদ্ধকরণী পাঠমালা (refresher course) প্রভৃতির আয়োজন করা যেতে পারে।

১২. সারসংগ্রহ—পুঁথিশালা পরিচালনা সম্পর্কে এই দীর্ঘ অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে মূল সংকেত হিসেবে কয়েকটি কথা বলা যায়। পুঁথিশালা পরিচালনার কাজ প্রকৃতপক্ষে এক বহুমুখী ও বহুভারীয় দায়িত্ব। পুঁথির ক্যাটালগার বা সংরক্ষণ কর্মী তাঁদের নিজেদের কাজের সীমাবদ্ধ এলাকা নিয়েই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেন। গ্রন্থ-গবেষক বিশ্ব পণ্ডিত হয়েও পুঁথির ক্যাটালগ পদ্ধতি বা নানা সংকটের মধ্যে পুঁথিশালা পরিচালনার কার্যাবলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। কিন্তু দক্ষভাবে পুঁথিশালা পরিচালনা করতে গেলে পুঁথি প্রশাসনকে নিম্নলিখিত সব কটি বিষয়ে নজর রাখতে হয় এবং যথাযথ কাজ সুসংগঠিত করতে হয়। সেগুলি হল—(১) ক্যাটালগ প্রস্তুত করা বা করানো, (২) স্থান সংকুলান, (৩) আসবাবপত্রের ব্যবস্থা, (৪) রক্ষণাবেক্ষণ, (৫) নির্দিষ্ট কার্ড প্রস্তুত, (৬) সূচি প্রস্তুত (index), (৭) ক্যাটালগ প্রকাশ করা, (৮) অন্যস্থানের মুদ্রিত পুঁথি-ক্যাটালগ সংগ্রহ করা, (৯) গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা, (১০) পত্র সংযোগ এবং পুঁথিসার্ভে বা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া, (১১) নিজের পুঁথিশালার পুঁথির মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত করানো এবং অন্য পুঁথিশালা থেকে গুরুত্বপূর্ণ পুঁথির মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করা, (১২) পুঁথির সংরক্ষণ কর্ম, (১৩) লিপিপাঠ দান, (১৪) সাধারণ প্রশাসন এবং (১৫) এই সবকিছুর কার্যাবলির সমন্বয়-সাধন।

খ. প্রশাসন এবং পুঁথি সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে পুঁথি সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালানো একটি দুরূহ কাজ। যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজের সঠিক স্তরে বা শিক্ষিত গোষ্ঠীতেও পুঁথির মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত দুর্বল ও অস্পষ্ট এবং পুঁথি সংক্রান্ত ব্যাপারে পণ্ডিতগত জ্ঞান ও এত স্বল্প, সে কারণে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগে যাঁরা বিরাজ করেন তাঁদের অবস্থাও এর থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুঁথির প্রশাসন স্বতন্ত্র, স্বনির্ভর নয়। একে নির্ভর করতে হয় তার মূল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রশাসনের উপর। এই নির্ভরতা পরিকল্পনা, পরিচালনা, আর্থিক অনুমোদন এবং প্রতিটি ছোটোখাটো কাজের জন্যেও কর্তৃপক্ষের সম্মতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। পুঁথিশালার বাস্তব প্রয়োজন, কঠিন সংকট ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস উৎপাদন করতে অনেক সময় অনেক বছর লেগে যায়, যে অবসরে বহুক্ষেত্রে যথোপযুক্ত যত্ন ও সংরক্ষণের অভাবে একাধিক পুঁথি ক্ষতিগ্রস্ত ও নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনকে এই অনীহা, ঔদাসীন্য প্রভৃতির সুবুদ্ধি থেকে জাগ্রত করে পুঁথির স্বার্থে স্বচ্ছির উদ্যোগে প্রণোদিত করার প্রয়াস শুধুমাত্র কষ্টকর নয়, বহু সময়ে তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আবার কখনো দেখা যায় প্রশাসনের সমস্ত উদ্যোগই বহুলাংশে শুধুই প্রশাসনিক কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিরিখে লক্ষ্যস্থির বা কর্তব্য নির্ণয় করার পদ্ধতি উপেক্ষিতই থাকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বহু সময় মনে হয়েছে, সাধারণ প্রশাসন যেন প্রত্যাশা করে পুঁথিপ্রেমিক বিনা পারিশ্রমিক ও কোনোরকম স্বীকৃতি ছাড়াই কাজকর্ম করে যাবে। কোনো কোনো জায়গায় কাজের উপযোগী পরিকাঠামোসহ ব্যবস্থার অভাব কিংবা নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনীহা সম্প্রসারণ করে যে, বর্তমান সমাজ ও প্রশাসনে এমনটাই উপেক্ষিত যে, পুঁথি নামক জাতীয় সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা ও যত্ন নেবার উদ্যোগ নেবার কথা যদি কোনো পুঁথি গবেষক ভাবেন, তাহলে তাঁকে তার মূল্য দিতে হবে। এ ধরনের গবেষক যেন অবাঞ্ছিত, স্বীকৃতির অযোগ্য অনেকাংশে শোষণ ও অবজ্ঞানলার শিকার বলে হয়, অবহেলিত পুঁথির মতোই পুঁথিবিদ্যার অধিকারী বিশেষজ্ঞ ও অবহেলার পাত্র বলেই বিবেচিত হন। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি বাস্তব উদাহরণ এই চিত্রকে স্পষ্ট করে। একজন সাধারণ দিন মজুরের সরকার অনুমোদিত নিম্নতম মজুরী পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব। এবং বাস্তবে দেখা যেছে একাধিক পুঁথিশালায়

এম. এ বা তদূর্ধ্ব যাঁরা কমপক্ষে পাঁচটি প্রাচীন লিপিতে সুদক্ষ, পুঁথিবিদ্যা ও লিপি বিজ্ঞানের নানা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুঁথিগবেষকের মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা কিংবা তারও কম। এ অবস্থা দেখে একটি সুপরিচিত পুরোনো বাংলা প্রবাদের কথাই মনে আসে—'আগ ধোয়াকী বিনা মাহনা'।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্তর্গত পুঁথিশালার অবস্থা আরো খারাপ, তার তুলনায় স্বতন্ত্র গবেষণা সংস্থাগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটগুলির অবস্থা সামান্য ভালো। তৎসত্ত্বেও যথোপযুক্ত কারিগরী বা পদ্ধতিগত জ্ঞানের অভাবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সুদূরমার আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুন অনুসরণ করেন এবং পুঁথির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন, এবং পুঁথি অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হয়। ফলে সাধারণ প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একাধিক লিপিতে দক্ষ পুঁথিকর্মীকে পুঁথির কাজে নিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন না। এর পরিণতিতে পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য সামগ্রিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা শেষপর্যন্ত পুঁথিগবেষণা ও পুঁথি গবেষকেরই সংকট সৃষ্টি করে।

অর্থাভাব ছোটো বড়ো সমস্ত পুঁথিশালারই একটি সাধারণ সমস্যা। অন্যদিকে এমন ঘটনা বিরল নয় যে কোনো সূত্রে সরকারী অনুদান পাবার পরে সেই অর্থ-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ সংক্রান্ত নথিপত্র সঠিকভাবে জমা না দেওয়ার কারণে এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত কাগজপত্র ঠিকমতো প্রস্তুত ও পেশ করতে না পারার কারণে পরবর্তী অনুদানের সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে গেছে—এই দুটি পুঁথিশালার প্রশাসনের তরফে, অনুদানের উৎসের তরফে নয়। এও বক্তব্য যে অনুদান প্রাপ্ত সেই অর্থের যথাযথ ব্যয় এবং তার হিসাবপত্র ইত্যাদি যথাসময়ে যথাস্থানে পেশ করার ব্যাপারে সাধারণ প্রশাসনের অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রায়শই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। এই সমস্ত ব্যাঘাত পুঁথিশালার কাজের পরিবেশকে অত্যন্ত ম্লান, হতাশাপূর্ণ এবং অস্বাভাবিক করে তোলে। পুঁথিশালার পরিস্থিতি এবং সাধারণ প্রশাসনের গতিবিধি যা দৃষ্টিভঙ্গি দেখে একটি জনপ্রিয় পুরোনো আধুনিক গানের একটি স্তবক মনে পড়ে; স্তবকটির তৃতীয় চরণটিকে সামান্য বদলে নিলে দাঁড়ায়—

Doctors' fees are heavy
And the lawyer's fees are high
Manuscriptologists' case is different
They must serve and die.

(মূল গানে এই স্তবকের শেষ দুটি চরণ ছিল—
But an artist's case is different,
He must serve and die.)

পুঁথি ও প্রশাসন, এবং পুঁথিশালা পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনার উপসংহারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনাযোগ্য হতে পারে—

(১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের সরকারী প্রশাসনে পুঁথিশালা সমূহের সঠিক পরিচালনা ও অন্যান্য কাজকর্ম বিষয়ে নিয়মিত উদ্যোগ আনা চাই। কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের আকস্মিক সদিচ্ছার উপরে পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ বা সংরক্ষণের ব্যাপারটি ফেলে রাখা ঠিক নয়।

(২) গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার আইনের সমতুল্য পুঁথিশালা আইন জাতীয় কিছু প্রণয়ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

(৩) যথেষ্ট পরিমাণ সার্বিক গণ-উদ্যোগ এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াসের মাধ্যমে সাধারণ প্রশাসনকে সচেতন করা দরকার যে, পুঁথির কাজকর্ম চালানোর জন্যে প্রতিটি পুঁথিশালার প্রয়োজনীয় সংখ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুঁথিকর্মী বা পুঁথি গবেষক নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন।

(৪) ক্যাটালগ প্রস্তুত করা, অন্যান্য সূচি, কার্ড, রেজিস্টার ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্যে প্রতি দপ্তরখানায় পুঁথি বাবদে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুঁথি গবেষক থাকা চাই, তার সঙ্গে পুঁথিবাঁধা ইত্যাদি কাজের জন্যে একজন

৫ সাধারণ পুঁথিকর্মী' বলে ধরলাম। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কাজকর্মের জন্যে অন্যান্য সাধারণ কর্মচারী নিয়োগ তো আছেই, তা বলাই বাহুল্য।

(৪) গ্রন্থাগারের উপরে নির্দিষ্ট আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে পুঁথি প্রদর্শনী বা পুঁথিবিদ্যা সংক্রান্ত কার্যশালার আয়োজন করা যায়; কারণ এই সমস্ত উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে সাধারণভাবে পুঁথির সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে চেতনা বৃদ্ধি পায়। এবং কাগজ-কালি, ছুরি বা প্লাস্টিসিং জাতীয় বিশেষ যেকোন পুঁথিকে রক্ষা করার ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা ও উদ্যোগ বেড়ে ওঠে।

(৫) পুঁথির গবেষকদের জন্যে উপযুক্ত পদ সৃষ্টি এবং বেতনক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারী উদ্যোগ ও প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

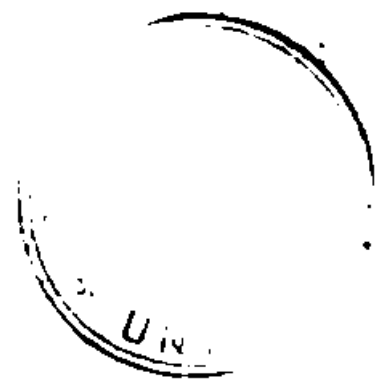

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

৪৪তম
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সফল করুন

১৪-১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭

হেমচন্দ্র লাইব্রেরী, খিদিরপুর, কলিকাতা-৭০০ ০২৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা অবগত আছেন যে ১৯২৭ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিষদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই সম্মেলনগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়ে থাকে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৪-১৬ নভেম্বর ১৯৯৭ তারিখে মাইকেল-রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-র স্মৃতি বিজড়িত কবিতীর্থ খিদিরপুরের হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের সংগঠক হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর উদ্যোগে এর আগেও ১৯৪৫ সালে নবম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হল গ্রন্থাগার পরিষেবায় পুস্তক ব্যতীত বিভিন্ন ধরণের অ-বই উপকরণের (নন-বুক মেটিরিয়ালস্) ব্যবহার। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার পরিষেবা ও কর্মীদের সমস্যা নিয়েও আলোচনা হবে।

মূল গ্রন্থাগার সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে বই মেলা, বিজ্ঞান মেলা, দুই বাংলার কবিদের সম্মেলন ও কবিতাপাঠ, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান কর্মী ও সমাজসেবীদের আলোচনা চক্র, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর তাৎপর্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান নিয়েও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন সার্থক করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার কর্মী ও শিক্ষানুরাগী মানুষদের এই সম্মেলনে যোগদান করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল।

কৃষ্ণপদ মজুমদার
সাধারণ কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২২/৯/১৯৯৭

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১। সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগী মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পরিষদের সদস্যদের ১৫·০০ (পনেরো টাকা) প্রতিনিধি ফি দিতে এবং যাঁরা সদস্য নন তাঁদের প্রত্যেককে ৩০·০০ (তিরিশ টাকা) করে প্রতিনিধি ফি হিসেবে তালিকা ভুক্তিকরণের জন্য দিতে হবে পরিষদের প্রতি প্রতিষ্ঠানগত সদস্য ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন।

২। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য অধিবেশনে কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৩। সম্মেলন অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানা : হেমচন্দ্র লাইব্রেরী, ১১/১, মোহন চাঁদ রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা-৭০০ ০২৩

৪। আহারাদি, জলখাবার ইত্যাদির জন্য জনপ্রতি ৬০·০০ (ষাট টাকা) করে দিতে হবে। প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন অভ্যর্থনা সমিতি।

৫। প্রতিনিধিদের বিছানা, মশারী আনতে হবে।

৬। যাঁরা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করতে চান তাঁদের সম্মেলন শুরুর দুইদিন আগে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে।

৭। সমাপ্তি অধিবেশনের পরে সম্মেলনে যোগদানের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

৮। সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিষদ কার্যালয়ে (পি ১৩৪ সি, আই, টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-৭০০ ০১৪, ফোন : ২৪৪-৬৬৬৬) যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৯। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় : ক) গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই উপকরণের ব্যবহার (খ) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

Government of West Bengal

DEPARTMENT OF MASS EDUCATION EXTENSION

Bikash Bhawan, Calcutta-700 091

Number 911-Edn(MEE) dated June 27...1997

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by sub-section (i) of Section 16 A of the West Bengal Public Libraries Act. 1979, (West Bengal Act XXXIX of 1979), the Governor is pleased hereby to declare all sponsored libraries (other than Government Public Libraries and such other libraries which are functioning under organisations registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961) in the State of West Bengal, functioning as District Libraries or Sub-divisional Libraries or Town Libraries or Area Libraries or Rural Libraries or Primary Unit Libraries and receiving aid from the Government of West Bengal for the specific purpose of meeting the expenditure towards the payment of salaries of their employees, as Sponsored Public Libraries.

This will come into effect on and from July 2, 1997

By order of the Governor

Sd/-

(K. Chaudhuri)

Secretary to the Government of West Bengal

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. Ratna Banerjee

Of articles editorials etc. published in Granthagar.
Vol. 47, Nos. 1—3 1997 Vol. 47 No. 1 April-May 1997

Editorial : PP. 1—2

Calibnet was originated to form a network among the universities and research libraries in Calcutta. But from the beginning it showed no progress because of software problem. CMC's software professionals could not develop the software properly. Internet, Ernet, I—Net have reduced the importance of calibnet, Now calibnet wants to provide new services. The Association recommends that the administrative structure of calibnet is to be changed. It should induct members from Higher Education Council, NISSAT, Library Committee, National Library and Participating institutions. It should change the price structure for its services.

Targetting library based education : some opinions by Kalpa Majumdar PP. 5—9

The author suggests that the education system in India should be library oriented. From childhood, students should be motivated to come to the library. Every school and college should have libraries. inter library loan facilities etc. Teachers along with librarians should try to introduce library oriented education system. Open book examination system to be introduced. Future library scientists should have knowledge in subjects like statistics, linguistics, psychology, sociology etc. Syllabi of library science should be changed accordingly. The importance of libraries should be highlighted to make people aware of library services.

Vol. 47, No. 2 May-June 1997

Editorial : PP. 1—2

There are eleven universities and deemed universities in West Bengal. Out of these two —IIT Kharagpur and Viswa Bharati are directly controlled by the central government. These Universities' Central and departmental libraries have good collection of books, periodicals and audio visual materials. These resources are not being utilized properly for lack of proper planning. There is no proper infrastructure to provide working atmosphere for the library workers. Lack of space is a major problem. Many posts are lying vacant also. All these problems should be taken care of.

Vol. 47, No. 3 June-July 1997

Editorial : P. 1

During 14th—16th November 1997 Hemchandra Pathagar of Kidderpore is going to hold the 44th Bengal Library Conference In 1955 the said library had successfully organised the BL Conference. During the Conference they will arrange for a convention of poets from both West Bengal and Bangladesh, a book fair, a procession to make people aware of the importance of libraries.

Topics of discussion are :

(a) The use of non-book materials in various libraries.

(b) Problems of library workers in different libraries.

The last date of submission of papers is 30th September 1997. Let us join hands to make the conference a success.

Book preservation in India and introduction to the Microfilm project by Kankan Sarcar PP. 2 -7

Discusses various problems of book preservation in India and different methods of preservation. Microfilming is one of the ways of preserving the cultural heritage of a country. The author also states in details the purpose, scope and present activities of the Microfilming of Indian Publication Project (MIPP)

Chaitanya Library by Dr. Kunal Sinha PP. 7—14

Chaitanya Library was situated at 83, Beadon Street 1st 1889. Gourhari Sen was elected secretary of the library. The library used to organise lectures by eminent personalities like Rabindranath Tagore, Dwijendranath Tagore, Alex Tomri, Alexander Miller, Sir C. V. Raman and others. The library was shifted to its own building at 4/1, Beadon Street at the end of 1893. This library has a very rich collection of valuable and rare documents.

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৬৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০৮
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০৮
- রামরঞ্জন সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০৮
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal regd. No. WB/CC—14
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 6 September-October 1997

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1—2
Dr. Ratna Basu Manuscript and Administration	3—14
Make the 44th Bengal Library Conference a success	15—16
West Bengal Government Notification regarding Sponsored Public Libraries	17
English Abstracts	18—19

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray.

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ISSN 0017-524X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক: অরুণ রায় | কার্তিক, ১৪০৪

সূচী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১—২

কল্যাণ সরকার

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকার পরিগ্রহণ

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্র গবেষক ডঃ আদিত্যকুমার গুহঠাকুরতা : সচীক রচনাপঞ্জী

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৭, সম্পাদক : অরুণ রায় কার্তিক, ১৪০৪

সম্পাদকীয়

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস—অন্যান্য বৎসরের মত এবারও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হবে। পরিষদ থেকে পোস্টার ও এই সংক্রান্ত প্রচারপত্র রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠানো হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় সভা ও জমায়েত পরিষদ ভবনেই অনুষ্ঠিত হবে বিকাল ৪-৩০ মিঃ। বিভিন্ন জেলা থেকে সংবাদ আসছে ঐদিন বই মিছিল হবে। প্রভাত ফেরী হবে। সভা হবে। এই ধরণের অনুষ্ঠান যত হবে, ততই মঙ্গল; মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের বার্তা তত বেশী পৌঁছে দেওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার দিবসে কিছু ভাবনা মনে পাক খাচ্ছে অনেককাল, কোনটিই আমার মৌলিক নয়, বহু আলোচিত। তবুও মনে হয় বারবার কথাগুলি বলে যেতে হবে।

বর্তমানে গ্রন্থাগারে, বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। কেন পাচ্ছে? সময় কোথায় মানুষের। ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত আমরা, কেউ চাকরী, ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করে ক্লান্ত, কেউ বা ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অফিস থেকে ফিরে ছেলে/মেয়েকে নিয়ে সাঁতারের স্কুলে, নাচের বা গানের স্কুলে, ক্রিকেট আকাদেমী থেকে ফিরে ছেলে/মেয়েকে প্রাইভেট পড়াতে বা টিউটোরিয়াল হোমে নিয়ে যাওয়া ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ সেরে টি. ভির সামনে চিত্ত বিনোদন ছাড়া উপায় কি? তাই আর গ্রন্থাগারে না গিয়ে টি. ভিতেই বই পড়ি।

বেশ কিছুকাল আগে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের বন্ধুদের আড্ডায় জানিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের 'তিন কন্যা' গল্পটা (?) তাঁর পড়া হয়নি ঠিকই তবে সত্যজিৎ রায়ের দৌলতে আর কষ্ট করে পড়তে হলো না! মানুষের অজ্ঞতা নিয়ে পরিহাস করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদ্যুতিক মাধ্যমকে কতটা কিভাবে ব্যবহার করব আর তার সঙ্গে বই-পত্র-পত্রিকার পাঠাভ্যাসের সমন্বয়টা কিভাবে করব। বললেই হবে না যে টি. ভি ছেড়ে বই পড়। টি. ভি. ছাড়বই বা কেন। আবার বইও পড়ব না কেন।

এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের দিকেও একটু তাকান দরকার। আমরা যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করি তারা কি ঠিক মত অফিসে যাই, পাঠকদের সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করি, যা যা করলে পাঠক কূল গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট হতে পারেন, ছোটরা আনন্দ পেতে পারে তার দিকে লক্ষ রাখি? বোধহয় আমরা সবাই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নই। এই সঙ্গে আছে লালফিতার গাফিলতি। কিন্তু এই

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তো রয়েছে আমাদের সংগঠন। সেই সংগঠন শক্তিশালী করার দিকেও কি আমরা সবাই নজর দিই? বোধহয় না।

অতি সম্প্রতি এক বন্ধু আমাদের জিজ্ঞাসা করছিলেন যে স্পনসর্ড কর্মী'রা 'হাফ্ ডে ক্যাজুয়াল লিভ' পান কিনা। কারণ তিনি বেশ কিছু গ্রন্থাগারে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন এই প্রথা চালু আছে। আমরা যতদূর জানি এমন কোন সুযোগ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের নেই। যাঁরা এ ধরণের সুযোগ নিচ্ছেন তাঁরা বে-আইনী কাজ করছেন।

আসুন গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ভাবনা চিন্তা করার চেষ্টা করি কিভাবে গ্রন্থাগারের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বাড়ানো যায়। নজরটা যদি আমরা ছোটদের দিকে বেশী করে দিই তবে বোধহয় এই প্রচেষ্টা বেশী ফলপ্রসূ হবে—সেই ইংরেজী প্রবচনটা—catch them young—আমাদের লক্ষ হোক।

॥ ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াত ॥

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে পরিষদের সভাপতি, গ্রন্থাগার আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিগত ২৪।১২।৯৭ (বুধবার) অকস্মাৎ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আগামী ১৮ই জানুয়ারী (রবিবার) ১৯৮৮ বিকাল ৪টায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মৌলালীস্থ রাজ্য যুব কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে এক সভা আহ্বান করা হয়েছে।

সকল গ্রন্থাগার অনুরাগী, পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উক্ত সভায় উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কৃষ্ণপদ মজুমদার
কর্মসচিব

২৭।১২।৯৭

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পত্রপত্রিকার পরিগ্রহণ

করুণ সরকার
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা : উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ এবং গবেষণার বিস্তার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়ক হল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এবং এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে পত্রপত্রিকা বিভাগ। বিশেষত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জ্ঞানের জগতের নিত্যনতুন অগ্রগতি এবং নবোদ্ভিত চিন্তার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য এই বিভাগের গুরুত্ব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী জ্ঞানের বিকাশে পত্রপত্রিকা বিভাগের ভূমিকা সজীব কর্মশালার। এই বিভাগের কাজের দুটি ধারা (১) পত্রপত্রিকার পরিগ্রহণের কাজ এবং (২) পরিষেবার কাজ। স্বভাবতই পরিষেবার সমস্ত কাজই সঠিকভাবে পরিগ্রহণের কাজ নির্বাহের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পত্র-পত্রিকার পরিগ্রহণের কাজ আমাদের অভিনিবেশ দাবী করে।

১. উদ্যোগ পর্ব : বছরের প্রথমেই বার্ষিক অনুদান অনুমোদিত হলে এই পর্বের কাজ শুরু হয় গ্রন্থাগার কমিটির সভার মাধ্যমে।

১.১ গ্রন্থাগার কমিটির সভা –

বছরের প্রথমে বার্ষিক অনুদানগুলির অনুমোদনের সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার কমিটির সভা আহ্বান করবেন। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আর্থিক ও পত্রপত্রিকার চাহিদা পর্যালোচনা করে অনুদান গুলির ব্যয় অনুমোদন এই কমিটির মুখ্য কাজ। তাছাড়া বিভাগীয় প্রধানদের বিভিন্ন উন্নয়নের সুপারিশ এবং পরামর্শগুলি পর্যালোচনা করা, তাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন চিহ্নিত করা, অনুদান হ্রাস বা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি এই কমিটির অন্যতম কাজ। সেগুলি বছরের শুরুতেই নিষ্পন্ন করা জরুরি। বলা ভালো যে এই কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ এবং প্রতিনিধিগণ স্থান পান। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় এই কমিটির ভূমিকা সর্বাত্মক এবং সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক এই কমিটির কার্যনির্বাহী হিসাবে কাজ করেন। ফলে এই সভার মাধ্যমে তিনি পত্রপত্রিকার জন্য তহবিল, বার্ষিক বিভাগানুগ ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করিয়ে নেন। যাতে পরবর্তী মাসের নিয়মিত কাজগুলি তিনি স্বাধীনভাবে করার সুযোগ পান।

১.২ সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সভা—গ্রন্থাগার কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বিভাগীয় প্রধানদের জানানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সভা আহ্বান করবেন। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য কলাবিষয়ক বিভাগগুলিকে নিয়ে একটি সভা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক একটি সভা, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সভা এভাবেও সভাগুলি পরিচালনা করা যেতে পারে। এই সভাতে বিভিন্ন ক্যাম্পাস অথবা কলেজের কিভাবে তাদের প্রয়োজনীয় পত্রিকা সংগ্রহ, আদানপ্রদান তাদের নির্দিষ্ট তহবিলের মাধ্যমে পরিগ্রহণ করবেন তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। এবংবিধ কার্যাবলীর সম্প্রসারণে কিভাবে আরো কার্যকরী ভূমিকা

নিতে পারেন তার পরামর্শ দেবেন। তবে তাদের বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট পত্রপত্রিকার তালিকা কখনই এই সভার আলোচ্য বিষয় নয়। সেটা পরে বিভাগীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে বিভাগীয় প্রধান ঠিক করবেন। এভাবে একটি সঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তার সর্বোত্তম ভূমিকাকে নির্ধারণের সুযোগ লাভ করবে।

১.৩ সুনির্দিষ্ট বিষয় পত্রিকার সুপারিশ আমন্ত্রণ—এবার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের কাছে তাদের বিষয় পত্রিকা পরিগ্রহণের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আমন্ত্রণ করবেন। এই সুনির্দিষ্ট বিভাগীয় তালিকা বিভাগীয় শিক্ষা পরিষদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও গবেষকদের সাহায্যে বিভাগীয় প্রধান প্রনয়ণ করবেন। গুরুত্বের অনুসারে ক্রমাঙ্ক নির্ধারিত হবে। এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের আমন্ত্রণলিপি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়।

১.৪ সুপারিশ সংগ্রহে তৎপরতা—বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের পত্র-পত্রিকা বিভাগকে এইসব বিভাগীয় পত্রিকার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সংগ্রহে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। কেননা সময়োপযোগী তৎপরতার অভাবে এই কাজ বিঘ্নিত হতে বাধ্য। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিগ্রহণ কার্য নির্বাহের দায় এই বিভাগের। এবং সবক্ষেত্রেই সময়সীমা বেঁধে বিভাগীয় বিষয় পত্রিকার সুপারিশ সংগ্রহ করাও অসম্ভব। সেজন্য পত্রিকা বিভাগকে সর্বদাই তৎপর হতে হয়।

২.০ **প্রস্তুতি পর্ব (Preparetory work) :**

২.১ ফাইল ভুক্তিকরণ : পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য গুরুত্বানুসা সুপারিশ তালিকা বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে এলে সেগুলিকে প্রাথমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ফাইলে বেঁধে ফেলতে হবে। কেননা এই সুপারিশের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের কাজ নিষ্পন্ন করা হবে। এগুলি হারিয়ে গেলে কিংবা অন্যত্র গিয়ে গেলে সে কাজের উদ্দেশ্য ও রূপায়ণ ব্যাহত হতে বাধ্য।

২.২ সুপারিশ ফাইল সংরক্ষণ—এরপর ঐ ফাইল যত্ন সহকারে এমন স্থানে সংরক্ষিত ও বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সমস্ত কাজ নির্বাহের সময় তা সহজেই পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুপারিশের গোপনীয়তাও সুরক্ষিত হয়।

২.৩ মাস্টার ইনডেক্স—(Creation of Master Index)-যে নির্দিষ্ট স্থায়ী রেকর্ডে সব পত্র-পত্রিকার তালিকা সুপারিশক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে মাস্টার ইনডেক্স বলে। মাস্টার ইনডেক্স একই সঙ্গে চলতি কার্য নির্বাহের ভিত্তি এবং ভবিষ্যতের স্থায়ী রেকর্ড। এই রেকর্ডটির গুরুত্বের জন্য একে মাস্টার ইনডেক্স বলা হয়। যে তথ্যগুলি নিয়ে মাস্টার ইনডেক্স গঠিত হয় সেগুলি হল—(১) ক্রমিক সংখ্যা, (২) নবীকরণ/পুর্ননবীকরণ, (৩) কম্পিউটার মাস্টার ফাইল (MFN) নাম্বার, (৪) শিরোনাম, (৫) সংগ্রহের মাধ্যম—সরাসরি/বিক্রেতা প্রতিনিধি ইত্যাদি, (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডার পত্রের সংখ্যা ও তারিখ, (৭) চালান নাম্বার ও তারিখ, (৮) বায়বরাদ্দ নির্দেশ অথবা অর্থ প্রদানের আদেশনামা ও তারিখ, (৯) মূল্য (১০) বিনিময় হার (১১) টাকার অঙ্কে পত্রিকার মূল্য (১২) ক্রেডিট নোট, (১৩) পত্রিকা নিবন্ধগ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক, (১৪) অন্যান্য তথ্য (১৫) মন্তব্য যদি থাকে।

২.৩.১ মাস্টার ইনডেক্সে লিপিবদ্ধ করণের নীতি—বিভাগীয় বিষয় পত্রিকার সুপারিশ তালিকা এবার মাস্টার ইনডেক্সে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মনে রাখা দরকার লিপিবদ্ধ করণের সময় অবশ্যই বিভাগীয় প্রধানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা—(১) পত্র-পত্রিকার ব্যবহারিক গুরুত্বের ক্রমরক্ষা (২) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য নির্ধারিত সাধারণ আগ্রহ (Common Interest Group) এবং বিশেষ আগ্রহের (Special Interest Group) স্বাতন্ত্র বজায় রাখা খুবই জরুরি। সেজন্য মাস্টার ইনডেক্সের ক্যাপাস, কমপ্লেক্সসহ বিভাগগুলি এবং

বিভাগগুলির সাধারণ আগ্রহ ও বিশেষ আগ্রহ সহ নবীকরণ/পুনর্নবীকরণের বিষয়গুলি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা দরকার। এই নিরিখে মাস্টার ইনডেক্সের দুটি অংশ থাকে—(১) সূচীভাগ ও (২) মূলভাগ।

২.০.২ শিরোনাম পরীক্ষা—মাস্টার ইনডেক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। এর শুদ্ধতা এবং যথার্থতা সর্বাংশে স্বীকৃত। সেজন্য এতে সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্তিকরণের আগে প্রয়োজন পত্রিকাগুলির শিরোনাম পরীক্ষা। Ulrichs' International Periodicals Directory, Magazines for Libraries অথবা Directory of Periodicals published in India ইত্যাদি পত্রিকা পঞ্জিও এই উদ্দেশ্যে বিশেষ সহায়ক।

২.০.৩ লিপিবদ্ধকরণ—এবার ধীরে ধীরে মাস্টার গাইডে ক্যাপ্পাস, কম্পেক্স, বিভাগ, সাধারণ আগ্রহ, বিশেষ আগ্রহ, বিষয়ান্ত পর্যায়, পুনর্নবীকরণ, অতিরিক্ত চাহিদা ইত্যাদি সম্ভাব্যক্রম অনুসারে বিভাগীয় প্রধানের দৃষ্টি ভঙ্গির সম্পূরক হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩.০ অর্ডার পর্ব (Order work)—একমাত্র মাস্টার ইন্ডেক্সে বিভাগীয় সুপারিশগুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হলেই অর্ডার পর্বের কাজ শুরু করা সম্ভব। তবে এ পর্বেও বেশকিছু পর্যায় রয়েছে। সেগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

৩.১ পত্রিকা সরবরাহকারী সংস্থা নির্বাচন—গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা বিকাশের স্বার্থে পত্রিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশ বিচার্য বিষয় নয়, বিচার্যের বিষয় হল পত্রিকার বৈষয়িক মান এবং প্রয়োজনের যথাযথতা। সেজন্য পত্রিকা বিভাগে ব্যাপক পরিমাণে বিদেশী পত্রিকা সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা যায়। তাই পত্রিকা কিভাবে কার মাধ্যমে সংগৃহীত হবে সেটা নির্ধারণ করা জরুরি। পত্রপত্রিকা সংগ্রহের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে—(১) সরাসরি প্রকাশকের কাছ থেকে, (২) পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে, (৩) প্রকাশক প্রতিনিধির কাছ থেকে। এর যেকোন একটি বেছে নেওয়া যেতে পারে অথবা মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

সাধারণভাবে তহবিল প্রাচুর্য থাকলে সরাসরি করা ভাল। কিন্তু সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মীকাঠামো থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা এতে কাজের পরিমাণ বাড়লে বৈ কমবে না। তবে স্বল্পসংখ্যক কর্মী নিয়ে বিলম্বিত তহবিল নিয়ে পত্রিকাবিক্রেতা সংস্থার মাধ্যমে কেনা সুবিধাজনক। এবং দেশীয় পত্রিকাগুলি সরাসরি ক্রয় করা যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশী পত্রিকাগুলি সংগ্রহের জন্য তিনটি প্রধান পত্রিকা বিক্রেতা সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৩.২ অর্ডারের নির্দিষ্ট ফর্মের ব্যবহার—অর্ডারের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফর্মের ব্যবহার করা উচিত। কেননা তাতে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য ও ধারাবাহিক ক্রম বজায় রাখা সহজ হয়। যে তথ্যগুলি এতে স্থান পেতে পারে সেগুলি হল—নবীকরণ/পুনর্নবীকরণ, বছর, ক্রমিক সংখ্যা, তারিখ, গত বছরের অর্ডার নাম্বার ও তারিখ, বিষয় বা বিভাগ, দেয় অর্থের মোট পরিমাণ, বিক্রেতার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা, পত্রিকার তালিকার জন্য শূন্যস্থান, গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদনের সংখ্যা ও তারিখ, কোন ঠিকানায় বিল জমা দিতে হবে, কোন ঠিকানায় পত্রিকা প্রেরিত হবে ইত্যাদি। এর সঙ্গে সংক্ষেপে বিলের ক্রমিক সংখ্যা ও তারিখ, টাকা ও অর্থপ্রদানের অর্ডার ও তারিখ, অন্যান্য মন্তব্য ইত্যাদিও থাকতে পারে।

৩.৩ স্বতন্ত্র বিভাগীয় বিষয় তালিকার ব্যবহার—অর্ডারপত্রে বিভাগীয় পত্রিকার তালিকা প্রদানের সবক্ষেত্রে আলাদা-আলাদাভাবে বিভাগের নাম ও ঠিকানাসহ পত্রিকা-তালিকা প্রস্তুত ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৪ অর্ডারপত্র লেখার কাজ—এই পর্যায়ে অর্ডারপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অর্ডারপত্রের যথার্থতার ওপর পত্রিকার পরিগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সেজন্য খুব ধীর স্থির শান্তভাবে ও মনোযোগ সহকারে মাস্টার ইনডেক্সের

পৃষ্ঠা থেকে অর্ডারপত্র লেখার কাজ করতে হবে। বলা ভালো যে অর্ডারের কোনরূপ শর্ত থাকলে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে।

৩.৫ অর্ডারপত্রের বিন্যাস—অর্ডারপত্র লেখার সময় সাধারণভাবে এর বিন্যাস নির্ধারিত হওয়া দরকার। বিভাগ অনুসারে অর্ডারের কাজ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে বিভাগানুসারে করে পরে নবীকরণ/পুর্ণনবীকরণ—এভাবেও বিন্যাস্ত হতে পারে। অর্থাৎ বিভাগ অনুসারে নবীকরণ দুটি স্বতন্ত্র অর্ডারে করা ভালো।

৩.৬ অর্ডারপত্রের পরীক্ষা—অর্ডারপত্র লেখার পর শীলমোহর ইত্যাদি ছাপ মারার কাজ শেষ হলে পত্রিকা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেটি উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। এবং তাতে স্বাক্ষর দিয়ে অর্ডারটিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন।

৩.৭ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের অনুমোদন—এবার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক অর্ডারপত্র স্বাক্ষর করে চূড়ান্ত-ভাবে অর্ডারের সম্মতিজ্ঞাপন করবেন। ফলে অর্ডারপত্র প্রেরণের কাজ শুরু হবে।

৩.৮ অর্ডারপত্রের লিপিবদ্ধকরণ—অর্ডার প্রেরণের আগে মাস্টার ইনডেক্সে নির্দিষ্ট স্থানে তাকে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই লিপিবদ্ধকরণের কাজ খুবই জরুরি।

৩.৯ অর্ডারপত্র প্রেরণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা-বিভাগ থেকে অর্ডারপত্রটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দপ্তরে পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে দপ্তর নির্দিষ্ট পন্থাতে দিয়ে সেগুলি ডাকে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন। তবে বিক্রেতা-প্রতিনিধির হাতেও এই অর্ডার-গুলি পত্রিকাবিভাগ সরাসরি দিতে পারে।

৪.০ চালান গ্রহণ পর্ব (Invoice Receiving Work)—পত্রিকা পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে চালান গ্রহণপর্বটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা বিক্রেতা বা প্রকাশক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সাময়িকীর চালান বা বিল জমা দিতে না পারেন তাহলে ঐ পত্রিকা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন তাকে পরিগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য এই পর্বে প্রকাশক ও বিক্রেতার ইতিবাচক ভূমিকা এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তৎপরতা দুইই খুব জরুরি।

৪.১ ফাইল ভুক্তিকরণ—চালানগুলি আসা শুরু করলে তাকে প্রথমে একটি নির্দিষ্ট ফাইলে ভরে ফেলতে হবে। কেননা এগুলি হারালে বা অব্যবস্থিত হলে পত্রিকার পরিগ্রহণ কাজ ব্যাহত হতে বাধ্য।

৪.২ চালান পরীক্ষা—চালানভুক্ত পত্রিকাগুলি একটি একটি করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কেননা অর্ডার বহির্ভূতভাবে কখনো কখনো পত্রিকা এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কিম্বা যে পত্রিকাটি প্রয়োজন তার পরিবর্তে ঐ ধরণের বা একই নামের আরেকটি পত্রিকা ভুলক্রমে চালানের অন্তর্গত হতে পারে।

৪.৩ চালানের মূল্য পরীক্ষা—চালানের অন্তর্গত পত্রিকাগুলির একক ও মোটমূল্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বিশেষত অন্যদেশের পত্রিকা ক্রয়ের জন্য প্রচলিত আছে। সেজন্য জি. ও. সি (Good Offices Committee of India) নির্ধারিত বিনিময় হার অনুসরণ করা উচিত এবং প্রকাশক ক্যাটালগে প্রকাশিত মূল্য ও পরীক্ষা করা দরকার। কখনো কখনো ব্যাঙ্ক চার্জ, ডাকব্যয় ইত্যাদি বহনের শর্ত থাকে সেগুলিও যথাযথ ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

৪.৪ চালান বা বিল নিবন্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধতাকরণ (Bill Receiving Register)—চালানের জন্য পরীক্ষার কাজ শেষ হলে চালান নিবন্ধগ্রন্থে তাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এবং চালানের গায়ে নিবন্ধীকৃত ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। এই নিবন্ধগ্রন্থে ক্রমিকসংখ্যা, বিল বা চালান নাম্বার ও তারিখ, বিক্রেতার নাম, দেয় অর্থের পরিমাণ, ভাউচার নাম্বার ও তারিখ ইত্যাদি তথ্য বিবৃত থাকে।

৪.৪ মাস্টার ইনডেক্সে চালান লিপিবদ্ধকরণ—মাস্টার ইনডেক্সের নির্দিষ্ট স্থানে চালানের নাম্বার ও তারিখ, চালানের মূল্য, বিনিময় হার, টাকার অঙ্কের মূল্য ইত্যাদি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এই নথির গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সর্বজনবিদিত।

৪.৬ পত্রিকা নিবন্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধকরণ—এবার চালানের অন্তর্গত পত্রিকাগুলির জন্য পত্রিকানিবন্ধগ্রন্থে (Periodical Regsiter) নির্দিষ্ট পত্রাঙ্কে চালানের নাম্বার ও তারিখ, দেয় অর্থের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪.৭ চালানে পত্রাঙ্ক নির্দেশ ও প্রত্যয়ন—একইভাবে চালানের গায়েও পত্রিকানিবন্ধ গ্রন্থের নির্দিষ্ট পত্রাঙ্ক নির্দেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্তকর্মীর দ্বারা প্রত্যয়িত হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

৫.০ **অর্থ প্রদানের নির্দেশ জ্ঞাপন পর্ব**—পত্রিকার মূল্য সর্বদাই অগ্রিম দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। সেজন্য পত্রিকা পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের নির্দেশ জ্ঞাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজেও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ রয়েছে।

৫.১ টপশিটের ব্যবহার—টপশিটে পত্রিকা ক্রয়বাবদ অর্থ প্রদানের সমস্ত তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়। সাধারণত বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা, ব্যয়বরাদ্দের খাত ও মোট দেয় অর্থের পরিমাণ, অর্ডার ও চালান সংখ্যা, তারিখ, গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদন এবং বিভিন্ন তথ্য এতে থাকে।

৫.২ তহবিল পরীক্ষা- টপশিট লেখার আগে বিভাগীয় পত্রিকার মোট মূল্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের সংখ্যা মিলিয়ে দেখা দরকার। কেননা নির্দিষ্ট অর্থ তহবিলের মধ্যেই তাদের সুপারিশকৃত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলি সংগৃহীত হবে।

৫.৩ কয়েকটি প্রয়োজনীয় নথির সংরক্ষিতকরণ—অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত টপশিটের সঙ্গে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সেগুলি হল চালানের মূল কপি, অর্ডারের কপি, পত্রিকার তালিকা ইত্যাদি। এসব নথি না দিলে অর্থপ্রদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৫.৪ কয়েকটি নির্দিষ্ট রবার স্ট্যাম্পের ব্যবহার—তহবিল পরীক্ষার পরে টপশিট তৈরী করে ফেলতে হবে। এবং তাতে তিনটি নির্দিষ্ট স্ট্যাম্প মারতে হবে। চালানের গায়ে ও আরো তিনটি স্ট্যাম্প (stamp) মুদ্রিত করে দিতে হবে। এই স্ট্যাম্পগুলি হল অগ্রিম অর্থ প্রদানের নির্দেশ জ্ঞাপক স্ট্যাম্প, অর্ডার পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে এমন স্ট্যাম্প, আয়কর ও বিক্রয়কর দেওয়া হয়েছে এমন নিষ্পত্তিবাচক স্ট্যাম্প, পত্রিকানিবন্ধ গ্রন্থের পত্রাঙ্ক নির্দেশ জ্ঞাপক স্ট্যাম্প, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও উপগ্রন্থাগারিক পদ অবাধিজ্ঞাপক স্ট্যাম্প।

৫.৫ খতিয়ান দাখিলা—এর পরের কাজ হল খতিয়ানের দাখিলা। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাধরণের অনুদান আসে, সেজন্য আলাদা আলাদা হিসাব রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের খতিয়ান রাখা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অনুদান খতিয়ান একটি সাধারণ ও ধারাবাহিক হিসাবরক্ষার খাত। তহবিল ও বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি অনুসারে সেই পত্রিকার জন্য নির্দিষ্ট দাখিলা করতে হবে।

৫.৬ অর্থ প্রদানের নির্দেশ প্রত্যয়ন—বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক এবং উপগ্রন্থাগারিকের স্বাক্ষর গ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্থ প্রদানের নির্দেশ বলবৎ হয়। সেজন্য এ পর্যায়ের কাজ করা প্রয়োজন।

৫.৭ মাস্টার ইনডেক্স লিপিবদ্ধকরণ—অর্থ প্রদানের নির্দেশনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগে যাবার আগে আরো একটি কাজ করা দরকার। মাস্টার ইনডেক্সের নির্দিষ্ট কলমে তাকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা অর্থাৎ ভাউচার নাম্বার ও তারিখ উল্লেখ করে মাস্টার ইনডেক্সভুক্ত করা।

৫.৮ ট্রান্সমিট বইগুলি—এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের

হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণের জন্য একটি "বদলি খাতা" (Transit Register) ব্যবহার করা দরকার। কেননা তা না হলে কিভাবে, কার দ্বারা, কবে ঐ অর্থপ্রদানের নির্দেশনামা প্রেরিত হয়েছে তা জানা বা জানানো দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেজন্য ট্রান্সিট বইভুক্তি করে প্রেরণের কাজ করা হয়। ট্রান্সিট বইয়ে ক্রমিক সংখ্যা, প্রেরণের তারিখ, অর্থপ্রাপকের নাম, চালানের নাম্বার ও তারিখ, ভাউচার নাম্বার ও তারিখ ইত্যাদিসহ মন্তব্য রাখা দরকার।

৬.০ পত্রিকা প্রাপ্তিপর্ব—একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকাগুলি ধারাবাহিক ভাবে বিক্রেতা মারফত অথবা ডাকে আসতে শুরু হয়। তখন এই প্রাপ্তি ও অ-প্রাপ্তিকে নিয়ে পত্রিকা প্রাপ্তিপর্বের কাজ শুরু হয়।

৬.১ পত্রিকা নিবন্ধ গ্রন্থের ব্যবহার (Periodical Pegister)—পত্রিকা পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে এটাই শেষ পর্বের কাজ। এটি সম্পন্ন করতে পত্রিকা নিবন্ধগ্রন্থ (Reriodical Register) খুব প্রয়োজন। বছর অনুসারে মুক্ত সংহত ধরনের (Free assemble type) পত্রিকা নিবন্ধগ্রন্থ হলে খুব ভালো হয়। এই গ্রন্থে সাধারণত শিরোনামা, প্রকাশক, সরবরাহক, বিভাগ, চাঁদার পরিমাণ, গ্রাহক সংখ্যা, নবীনকরণের তারিখ, প্রকাশের কাল ও ক্রম, প্রথম প্রকাশ, ডাকসংখ্যা, বছর ও সংখ্যা বিবরণ ইত্যাদি তথ্য ছাপা থাকে। এই গ্রন্থে (Register) প্রথম দিকে একটি সূচী (Index) দিয়ে কি কি পত্রিকা কোথায় —কোন পাতায় আছে তা নির্দেশ করা হয়। সূচীটি অবশ্যই বর্ণানুক্রমিক হয়। তবে ইদানিং কোথাও কোথাও কার্ডেক্স (Cardex) ব্যবহার করে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে।

৬.২ পত্রিকার প্রাপ্তি লিপিবদ্ধকরণ—সারা বছর ধরে এই লিপিবদ্ধ করণের কাজ চলে নিয়মিতভাবে। পত্রিকা নিবন্ধগ্রন্থে (Periodical Register) নির্দিষ্ট পাতায় দাখিলার মধ্য দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার প্রচ্ছদে প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর, পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ ও বিলম্বের উল্লেখের মধ্য দিয়ে এই কাজের সিলমোহর পড়ে।

৬.৩ তাগিদের কাজ (Reminder)—তাগিদ পত্রিকা পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পত্রিকা না পাওয়া গেলে কেন তা পাওয়া গেল না তা জানা দরকার। Reminder বা তাগিদের মধ্য দিয়ে তাই পত্রিকার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য পত্রিকার ধারাবাহিক ক্রম বজায় রাখা জরুরি। সেজন্য সাধারণভাবে পত্রিকা প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে পত্রিকা না এলে তাগিদের কাজ করা হয়। ডাক বা বিক্রেতা প্রতিনিধি মারফত একাজ করা যায়। কেউ কেউ বছরের শেষেও একাজ করে থাকেন।

৬.৪ ক্রেডিট নোট (Credit Note) গ্রহণ—তাগিদের পরেও বিক্রেতা যদি কোন পত্রিকা সরবরাহ করতে না পারেন তবে তিনি ঐ পত্রিকার মূল্যাবাবদ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে ফেরত দিয়ে দেবেন। এই ক্রেডিট নোটগুলি একটি নির্দিষ্ট ফাইলে রাখতে হবে। এবং মাস্টার ইনভেন্ট্রি, পত্রিকানিবন্ধ গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট ভাবে দাখিল করতে হবে।

৬.৫ অতিরিক্ত মূল্যদাবি—একইভাবে পত্রিকামূল্য সময় সময় বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে উপযুক্ত সাক্ষ্য বা নথি দিয়ে বিক্রেতা তা প্রমাণ করে অতিরিক্ত মূল্যের দাবিকে উপস্থিত করবেন। সেই মূল্য যথাযথভাবে পরীক্ষা করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ও পরিগ্রহণ পর্যায়ের কাজ; বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা বিভাগকেই একাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৭.০ পরিশেষ—সম্প্রতি পত্রিকা মুদ্রিত কপির পরিবর্তে বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও সিডিরম (CD-ROM) ইত্যাদিভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এবং সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে বা হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে সিডিরম ডাটাবেসে পত্রিকাগুলি সমস্তই পাওয়া যাবে।

সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে সিডিরম কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমপিউটারাইজড গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এই উন্নত আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পত্রিকা বিভাগের ভূমিকা আরো ব্যাপকতা লাভ করবে এবং এসব সংগৃহীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই সে ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিগ্রহণের প্রশ্নে আরেকটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি বিদেশী পত্রপত্রিকার মূল্য যেভাবে বেড়েছে তাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে নিদারুণ সংকট তৈরী হয়েছে। এই ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একদিকে যেমন স্থানীয়ভাবে নেট ওয়ার্কিং করে সম্পদের যৌথব্যবহার (Resource Sharing) করা হচ্ছে; তেমনি ভারতের জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রলেখ কেন্দ্র (Indian Natoinal Scientific Documentation Centre)-এর উদ্যোগে 'পূর্ণপাঠ পত্রিকা পরিষেবার (Full Text Journal Service)' মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা পরিগ্রহণে পরীক্ষামূলক ভাবে এই ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় স্বল্পমূল্যে (মাত্র ৪৫০০ টাকায়) বিদেশী নামী ও দামী প্রয়োজনীয় বিষয়পত্রিকাগুলির কপি সহজেই মেলে। ফলে উন্নত আধুনিক ব্যবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পত্রিকার পরিগ্রহণ কাজ যে আরো কার্যকরী ভূমিকা নেবে তার ইঙ্গিত মিলেছে।

৮.০ কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

এ লেখাটি প্রস্তুতের জন্য আমি অন্তত দুজনের কাছে ঋণী। একজন আমাদের পত্রিকা বিভাগের অবীক্ষক শ্রীপদ ভট্টাচার্য, অন্যজন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক অশোক বসু।

গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্র গবেষক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার সটীক রচনাপঞ্জী

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক, নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

॥ ১ ॥

ভূমিকা

সেটা ছিল ১৯৮০ সাল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. লিব. এস. সি. কোর্সে ভর্তি হয়েছি। ঐ সময় ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার (ডঃ ওহদেদার বলেই ছাত্রদের কাছে তিনি সম্যক পরিচিত) গ্রন্থাগার তত্ত্ব তথ্য বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এম. লিব. এস. সি. ক্লাসে পড়াতে আসতেন। সেই সূত্রেই ওঁকে প্রথম দেখি। কাছে গিয়ে যেচে ওঁর সঙ্গে কথা বলব তখন সে সাহস আমার ছিল না। ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এল. আই. এস. কোর্সে ভর্তি হয়ে ডঃ ওহদেদারের ক্লাস করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। এরপর ওঁর তত্ত্বাবধানে উক্ত কোর্সের জন্য Dissertation Paper তৈরী এবং তারও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. ডিগ্রীর জন্য গবেষণার কাজ করার সুযোগে ওঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার গৌরবে গৌরবান্বিত হলাম। গ্রন্থাগার তত্ত্ব তথ্য বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীদের কাছে ডঃ ওহদেদার একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচিত বা খ্যাত। কিন্তু গ্রন্থাগার তত্ত্ব তথ্য বিজ্ঞান ছাড়াও তাঁর যে অন্য একটা বিশাল জগৎ আছে তা অনেকেরই অজানা, কিংবা জানলেও সে-জানা অসম্পূর্ণ ডঃ ওহদেদার কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—চর্চার কৃতী নন, সাহিত্যচর্চা এবং রবীন্দ্রচর্চায় তাঁর কৃতির সুধী সমাজে বহুল পরিচিত। তাই অনেকদিন ধরে আমি একটা ইচ্ছা পোষণ করে এসেছি যে ডঃ ওহদেদারের এ যাবৎ প্রকাশিত যথাসম্ভব সমস্ত লেখাগুলির একটা সঠিক পঞ্জী প্রণয়ণ করব যাতে আমাদের এই ক্ষেত্রের শিক্ষককে আরো বেশি করে জানতে অনেকাংশে সহায়ক হবে। যথাসাধ্য পরিশ্রমে আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি, এতে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনার আগে ডঃ ওহদেদারের কিছু ব্যক্তিক পরিচয় প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

খ্রীঃ ১৯১৯ সালের ২২-শে ডিসেম্বর উত্তর ২৪পরগণার অন্তর্ভুক্ত টাকীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সৈয়দপুরের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে ডঃ ওহদেদার জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে। প্রবাসী বাঙ্গালী হিসেবে এঁদের বংশের খ্যাতির কথা, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌ-এর একদা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার—যিনি সম্পর্কে ডঃ ওহদেদারের ঠাকুর্দা তাঁর কথা বর্ণিত আছে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' গ্রন্থে।

দেশের গ্রাম ও কলকাতার সঙ্গে বহুদূর অন্তর জন্মের সূত্রে যোগাযোগ থাকলেও, ডঃ ওহদেদার মানুষ হয়েছেন কাশী বা বারাণসীতে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁর সব শিক্ষাই কাশীতে। ১৯০৪ সালে তিনি High School অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। তারপর ১৯০৬ এবং ১৯০৯ সালে যথাক্রমে বিখ্যাত Queen's College থেকে Intermediate বা উচ্চমাধ্যমিক (Science) এবং Banaras Hindu University থেকে B. Sc. ডিগ্রী অর্জন করেন। 1941 সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. এবং গ্রন্থাগারিকতার কাজে রত অবস্থায় ১৯৫৮ সালে ফরাসী ভাষায় ডিপ্লোমা। এবং ১৯৫২ সালে উক্ত

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল Modern Poetic Drama with Special Reference to W. B. Yeats. অবশ্য ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে B. H. U. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ চালু হলে তিনি Dip. Lib. কোর্সে যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ সালে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ইংরাজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ করায় ডঃ ওহদেদারের ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করা। কিন্তু অবস্থা—বিপাকে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। পরে অবশ্য তিনি এ ব্যাপারে আর চেষ্টা করেন নি। কারণ এরই মধ্যে তিনি গ্রন্থাগারিকতা পেশায় প্রবেশ করেছেন এবং এই পেশায় আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯৩৪ সালে আমেরিকান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত এবং এলাহাবাদের সুখ্যাত Agricultural Institute-এ গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজে যোগদানের মধ্য দিয়ে ডঃ ওহদেদারের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে তিনি Banares Hindu University Library-তে যোগ দেন এবং রঙ্গনাথনের সংস্পর্শে আসেন। ঐ সময় রঙ্গনাথন ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। পরে ১৯৫৪ সালে Union Public Service Commission-এর সুপারিশে কলিকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে সহ গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেন এবং উক্ত গ্রন্থাগারে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন।

১৯৬৫ সালের মে মাস থেকে ডঃ ওহদেদার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ঐ পদ হতে অবসর নেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিকের পদে যোগদানের সময় থেকেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে তিনি অধ্যাপনার কাজেও ব্রতী হন এবং ঐ বিভাগের আন্তরিক অনুরোধে আজও তিনি অতিথি অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন। এছাড়া বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থাগারিক তথা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে ডঃ ওহদেদারের খ্যাতি সুবিদিত। ১৯৬৭ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে বিলেতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। গ্রন্থাগারের উন্নয়ন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহু প্রসারিত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এখনো সে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। ভারতে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষায় তাঁর বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৭ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথ গ্রন্থাগার শিক্ষা পরিষদীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে Scroll of Honour দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

॥ ৩ ॥

গ্রন্থাগার জগতে ডঃ ওহদেদারের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলেছে বাংলাসাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু হয় স্কুল জীবন থেকে কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে, এবং ক্রমে তা প্রসারিত হয় গল্প লেখায় এবং আরও পরে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রবন্ধকার ও রবীন্দ্র গবেষক হিসেবে চিহ্নিত; কিন্তু তাঁর রসসাহিত্য-রচনা অর্থাৎ গল্প কবিতার মানও যে রীতিমতো উচ্চস্তরের ছিল, তার প্রমাণ, তাঁর রচিত কবিতা ও গল্প সবই ছাপা হয়েছে প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায়—দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রবাসী, কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত), উত্তরা প্রভৃতি কাগজে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডঃ ওহদেদারের কিছু কবিতা ছদ্মনামে ও বেনামে মুদ্রিত হয়েছে—দেশ পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হয় 'আহুতি মজুমদার' নামে, ছোটদের রামধনু পত্রিকায় একটি কবিতা 'ভবানী চৌধুরী' ও একটি কবিতা 'অনঙ্গকুমার ওহদেদার' নামে মুদ্রিত হয়।

তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, গল্প-কবিতা লেখা ছাড়লেন কেন?

তাঁর স্মিতহাস্য উত্তর—কাব্যলক্ষ্মী মুখ ফেরালেন তাই ছাড়তে হল।

রসসাহিত্যের বদলে মনন সাহিত্যে তাঁর সাধনা একাগ্র হয়েছে। এই সাধনায় তিনি সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। একটি মূল্যায়নে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"মননশীল পাঠকের কাছে আদিত্য ওহদেদার নিছক একটি নাম নয়, ইমেজ। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি কখনো বাঁধা সড়কে না গিয়ে সব সময়েই পাঠককে দেয় নতুন চিন্তার খোরাক, গতানুগতিকতাকে মারে প্রচণ্ড ধাক্কা।" ("সূচীপত্র", অমৃত, বর্ষ, ১১, সংখ্যা ২৪ ৪ কার্তিক, ১৩৭৮)।

॥ ৪ ॥

উপস্থিত গ্রন্থপঞ্জীতে ডঃ ওহদেদারের যাবতীয় মুদ্রিত রচনা অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ রচনার কাটিং ডঃ ওহদেদারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী বা সংগ্রহে থাকায় আমার কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে কাটিংগুলিতে বৎসরের উল্লেখ থাকলেও মাস অথবা মাস ও দিনের উল্লেখ না থাকায় তারিখের সূচীমুখ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এই ত্রুটি দূরীভূত করার বাসনা রইল। যে-সব রচনা তাঁর সংগ্রহে পাইনি তা খুঁজে নিতে হয়েছে। তবু কিছু রচনা বাদ পড়েছে—দৈনিক পত্র পত্রিকায় তথা অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত গ্রন্থাগার ও সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি রচনার নাম মনে করতে পারলেও সেগুলি কবে কোন কাগজে মুদ্রিত হয়েছে তা লেখক স্মরণ করতে পারেন নি। এ গুলির উদ্ধার কার্য সাধিত হলে গ্রন্থপঞ্জীর সংযোজনে জ্ঞাপন করবো।

এই পঞ্জীর তিনটি ভাগ—প্রথম ভাগে আছে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাসমূহের বিবরণ, দ্বিতীয় ভাগে আছে রবীন্দ্র বিষয়ক রচনাবলীর বিবরণ এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ভাগে আছে সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য রচনা-সমূহের বিবরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে সর্বাঙ্গে বিবৃত হয়েছে পুস্তক/পুস্তিকা, পরে খণ্ড রচনা। তৃতীয় ভাগে কোন পুস্তক/পুস্তিকা না থাকায় কেবলমাত্র খণ্ড রচনার বিবরণ আছে। প্রত্যেক ভাগেই প্রথমে বাংলা রচনা, বিবৃত হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংলেখগুলি কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

এই গ্রন্থপঞ্জীতে প্রতিটি গ্রন্থের ও পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত প্রতিটি রচনার এমনকি গল্প ও কবিতার সংক্ষিপ্ত সার বা বিষয়-পরিচায়িকা সংলেখের টীকায় বিবৃত হয়েছে। এই সার-সংক্ষেপ বা বিষয়-পরিচায়িকা প্রস্তুত করতে প্রতিটি গ্রন্থ তথা প্রতিটি রচনা আদ্যোপান্ত পাঠ করা হয়েছে।

পুস্তক/পুস্তিকা (বাংলা)

১. গ্রন্থবিদ্যা, কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৫৮, ৫০ পৃ.

এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে গ্রন্থবিদ্যার স্বরূপ, কাগজের ইতিহাস, আধুনিক কাগজ ও তার প্রস্তুত-প্রণালী, মুদ্রণের ইতিহাস, মুদ্রণ-প্রক্রিয়া, বই কী ভাবে ছাপা হয়, বই বাঁধাই এবং বইয়ের সংরক্ষণ-প্রক্রিয়া। বিষয়বস্তুর সবটাই গ্রন্থাগার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

চল্লিশ বছর আগে ডঃ ওহদেদার 'গ্রন্থবিদ্যা' কথাটি ইংরেজি 'বিব্‌লিয়োগ্রাফি'র প্রতিশব্দ হিসেবে প্রণয়ন করেন—শব্দটি আজ বহুল প্রচলিত ও পাকাপাকি ভাবে গৃহীত। ইংরেজি বিব্‌লিয়োগ্রাফি কথাটি সঠিক অর্থবহ নয়। কথাটি সাধারণত গ্রন্থপঞ্জি অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার গ্রন্থের উপাদান সম্বন্ধীয় জ্ঞান—এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উক্ত দুরকম অর্থব্যঞ্জক কোনো ইংরেজি শব্দ চালু নেই। হেনরি এভিলিন ব্লিস (H. E. Bliss) তাঁর বর্গীকরণ তালিকায় 'বিবলিয়োলজি' (Bibliology) শব্দটি ব্যবহার করেন, কিন্তু তা চালু হয় নি। বলতে পারি ডঃ ওহদেদার কৃত 'গ্রন্থবিদ্যা' কথাটি যাবতীয় বিব্‌লিয়োলজি শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু হয়েছে।

২. গ্রন্থবিদ্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮০, ১৪১ পৃঃ।

এই সংস্করণে গ্রন্থটি বহুলভাবে পরিবর্ধিত হয়েছে। পূর্বের আলোচিত বিষয়-বস্তুর পরিবর্ধন ছাড়াও আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রন্থবীক্ষণ, গ্রন্থবিবরণ, গ্রন্থপঞ্জী প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হয়েছে। যে জ্ঞান অন্বেষণ এবাবৎ ইংরেজি ভাষায় লভ্য ছিল তা বাংলায় ব্যক্ত করে ডঃ ওহদেদার বাংলাভাষা ও বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা পরিভাষায় অনেক সংযোজন ঘটিয়েছেন।

৩. আধুনিক গ্রন্থাগারের স্বরূপ। আগরতলা, ত্রিপুরা সরকার, শিক্ষা অধিকার, ১৯৭৫, ৪ পৃঃ।

অতীতকালের গ্রন্থাগারের স্বরূপ কী ছিল সেই বিবরণের আলোকে আধুনিক গ্রন্থাগারের পরিবর্তিত দায়িত্ব তথা গ্রন্থাগারিকের প্রকৃত কাজ সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ এই পুস্তিকায় বিধৃত।

৪. গ্রন্থবিদ্যা, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮০, ২১৬ পৃঃ।

এই সংস্করণে গ্রন্থটি সর্ব বিষয়ে আরো পরিবর্ধিত হয়েছে। বিশেষভাবে গ্রন্থবিবরণ, গ্রন্থপঞ্জী প্রক্রিয়া ও বাংলা আকর-গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে আলোচনায় এই পরিবর্ধন লক্ষণীয়।

৫. গ্রন্থবর্গীকরণ। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৬, ১৮০ পৃঃ।

গ্রন্থাগার তথা তথ্য বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম হল গ্রন্থবর্গীকরণ। এর উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থাগারের প্রায় সর্বাধিক কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় বই-এর সংখ্যা বিরল। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বাংলায় লেখা বইয়ের খুবই চাহিদা। লেখকের এই বই সেই চাহিদা মেটাতে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। সহজ সরল ভাষায় লেখা এই বই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

পুস্তক/পুস্তিকা (ইংরাজী)

৬. Bibliography of Indology, Vol. I : Indian Anthropology, comp. by, J. M. Kanitkar, D. L. Banerjee and A. K. Ohdedar. Calcutta, National Library, 1960, 290p.

নৃবিদ্যা সম্পর্কিত এই গ্রন্থপঞ্জীতে নৃবিদ্যার বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থাদির সঠিক সংলেখ বিষয়ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত থাকাকালে ডঃ ওহদেদার এই পঞ্জী সংকলনের কাজে সহায়তা করেন।

৭. The Sapru Correspondence : A check List (1st Series). Calcutta, National library, 1961. 394 p.

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র (তাঁর লেখা এবং তাঁকে লেখা) জাতীয় গ্রন্থাগারে সমর্পিত হয়। ডঃ ওহদেদার তখন জাতীয় গ্রন্থাগারে। তাঁর উপর ভার পড়ে এই চিঠিপত্রের একটি সার-সূচী প্রস্তুত করার। তবে প্রথম খণ্ডের পর আর কোন খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। এই সূচীতে প্রত্যেকটি পত্রের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করে দিয়েছেন ডঃ ওহদেদার। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের ইতিহাস-আলোচনা ও গবেষণার কাজে এই সূচী খুবই সহায়ক হিসেবে স্বীকৃত।

৮. The Growth of the Library in Modern India (1498—1836). Calcutta, World Press, 1966. 268 p.

এটি একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য গবেষণালব্ধ গ্রন্থ। এতে প্রথিত হয়েছে আধুনিক ভারতে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রমিক বৃদ্ধির একটি তথ্যবহুল ইতিহাস। আধুনিক ভারতের প্রারম্ভকাল লেখক খ্রীঃ ১৪৯৮ সাল ধরেছেন, কারণ ঐ বৎসর থেকেই ভারতবর্ষ পোর্তুগীজ মারফৎ প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। এই বইটির বিষয়বস্তু—আলোচনার ছেদ টানা হয়েছে খ্রী. ১৮৩৬ সালে, যেটা ভারতে গ্রন্থাগার ইতিহাসের

একটা গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। কারণ ঐ বৎসরেই এ দেশের প্রথম জন গ্রন্থাগার ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয় এবং জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই গ্রন্থেই প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছে আধুনিক ভারতের প্রদোষ-কালে গ্রন্থাগারের ইতিহাস তথা ঐ সময়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস।

৯. Library Classification. Calcutta, World Press, 1971. 207 p.

এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে বর্গীকরণের সাধারণ তত্ত্ব, গ্রন্থবর্গীকরণে সে-তত্ত্বের প্রভাব ; গ্রন্থবর্গীকরণের নিজস্বতা নানা দিক ও প্রকরণ ; বিভিন্ন গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতি। ডি ডি সি, ইউ ডি সি ও কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য পদ্ধতি ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থবর্গীকরণের বিকাশ-ইতিহাস।

স্নাতকস্তরে গ্রন্থবর্গীকরণ-বিষয়ে পঠনপাঠনের সহায়তাকল্পে গ্রন্থটি রচিত।

১০. Systematic Bibliography and Documentation. Calcutta, World Press, 1975. 273p.

এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জীর বিবিধ দিক—সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা, পঞ্জীকরণ এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতি। উদাহরণ সহ বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ তথা গ্রন্থপঞ্জী। 'The Indian Scene'—এই নামে তিনটি অধ্যায় বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ। ঐ অধ্যায়গুলিতে ভারতবর্ষে পঞ্জীর সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে যা ইতিপূর্বে কল্পনা করা হয় নি। পঞ্জীর কাজকর্মে লেখকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান পঞ্জীকরণ ক্ষেত্রে তাঁর নতুন অভিমতগুলি বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

১১. Library Classification. 2nd reved. ed. Calcutta, World Press, 1977 [1st ed.—1971] 264 p.

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই সমাদর লাভ করে এবং গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অল্পকাল পরেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়, এবং ডিউই ও কোলন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কিত একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য।

১২. Research Methodologly. Calcutta, Bengal Library Association, 1993. 142p.

যে কোন গবেষণা করার আগে গবেষণার বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। উক্ত জ্ঞান গবেষণার কাজকে সিদ্ধান্তের দিকে সঠিকভাবে এবং দক্ষতা সহকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেমন সাহায্য করে তেমন কাজটি শেষ করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সময় বাঁচায়। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার আধুনিক ঝোঁকসহ গবেষণা ও তার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এই বইটিতে আলোচিত হয়েছে। বইটি তাই যে কোনো বিষয়ের নব্য গবেষকদের পক্ষে খুবই সহায়ক। তাছাড়া গবেষণা কী এবং তার পদ্ধতিগুলিই বা কী এ সম্পর্কে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার, তাহলে তাঁরা গবেষকদের ঠিকমতো সাহায্য করতে পারবেন।

১৩. Book Classification. Calcutta, Bengal Libary Association, 1994. 302 p.

এই বইটি গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেই বিশেষভাবে লিখিত। এর বিষয়বস্তু—গ্রন্থবর্গীকরণের আধুনিক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গ্রন্থবর্গীকরণের যেসব আধুনিক পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে তাদের সম্পর্কে একটা সম্যক অথচ সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। তবে DDC, UDC এবং C C-র ক্ষেত্রে এই আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রঙ্গনাথন প্রবর্তিত বর্গীকরণ তত্ত্ব গুরুত্ব সহকারে

বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রয়োজনমতো স্থানে স্থানে উদাহরণ দেওয়ায় বইটির বিষয়বস্তু বুঝতে সহজ হয়।

সংকলন গ্রন্থভুক্ত রচনা (বাংলা)

১৪. "রবীন্দ্রনাথ ও লাইব্রেরী", বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী : পঞ্চাশীতম উৎসব, স্মারক গ্রন্থ। কলিকাতা, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, ১৯৮৩, পৃঃ ১৫-১৮

এই প্রবন্ধ লেখকের ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে লাইব্রেরী' প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করে লিখিত হলেও এতে কিছু নতুন বক্তব্য আছে। বিশেষ করে লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের "লাইব্রেরী" প্রবন্ধটি লেখার অন্তর্নিহিত হল বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর উদ্যোগভরা সপ্রেম চিন্তাভাবনা। লাইব্রেরীকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের আধাররূপে দেখেছেন, কিন্তু সেখানে বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গরূপে বাংলাসাহিত্যের স্থান নেই [মনে রাখতে হবে প্রবন্ধটি ১২৯২ বঙ্গাব্দে লিখিত হয়]—এই ক্ষোভ যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি এই আশাও ব্যক্ত হয়েছে যে ভবিষ্যতে লাইব্রেরীতে অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যের আধারে অন্তরে ভবিষ্যতে বাংলাসাহিত্যেরও স্থান হবে।

১৫. "রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরী", রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার, তৎসহ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জী, রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৮, পৃঃ ৬-১।

১৩৬৮ বৈশাখ সংখ্যার গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।

১৬. "অমলোধন মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৮৪)", স্মৃতি-সৃষ্টি-সাধনা (অধ্যাপক অমলোধন মুখোপাধ্যায় স্মারক প্রবন্ধাবলী), সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, সাহিত্যালোক, ১৯৯০, পৃঃ ১৫৩-১৫৮।

১৩৯১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।

সংকলন গ্রন্থভুক্ত রচনা (ইংরাজী)

১৭. "Legal Deposit and Libraries in Free India", progress of Libraries in Free India. ed. by, N. B. Sen. New Delhi, New Book Society of India, 1967. p. 122-131.

লেখাটিতে পাই আইনানুগ জমার (Legal Deposit) সংজ্ঞা ও তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা তথা ভারতে ১৮৬৭ সালের আইনানুগ জমার প্রথম আইন ও ১৯৫৪ সালের ডেলিভারী অফ্ বুক্স্ এ্যাক্ট সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনা। উক্ত আইন সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন ও কিছু সুচিন্তিত প্রস্তাব বিষয়টি সম্বন্ধে নতুন ভাবনা চিন্তার উদ্রেক করায়।

১৮. "The Library users and what the Librarian needs to know about them", Indian Librarianship (Essays in honour of S. R. Bhatia). ed. by, Sat Paul Goyal. Delhi, Scientific Book Store, 1972. p. 52-57.

লেখাটিতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংজ্ঞা এবং পাঠক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। কেন প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের তাঁর গ্রন্থাগারের ব্যবহার-কারীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার, তা উদাহরণ সহযোগে যুক্তি দিয়ে আলোচিত হয়েছে। লেখাটিতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের শ্রেণীবিভাগ ও তাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. "Library Buildings", Indian Librarianship, perspectives and prospects. ed. by, Ravindra N. Sharma. New Delhi, Kalyani Publishers, 1981. p. 235-246.

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ভবন-এর অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইউ. জি. সি.-র ভূমিকা এবং এ ব্যাপারে Bureau of Indian Standards-এর প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ভবনের অভাব এবং নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার ভবনের সীমাবদ্ধতা গ্রন্থাগার সুপরিচালনার পক্ষে এইসব ভবনের অনুপযোগিতা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

২০. "The Concept of the National Library", Perspectives in Library and Information Science. vol 1 Viswanthan Festa-Chrift. ed. by, S. N. Agarwal, R. R. Khan and N. R. Satyanaryana, Lucknow, Print House (India), 1982. p. 65-75.

এই তাত্ত্বিক রচনায় জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রচলিত সংজ্ঞাগুলির অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করে লেখক তাঁর নিজস্ব সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, এবং সংজ্ঞার আলোকে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকৃত স্বরূপ ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন।

২১. "The Contribution of a Bengali of Varanasi to Library Science", Bengal and Varansi : A Study of Cultural Synthesis and National Integration (Bengal's contribution to Varansi), ed. by Ram Dular Singh. Calcutta, Biographical Society of India, 1986.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বারাণসীর সতীশ চন্দ্র গুহের অবদান সম্পর্কে লেখাটিতে আলোচিত হয়েছে। এই লেখাটি পড়ে জানতে পারা যায় যে সতীশ চন্দ্র গুহই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি গ্রন্থবর্গীকরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা-সূচক প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসের Education Review of Madras নামে এই পত্রিকাটিতে "On the Classification of Books in our Libraries" নামে তাঁর লেখাটি প্রকাশিত হয়। এর পর ১৯০২ সালে "প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি" নামে তাঁর একটি বর্গীকরণ পরিকল্প (Scheme) বই আকারে প্রকাশিত হয়। সতীশ চন্দ্র গুহ-র কীর্তির পরিচয় ও মূল্যায়ন বিধৃত আছে এই রচনায়।

২২. "Education in Library Conservation in India", Conservation of Library Materials (A Seminar, 1985) ed. by, Kalpana Dasgupta. Calcutta, National Library, 1988. p. 24-30.

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষার কতখানি সুযোগ আছে এবং প্রয়োজনের সঙ্গে তুলনা করে ঐ সুযোগ কতটা পর্যাপ্ত বা প্রার্থিত, তা এই লেখাটি পড়ে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সংরক্ষণের উপর শিক্ষাপ্রসারে ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা (National Archives) ও জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথাও লেখাটির থেকে জানতে পারা যায়। সংরক্ষণের উপর প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার উপরও লেখক জোর দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে একটি কর্ম পরিকল্পনার রূপরেখা দিয়েছেন যা আলোচ্য শিক্ষার উন্নয়নে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করবে।

২৩. "Growth of Reference Literature in Bengali", Hand book of Libraries, Archives and Information Centres in India, v. 15, ed. by, B. M. Gupta New Delhi, Segment Books, 1996. p. 304-328.

লেখাটির শিরোনামই লেখাটির বক্তব্য বিষয়ের পরিচয় দিচ্ছে। ইংরাজী 1743 সালে ম্যানোয়েল দা আসুমপাঁ-র বাংলা পর্তুগীজ অভিধানটি প্রথম বাংলা রেফারেন্স বই হিসাবে প্রকাশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলা রেফারেন্স বইয়ের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত ঘটে ঠিক এর পঞ্চাশ বছর পরে, অর্থাৎ 1793 সালে ইংরাজী-বাংলা অভিধান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। কারণ ঠিক ঐ বছরের পর থেকেই বাংলা রেফারেন্স বইয়ের ক্রম আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। লেখক তাই বাংলা রেফারেন্স বইয়ের প্রকাশনার ইতিহাস 1793 সাল থেকে শুরু করেছেন এবং 1993 সালে ঐ আলোচনার ছেদ টেনেছেন। লেখকের লেখনী শৈলীর

গুণে স্বল্প পরিসরে বিধৃত এই দুশো বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলা রেফারেন্স গ্রন্থ-প্রকাশনার ধারা, তার গতি প্রকৃতি, তার সমস্যাসঙ্কুল দিক।

"Bibliographical Control of Bengali Literature", Handbook of Libraries, Archives and Information centres in India v. 15, ed by, B. M. Gupta. New Delhi. Segment Books, 1996. p. 329—347.

লেখাটিতে গ্রন্থাদির পঞ্জীয় নিয়ন্ত্রনের অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা স্পষ্টীকৃত হয়েছে এবং সম্যক উদাহরণ সহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই ও অন্যান্য নথির পঞ্জীয় নিয়ন্ত্রণ কীভাবে এবং কতখানি হয়েছে তার একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে খ্রীঃ 1743 সাল থেকে 1939 সাল পর্যন্ত বাংলাভাষায় প্রকাশিত বইয়ের পঞ্জীয় নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্যভাবে ভালোই হয়েছে। অবশ্য এর পেছনে আছে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অবদান। 1939 সালের পর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই বেড়েছে কিন্তু সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে পঞ্জীয় নিয়ন্ত্রণ মোটেই উল্লেখযোগ্য হয়নি। বাংলাভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের কোনো বিস্তৃত বা সমগ্র তালিকার এখনো অভাব। তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী এই অভাব মেটাতে যে উদ্যোগ নিয়েছে লেখক তার উল্লেখ করেছেন।

২৫. "Development of Libraries in Bengal, 1800-1900," Handbook of Libraries, Archives and Information centres in India, V. 16, ed by, B. M. Gupta. New Delhi, Segment Books 1996. P.1—29.

খ্রীঃ ১৮০০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটা উনিশ শতকে ভারতের অবিভক্ত বাংলায় গ্রন্থাগারের উন্নতির ধারাবাহিক আলোচনা লেখাটির বিষয়বস্তু। লেখাটির মূল বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করতে লেখক ১৮০০ সালের পূর্বে এদেশে আধুনিক গ্রন্থাগারের উদ্ভব সম্পর্কে একটি প্রতি সংক্ষিপ্ত অথচ সমগ্র বিবরণ দিয়েছেন। আলোচ্য সময়ের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারগুলির উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণের পাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ও ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর বিস্তৃত বিবরণ লেখাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

২৬. "Calcutta Public Library : A Historical Profile", Handbook of Libraries, Archives and Information Ceentres in India, V. 16, ed. by, B. M. Gupta. New Delhi, Segment Books, 1996. P. 30—51.

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী সম্পর্কে এটি একটি তথ্যবহুল নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। লেখাটিতে অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে, যা লেখকের সবল অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করে।

২৭. "Imperial Library, Calcutta", Hand book of Libraries, Archives and Information Centres in India, V. 16, ed. by, B. M. Gupta. New Delhi, Segment Books, 1996. P. 52—83.

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ গ্রন্থাগার পরিষেবাকে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এই লাইব্রেরী সারা দেশে প্রথম সরকারী প্রতিষ্ঠানের গৌরব লাভ করে। গ্রন্থাগারটির সূত্র থেকে বিভিন্ন সময়ে যেসব গ্রন্থাগারিকরা কাজ করেছেন, তাঁদের নাম ও কার্যবিবরণী এবং গ্রন্থাগারটির সংগ্রহশালার ক্রমোন্নতি, নিয়মকানুনের পরিবর্তন, প্রাথমিক সংগঠন, বিভিন্ন পরিষেবা, বইসংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় লেখাটিতে আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সূত্র যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে লেখাটি একটি প্রামাণ্য ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

২৮. "State Central Library, West Bengal" Handbook of Libraries, Archives and Information Centres in India, V. 16, ed. by B. M. Gupta. New Delhi, Segment Books, 1996. P. 327—340.

সংক্ষিপ্ত পরিসরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার-এর একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ধৃত হয়েছে এই রচনায়। উক্ত গ্রন্থাগারের সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আলোচিত হয়েছে। এবং গ্রন্থাগারটির বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২৯। "বিশ্ব কে মহান্ পুস্তকালয়," পুস্তকালয়, রায় মথুরাপ্রসাদ, রামদয়াল পাণ্ডে ও ভোলানাথ 'বিমল' সম্পাদিত। পাটনা, পুস্তক—জগৎ, ১৯৪৮। পৃঃ ২০১—২১০।

বিশ্বের বড়ো বড়ো গ্রন্থাগার সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ মূলক রচনা। হিন্দী ভাষায় গ্রন্থাগার বিষয়ক রচনার সংকলন—গ্রন্থ 'পুস্তকালয়'-এর জন্যে ডঃ হুদেদারের কাছ থেকে এই রচনা আমন্ত্রিত হয়।

৩০। "ভারতীয় পুস্তকালয়," পুস্তকালয়, রায় মথুরাপ্রসাদ, রামদয়াল পাণ্ডে ও ভোলানাথ 'বিমল' সম্পাদিত। পাটনা, পুস্তক-জগৎ, ১৯৪৮। পৃঃ ২১১—২১৭।

হিন্দি ভাষায় গ্রন্থাগার বিষয়ক রচনার সংকলন-গ্রন্থ 'পুস্তকালয়' এর জন্যে আমন্ত্রিত রচনা। এতে বিবৃত হয়েছে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বিশেষ গ্রন্থাগারের নাম ও পরিসংখ্যান সহ গ্রন্থাগারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি চিত্র লেখাটির থেকে পাওয়া যায়।

৩১। "মুখবন্ধ" রেফারেন্স সার্ভিস প্রসঙ্গ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক, দীপককুমার রায় ও ভবানীকুমার ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, গুটেনবার্গ স, ১৯৮০।

এই মুখবন্ধে রেফারেন্স সার্ভিসের উদ্দেশ্য এবং এই সার্ভিসের প্রধান দুটি দিক—প্রস্তুতি ও সেবা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে তাতেই গ্রন্থের বিষয় বস্তুর নির্যাস সূচিত হয়েছে। বইটি বাংলা ভাষায় লেখার জন্য লেখকদ্বয়কে সাধুবাদ দেওয়া হয়েছে। 'রেফারেন্স সার্ভিস' এবং রেফারেন্স বুক বা টুলস'-এর বাংলা প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'তথ্যনির্দেশ' ও 'তথ্যাকর গ্রন্থ' করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই বইটি পড়ে ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নতুনভাবে লিখিত হয় এবং এর পরিবর্তিত নামকরণ হয় 'রেফারেন্স সার্ভিসের মূলকথা'।

৩২। "মুখবন্ধ", রেফারেন্স সার্ভিসের মূলকথা, ভবানীকুমার ঘোষ এবং দীপককুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা, বিশ্বাস প্রকাশনী, ১৯৯৫।

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লেখকদ্বয়ের 'রেফারেন্স সার্ভিস প্রসঙ্গ' বইটির যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন ডঃ হুদেদার সেই ভূমিকারই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ মুদ্রিত হয়েছে বর্তমান ভূমিকায়। ডঃ হুদেদার উত্থাপিত 'রেফারেন্স সার্ভিস' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ 'অনুলেখ সেবা'র পরিবর্তে 'তথ্য নির্দেশ' তথা 'রেফারেন্স বুক' এর প্রতিশব্দ 'তথ্যাকর গ্রন্থ' করার প্রস্তাব বিবেচিত হওয়া উচিত।

৩৩। "Introduction", Classified Subject Index to Calcutta Review : 1844—1920, comp by. Gita chattopadhyay and others. Calcutta, India Book Exchange, 1974.

ভূমিকাটিতে কিছু সূচিত্র উদ্ধৃতিসহ সূচীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব-এর কথা বলা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে Calcutta Review পত্রিকার যে তথ্যটি বিশেষকরে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সম্পাদক সার জন কায়ে (Kaya)-র ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতিযুক্ত বিবরণ আলোচ্য মুখবন্ধের বিশেষ আকর্ষণ। এই সুবিখ্যাত পত্রিকার জন্মলগ্ন হতে ৭৬ বছরের প্রকাশিত রচনাবলীর সূচীটির প্রস্তুতপ্রণালী ভূমিকা-লেখক কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

৩৪। "FOREWORD", Indian Political Movement 1919—1971 ; A Systematic Bibliography. by Arun Ghosh and Ranjit Ghosh. Calcutta, India Book Exchange, 1976.

মুখবন্ধটিতে কিছু সূচিসহ গ্রন্থপঞ্জীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কিত এই গ্রন্থপঞ্জী যে দক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত হওয়ায় নিশ্চিতভাবে পাঠক তথা গ্রন্থাগারিকদের সহায়ক হয়েছে, সেই দক্ষতার বিশ্লেষণ মুখবন্ধটিকে আকর্ষক করে তুলেছে।

৩৫। "বইপড়া", দেশ, ডিসেম্বর, ১৯৪৫। পৃঃ ৩৫৬।

উন্নত দেশে দেখা যায় বই পড়ার অভ্যাস আর অনুন্নত দেশে দেখা যায় বই না-পড়ার অভ্যাস—এই দুই বিপরীত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লেখক তাঁর এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তীর্যকভাবে বই পড়ার গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা প্রস্ফুট করেছেন।

৩৬। "গ্রন্থাগার ও সভ্যতা", আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৬।

মানবসভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারের যে অঙ্গাঙ্গী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় তার একটা মনোজ্ঞ পরিচয় এই রচনায় ফুটে উঠেছে।

৩৭। "জাতীয় গ্রন্থাগার", দেশ ১৭ ফাল্গুন, ১৩৫৩ [১৯৪৭]। পৃঃ ১৬৭—১৬৪।

এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তার কথা। যখন এই প্রবন্ধ লেখা হয় তখন এদেশে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেই সময় জাতীয় গ্রন্থাগারকে রচনার বিষয়বস্তু করা গ্রন্থাগার সম্পর্কে লেখকের গভীর ও ব্যাপক চিন্তাভাবনার পরিচায়ক।

৩৮। "গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান", গ্রন্থাগার, চৈত্র, ১৩৬১ [১৯৫৫], পৃঃ ১—৫।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্পর্কে অসচেতনতার কথা উল্লেখ করে লেখক গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান কী, তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন এবং জানিয়েছেন গ্রন্থাগারিকরা কীভাবে সমাজবিদদেরও সহায়তা করতে পারেন গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান নিপুণভাবে সংকলিত করে।

৩৯। "বই পড়া", গ্রন্থবাণী, শারদীয়া, ১৩৬৩ [১৯৫৬]। পৃঃ ৮—১১

প্রবন্ধটিতে অতি সহজভাবে উদাহরণ সহযোগে বই পড়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, ইহজাগতিক ও প্রাত্যহিক জীবনে নানা উপকারিতার কথা বলা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের কিছু অংশ ১৯৫৭, ৩০ অক্টোবর সংখ্যার আনন্দবাজার পত্রিকার 'সাহিত্য জগৎ' বিভাগে উদ্ধৃতি হিসেবে প্রকাশিত হয়।

৪০। "গ্রন্থবিদ্যার ভূমিকা", গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ [১৯৫৬]। পৃঃ ১৮৩—১৮৫।

গ্রন্থবিদ্যা সম্পর্কিত ডঃ ওহদেদারের যে বহু পঠিত গ্রন্থ আছে, সেই গ্রন্থ রচনার প্রাক্কালে উক্ত লেখাটি প্রকাশিত হয়। বিব্লিওগ্রাফি বিষয়টি বহুমুখী ও জটিল। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত বিষয়টির ব্যাপকতা ও জটিলতা খুবই সরল সহজবোধ্য ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে ইংরেজী বিব্লিওগ্রাফি কথাটির পরিভাষা হিসেবে 'গ্রন্থবিদ্যা' কথাটির ব্যবহার ডঃ ওহদেদারই প্রথম সূত্রপাত করেন।

রচনাটি ডঃ ওহদেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' গ্রন্থে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪১। "গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ইতিহাস", গ্রন্থাগার, চৈত্র, ১৩৬৩ [১৯৫৭]। পৃঃ ২৯৩—২৯৬।

স্থান বা অঞ্চল বিশেষের গ্রন্থাগার স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার পক্ষে কতখানি সহায়ক হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার জন্যে চাই এই বিশিষ্ট ইতিহাস সম্পর্কিত নানা তথ্য। এইসব তথ্য যেসব সূত্র থেকে প্রাপ্তব্য তা শুধু বই ও পত্রপত্রিকা

নয় অন্যান্য সূত্রেও আছে। এইসব সূত্রের প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং এগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ স্থানীয় বা আঞ্চলিক সাধারণ গ্রন্থাগারে অবহেলিত না হয়ে সুসংগঠিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক তা যুক্তিপূর্ণ-ভাবে বোঝানো হয়েছে।

৪২। "গ্রন্থবিদ্যা : ছাপাখানার কাজ", গ্রন্থাগার, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ [১৯৫৮]। পৃঃ ২৯—৪৪।

এই রচনায় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র, মুদ্রণের কালি প্রভৃতির উদ্ভব ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রচনাটি ডঃ গুহদেদার 'গ্রন্থবিদ্যা' গ্রন্থে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪৩। "জন-গ্রন্থাগার কি ও কেন ?" আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ পৌষ, ১৩৬৬ [১৯৫৯]।

এই লেখার আখ্যা লেখাটির বিষয়বস্তু সূচীত করছে। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে লেখক ইংরেজী Public Library কথাটির পরিভাষা 'জন গ্রন্থাগার' হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

৪৪। "গ্রন্থবিদ্যা : গ্রন্থন", গ্রন্থাগার, আশ্বিন, ১৩৬৭ [১৯৬০]। পৃঃ ২২৩—২২৯।

গ্রন্থবিদ্যা সম্পর্কিত ধারাবাহিক রচনার এই অংশের বিষয় হল গ্রন্থন বা বাঁধাই। সেলাই, মলাট, মুড়বার উপকরণ, বই মেরামতির কাজ ইত্যাদি বিষয়গুলি এখানে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। পুস্তক সংরক্ষণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রচনাটি ডঃ গুহদেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' গ্রন্থে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪৫। "রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরী", গ্রন্থাগার. বৈশাখ, ১৩৬৮ [১৯৬১], পৃঃ ৬—১১

লেখক বলেছেন, "মাত্র দুটি ছোট রচনার মধ্যে লাইব্রেরী সম্বন্ধে কবির বক্তব্যকে আমরা পাই। কিন্তু তারই মধ্যে ধরা পড়েছে লাইব্রেরী সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা। এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের মধ্যেও আর কোনো মৌল চিন্তা পাওয়া দুরূহ।" লেখক তাঁর এই অভিমত নিপুণ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪৬। "গ্রন্থবিদ্যাঃ গ্রন্থবীক্ষণ", গ্রন্থাগার, চৈত্র, ১৩৬৮ [১৯৬২], পৃঃ ৫৪৩—৫৫১।

বহু গ্রন্থ, বিশেষ করে পুরণো গ্রন্থের ক্ষেত্রে লেখক, আখ্যা, প্রকাশক ও প্রকাশকাল সম্পর্কিত তথ্য সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। গ্রন্থের যে বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষার দ্বারা গ্রন্থের পরিচয়গত উহ্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য নিরূপণ করা যায় তাকে প্রবন্ধকার নাম দিয়েছেন গ্রন্থবীক্ষণ। এই গ্রন্থবীক্ষণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে লেখাটিতে।

রচনাটি ডঃ গুহদেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' গ্রন্থে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪৭। "গ্রন্থবিদ্যা গ্রন্থবিবরণ", গ্রন্থাগার, আষাঢ়, ১৩৬৯ [১৯৬২], পৃঃ ১৩০—১৩৯।

গ্রন্থবিদ্যা সম্পর্কিত ধারাবাহিক রচনার এই অংশে গ্রন্থ-বিবরণ বলতে কী বোঝায় ও গ্রন্থ-বিবরণের প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থকে চিহ্নিত করতে চাই গ্রন্থ-বিবরণ। গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের জন্যে গ্রন্থ-বিবরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। আলোচ্য লেখায় গ্রন্থের ন্যূনতম বিবরণ থেকে পূর্ণতম বিবরণের পরিচয় উদাহরণ সহকারে জ্ঞাপন করা হয়েছে।

রচনাটি ডঃ গুহদেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' গ্রন্থে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪৮। "গ্রন্থবিদ্যাঃ গ্রন্থপঞ্জী প্রক্রিয়া", গ্রন্থাগার, শ্রাবণ, ১৩৬৯ [১৯৬২], পৃঃ ১৬৫—১৭৪।

ধারাবাহিক রচনা গ্রন্থবিদ্যার এই অংশে বিবৃত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা, ইহার প্রকারভেদ ও প্রস্তুত প্রণালী এবং গ্রন্থপঞ্জীতে কী কী তথ্য থাকা উচিৎ তার কথা।

রচনাটি ডঃ গুহদেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' গ্রন্থে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪৯। "যুদ্ধ ও গ্রন্থাগার", গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ [১৯৬২], পৃঃ ৩১২—৩১৩

দেশ যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন সে-দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের আশু কর্তব্য ও দায়িত্ব কী হওয়া উচিত—সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে। দেখানো হয়েছে কীভাবে গ্রন্থাগারকে একটি অতি শক্তিশালী সংবাদ-প্রচার কেন্দ্ররূপে সংগঠিত করতে পারলে গ্রন্থাগারের যুদ্ধকালীন ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

৫০। "শ্রীনেহরু ও গ্রন্থাগার", গ্রন্থাগার, আষাঢ়, ১৩৭১ [১৯৬৪], পৃঃ ৯০—৯৬

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী চিন্তাশীল জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনা ছিল, যার প্রকাশ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় লোকসভায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের Delivery of Books সম্পর্কিত আইন পাস করার সময় দত্ত ভাষণে—তথ্যসমৃদ্ধ এই রচনায় তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৫১। "আমাদের গ্রন্থাগার ও বিদ্যাচর্চা", অমৃত, ২৪ বৈশাখ, ১৩৭২ [১৯৬৫]

প্রবন্ধটিতে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারগুলির উদ্বেষ ও সংগ্রহের দিক থেকে তাদের বিশেষত্বের কথা জানিয়ে বলা হয়েছে সে এইসব সংগ্রহ যথেষ্ট অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ এবং এদের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে, তাছাড়া রয়েছে বিবিধ গ্রন্থপঞ্জী ও সূচীর অভাব, যুগই প্রকট। ফলে গ্রন্থাগারগুলি বিদ্যাচর্চার পক্ষে প্রকৃত সহায়ক হবার আশানুরূপ যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না।

৫২। "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা", গ্রন্থাগার, আষাঢ়, ১৩৭৫ [১৯৬৮] পৃঃ ১১০—১১৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত (৬ই এপ্রিল, ১৯৬৮) একটি আলোচনাচক্রে মুখ্য বক্তা হিসাবে ডঃ গুহ-ঠাকুরতার ভাষণ, এই প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সংগঠন ও পরিষেবা উন্নত মানের হওয়ার পথে যেসব সমস্যা ও বাধা রয়েছে, তার উল্লেখ এবং কীভাবে সেই বাধা ও সমস্যার দূরীকরণ করা সম্ভব তা নির্দেশিত হয়েছে।

৫৩। "রাষ্ট্রনেতা ও গ্রন্থাগার", গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ [১৯৬৯], পৃঃ ২৮৩—২৮৬

গ্রন্থাগার নিয়ে রাষ্ট্রনেতারা মাথা ঘামিয়েছেন এমন নজির ইতিহাসে মেলে না। তবে সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেন রাষ্ট্রনেতা লেনিন, রাষ্ট্রের উন্নয়নে লেনিনের গ্রন্থাগার সম্পর্কে চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড নিয়েই প্রবন্ধটি লিখিত।

৫৪। "কোম্পানী-কলকাতার কেতাব-কাহিনী", আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৮০ [১৯৭৪] আঠারো শতকের মধ্যভাগের পর ছাপাখানার দ্রুত উন্নতির ফলে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইংলেন্ড, ছাপা বই সর্বশ্রেণীর লোকেদের কাছে সুলভ হয়ে ওঠে। সকলের হাতেই তখন বই। অন্যান্য অভ্যাসের মতো বই পড়াও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এই অভ্যাসের চল কোম্পানী-রাজত্বের কর্মকেন্দ্র কলকাতাতেও তখন কীভাবে আছড়ে পড়েছিল সেই কাহিনী চিত্তাকর্ষকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

৫৫। "বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চা", গ্রন্থাগার (পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী ও "গ্রন্থাগার"-এর রজত জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা), অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ [১৯৭৫] পৃঃ ২৮০—২৮৫

লেখাটির আখ্যাই লেখাটির বিষয়বস্তু সূচিত করছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা প্রকাশনা তথা এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণামূলক কাজে এই অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ লেখাটি অপরিহার্যরূপে সহায়ক।

৫৬। "সম্মেলন সভাপতির অভিভাষণ" গ্রন্থাগার, বৈশাখ, ১৩৮৮ [১৯৮১], পৃঃ ৩—৮

ডঃ গুহঠাকুরতার ৩৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি হন। ঐ সম্মেলনে তাঁর দেওয়া ভাষণটির লিখিত রূপ হল উপরোক্ত প্রবন্ধ। তাঁর মূল বক্তব্য হল, পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারী (যথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) ও সরকারী

প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি ঘটলেও, সে প্রসার ও উন্নতি আশানুরূপ হয় নি। আশানুরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৫৭। "বাংলা বইয়ের আখ্যাপত্র : ইতিবৃত্ত ও সমীক্ষা", ঊনবিংশী, আষাঢ়, ১৩৮৮ [১৯৮১], পৃঃ ৫৫—৭২

বাংলা বইয়ের আখ্যাপত্রের ইতিবৃত্ত রচনা লেখাটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে বিলিতি বইয়ের আখ্যাপত্রের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও লেখাটিতে পরিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন পুঁথির পুষ্পিকা থেকে আখ্যাপত্রের উদ্ভব, বাংলা আখ্যাপত্রের নানা অবস্থা ও বৈচিত্র্য তথা হাল-আমলের তথ্যবহুল আখ্যাপত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় ঘথার্থ হয়ে উঠেছে লেখকের এই উক্তি : "পুরোনো পুষ্পিকা ও আখ্যাপত্রের ভণিতায় আমরা পাই নানা বৈচিত্র্য ও সরসতা এবং তার মধ্যে অনুভব করি মুদ্রক-লেখক-প্রকাশকের উপস্থিতি। আধুনিক আখ্যাপত্রে এই প্রাণিযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত। উপযোগিতার আবির্ভাবে উপভোগ্যতা তিরোহিত।"

৫৮। "অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (১৯০২—১৯৮৩)" গ্রন্থাগার, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১ [১৯৮৪], পৃঃ ৬০—৬৩

প্রবন্ধটি স্মৃতিচারণমূলক রচনা। সুপণ্ডিত ও হৃদ তথ্য বিশারদ অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা-কর্মজীবন, তথা সাহিত্যকর্ম, বিশেষতঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা বিবৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে বিবৃত হয়েছে অমূল্যধনের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের পরিচয়ের ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে অমূল্যধনের যোগাযোগ এবং গ্রন্থাগারিকের প্রকৃত ভূমিকা ও কাজ সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণার কথা।

৫৯। "রবীন্দ্রদৃষ্টিতে লাইব্রেরী", গ্রন্থাগার, বৈশাখ, ১৩৯৩ [১৯৮৬], পৃঃ ক ৪—ক ৭

১৩৬৮ বৈশাখ সংখ্যার গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার পুর্নমুদ্রণ।

৬০। "গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান", নিবোধত, পৌষ, ১৩৯৪ [১৯৮৮], পৃঃ ১৯৯—২০৩

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষিত সাধারণের অস্পষ্ট ধারনাপ্রসূত অনীহা ও অবজ্ঞার ভাবকে দূরীভূত করতে উক্ত বিষয়টির স্বরূপ, সম্যক পরিচয়, সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা অতি সরল ও সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৬১। "গবেষণা ও তথ্য-উৎস", গ্রন্থাগার, ফাল্গুন, ১৩৯৬ [১৯৯০], পৃঃ ২৬৫-২৭২

গবেষণা সম্পর্কে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। গবেষণা বলতে কী বোঝায়, এবং গবেষণাকে সহজসাধ্য ও সফল করে তুলতে তথ্য-উৎস সম্পর্কে যে ধারণা থাকা দরকার তার একটা স্পষ্ট নির্দেশ লেখাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গবেষণা পদ্ধতির প্রকারভেদের কথাও আলোচিত হয়েছে। তথ্য, উপায় ও জ্ঞান এবং বিজ্ঞতা— এই শব্দগুলির সংজ্ঞা ও অর্থগত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখাটির গুরুত্বকে সমধিক বর্দ্ধিত করেছে।

৬২। "রঙ্গনাথন সান্নিধ্যে কয়েক মাস", গ্রন্থাগার, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ [১৯৯৩], পৃঃ ২৯-৩৮

১৯৪৬-৪৭ সালে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-গ্রন্থাগারিকের কাজ করার সুবাদে রঙ্গনাথনের সংস্পর্শে আসেন বর্তমান প্রবন্ধ লেখক। রঙ্গনাথন তখন ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক তথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-শিক্ষা বিভাগের প্রধান। রঙ্গনাথনের সান্নিধ্যে আসার যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা ডঃ গুহদেদার দিয়েছেন তা থেকে রঙ্গনাথনের কিছু অজানা পরিচয় আমরা জানতে পারি।

পত্র-পত্রিকাভুক্ত রচনা (ইংরাজী)

৬৩। "Sargent's Report and Libraries", Amrita Bazar Partika (Northern Indian Edition, Allahabad), Nov. (?), 1944

যুদ্ধোত্তর ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিৎ সে

সম্পর্কে জন সার্জেন্ট একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার যে অত্যন্ত অভাব দেখা যায়, তারই প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ আছে এই রচনায়। এখানে উল্লেখ্য, লেখক তখন সদ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা নিয়ে গ্রন্থাগারের কাজে যোগ দিয়েছেন। তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর। তখন থেকেই যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার গভীরতা ও উৎকর্ষ প্রকাশ পায় তার স্বাক্ষর দেখি এই রচনায়।

৬৪। "Managing the Newspapers", the Modern Librarian Jan.—Mar, 1945. P. 11—13

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিখিত এই লেখায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সংবাদপত্র সংরক্ষণের আবশ্যকতা এবং সংবাদপত্রের যথাযথ ব্যবহারের পক্ষে সংবাদপত্র-সূচী প্রণয়নের অপরিহার্যতা তথা সংরক্ষণের সুবিধার জন্য সংবাদপত্রের পাতাগুলি micro-film করে রাখার পরিকল্পনার কথা বিশদ করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সংবাদপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে এই ধরণের চিন্তা গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে লেখকের গভীর অনুভব সূচীত করে।

৬৫। "Libraries in Muslim India", the Modern Librarian, April-June, 1945. P. 57—59

স্বল্প পরিসরে এই লেখায় মুসলমান শাসনের অধীন ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে সংক্ষিপ্তভাবে সে যুগের গ্রন্থাগারের সঙ্গে এ যুগের গ্রন্থাগারের সার্থকা সহজেই প্রতিভাত হয়েছে।

৬৬। "Library Cataloguing by C.C. Code", Indian Librarian, June, 1942. P. 22—25

এই লেখায় রঙ্গনাথন উদ্ভাবিত classified catalogue code সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই code প্রস্তুত বর্গীকৃত গ্রন্থতালিকার সঙ্গে সু-প্রচলিত জনপ্রিয় dictionary catalogue-এর তুলনামূলক আলোচনা করে C.C. Code-এর সুবিধাগুলি দেখানোই লেখাটির মুখ্য উদ্দেশ্য। সূচীর কাজ যাঁরা করবেন তাদের দিক থেকে এবং পাঠকদের বা ব্যবহারকারীদের দিক থেকে C.C. Code অবলম্বনে তালিকা প্রণয়নের উপযোগিতা ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৬৭। "Role of Libraries in a Welfare State", Hindusthan Standard, Dec. 24, 1958

বিশ্বমৈত্রীর উপাসক ও বিশ্বপর্যটক হিসেবে খ্যাতিমান হ্যারল্ড ওয়েনডেল ইঙ্গ্রাম রাশিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সাইবেরিয়ার একটা সদ্য গড়ে ওঠা ছোট্ট নগরে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি ঐ শহরের কী দেখতে চান। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে যদি কোন গ্রন্থাগার সেখানে থাকে তো তিনি তাই দেখতে চান। প্রবন্ধের সূচনায় এই ঘটনার উল্লেখ করে লেখক গ্রন্থাগারের প্রকৃত মূল্য এবং জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় তার অপরিহার্য ভূমিকার কথা বিশদ করেছেন। আদর্শ হিসেবে ব্রিটেনের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

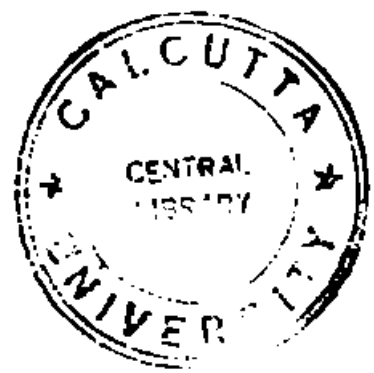

FORM—IV

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্যবিষয় প্রকাশিত হল :

১।	পত্রিকার	: গ্রন্থাগার
২।	পত্রিকার ভাষা	: বাংলা ইংরেজী
৩।	প্রকাশের স্থান	: পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-৭০০ ০১৪
৪।	প্রকাশের কাল	মাসিক
৫।	মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	: ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি. আই. টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-৭০০ ০১৪
৬।	প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	: ঐ
৭।	সম্পাদকের নাম	: অরুণ রায়, ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২ কলিকাতা-৭০০ ০১৪

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এত দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তাং—২।৩।১৯৯৬

স্বাক্ষর: সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 7 October-November 1997

CONTENTS

PAGE

Editorial 1—2

Kankan Sarkar
Handling of Peridocials in Univercity Libraries 3

Barunkumar Chattopadhyaya
Librarian and Tagore Researcher Dr. Adityakumar Ohdedar : An Annotated Bibliography 10

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005.
Editor : Arun Ray.

(-137 12-3 Central Lib

ISSN 0017-3243

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : অরুণ রায় | অগ্রহায়ণ, ১৪০৪

সূচী

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১—২
বঙ্কিমকুমার চট্টোপাধ্যায়	
গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্র গবেষক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার :	
গ্রন্থপঞ্জী	৩—৮
পরিষদের হুগলী জেলা কমিটির সভাপতি কমল চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত	৯—১৩
প্রয়াত ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা	১৪
জেলা সংবাদ	১৫—২১
English Abstracts	২২—২৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৮, সম্পাদক : অরুণ রায় অগ্রহায়ন, ১৪০৪

সম্পাদকীয়

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ জীবনাবসান হয়। বিগত পাঁচ দশক ধরে সৌরেন্দ্রমোহন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও পরিষেবার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে, গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব, কর্মসচিব। গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। জীবনাবসানের সময় তিনি ছিলেন পরিষদের সভাপতি। ৫০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির গুরুদায়িত্ব-ভার গ্রহণ করে তিনি মননশীল অভিভাষণ দেন। পরিষদের ভবন নির্মাণ, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা এবং তার মান উন্নয়ন করা, পরিষদের বহুমুখী কর্মধারা পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

প্রয়াত সৌরেন্দ্রমোহন রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার-সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনের নির্দেশ অনুযায়ী সৃষ্ট রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ-এর সূত্রপাত থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। রাজ্য গ্রন্থ নির্বাচন কমিটির সভাপতির দায়িত্বভারও সৌরেন্দ্রমোহনের উপর অর্পিত হয়েছিল।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। কর্মজীবনে তিনি কালকাটা

ক্লাবের গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইব্রেরী গ্রান্ট ইনস্পেক্টর, মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারিক এবং সর্বশেষ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের দায়িত্বভারও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। সর্বত্রই তিনি একজন আদর্শ গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক হিসাবে সমাদৃত হন।

বিগত দুই দশক ধরে তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ্ স্পেশাল লাইব্রেরীজ্ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারের (ইয়াসলিকের) কর্মসচিব হিসাবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত অর্থে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি।

প্রয়াত সৌরেন্দ্রমোহন ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হন। ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মঞ্চ হিসাবে যে জয়েন্ট কাউন্সিল অব্ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনস অব ইণ্ডিয়া (জকলাই) গড়ে উঠে, তিনি ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁর আর্থিক অনুদানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়াসলিক গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ও পরিষেবাকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে তিনি বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে (১৯৭৮) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সূত্রে তিনি পূর্ব জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন ও মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হন। "পুরোগামী" পত্রিকা পরিচালনায় তাঁর অবদান স্মরণীয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পি. এইচ. ডি. থিসিসের বিষয়বস্তুও ছিল মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা।

পেশাগত বিদ্যাচর্চা ছাড়াও তাঁর সংস্কার মুক্ত অনুসন্ধিৎসু মন সতত বিচরণ করেছে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিদ্যার অঙ্গনে। সৌরেন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহ দেখে তাঁর চিন্তার সর্বগামিতা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর রচিত মূল্যবান কয়েকটি গ্রন্থ হল : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা; লেফ্‌টিজম ইন ইণ্ডিয়া; এম. এন. রায় অ্যান্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স; এম. এন. রায় : অ্যান অন্যোটেটেড বিবলিওগ্রাফি; সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইন; সমাজ ও গ্রন্থাগার; মৃত্যুঞ্জয়ী; রাজনীতির অভিধান ইত্যাদি।

সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, নিখরচে সাধারণ গ্রন্থাগার, শিশু ও কিশোরদের পাঠাভ্যাস ও মানসিক উন্নয়ন, গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য পরিষেবা সংগঠিত করা প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা ভাবনায় তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখতেন। সাক্ষরতা, বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সমাধানও তাঁর চিন্তার প্রধান উপজীব্য ছিল। তাই গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন ও জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে সৌরেন্দ্রমোহনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।

গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্র গবেষক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার
সটীক রচনাপঞ্জী

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৬৮. "Books and the Present Society." Souvenir. Nationalistic literature exhibition, 8th May to 14th May, 1968, Calcutta, West Bengal Pradesh Congress committee, 1968. P. 5—7.

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বই-এর গুরুত্ব, সমাজে বই-এর প্রয়োজন মেটাতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন, অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের বই উৎপাদনের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের দেশের দুরবস্থা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা, জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে বা কতখানি সহায়ক তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

৬৯. "The Library profession in India : Its Status and Responsibilities." IASLIC Symposia, 1969. Special Publication No. 12.

পেশা কী, গ্রন্থাগারিকের কাজ পেশার অন্তর্ভুক্ত কিনা, ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব এবং এ ব্যাপারে রঙ্গনাথনের বক্তব্য ও প্রভাব—ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই লেখায়। বিষয়গুলিকে ঠিক-মতো উপস্থাপনের জন্য অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগারিকদের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা লেখাটিকে তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলেছে।

৭০. "Modern Library and Information Services", Educational miscellany (Special Issue), June 1973—Dec. 1975. P. 22—27.

আধুনিক গ্রন্থাগার বলতে কি বোঝায় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কি, গ্রন্থাগারিকের নিকট হতে কি ধরণের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, গ্রন্থাগার সেবায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি সকল শ্রেণীর পাঠকদের কাছেই আধুনিক গ্রন্থাগার এবং তথ্য পরিষেবার উপযোগিতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সহায়ক হবে।

৭১. "Growth of libraries in Calcutta in the Nineteenth Century", Librarian (organ of the Department of Library and Information Science, Jadavpur University),IASLIC Bulletin. Vol. January, 1984. P. 24—30.

উনিশ শতকে কলকাতার বিভিন্ন ধরণের সাধারণ তথা সরকারী বেসরকারী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানভুক্ত গ্রন্থাগারের উদ্ভব ও বিকাশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির বিশেষ আকর্ষণ, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি নতুন ধরণের গ্রন্থাগার গড়ে তোলার উদ্যোগের কথা ও সেই উপলক্ষে স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তৎকালীন কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিবৃত্তমূলক ভাষণের উল্লেখ ও তার সংক্ষিপ্ত সার। উক্ত প্রস্তাবিত নতুন ধরণের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্র সংগ্রহ গড়ে তোলা। কিন্তু এই উদ্যোগ স্থায়ী রূপ নিতে পারেনি।

৭২. "Library Ethics" Annals of Library Literature (Pub. by the Dept. of Library and

Information Science V. U. ; Midnapur), 1987. P. 11—14

গ্রন্থাগার পেশার ethics বা নৈতিক আচরণ-বিধি সম্পর্কিত আলোচনা। 'Ethics' এবং 'profession'—এই দুটি শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং পেশা সম্পর্কিত নৈতিক দায়িত্বের পাঁচটি দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা একজন গ্রন্থাগারিকের জানা প্রয়োজন ও সেই মতো আচরণ করা প্রয়োজন। আলোচনার সিদ্ধান্ত—গ্রন্থাগার পেশার নৈতিক আচরণবিধি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পাঠ্য-বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ।

৭৩. "Library Development in Calcutta, 1700—1900," IASLIC Bulletin, March, 1992. P. 1—14.

লেখাটিতে খ্রীঃ ১৭০০—১৭৫৭ সাল, ১৭৫৮—১৮০০ সাল, ১৮০০—১৮৫৭ সাল এবং ১৮৫৮—১৯০০ সাল এই চারটি পর্যায়ে কলিকাতায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে স্থাপিত বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি যথা এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪), ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৩৬), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) হিন্দু কলেজ (১৮১৭), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৮৯৩), গ্রন্থাগারগুলির তৎকালীন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ১৮৬৭ সালের প্রেস এ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ্ বুকস এ্যাক্ট সম্পর্কিত তথ্য এই লেখার অন্যতম আকর্ষণ।

৭৪. "Study and Research on Ranganathan", IASLIC Bulletin, Sept. 1992. P. 145—159.

এই লেখায় রঙ্গনাথন সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং গবেষণার বিভিন্ন সম্ভাব্য দিকগুলির ইঙ্গিত দিয়েছেন। মোটা-মুটিভাবে এই ইঙ্গিত তিনটি দিকে নির্দেশিত হয়েছে—(১) রঙ্গনাথনের কর্মকান্ড (২) তাঁর জীবনের ধারা ও কীর্তি এবং (৩) তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব। এই বিষয়-গুলির শাখা-প্রশাখা বহু এবং ব্যাপক। এগুলির উপর কাজ করতে কেবলমাত্র প্রকাশিত উৎসগুলি (Sources) নয়, অপ্রকাশিত উৎসগুলি এবং 'মৌখিক ইতিহাস' (oral History) সহ সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উৎসগুলির সন্ধান ও ব্যবহার প্রয়োজন, লেখকের প্রস্তাব : রঙ্গনাথন সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা কর্মের সহায়তাকল্পে একটি রঙ্গনাথন সংগ্রহশালা গঠন করা দরকার। সেখানে রঙ্গনাথন বিষয়ক সর্বপ্রকার গ্রন্থাদি, অভিলেখ ও তথ্য-উৎস সংগৃহীত ও সুরক্ষিত থাকবে। কি কি শ্রেণীর উপাদান এই সংগ্রহশালায় থাকবে তার সম্যক উল্লেখও করা হয়েছে।

পুস্তক সমালোচনা (বাংলা)

৭৫. "গ্রন্থ সমালোচনা" (Manual of Reference work by Ajit Kumar Mukherjee, Calcutta, The World Press, 1957) গ্রন্থাগার, ফাল্গুন, ১৩৬৩ [১৯৫৭], পৃ. ২৭৮—২৮০।

যতদূর সন্ধান করা গেছে তাতে মনে হয় ডঃ ওহদেদার কৃত গ্রন্থ-সমালোচনার সূত্রপাত সূচিত করছে এই রচনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম যুগের ভারতীয় লেখক হিসেবে অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অবদান যথাযথ স্বীকার করে সমালোচ্য ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তুর বিপুল গুরুত্ব ও বিস্তার প্রতিফলিত হয়নি—এই ত্রুটি তথা অন্যান্য তথ্যঘটিত ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৬. "পুস্তক আলোচনা" (Encyclopedia of Library and Information Science, ed. by Allen Kent and Harold Lancour. N.Y., Marcel Dekker, 1968—.) গ্রন্থাগার, ভাদ্র, ১৩৮০ [১৯৭৬] পৃ. ১৩১—১৪১।

সমালোচ্য মহাকোষটির অভিনবত্ব ও গুরুত্ব-এর কথা বিশদভাবে করা হয়েছে। মহাকোষটির ত্রুটি হিসেবে বলা হয়েছে যে এতে আমেরিকা সম্পর্কিত তথ্যের আধিক্য দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতিরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই মহাকোষে ভারত সম্পর্কিত তথ্যভুক্তির একটা লক্ষণীয় জরিপ করা হয়েছে।

৭৭. "পুস্তক আলোচনা", (Library Scene in Calcutta ; Seminar on the occasion of the 100th meeting of the IASLIC Study Circles. Feb. 26—27, 1977. ed. by S. K. Kapoor. Calcutta, IASLIC, 1977), গ্রন্থাগার, আষাঢ়, ১৩৮৫ [১৯৭৮], পৃ. ৪৭২—৪৭৩।

কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাপ্তব্য চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস আছে সমালোচ্য গ্রন্থভুক্ত সতেরোটি প্রবন্ধে। বর্তমান সমালোচকের মতে এই প্রবন্ধগুলিতে তথ্য সমাবেশ ও বিবৃতির দিকে মোটামুটি মনোযোগ দেখা যায়, কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার প্রতি কোনো খেয়াল নেই বললেই চলে। তাঁর অভিমত, ইন্ডাসলিক (IASLIC) যখন বিশেষ গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠান তখন তার আহূত আলোচনাচক্রে আলোচনার বিষয়, পরিধি কলকাতার বিশেষ বিশেষ বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্র হলেই ভালো হত। এবং প্রবন্ধগুলি উক্ত গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্র সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতির একটা বিশ্লেষাত্মক সমীক্ষার আধার হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

৭৮. "গ্রন্থ সমালোচনা" (বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা, প্রথম খণ্ড, ১৭৪৩ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ, বসন্তমোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা, (এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ), গ্রন্থাগার, পৌষ, ১৩৯৭ [১৯৯১], পৃঃ ২১১—২২২।

এই লেখাটিতে রেভারেণ্ড লং কৃত দুটি বাংলা গ্রন্থ-তালিকার মার্জিত ও সংশোধিত রূপ 'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা' বইটির সমালোচনা করা হয়েছে। লং সাহেবের একটি লুপ্ত তালিকা উদ্ধার করে এবং তাঁর দুটি তালিকার সংস্কার ও ফাঁক-ফোকর ভরাট করতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য যে পরিশ্রম করেছেন তার স্বীকৃতি যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি সম্পাদনার ত্রুটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ ওহদেদারের ভাষায়—প্রস্তুত তালিকাটিতে নানা বিন্যাস ও সূচী দেখতে পাই। কিন্তু পাই না সবচেয়ে প্রয়োজন-সাধক বিন্যাস ও সূচি। ফলে এ তালিকায় পাই না প্রাচীন বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির কালানুক্রমিক বিকাশের রূপরেখা, পাই না পত্র পত্রিকা ও সংবাদপত্রের একত্র উল্লেখ।"

পুস্তক সমালোচনা (ইংরাজী)

৭৯. "Hours in a Library", The Sunday Statesman (Misceilany 13), Feb. 9, 1992.

P. N. Kaula সম্পাদিত A Librarian Looks Back : An Autobiography of Dr. S. R. Ranganathan বইটির মূল্যায়ন এই লেখাটিতে করা হয়েছে। গ্রন্থটি আসলে রঙ্গনাথনের আত্মজীবনী, রঙ্গনাথন-শিষ্য কাউলার সম্পাদনায় এই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। তাই ডঃ ওহদেদারের মূল্যায়ন মূলত উক্ত আত্মজীবনীকে অবলম্বন করে। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস চর্চায় অপরিহার্য ও পরম মূল্যবান এই গ্রন্থের সম্পাদনায় ও তথা পরিবেশনে দুটি বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

[দ্বিতীয় ভাগ]

(ক) পুস্তক

বাংলা :

৮০. রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা। কলিকাতা, এলাহেন্ট বুক হাউস, ১৩৬৬ [1959], ৩২১ পৃ.—, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলিকাতা, প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩। ২৯২ পৃ.

"...রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবির রচনারম্ভ কাল থেকে ১৩৬০ সাল পর্যন্ত যত সমালোচনা হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের লেখক তার একটি ইতিহাস রচনা করেছেন। এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজটি এতদিন বাকি ছিল।...এই ধারাবিবরণ প্রায় উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য।..."

—আনন্দবাজার পত্রিকা

"...বইটি এমন অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠা ও উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এমন পরিচ্ছন্ন সুন্দর ভাষায় লেখা যে এ লেখককে আন্তরিক সাধুবাদ দেবেন সবাই।..."

—যুগান্তর

"...যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনামূলক বাংলা রচনার পূর্ণ বিবরণ এক সঙ্গে বিধৃত দেখতে চান তাঁদের নিকট এ গ্রন্থ অপূর্ব তথ্যের খনি স্বরূপ।..."

—শনিবারের চিঠি

"...বাংলাদেশে ঠিক এই ধরণের গ্রন্থ এই প্রথম। এ জন্য গ্রন্থকার আদিত্য ওহুদেদার আমাদের ধন্যবাদার্হ।..."

—মাসিক বসুমতী

"...প্রথমত পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের কাজ, তারপর বিচার ও রস-সমীক্ষার কাজ, একই লোক একসঙ্গে দুই কাজ সাধারণত করতে পারেন না। শ্রীযুক্ত ওহুদেদার তা সার্থকভাবে করতে পেরেছেন।..."

—পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

"...তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ মিল হয়ত হবে না, তবু নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক দৃষ্টির প্রশংসা আমরা করব।..."

—দেশ

"...বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণে বিষয়-পরিধি অপরিবর্তিত রেখে অনেক নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।..."

৮১. রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক। কলিকাতা, এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ১৯৫৯। ১৫৯ পৃ.

"বর্তমান গ্রন্থেও তিনি তাঁর পূর্ণ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বরং বলব বর্তমান গ্রন্থে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ে অনালোচিত কয়েকটি প্রসঙ্গে আলোকপাত করে। তাঁর বিশ্লেষণে, তাঁর সংগ্রহে যে তথ্য বহনের চেষ্টা অন্য দ্বারা তাঁর নবতর দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়।"

—দেশ, ২০ এপ্রিল, ১৯৬০।

"এগারটি বিভিন্ন নিবন্ধ আছে এই গ্রন্থে।...লেখকের একটি বিশেষ স্টাইল ব্যতীত প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে বক্তব্যের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।"

—দৈনিক বসুমতী, রবিবার, ১৮ পৌষ ১৩৬৬।

৮২. সমালোচক রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, এডভান্সড বুক হাউস, ১৩৬৮ [১৯৬১]। ২০২ পৃ.

"এই গ্রন্থে সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ হিসেবেই ধরা হয়েছে। সেই কারণে গ্রন্থের বক্তব্যবস্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যেই সীমিত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই বিশেষ আলোচনা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সম্ভবত এই প্রথম।"

—মুখবন্ধ।

৮৩. রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মেষ। কলিকাতা, বাসন্তী লাইব্রেরী, ১৯৮২। ২৪০ পৃ.

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা চর্চার আরম্ভ কাল থেকে মানসী পর্যন্ত যে কবিকৃতি তার সম্যক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে রবীন্দ্র প্রতিভার ভিত্তিভূমি ও গতি-প্রকৃতির হদিশ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে বেশ কিছু নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, এবং কিছু বহুপ্রচলিত তথ্য-প্রমাদের নিরসনও করা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ মে, ১৯৮৩) এই গ্রন্থের সমালোচনায় অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন,—"এ গ্রন্থের প্রধান গুণ হল একটি নির্ব্যক্তিক তথ্যাশ্রয়ী মনোভাব এবং তারই সঙ্গে কাব্য সম্বন্ধে যথার্থ সূক্ষ্ম বোধ। আর আছে তৎকালীন সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসে প্রকৃত অধিকার এবং সেই ইতিহাসের সার্থক ব্যবহার। এসব গুণ থাকায়—গ্রন্থটি রবীন্দ্রচর্চা গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে থাকবে।"

৮৪. রবীন্দ্র বিদ্রূপ ইতিবৃত্ত। কলিকাতা, বাসন্তী লাইব্রেরী, ১৯৮৬, ১৫৬ পৃ.—দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা, বোনা, ১৯৯৭, ১৫৬ পৃ.

এই গ্রন্থে ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯১ বঙ্গাব্দ—এই একশো বছরের রবীন্দ্র—বিদ্বিষ্ট সমালোচনার একটা ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আজকাল প্রভৃতি কাগজে বইটি

উচ্চ প্রশংসিত হয়। তার মধ্যে যুগান্তর (২ ডিসেম্বর, ১৯৮৬)-এর মন্তব্য : "রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জয়ন্তী-উৎসবে ...ডঃ ওহদেদার যে অসামান্য গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন, তা এই বছরের রবীন্দ্র গবেষণা ক্ষেত্রে একটি মহতী কীর্তি' বলে রবীন্দ্র গবেষকদের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানাই।"

"দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের বিষয়-পরিধির কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।...তবে কিছু ফাঁক-ফোকর ভরাট করা হয়েছে, নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে।"

—দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

৮৫. রবীন্দ্র রম্যকথা। কলিকাতা, প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬, ১২৬ পৃ.

"বাংলা ও ইংরেজি—উভয় ভাষাতেই নানা ধরণের গ্রন্থ রচনায় সমান পারদর্শী শ্রী ওহদেদার আলোচ্য 'রবীন্দ্র রম্যকথা' গ্রন্থেও নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছেন। গ্রন্থটি লেখকের একাধিক সাময়িকীতে প্রকাশিত বারোটি সুখপাঠ্য রচনার সংকলন। এ গুলি রবীন্দ্রনাথের বালক বয়স থেকে একেবারে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব জীবনকথার বহু বিচিত্র ঘটনার অ্যালবাম। রচনাগুলি হালকা ও গম্ভীর ঘটনার সরস বিশ্লেষণ।...বারবার পড়তে ইচ্ছে করে, এমনই প্রসাদ-গুণে সমৃদ্ধ এই লেখকের রচনাধর্ম।"

— গণশক্তি, রবিবার, ৫মে ১৯৯৬

(খ) পত্র-পত্রিকাভুক্ত রচনা

বাংলা

৮৬. "ইয়েট্‌স—রবীন্দ্রনাথ সংবাদ", প্রবাসী, ১৩৬২ [1955], পৃ. ১৫৯—১৬৩

একদা রবীন্দ্রনাথের প্রবলতম অনুরাগী কবি ইয়েট্‌স পরবর্তীকালে ১৯০০-এর দশকে রবীন্দ্র-বিরাগীতে পরিণত হন। এবং ড্যাম টেগোর! বলে মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি জানেন না ও তিনি শুধু ভাবালুতার জঞ্জাল সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েট্‌সের এই বিরূপতার কথা ডঃ ওহদেদার যেমন প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন তেমনি তিনিই প্রথম এই বিরূপতার কারণের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

৮৭. "চোখের বালির বিনোদিনী", গাঙ্গেয়, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬২ [1955], পৃ. ১৯৫—২০০

চোখের বালির 'বিনোদিনী-চরিত্র' ঠিকভাবে অঙ্কিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথ নাকি বিনোদিনীকে নিয়ে শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। বিনোদিনীর পরিণতি নাকি অভাবনীয়, অস্বাভাবিক; রবীন্দ্র সমালোচকদের এই মতের বিপরীত মত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে যে বিনোদিনী চরিত্র যেভাবে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন তাতে বিনোদিনী চরিত্র স্বাভাবিক, এবং তার পরিণতিতেও অভাবনীয় কিছু নেই।

৮৮. "হাসির ভাষ্যে বার্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ", দেশ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ [May 1957]। পৃ. ৩৭৮-৩৮০

আমরা কেন হাসি, সে সম্পর্কে ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ-এর তত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব একই সময়ে প্রকাশিত হয়—উভয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। অথচ এই দুই তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এক আশ্চর্য মিল। নিপুণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এই মিল উদ্‌ঘাটন করেছেন ডঃ ওহদেদার, এবং মন্তব্য করেছেন—মনীষীদের চিন্তা সময়ে সময়ে একই খাতে বয়।

৮৯. "কাবানাট্য ও রবীন্দ্রনাথ", গাঙ্গেয়, বঙ্গসংস্কৃতি সংখ্যা, ১৩৬৪ [1957], পৃ. ২০৪-২১০

এই মৌলিকচিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধে আছে 'কাবানাট্য'র সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়, এবং তার আলোকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, নরকবাস প্রভৃতি রচনাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ। কাবানাট্য যে নাটকের একটা নতুন রূপ, বাংলাসাহিত্য-আলোচনার সে কথার উত্থাপন ডঃ ওহদেদারই প্রথম করেন। পরবর্তীকালে উক্ত রচনাগুলিকে নাটক হিসেবেই শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

৯০. "চোখের বালি ও উমা", রবিবারের যুগান্তর ২৫মে ১৯৫৮।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ক্ষুদ্র-কলেবর উপন্যাস

'উমা'-র থেকে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসটি চুরি করা হয়েছে, এমন অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগ, ওঠার কারণ ও এ-অভিযোগের অসারতা, ভিত্তিহীনতা তথ্য ও যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা হয়েছে।

১১. "রবীন্দ্র সাহিত্য ও বিজ্ঞান", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫ [1958], পৃ. ১৩৪-১৪৫ —লোক-সেবক, ১৭, ২৪ এপ্রিল ও ১মে ১৯৫৮।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা ও রবীন্দ্র সাহিত্যে তার প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এমন আলোচনা ডঃ ওহদেদারই সম্ভবত প্রথম করেন। 'লোকসেবক' সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রবন্ধটি তিন কিস্তিতে পুনর্মুদ্রিত করেন।

১২. "রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে 'কল্পনা'," প্রবন্ধ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৬৮ [1961]।

সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে কল্পনা। এই 'কল্পনা' বলতে কী বুঝব, কী তার স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তায় এই প্রশ্নের যে উত্তর নিহিত আছে, তারই উদ্‌ঘাটন আছে এই প্রবন্ধে।

১৩. "অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ", প্রবন্ধ পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৮ [1961]। পৃ. ১১৬-১২৫

"বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পায় অনুবাদ মারফৎ। কিন্তু অনুবাদই আবার বিদেশে রবীন্দ্র নাথের কবি-খ্যাতিকে ম্লান করেছে। অনুবাদকে অবলম্বন করে বিদেশে কবি-খ্যাতির এই ওঠা-পড়ার আলোচনাই হল বক্ষ্যমান প্রবন্ধের বিষয়।"

—লেখক

১৪. "রবীন্দ্র পরিচয়-গ্রন্থের আদিপর্ব", শারদীয় দুর্গাংক, ১৩৬৮ [1961]। পৃ. ১১৭-২০০

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' বইটির পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে' কয়েকটি বই বেরিয়েছিল। এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করে সেইগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

১৫. "কবিজীবনে কাদম্বরী", প্রবন্ধ পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৬৮ [1962], পৃ. ১২-২৩

কাদম্বরী দেবী, রবীন্দ্রনাথের "নতুন বৌঠান" ছিলেন রবীন্দ্র-অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী। কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথ হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়েন, এই অপবাদ তথ্য প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে, এবং সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে কাদম্বরী-রবীন্দ্র সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ।

১৬. "রবীন্দ্র-খিরেফ কথা", অমৃত, ২২ বৈশাখ, ১৩৭৩ [1966]। পৃ. ৮-১০

বাল্যকালে লেখা একটা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'খিরেফ' কথাটি ব্যবহার করেন। কবিতাটি শুনে নবগোপাল মিত্র (ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক) কিঞ্চিৎ হেসে জিজ্ঞেস করেন 'খিরেফ'-এর মানে কী? নাবালক কবি হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বহু দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু 'খিরেফ' কথাটি আর ব্যবহার করেন নি—সে কি নবগোপাল মিত্রের তির্যক সমালোচনার দরুণ? রবীন্দ্র কবিজীবনের এই রহস্যময় প্রশ্ন সুচীমুখ হয়ে উঠেছে ডঃ ওহদেদারের প্রবন্ধটিতে।

১৭. "রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম", নর-নারী, শারদীয় ১৩৭০ [1966], পৃ. ৮৭৭-৮৮২

রবীন্দ্রকাব্যের প্রেম কী রূপে বিরাজিত আছে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

১৮. "রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গ'", জাগৃহি, আশ্বিন ১৩৭৪ [1967], পৃ. ১২-১৮।

এই বিশিষ্ট প্রবন্ধের বক্তব্য : ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক। যদিও এই গ্রন্থ কবির অচলিত রচনা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উপরোক্ত রচনায় যুক্তিসহকারে দেখানো হয়েছে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও নিজস্ব মহিমা—'বিবিধ প্রসঙ্গ'-তেই বাংলা সাহিত্যের খাঁটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ প্রথম পদ সঞ্চার করেছে।

[ক্রমশ]

পরিষদের হুগলী জেলা কমিটির সভাপতি কমল চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ১৯৯৭ কমল চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটেছে। বার্ধক্যজনিত স্নায়ুরোগে আক্রান্ত প্রয়াত চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ রোগ ভোগের পর দুপুর ২টায় চন্দননগরের নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বৎসর।

কোচবিহারে ১৯১৭ সালের ৩রা মার্চ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে বাবার অকাল মৃত্যুর পর চট্টোপাধ্যায় পরিবার অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পড়েন। প্রয়াত চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পোর্ট কমিশনার্স অফিসে এই সময় একটি চাকুরি সংগ্রহে সমর্থ হন ও তাঁরা কোচবিহারের আবাস ছেড়ে চন্দননগরে বসবাস শুরু করেন। ১৯২৬ সালে কমল চট্টোপাধ্যায় ডুপ্লে স্কুলে, অধুনা কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি লক্ষ্য করতেন বাড়িতে তাঁর দাদারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নানা কথাবার্তা বলছেন। বিশেষ করে এক দাদা ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কথাবার্তা তাঁকে খুব প্রভাবিত করত। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে চুঁচুড়ায় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রথম মিছিলে পা মেলান চট্টোপাধ্যায়, তারপর দীর্ঘজীবনে অজস্র মিছিল করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৩৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী তিনি কয়েকজন সহপাঠির সহায়তায় স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৩৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন তিনি। ১৯৩৬ সালে কমল চট্টোপাধ্যায় মুজফ্ফর আহমেদের সংস্পর্শে আসেন।

তারপর ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

প্রয়াত চট্টোপাধ্যায়ের জীবন দীর্ঘ সংগ্রামী সত্তার একটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। দেশ স্বাধীন হবার পর তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তার হন। জেলে পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে ৫০ দিন অনশন করেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সাক্ষরতা আন্দোলন সহ অসংখ্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। মৃত্যুর সময়ে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন, রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদেরও সদস্য ছিলেন।

প্রয়াত কমল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের কাছে কমলদা। কমলদা আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে বলতেন যে হুগলীর এমন কোন গ্রন্থাগার নেই যে গ্রন্থাগারে তিনি যাননি বা যা তিনি ব্যবহার করেন নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রে কমলদাকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে অনেক গুরু দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হতো, কিন্তু যখন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সভাগুলিতে তিনি আসতেন, তখন দীর্ঘদেহী, ক্ষীণতনু মানুষটি তাঁর ঋজুনিষ্ঠ সুচিন্তিত বক্তব্য আমাদের চিন্তাকেও আলোকিত করত।

আজ কমলদা আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর আরব্ধ কার্যাবলী সম্পন্ন করার দায়ীত্ব নিতে হবে আমাদের।

(এই সঙ্গে হুগলী জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও হুগলী জেলার পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন ১৪ ই সেপ্টেম্বর' ১৭'তে স্মরণ সভার

আয়োজন করেন তারও প্রতিবেদন দেওয়া হলো।—সম্পাদক)

প্রয়াত কমল চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সম্পাদক অশোক রায়ের প্রস্তাবে ও পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক রামপদ পালের সমর্থনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা সভাপতি অনিল দত্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

সভাপতি মহাশয় মাল্যদান করার জন্যে আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা প্রয়াত চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

এরপর শোক প্রস্তাব পাঠ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক অশোককুমার রায়।

শোক প্রস্তাব পাঠ করার পর প্রয়াত কমল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১ মিঃ নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি মহাশয় এরপর প্রয়াত কমল চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে বলার জন্য রামপদ পালকে আহ্বান জানান।

রামপদ পাল বলেন, আমরা মিলিত হয়েছি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ও গণ আন্দোলনের হুগলী জেলা ও পঃ বঙ্গের পুরোধা ব্যক্তির স্মরণে। ১৯৬৭ সালে ব্যক্তিগত ভাবে গ্রন্থাগারের কাজে যোগ দিলে ১৯৬৮ সালে গণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে। ভারতবর্ষ যখন বৃটিশের অধীন, স্বাধীনতা সংগ্রামে সারা ভারতবর্ষ উদ্বেলিত তখন তাঁর পরিবারের সকলেই বিশেষ করে তাঁর দাদা প্রয়াত ভূষার চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে হুগলী জেলার ছাত্র সংগঠনের প্রথম সম্পাদক। কলেজের ছুটির সময় তিনি ছাত্র দল নিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছেন ও পরিচালনা করেছিলেন। নেতাজী সুভাষ বোস যখন হুগলী জেলায় এসেছিলেন তখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের পূর্বে তিনি গ্রন্থাগার গুলিতে Dacse Board এর Member ছিলেন। ৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় আরামবাগ মহকুমার বহু লাইব্রেরী নষ্ট হয়েছিল। তখন উনি Dacse-র টিম করে ক্ষয় ক্ষতি খতিয়ে দেখেছিলেন। ৭১ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে LLAতে BLA এর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল সদস্য ছিলেন। সমগ্র জেলা ব্যাপী আন্দোলন ও মানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল তাঁর। উনি শুধু সংগঠন নয়—নানা প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়েছেন। আমার সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অশোককুমার গাঙ্গুলী, সম্পাদক, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী ঃ

সময় যতই বাড়ে বনস্পতি তার আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠে। বনস্পতি ফুল দেয়, ফল দেয়, পাখির কূজন দেয়, ছায়া দেয় সেইরূপ কমলদা হলেন সেই বনস্পতি। কমলদা জন্মেছিলেন সাধারণ পরিবারে। কিন্তু তারপরে যত বয়স বেড়েছে তখন আমরা বনস্পতি হিসাবে দেখেছি। কি গ্রন্থাগার আন্দোলন, কি গণ আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সাক্ষরতা আন্দোলন আমরা সবেতেই বনস্পতি হিসাবেই দেখতে পেলাম। কমলদা কখনও জেঠা-দাদু হতে পারলেন না। কমলদা সব সময়ই দাদা হয়ে থাকলেন। হুগলী জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কুমার মণীন্দ্র নাথ দেবরায়, তিনকড়ি দত্ত মহাশয়রা। অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মণীন্দ্র নাথ দেবরায়, তিনকড়ি দত্ত। তারপরই আমরা কমলদাকেই নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। বামফ্রন্ট আসার পর গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হওয়ার পর আমরা কমলদার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। কমলদা আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমরা যখনই বলেছি তখনই উনি ছুটে এসেছেন বাঁশবেড়িয়াতে। সেখানে গিয়েছি সেমিনারে, সম্মেলনে সেখানেই তাঁকে দেখেছি কমলদা আজ আমাদের মধ্যে ছবি হয়ে রয়েছেন। আমি ও গ্রন্থাগারিক পীযূষ কমলদার কাছে গিয়েছিলাম সাক্ষরতার ব্যাপারে। গ্রন্থাগারগুলিকে সাক্ষরতার সাথে যুক্ত করার কথা বলেছিলাম। কমলদা উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন তোমরাই সামিল হও। আমরা কয়েকজন

পড়ুয়াকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। কমলদা একদিন গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে আলোচনা করেছিলেন যাতে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। কি সুন্দর খুঁটিয়ে যে আলোচনা করলেন তা আমরা ভাবতে পারিনি। কমলদার অক্লান্ত পরিশ্রম বা সে বিষয়ে যে বোধ তা আমাদের আশ্চর্য লাগত। কমলদা আমাদের মধ্যে নেই। একটা কথা আছে, জীবন মানেই এইতো ছিলাম কিন্তু অফুরন্ত। আমরা কমলদাকে নিয়ে জীবনবোধের সাথে মিলিত করতে পারব তাহলেই কমলদাকে স্মরণ থাকবে।

ডঃ বীরেন দত্তঃ সহ সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা—

কমলদার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। মানুষের জীবনে অনেক অপব্যয় হয়, কিন্তু কমলদার ৮১ বছর বয়সে তা নিষ্ফলে যায়নি। আমার সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যোগ। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে কমলদার যে যোগ তা নূতন করে আপনাদের কাছে কিছু বলার নেই। কারণ কমলদাকে সকলেই জানতেন। তবুও মানুষের অনেক কিছু থাকে তা আমি বলছি যে কমলদা সকলের কাছে কমলদা ছিলেন। কমলদার কাছে যে গিয়েছেন সেই অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সকল কর্মীর সাথে কি সম্পর্ক তা কেবলমাত্র আমি নয় তা সকলের জানা। কমলদা শুধু গ্রন্থাগার নয় আরো অনেক বিষয়ে দূরদৃষ্টি দিয়ে অনেক কিছু বলতেন। ছাত্র যুব গণ আন্দোলনে, সাক্ষরতা আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনে কমলদা সারা জীবন ধরে সাধনা করে গিয়েছেন। সেই আদর্শে আমরা দীক্ষিত। দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা দীর্ঘ আন্দোলন চলার পথে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শরিক হয়েছিলেন। তার কর্মপ্রচেষ্টাগুলিতে আমরা সামান্যতম ভূমিকা পালন করতে পারলেই আমরা কমলদাকে শ্রদ্ধা বা প্রণাম জানাতে পারব, আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। কমলদার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধ্রুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় :

কমলদা বলতেন কখনো Machanical সিদ্ধান্ত নিও না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা বলতে আপনারা আরো ভিতর থেকে জানতেন। স্বাক্ষরতা আন্দোলনের সাথে কমলদা ১৯৩৯ সালে বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিকের সাথে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলতেন। সেই সময় কমলদা ছাত্র সংগঠনের হুগলী জেলা সম্পাদক। তখনকার অবিভক্ত বাংলাদেশের ২৮টি জেলার মধ্যে হুগলী জেলা অন্যতম। কমলদা, ভবানীদা, অমলদা, দয়ালদার নেতৃত্বে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সাক্ষরতা আন্দোলন চলেছিল। রাজনৈতিক নানা কারণে সাক্ষরতা আন্দোলন পর্ব থেমে যায়। ১৯৪৪ সালে ছাত্র নেতা, যুব, কৃষক, শ্রমিক আন্দোলনে কমলদার উপর সামগ্রিক ভাবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে DYFI সাক্ষরতা আন্দোলনে নামবে। সেই কমলদা বললেন যুবকদের সাথে আরো অনেক সাংগঠনিক পরিকল্পনা করতে হবে। ১৯৩২ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণের। দীনেন ভট্টাচার্যকে সভাপতি করে নিরক্ষরতা আন্দোলন শুরু করলেন। হুগলী জেলা নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রসার সমিতি নামে কমলদা একটা সংগঠন তৈরী করলেন। Challange of education—একটা দলিল। ১৯৮৮ সালে ৫ই মে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন তৈরী হল। রাজ্য ব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফল স্বরূপ LLA-তে কমলদার নির্দেশে আমাকে সাক্ষরতা আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সাক্ষরতা আন্দোলন দুটি আন্দোলন পাশাপাশি একই। কমলদা সাক্ষরতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে নানাভাবে খুঁটিয়ে চিন্তা করতেন। কমলদা ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ। কয়েকটি দুর্লভ গুণ ছিল। কমলদা কখনো মতান্তরকে মনান্তরে নিয়ে যায় নি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও কমলদার ভূমিকা অপ্রণয়নীয়। কমলদার স্মৃতি তর্পণে আমরা সৎ হব, আমরা জাতীয় আন্দোলনের পথের শরিক হব। কমলদার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।

সমর সাহা :

মধু গোস্বামীর লেখা কবিতা পাঠ করলেন।

কৃষ্ণপদ মজুমদার : কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ :

শুরুতেই কমলদার প্রতি সংগঠন ও ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কিছু টুকরো টুকরো কথা মনে আছে। উনার সাথে ৭৮ সালে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন অনঙ্গ ভট্টাচার্য মহাশয়। ভারতবর্ষে মুক্তি আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত মানুষের চিন্তায় ভাবনায় অচল, অটল ছিলেন। কমলদার সাথে একবার আরামবাগ থেকে মিটিং সেরে আসার পথে অনেক টুকরো কথা বলেছিলেন। বামফ্রন্ট আমলে আমি গ্রন্থাগার আন্দোলনে আসিনি। আমি ৩০-র দশকে বাঁশবেড়িয়াতে গিয়ে রায়, দত্ত মহাশয়ের সাথে আলোচনা করেছি। Dace-র সদস্য ও পরবর্তীকালে আজীবন LLA-র সদস্য ছিলেন। গ্রন্থাগারের আইন সংশোধনের সময় আমরা আলোচনা করেছি। P. G. Hospital-এ দেখতে গিয়েছিলাম তখন কিছু কথা বলেছিলেন। সাক্ষরতা আন্দোলনের সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মিল না হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন পিছিয়ে পড়বে। মারা যাওয়ার খবর শুনে মনে হয়েছিল পিতা পুত্রকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। গ্রন্থাগারগুলি বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিছু শিক্ষিত মানুষ গ্রন্থাগারে আসেন। বেশিরভাগ মানুষ গ্রন্থাগারের আওতার বাইরে। Non-Sponsord গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে সাক্ষরতা আন্দোলনে আপনারা (B. L. A.) বসুন। কমলদা সাক্ষরতা আন্দোলনে নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন। সারা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা আমাদের কাছে বলেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে আমরা কমলদার আদর্শ ও কাজগুলিকে বাঁচিয়ে রাখি তাহলেই আমাদের আসল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।

অনঙ্গ ভট্টাচার্য : কমলদার সাথে আমার দুভাবে পরিচয় ছিল। গণনাট্য ও গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে। গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে যোগ দেওয়ার পর প্রবীরবাবু জানালেন একজন গ্রন্থাগার অনুরাগীর নাম। তখন প্রথমেই আমার কমলদার নাম মনে আসে। তারপর মাহেশ লাইব্রেরীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি হিসাবে পেলাম। তারপর থেকে কমলদার নেতৃত্বে আমাদের জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ভালভাবে চলছিল। নানাভাবে নানারকম পরামর্শ করতে ওনার সাথে বার বার দেখা করেছি। সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য উনি সব সময় নজর দিতেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। কমলদার কথা কখনো ভুলিনি কখনো ভুলব না। আমরাও বলব কমলদা অমর রহে।

অশোক কুমার রায়, সম্পাদক, বঙ্গীয় পরিষদ, হুগলী শাখা :

কমলদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসে আমরা কতটা কাজ করতে পারব তা বিচার্য বিষয়। ৮১—৮২ সালে আমার সাথে পরিচয়। তারপর কখন কি ভাবে কমলদার সাথে জড়িয়ে গিয়েছি। কাজ করতে করতে যখন সমস্যা দেখা গিয়েছে তখন আমরা ছুটে গিয়েছি। তাঁর ব্যস্ততার মধ্যে সমস্যা শুনেছেন সমাধান করে দিয়েছেন। আমি অবাক হয়েছি। উনি এক কথায় সমাধান করে দিতেন। মাহেশ লাইব্রেরীতে সাধারণ সভায় মনে আছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, আন্দোলন নিয়ে নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। ২০শে আগষ্ট আমার সাথে শেষ দেখা। কমলদা বলতেন গ্রন্থাগার আন্দোলনকে তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দাও। আমার হাত ধরে বলেছিলেন আমি আছি। একটু বুঝেছিলাম কাজ করো, এগিয়ে নিয়ে চল। কমলদা যেটা বুঝতেন সেটা করতেন। কমলদার সাথে মতানৈক্য হয়েছে। বলতেন আপনি বীরেন বাবু, চন্দন বাবুর সাথে কথা বলুন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যতটুকু সময় দেবার প্রয়োজন তিনি দিতেন। কমলদার অসমাপ্ত কাজগুলিকে আমাদের এগিয়ে

নিয়ে যাবার জন্য শপথ নিতে হবে। উপদেশ পেয়েছি ও কাজের গতিকে বাড়িয়েছি।

নিত্যানন্দ চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক :

আমাদের অভিভাবকের স্মৃতিচারণা করছি। এই গ্রন্থাগার জগতে আসার আগে থেকে আমার পরিচয় ছিল। আমার বাসস্থান গোঘাট ব্লকে। আমি খুব কাছ থেকে কমলদাকে দেখেছি। মানুষ গড়ার কারিগড় হিসাবে আমরা উনাকে দেখেছি। উনার পরামর্শগুলি আমরা আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করতাম। এর মাঝে লক্ষ্য করেছি উনার রস বোধ। গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে আজ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি তার অসমাপ্ত কাজ আমরা শেষ করব।

অনিল দত্ত, সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী শাখা।

সাক্ষরতা আন্দোলনের এলাকায় আমি একজন কর্মী। নবা সাক্ষরদের গ্রন্থাগারে আনার সহজ উপায়—গ্রন্থাগারে নব সাক্ষরদের উপযোগী বই নিয়ে তাদের হাতে তুলে দিতে পারলে আমরা কমলদার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারব। সাম্রাজ্যবাদ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিমুখ করেছে। বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগারে আসেন কিন্তু শিক্ষার জন্য খুব কম আসেন। নতুন প্রজন্ম আসছেন গ্রন্থাগারে। তাদের কে তারাশঙ্করের বই হাতে তুলে দিতে পারলে কমলদা অমর রহে বলতে পারব।

- শীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

প্রয়াত ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা

বিগত ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৮ বেলা ৪ টায় মৌলালীস্থ রাজ্য মুখেকেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে পরিষদ সভাপতি ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণে এক সভার আয়োজন করা হয় পরিষদ ও ইয়াসলিকের যৌথ উদ্যোগে।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালের সহকর্মী প্রবীর রায়চৌধুরী।

প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার, পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায়, সুনীল মন্ডল ন্যাশনাল লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের তরফে বক্সরী ব্যানার্জী ইয়াসলিকের সাধারণ সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ শতপথী মালা দেন। হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা কমিটির পক্ষে যথাক্রমে অশোক দাস, অশোক রায় ও শিবানন্দ পাল, হরনাথ ঘোষ প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মালা দেন। এর পরে একে একে মালা দেন ডিরেক্টর অব লাইব্রেরী সার্ভিস মলয়কুমার দাস, নির্মলেন্দু মুখার্জী, এম. এন. নাগরাজ, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, হিরণ দত্ত, রামকৃষ্ণ সাহা, প্রবীর রায়চৌধুরী, বরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ রায় প্রমুখ। এ ছাড়াও সভায় উপস্থিত অনেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন।

পুষ্পার্ঘ দানের পরে সভায় সভাপতি প্রবীর রায় চৌধুরী পরিষদ ও ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণে প্রস্তাব পেশ করেন।

এর পরে প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভাস্থ সকলে ১ মিনিট নিরবতা পালন করেন। সভার শুরুতে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুশীল চট্টোপাধ্যায় দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-চারণার জন্য এক এক করে বক্তাদের বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানান।

ইয়াসলিকের সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ শতপথি, পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায়, পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, হীরণ দত্ত, ডঃ বরুণ মুখোপাধ্যায়, এম. এন নাগরাজ, সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, অরুণ ঘোষ, রামকৃষ্ণ সাহা প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সাম্প্রতিক কালে সমাপ্ত ৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কর্মসচিব অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় ইয়াসলিকের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত ও সভার সভাপতি প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত দিকে ও সংগঠনগত দিকে তাঁর প্রয়াসের বর্ণনা দেন। দীর্ঘ পাঁচ দশক তিনি পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, বিগত প্রায় তিন দশক তিনি ইয়াসলিকি পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন। বি. এল. এ ও ইয়াসলিক ছাড়াও আই এল এর-ও তিনি ছিলেন একজন অন্যতম ঘনিষ্ট দরদী। বক্তারা স্মৃতিচারণায় তাঁর প্রতিবাদী চরিত্র, রবীন্দ্র সঙ্গীতে অনুরাগ, মুক্তমন, সংগঠনের প্রতি ও নিজের ইচ্ছা না থাকলেও সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মর্যাদা দেওয়া, মানুষকে সাহায্য করা ও দুঃসময়ে তাঁদের পাশে থাকার মত মানবিক গুণগুলির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করেন।

সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভার কাজ শেষ হয়।

সম্পাদকের নিবেদন : ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রয়াত গঙ্গোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধ অনুরাগী ও সুহৃদগণ চিঠি লিখে তাঁর প্রয়াণে তাঁদের সহমর্মীতার কথা জানিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় শারিরীক ভাবে আর আমাদের মধ্যে নেই ঠিকই, তাঁর অসমাপ্ত কর্মসমূহ সমাপ্ত করার চেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে, আর পরিষদ তাঁর স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত কর্মসূচী নেবে।

জেলা সংবাদ

২৩শে জানুয়ারী '১৮, আজ বেলা ১২টা থেকে ঋষি অরবিন্দ পাঠাগার প্রাঙ্গণে নেতাজীর ১০১ তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মালা দানের পর নেতাজীর কর্ম ও জীবন নিয়ে বিভিন্ন স্থানীয় বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন এরপর শুরু হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আসর। প্রাথমিক স্তরে শিশু পাঠক/পাঠিকারা দুটি পৃথক বিভাগে আবৃত্তি করে। পরে মাধ্যমিক স্তরে একটি এবং সকলের জন্য অপর একটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। পরের অনুষ্ঠানটি ছিল কুমুরে সঙ্গীত ও টুসু গানের। অনুষ্ঠান শেষে সকল প্রতিযোগিকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিবেদক—আশুতোষ গরাই

গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ব্রেলপার্ক সাধারণ পাঠাগার, রিষড়ার সদস্যবৃন্দ এবং নিকটবর্তী বাণীনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন শ্লোগান সহ বেলা ৩ ঘটিকায় এই অঞ্চলের সকল পথ পরিক্রমা করার পর পুনরায় পাঠাগারে সমবেত হন। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য এবং গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বিষয়ে সেখানে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারের সভাপতি দিলীপ কুমার সিংহ এবং পরিচালন সমিতির সদস্য তনুজ ঘোষ। প্রতিবেদক—সুবীর রায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ৩য় বার্ষিক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হল কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা শহরে। এই উপলক্ষ্যে গত ২০ ও ২১ ডিসেম্বর দুই দিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, নাটক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় স্থানীয় নজরুল সদনে।

এছাড়া ২০ ডিসেম্বর, দুপুরে ১২ টায় স্কুল ছাত্র-ছাত্রী সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে একটি বিরাট বই মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সমগ্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মনীন্দ্রলাল কুন্ডু মহাশয়। সকল প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করেন উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি অরুণ চৌধুরী মহাশয়। প্রতিবেদক—শ্রীনির্মল চক্রবর্তী

গত ৫ই অক্টোবর, ১৯৯৭ রবিবার কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখার ২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে একটি আলোচনা সভা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি সমীর দত্ত, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২য় পর্যায়ে সাংগঠনিক আলোচনা হয়। সর্ব প্রথম ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের পক্ষ থেকে রামপদ পান বক্তব্য রাখেন। হুগলী জেলা সম্পাদক প্রণবকুমার রায় ১৯৯৬-৯৭ সালের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ৯ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়—(১) মাস মাহিনার দাবী জোরদার হওয়া উচিত। (২) সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিতে বর্গীকরণ প্রথা চালু হওয়া উচিত। (৩) সাইকেল সিওনদের নিয়ে কনভেনসন। (৪) বেকারদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। (৫) যে সমস্ত গ্রন্থাগারে স্বেচ্ছাকর্মী আছেন তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত। (৬) সদ্য সাক্ষরদের গ্রন্থাগারে আনার ব্যাপারে সঠিক চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। (৭) প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণের

ব্যবস্থা হওয়া উচিত। (৮) বহু গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ নেই তার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

১৯৯৬—৯৮ জেলা পরিষদের কার্যকরী সমিতিতে গণেশ নন্দীকে Co-opt. করা হয়।

প্রতিবেদক—অশোককুমার রায়

৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ বাঁকুড়া জেলার ধ্রুব সংহতি গ্রন্থাগারে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত পাঠকবৃন্দের কাছে সৌরেনবাবুর স্মৃতিচারণ করেন গ্রন্থাগারিক অসীম পূজারী। গোপালচন্দ্র পাল মহাশয় কয়েকটি পুরাতন চিঠি পাঠ করে ধ্রুব সংহতির সঙ্গে সৌরেনবাবুর দীর্ঘ দিনের সম্পর্কে কথা বলেন। সভা ছিল সত্যই শোক স্তব্ধ।

প্রতিবেদক—গোপালচন্দ্র পাল

স্বাধীনতার ৫০ তম বর্ষ পূর্তিতে অমর শহীদদের উদ্দেশে নিবেদিত মালদা জেলা ছাত্র-যুব উৎসব '৯৭-কে কেন্দ্র করে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—মালদা জেলা শাখা এবারের গ্রন্থাগার দিবসের আলোচ্য বিষয় ঠিক করে : "বর্তমান যুব মানসের উপর গ্রন্থাগারের ভূমিকা", ২০শে ডিসেম্বর এই আলোচনা বাসর শুরু হয় বেলা ১টায় মালদা টাউন হল মঞ্চে। শুরুতে জেলা সম্পাদক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত "গ্রন্থাগার দিবস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বর্তমান যুব মানসের উপর গ্রন্থাগারের ভূমিকা" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

ডঃ প্রণব কুমার ব্যানার্জী, অধ্যক্ষ মালদা B. Ed. College, প্রাক্তন ছাত্র-যুব নেতা অম্বর মিত্র, Dist. Library Officer পুষ্পা ছেত্রী, 'যুব মানস' পত্রিকার সম্পাদক সৌমিত্র লাহিড়ী প্রমুখ বক্তা আলোচ্য বিষয়ের উপর বিষদ ব্যাখ্যা করেন। জ্ঞানগর্ভ এই আলোচনা-বাসরের সভাপতিত্ব করেন, পরিষদের জেলা সভাপতি, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন চৌধুরী, পরিশেষে W.B. P.L.E.A.-র জেলা সম্পাদক গৌতম রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদক—শশাঙ্ক দাশগুপ্ত

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৯৭ বিকাল ৩টায় হুগলী জেলার তারকেশ্বর শহরের অন্তর্গত 'কেশবচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারে' 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্যবৃন্দ, পাঠক বর্গ ও বিদ্যোৎসাহী সুধীজনবৃন্দ। আলোচনায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। উপস্থিত জনের মধ্যে ৮ জন গ্রন্থাগারে বই/পত্রিকা উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও কিছু বাড়ীতে পাঠাগারে বই/পত্রিকা উপহার দেওয়ার আহ্বান জানানোর জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয়।

প্রতিবেদক—শেখরনাথ সিংহরায়

মাটিয়ারী যুবক সমিতি : মাটিয়ারী যুবক সমিতি সাধারণ পাঠাগারে গত ২০শে ডিসেম্বর, '৯৭ শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। সঙ্গীত কবিতা, আবৃত্তি ও আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি মনোরম হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-বৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন চন্দনকুমার অধিকারী, সনাতন প্রামাণিক, রামনারায়ণ বর্মণ, সংঘমিত্রা বানার্জী, দেবযানী চ্যাটার্জী, মহুয়া কুন্ডু, মৌসুমী কুন্ডু, নিবেদিতা দাস প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন রামনাথ ভট্টাচার্য্য, রাজু সিনহা, কার্তিকচন্দ্র দে (শিক্ষক) আরও অনেকে। সভাপতিত্ব করেন সত্যনারায়ণ রায়, সহকারী প্রধান শিক্ষক মাটিয়ারী হাইস্কুল। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপনে শিবশংকর কুন্ডু, গ্রন্থাগারিক।

প্রতিবেদক—শিবশংকর কুন্ডু

গত ২০শে ডিসেম্বর '৯৭ গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষ্যে বরুণ শক্তি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বই মিছিল ও পরবর্তীকালে এক আড়ম্বরপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রন্থাগারের সভ্য, শিশু সভ্য নবসাক্ষর ও স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিভিন্ন পুস্তক অনুরাগীদের সহযোগে বই মিছিলের মাধ্যমে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। বই পড়ুন, বই পড়ান, গ্রন্থাগারের সভ্য হোন, ছেলের জন্মদিনে বই উপহার

দিন, ছেলেকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলুন ইত্যাদি স্লোগান ও ব্যানার সহযোগে মিছিলটি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

একই দিনে ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগিতায় গ্রন্থাগারের সভ্য, শিশুসভ্য, পাঠক ও নব সাক্ষর সভ্যরা অংশ গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারের কার্যকরী কমিটির সভাপতি ও বীরভূম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সন্তোষ কর্মকার শিশুদের গ্রন্থাগারমুখী করতে পরিবার পরিজনদের নিকট আবেদন করেন। গ্রন্থাগারিক তরুণ মুখার্জী গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ও প্রতিসদস্যকে অন্ততঃ একজন করে নতুন সদস্য করার জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেন। সম্পাদক তিমিরবরণ রায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য উপস্থিত সদস্যের নিকট সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। প্রতিবেদক—তরুণ মুখার্জী

সুহৃদ সংঘ গ্রন্থাগার (রথতলা রোড, কৃষ্ণনগর) ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করল। বই পড়ুন-বই পড়ান ; যে জাতি বই পড়ে, সে জাতি উন্নতি করে ; শিশুদের গ্রন্থাগারে আনুন ; নব সাক্ষরদের গ্রন্থাগারে আনুন ; দূরদর্শনের কু-প্রভাব থেকে শিশুদের মুক্ত ক'রে গ্রন্থ সচেতন করে তুলুন ; গ্রন্থাগারের জন্য কিছু অর্থ দান করুন ; বই উন্নতির সহায়ক, প্রভৃতি গ্রন্থাগার দিবসের আহ্বান সম্বলিত এক সদস্য ট্যাবলো ও প্ল্যাকার্ড সহ এক পদযাত্রা দক্ষিণ কৃষ্ণনগরের ৬,৭,৯ ও ১০নং ওয়ার্ডের অভ্যন্তরে পরিক্রমা করে, গ্রন্থাগারের সদস্য, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী শিশু ও বয়স্করা এতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাক্তন বিধায়ক ও লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য, সাধন চট্টোপাধ্যায় ও লেখক মোহিত রায় ছাড়াও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পদযাত্রায় অংশ নেন, ট্যাবলোতে সংগীত পরিবেশনে অংশ নেন সর্বাণিতা দাস, রিয়া দাস, প্রভা গোস্বামী, ঝুনানী সাহা, ঝুমা সাহা ও শতাব্দী সাহা, তবলায় বিকু সরকার, পদযাত্রা পরিচালনা করেন অলোক মৈত্র।

পরে স্থানীয় লেখক সম্মেলনে প্রবীর আচার্য, তরুণ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ রায়, [illegible] কবিতা পাঠ করেন। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য আলোচনার প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের প্রশাসক ও এই গ্রন্থাগারের প্রধান সংগঠক সত্যানন্দ মজুমদার এই গ্রন্থাগারটির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কেন করা যাচ্ছে না, এই প্রসঙ্গে বলেন যে—এলাকার মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলে কাগজে-কলমে এক সংঘ গড়ে ৭ বছর ধরে গ্রন্থাগার-ভবন সম্প্রসারণে বাধা দিয়ে আসছেন, ফলে গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, গ্রন্থাগারটির বিকাশের পরিপন্থী কাজে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের তিনি ভুল পথ পরিহার করে গ্রন্থাগারের সার্বিক বিকাশে সহায়তার আহ্বান জানান।

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক মোহিত রায়, জেলা তথা আঞ্চলিক মাসা মৈত্র, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার সভাপতি ও লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য বিনয় চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রাক্তন বিধায়ক ও লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য, সাধন চট্টোপাধ্যায় সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ রায় গ্রন্থাগারের জন্য কিছু বই আর আলোরানী মজুমদার একটি ঘড়ি দান করেন। প্রতিবেদক—কালীপদ দাস

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছরেও ডালখোলা পল্লী পাঠাগার গত ২০শে ডিসেম্বর, '৯৭ তারিখে স্থানীয় ডালখোলা টাউন হলে "গ্রন্থাগার দিবস" উদযাপনে ব্রতী হয়েছিল। বেলা ১০টায় শুরু হয় গ্রন্থাগারের আঁকা জন শিশু সদস্য/ সদস্যা দ্বারা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বেলা ১১-৩০ মিনিটে আরম্ভ হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী মহাশয়, উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনায় থাকেন মানী সরকার এবং তার সঙ্গীগণ। এরপর গ্রন্থাগারিক অমিত সেনগুপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রন্থাগার

দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে এলাকার অধিবাসীগণকে আরো বেশী করে গ্রন্থাগার ব্যবহারে আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান সভাপতি জেলা গ্রন্থার আধিকারীক, উত্তর দিনাজপুর তপন বর্ম্মণ। তার বক্তব্যেও গ্রন্থাগার দিবস এর ব্যাখ্যা ছিল, তিনি গ্রন্থাগারকে সাধ্যমত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর শুরু হয় গ্রন্থাগারের সদস্য শিবশংকর ভট্টাচার্য্যের সুযোগ্য পরিচালনায় এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শান্তি ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে এবং মনোজ সাহা, অমিত সেনগুপ্ত প্রমুখের সহযোগিতায় আন্তজেলা কুইজ প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়কালিয়াগঞ্জের মোনালিসা কুইজ ক্লাব এবং রানার্স আপ হয় করন দিঘী কুইজ ফোরাম। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের দেওয়াল পত্রিকা, 'অঙ্কুরে'র উন্মোচন করেন এলাকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ সুব্রত মুখার্জী। মুখার্জী তার বক্তব্যে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করতে সকলকে আহ্বান জানান। প্রতিবেদক—অমিত সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে 'বই-এর জন্য হাঁটুন'—সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ পদযাত্রার প্রায় পাঁচশত গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষ মাঙ্কেসা পার্ক (কার্জন গেট) থেকে রাজবাটী পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাক্ষোরত্তর আন্দোলনের সুফলকে ধরে রাখতে গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নত ও সম্প্রসারিত করতে এই পদযাত্রায় উপস্থিত প্রায় কুড়িটি সমাজসেবী, বিজ্ঞান সচেতন, সুস্থ সংস্কৃতির পতাকাবাহী সংগঠন অঙ্গীকার করেন। পদযাত্রা শেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—বর্ধমান জেলার সম্পাদক হরনাথ ঘোষ বলেন—সাক্ষরতা ও বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসারের ফলে জেলার গ্রন্থাগারগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সামগ্রিক শিক্ষা আন্দোলন প্রসারের স্বার্থে গ্রন্থাগারগুলির কর্মী নিয়োগ, আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি, পরিচালন সমিতি ও কর্মীদের আন্তরিক নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। তিনি পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী 'বোধন' শিশু-সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা, মহিলা, শিক্ষানুরাগী, পুস্তক প্রেমী সকলকে ধন্যবাদ জানান। আরও উল্লেখ্য বর্ধমান শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের গণতান্ত্রিক নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যগণ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, পঃবঃ বিজ্ঞান মঞ্চ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন সক্রিয়ভাবে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক—সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

২০শে ডিসেম্বর শনিবার 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গৌরাই ভারতী সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঁকসা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অশোক কোনার (কর্মাধ্যক্ষ, আউগ্রাম ২নং পঞ্চায়েত সমিতি) এই উপলক্ষ্যে সকাল ১০ টায় স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দ, সাক্ষরতা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি 'বই মিছিল' সারা গ্রাম পরিক্রমা করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হয় দুপুর ২টা থেকে। আবৃত্তি, গান, বসে আঁকো, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ এবং শেষে গ্রন্থাগারের শিশু সভ্যদের নিয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদিত 'যখনকার যা' মঞ্চস্থ হয়। সভাপতি মহাশয় সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসারের কথা উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদক :—নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী

গত ২০ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ কলেজের গ্রন্থাগার দিবস পালিত হল। গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রসারের হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করার লক্ষ্যে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌরী সরকার। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অধ্যক্ষ ডঃ চিন্ময় বসু। প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন বিশেষ অতিথি প্রবীর রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ সুনীলকুমার সরকার।

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন সহকারি গ্রন্থাগারিক নিত্যনারায়ণ বসু ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিশেষ অতিথি টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক প্রবীর রায় আরও উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা করতে আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি ডঃ সুনীলকুমার সরকার বলেন, আমাদের জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সর্বস্তরের মানুষকে এই তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। সভাপতি অধ্যক্ষ ডঃ চিন্ময় বসু বলেন, সাক্ষরোত্তর ও প্রবাহমান শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে প্রতিটি মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে গ্রন্থাগার মুখী করতে পারলেই এই দিবসের সার্থকতা পূর্ণ হবে। গ্রন্থাগার কর্মী স্বপন চক্রবর্তী, অসীম মজুমদার বিকাশ নাগ-এর প্রচেষ্টায় এই দিবসটি সার্থক রূপ নেয়।

প্রতিবেদক :—নিত্যনারায়ণ বসু

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ বীরভূম জেলার হাঁসন ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কানাইপুর রুর্যাল লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরীর একমাত্র গ্রন্থাগার কর্মী সমীর কুমারের নেতৃত্বে একটি গ্রন্থসংগ্রহ মিছিল অনন্তপুর কানাইপুর ও শান্তিপুর নামক ৩টি গ্রামে মিছিল, পথসভা ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করার পর পুস্তক সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়। সমীর মুখার্জীর সঙ্গে গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির সম্পাদক মহঃ ফতিয়ার রহমান ও পরিচালন সমিতির সদস্য আঃ জাব্বার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গ্রন্থাগারের ৬জন পাঠক তিনটি গ্রামের সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আর্থিক সাহায্য করেন মোট ৩০০০ তিন হাজার টাকা তুলে দেন। প্রতিবেদক :—সমীরকুমার মুখার্জী

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ (শনিবার "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে আমাদের গ্রন্থাগারে আনুষ্ঠানিক "শিশু বিভাগের" সূচনা করা হয়। এবং এক মনজ্ঞ সভার আয়োজন করা হয়। বিভাগের উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক অসীম মন্ডল মহাশয়। পরিচালন কমিটির সদস্য সহ শতাধিক ব্যক্তি ও শিশু কিশোর উপস্থিত ছিলেন। সভায় গ্রন্থাগারিক বলেন আরও বেশি সংখ্যক শিশু-কিশোরদের গ্রন্থাগারমুখী করতে এই বিভাগে পদ্য পত্রিকা ও বই-র সংখ্যা বাড়াতে হবে। এই প্রচেষ্টায় সর্ব শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রতিবেদক :—সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৭ শনিবার বৈকাল ৩টায় মাহেশ পাবলিক এন্ড ফ্রি রিডিং রুমের উদ্যোগ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে শিশু বিভাগে উদ্বোধন হয়। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক শৈলেন কুমার দত্ত এবং সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও শিশু সাহিত্যিক বিমল মৈত্র। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্যামল চৌধুরী। গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগে সদস্য হওয়ার জন্য অভিভাবকদের উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান গ্রন্থাগার সভাপতি অশোক কুমার রায়।

গত ২০ ডিসেম্বর '১৭ শনিবার বৈকাল ৫ টায় চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার আয়োজিত গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। আলোচনার বিষয় ছিল গ্রন্থাগার ও দূরদর্শনের ভূমিকা। আলোচনা অংশগ্রহণ করেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

গত ২০ ডিসেম্বর'১৭ শনিবার বৈকাল ৩টায় মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ব্যাতিত অন্য উপাদানের ভূমিকা। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুবীর মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদক স্বামী সোমানন্দ মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগারে প্রায় চারশতটি গ্রন্থ সংগৃহীত হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২০শে ডিসেম্বর '৯৭ শনিবার বেলা ২টায় বৈদ্যবাটী ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশন ও সহর গ্রন্থাগার আয়োজিত গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। ঐ এলাকার স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত থাকেন। হুগলী জেলা শাখার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহসম্পাদক কিরণময় দত্ত উপস্থিত থেকে বলেন গ্রন্থাগার সাধারণ মানুষের কাছে আজও অবহেলিত। ছাত্রদের বেশী বেশী গ্রন্থাগারে আসতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কলিকাতা, যাদবপুর বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিষয় পড়ানো হয় অথচ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিষয়ে বই প্রকাশে অনীহা। স্থানীয় শিক্ষক মহাশয়ও ঐ লাইব্রেরীর সম্পাদক অনিল দত্তের বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গত ২১ শে ডিসেম্বর '৯৭ রবিবার বেলা ২টায় ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড এ্যাথেলেটিক ও টাউন লাইব্রেরীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হুগলী জেলা শাখা আয়োজিত ও টাউন লাইব্রেরীর সহযোগিতায় এক মনোজ্ঞ গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এখানে উপস্থিত থাকেন বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কর্মসচিব সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃ বঃ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক রামপদ পাল, পঃ বঃ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধি অধ্যাপক দীপক ভট্টাচার্য ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখার সম্পাদক অশোক কুমার রায়। লাইব্রেরীর সভাপতি সুদর্শন মুখোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠান শুরু হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি সমীর দত্ত মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে এবং অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে তুলে ধরেন। সুবীর বন্দোপাধ্যায় বলেন স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও সাক্ষরতার জন্য আন্দোলন করতে হয়। গ্রন্থাগারগুলোকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে নব সাক্ষরদের জন্য। আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে you do স্লোগান বদলে Let us do স্লোগান তুলতে হবে। রামপদ পাল বলেন গ্রন্থাগারগুলিতে শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য বলেন। দীপক ভট্টাচার্য বলেন যে আমাদের গ্রন্থাগারগুলিতে আরও বেশী বেশী করে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রাখতে হবে।

কিশোর প্রগতি সংঘ সহর গ্রন্থাগারের সম্পাদক অমিয় নন্দী বলেন যে মানসিক অবক্ষয় আর মূল্যবোধের অবক্ষয়ে গ্রন্থাগারমুখী পাঠক কমে আসছে। বর্তমান প্রজন্ম মূল গ্রন্থের আগ্রহ অপেক্ষা সার্টিফিকেট পাওয়া শিক্ষার প্রতি গ্রন্থের উপর ঝোক বেশী। ঐ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ সরকার বলেন—এই সহর গ্রন্থাগার স্থাপনের মূলে বহু বাধার সৃষ্টি হয়। তিনি প্রয়াত কমল চট্টোপাধ্যায়-এর অবদান ও ভূমিকার কথা স্মরণ করেন।

এই লাইব্রেরীতে বহু গ্রন্থাগারকর্মী ও ভদ্রেশ্বর লাইব্রেরীর পরিচালন সমিতির সদস্যদের উপস্থিতি গ্রন্থাগার দিবস পালন এক বাড়তি মাত্রা এনে দেয়। সঙ্গে এই লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রীণা ভট্টাচার্যের আতিথেয়তা বহুদিন স্মরণে থাকবে।

গত ২১শে ডিসেম্বর '৯৭ হাওড়া জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পুষ্কর চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার, কর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির সহ সচিব সুনীল মন্ডল প্রমুখ।

সভার শুরুতেই হাওড়া জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক অশোক কুমার দাস গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। সাথে সাথে আন্দোলনের হাওড়া জেলার অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। আন্দোলনে ৺সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ৺বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায় ৺গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ৺সুধাংশু দে ৺বানী চক্রবর্তী সহ অনেকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা বলেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার পরিষেবায়

লক্ষ্য দেবার কথা বলেন। তিনি দুঃখ করে বলেন এখনও অনেক কর্মী আন্দোলনে সামিল না হয়ে আন্দোলনের ফসল ভোগ করছেন, এটা ঠিক নয়। নব সাক্ষরদের গ্রন্থাগারের অঙ্গনে আনতে হবে তাদের উপযোগী পুস্তক মারফত আমাদের দায়িত্ব নিয়ে সেবা কর্ম করতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান।

কৃষ্ণপদ মজুমদার তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন। গ্রন্থাগার দিবস আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা কর্মী সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গ্রন্থাগার দিবস আজ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সচেতনার আন্দোলনের অঙ্গীভূত। ১৯০৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস প্রথম পালিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫ সাল হতে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়ে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাংলা দেশের অনেক গ্রন্থাগার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আখড়া ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষদের সামিল করতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগারে পরিষেবার মান বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সদা সাক্ষর মানুষদের গ্রন্থাগারের অঙ্গনে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যারা তাদের সচেতন করে তুলতে বিজ্ঞান আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলন যুক্ত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সুনীল মন্ডল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে গ্রন্থাগার পরিষেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজের বুকে গ্রন্থাগারকে একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারকে শুধুমাত্র পুস্তক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার জন্য বলেন, গ্রন্থাগারে নতুন নতুন পাঠককে নিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা করতে হবে। নব সাক্ষর ও কিশোরদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার কথাও বলেন।

বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং অরুণ চক্রবর্তী গ্রন্থাগার পরিষেবার সমস্যার কথা বলেন।

কমলকান্তি দাস ও রবীন ভট্টাচার্য্য আবৃত্তি করে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র আনেন।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলার সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্মীদের দাবী দাওয়ার আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রতি নজর দিতে বলেন। হাওড়া জেলার বইমেলাকে সফল করতে ও বই মিছিলে আসতে বলেন।

পরিশেষে সভাপতি পুষ্কর চট্টোপাধ্যায় বই থেকে গ্রন্থাগার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও দৃঢ় হতে বলেন। প্রতিটি গ্রন্থাগারকে সেই এলাকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিবেদক—অশোককুমার দাস

গত ২১/১২/৯৭ তারিখে হুগলী জেলার তারকেশ্বর শহরের মনসাবাতা সাধারণ পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ১৯৯৬-৯৭ সনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১১শ ১২শ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগ ও শিশু বিভাগের উদ্বোধন গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় ১৩০ জন সদস্য উপস্থিত হন সম্পাদক বিশ্বনাথ দোলুই-এর প্রতিবেদনের উপর ১১ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সভায় পুস্তক নির্বাচন ও পুস্তক ক্রয় উপসমিতি গঠিত হয়।

১১শ ও ১২শ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক বিভাগ ও শিশু বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ সমবেত হন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালন সমিতির সভাপতি জহরলাল মান্না। পাঠ্যপুস্তক বিভাগের উদ্বোধন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশুবিভাগের উদ্বোধন করেন তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিশীথ বালি। শিশু বিভাগের সদস্যদের হাতে পুস্তক তুলে দেন নাইটা মালশাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনুপ মিত্র এবং পাঠ্য পুস্তক বিভাগের সদস্যদের হাতে পুস্তক তুলে দেন পূর্ব রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাশীনাথ সামন্ত। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক তপনকুমার মান্না বলেন পাঠ্যপুস্তক বিভাগের সমস্ত পুস্তক তারা এলাকার শিক্ষক ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই পরিষেবা তাঁরা গোটা তারকেশ্বর সহ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের দেবেন।

এই দুটি বিভাগ খোলায় এলাকার মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে রামনগরের বাসিন্দা সনৎকুমার লোহার উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলীর ২য় খন্ড শিশু বিভাগের উদ্দেশ্যে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের, হাতে তুলে দেন, অনুষ্ঠানে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

ENGLISH ABSTRACTS

by Dr. Ratna Banerjee

Of articles editorials etc. published in Granthagar.
Vol. 47, Nos. 4—7 : 1997 Vol. 47, No. 4 July-Aug. 1997

Editorial : PP. 1—2

Rastogi Committee has published its report on revision of UGC pay scales. College and University librarians will get benefit of this newly constructed pay scales. University librarians, Deputy librarians, Assistant librarians will enjoy the same pay scale of the teachers of Universities. But college librarians will get only two scales of pay instead of three at present. They can have career advancement upto the level of Senior Lecturer if they can fulfill the conditions of the Selection Committee. These conditions should include extent of modernization, development of library information system, relationship with students and faculty members and professional development. All teachers' associations like CUTA, WBCUTA, AIFUCTA should look into the matter. This Library Association with their limited capacity is with the college librarians.

Internet—A discussion by Dr. Ratna Banerjee (PP. 3—7)

Gives the background, explains its working, and highlights the internet system and services available in India and related costs associated with these. It also discusses its uses in various fields.

A few words about school libraries by Aruna De (PP. 7—10)

Role of the librarians of the school libraries is very important. They teach the children how to use the library, provide good books for their mental development and render proper services to teachers But librarians of school libraries are overburdened with the teaching job. They do not get enough time to organise libraries, do not get enough money to buy new and useful books, classification schedule etc. School librarians are not enjoying the same pay scale as that of the school teachers They have the right to vote in Academic Council but at the same time they are being considered as non-teaching staffs. The All Bengal Teachers' Association in their Journal of '96 has recommended that librarians should teach according to their educational qualifications. This will hamper proper library services. The government should allocate proper budget for the school

libraries and should sanction posts of one assistant librarian and one fourth class staff. All teachers' associations should look into the matter.

Vol 47, No. 5 August-September 1997

Editorial : P. 1

All medical colleges and hospitals in the state have library systems. These libraries are helping the medical students at graduate and post graduate levels and providing services to the scholars and medical practitioners. But librarians of these libraries are not getting UGC pay scales though all other college librarians are getting UGC pay scales. The Association has appealed in the memorendum submitted to the State Pay Commission to remove the inequality in the pay scales. The Association has also submitted a demand letter to the Health Minister for a central medical library and modernisation of all medical libraries to develop a library network system. This will help to overcome the soaring costs of books and periodical in this field.

New Delhi Public Library by Sumanta Bandyopadhyay (PP. 2—6)

New Delhi Public Library, Nagendra Rakshit Free Reading Room was inaugurated by Dr. Meghnad Saha on 18th July, 1952 at New Delhi Kalibari. Now Sukumar Roy children's library has been added to this library. It is not a government or government sponsored library, though the administrative structure, staff pattern, book selection committee etc. are like that of government libraries. It is managed by New Delhi Kalibari Managing Committee. At present there are 8 thousand library members. There is no subscription fee for the children's section. Total number of books in the library is 24, 670. It includes classics of both Bengali and English literature, text books, reference books, magazines, newspapers, etc. Annual budget for books and periodicals is Rs. 70,000. This library takes special care to maintain its cleanliness.

Vol. 47, No. 6 September-October 1997

Editorial : PP. 1—2

It has been announced by the Higher Education Council of the state government that the librarians of the private and government sponsored colleges will get the same amount of pension and gratuity as that of the librarians of government colleges. The retired librarians will also get the benefit. But the order does not clearly define the amount of retirement benefits. Hope the Higher Education Council will give necessary explanations to implement it. College librarians should also try to make themselves equipped with knowledge of modern technology to make the library an important part of the educational institutions.

Manuscript and administration by Dr. Ratna Basu (PP. 3 -14)

Discusses various aspects of administra-

tion of manuscripts—preparation of catalogue, recording, preservation, taking of initiatives to collect money for proper functioning of manuscript library, stock verification, recording of microfilms and microfiches of manuscripts, use of computer, collection of printed catalogue of manuscripts, survey and methods of procuring manuscripts. It also stresses that public awareness should be developed. The state and central government should take initiative to organise these manuscript libraries.

Vol. 17, No. 7 October-November 1997

Editorial : PP. 1—2

This year library day is going to be observed at the Association building. Different Districts are also organising book marches. In this regard we have to take care of the important issue that the number of members in the public library is gradually decreasing On the occasion of the library day let us find out how to motivate people to come to the library.

Handling of periodicals in University libraries by Kankan Sarkar (PP. 3—9)

Describes the various steps involved in procuring periodicals in University libraries. These include preparatory work, ordering, payment and receiving of periodicals

Librarian and Tagore Researcher Dr. Aditya Kumar Ohdedar : an annotated bibliography by Barun Kumar Chattopadhyay (PP. 10—23)

Dr. Aditya Kumar Ohdedar is a renowned librarian, a teacher, a literature and Tagore researcher. This is the first part of an article and gives a brief biography of Dr. Ohdedar and an annotated bibliography of his works. The first part of this article contains an annotated list of his 13 books, 21 articles in different books and 33 articles published in various journals. All these are on library and information science. Many of his books are important text-books in courses on library and information science. In the next two parts to be published in subsequent issues the author proposes to give his works on Tagore literature and his other literary works.

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 8 November-December 1997

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1—2
Barunkumar Chattopadhyay Librarian and Tagore Researcher Dr. Aditya Kumar Ohdedar : An Annotated Bibliography	3—8
President of the Hooghly District Committee B.L.A. Kamal Chattopadhyay Passed Away	9—13
Condolance Meeting of Dr. Sourendra Mohon Ganguly	14
District News	15—21
English Abstracts	22—24

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014
Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane Calcutta-700 005. Editor : **Arun Ray.**

CALCUTTA UNIVERSITY

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : অরুণ রায় | পৌষ, ১৪০৪

সূচী

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	
গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্র গবেষক ডঃ আদিত্যকুমার গুহদেদার :	
সচীক রচনাপঞ্জী	২—৬
জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক	
কথা প্রসঙ্গে	৭—৯
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	
পুস্তক সমালোচনা	১০—১২
Rejoinder to the Memorandum Submitted to the 4th Pay Commission and Pay Committee, West Bengal	১৩—১৪
৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ	

CALCUTTA UNIVERSITY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৯, সম্পাদক : অরুণ রায় পৌষ, ১৪০৪

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি দেশে ১২শ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এটা আমরা সবাই জানি। যতদিনে এই লেখা পাঠকদের কাছে পৌঁছাবে, ততদিনে নূতন মন্ত্রীসভাও গঠিত হয়ে যাবে। কারা ক্ষমতায় এলেন, থাকবেন বা যাবেন সেই সমস্ত বিষয় গ্রন্থাগারের পাঠককুল কাগজ হাতে পাওয়ার আগেই জেনে যাবেন। আর রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের জায়গাও 'গ্রন্থাগার' নয়। তার মানে এই নয় যে গ্রন্থাগার সমাজ বিমুখ, ভালমন্দ বোধহীন একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রচার-মাধ্যম। আমরা ভালই জানি যে শিক্ষা প্রসারের পক্ষে, গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কারা মানুষকে শিক্ষা দিতে চান যাতে মানুষ মুক্ত মনে ভালমন্দ বুঝতে পারেন।

নির্বাচনের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেশের অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি কেমন হবে নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয়। তথ্য-ব্যবস্থারই বা কতদূর উপযোগী হবে তা দেখার। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ না হলে দেশের অবস্থার পরিবর্তন হবে না। দেশে গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ একান্ত প্রয়োজন। উন্নততর তথ্য ব্যবস্থাও গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজন। রাজ্য রাজনীতি তথা সারা ভারতের রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—এর প্রতি নজর রাখা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ করাও যেমন কর্তব্য তেমনি রাজনীতির গতিবিধির ওপর নজর রাখাও সচেতন নাগরিকের কর্তব্য। যাদব লোকসভা নির্বাচন তাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ—একে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

কিন্তু এই বাহ্য। আমরা যে বিষয়টি নির্বাচনকে উপলক্ষ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চাই তা হলো নির্বাচনের ফল প্রকাশের দ্রুততার বিষয়টি। আধুনিক প্রযুক্তি কিভাবে কত কম সময়ে নির্বাচনী ফলাফল মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। অল্প কিছু ত্রুটি, বা পক্ষপাত দুষ্ট ঘটনাগুলি ছাড়া কিছুদিন আগেও আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল এই সমস্ত নেটওয়ার্ক ও সমস্ত দূর সংবেদী তথ্য ব্যবস্থার উপস্থাপনা। এর আগে আমরা অপ্রকাশিত ফলাফল, অসম্পূর্ণ ঘোষণা শুনে রাত্রে ঘুমাতে যেতাম পরের দিনের খবরের কাগজের জন্য। এখন থেকে তার বোধহয় আর প্রয়োজন থাকবে না। আগামী দিন গুলি এই আধুনিক তথ্য ব্যবহার দ্রুততার উপর নির্ভর করে এগোবে, সেখানে চাপা পড়ে যাবে বেকারদের দীর্ঘশ্বাস, শ্রমিকদের বঞ্চনার হিসাব, মানবিক মূল্যবোধ, তবু আমাদের চলতে হবে, "রঙ্গীন উষার স্বর্ণদ্বার, খুলিতে বিলম্ব কত আর...।"

গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্র গবেষক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার সটীক রচনাপঞ্জী

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৯৯. "সমালোচিত রবীন্দ্রনাথ", সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৬ বৈশাখ, ১৩৭৩ [1968], পৃ. ২৯৯৭-৩০০০।

প্রশংসিত, সংবর্ধিত রবীন্দ্রনাথের অন্য পিঠ হল সমালোচিত, নিন্দিত রবীন্দ্রনাথ, যা বিদ্বজন ধূমায়িত। এই রবীন্দ্র-বিদ্বেষণের একটা পরিচয়, বহু অজ্ঞাত ও অজ্ঞাত-প্রায় তথ্য সমাহারে, উদ্ঘাটিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। এই পরিচয়েরই পূর্ণাঙ্গ রূপ হল ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত লেখকের 'রবীন্দ্র-বিদ্বেষ ইতিবৃত্ত' বইটি।

১০০. "রমণী সমাজে সোহিনী", নর-নারী, শারদীয় ১৩৭৫ [1968], পৃ. ৬৫৭ ৬৬১।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নায়িকা সোহিনী। এই চরিত্রের মাধ্যমে মেয়েদের সম্পর্কে যে বক্তব্য রূপায়িত হয়েছে তা রীতিমত বিস্ময়কর। যে সময়ে সোহিনী চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে, সে সময় এমন চরিত্রের কল্পনাই ছিল অভাবনীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সোহিনীর ভিন্ন দিকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক রমণীর যে 'ইমেজ' তুলে ধরেছেন তারই মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে।

১০১. "রবীন্দ্রচর্চার একটি দিক", খিদিরপুর মিত্রালী সংঘ, রজত জয়ন্তী উৎসব, স্মারক সংখ্যা, ১৯৬৯-৭০।

রবীন্দ্র সাহিত্যে ভাষা ব্যবহার নিয়ে নানা সমালোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকারের মন্তব্য এই যে গুরুচণ্ডালী দোষ ধরে কবিতায় শব্দ প্রয়োগের ত্রুটি দেখানো, যা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে—তার কোনো অর্থ হয় না। দেখতে হবে শব্দপ্রয়োগ শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা। রবীন্দ্র ব্যবহৃত আপাত বিসদৃশ অথবা শ্রুতিকটু শব্দ, তথা অপ্রচলিত, দেশজ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রস সম্মত আলোচনা করা হয়েছে।

১০২. "রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি লুপ্তরত্ন", শারদীয়, সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৩৭৭ [1970], পৃ. ২১৫-২১৬ এবং ২২৫।

১২৮৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত লেখকনামহীন 'নিন্দাতত্ত্ব' প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা তা বিজ্ঞান সম্মত textual criticism বা পাঠ-বীক্ষণ মারফৎ ডঃ ওহদেদার প্রামাণ্য ভাবে সনাক্ত করে দিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে 'নিন্দাতত্ত্ব'-র গুরুত্ব নির্ধারণ করেছেন; তাঁর সুচিন্তিত অভিমতে 'নিন্দাতত্ত্ব' হল বাংলা সাহিত্যে আধুনিক চলতি ভাষায় লেখা প্রথম প্রবন্ধ।

১০৩. "রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ': পাঠভেদের পুনর্বিচার", অমৃত, ২২ বৈশাখ, ১৩৭৯ [1972], পৃ. ১১—২২।

'প্রকৃতির খেদ' রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনার অন্যতম এবং কবির বাক্য রচনা-প্রকাশের প্রথম পর্বভুক্ত। কবিতাটির দুটি পাঠ আছে। একটি হল যা তখনকার 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল-মে, ১৮৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, আর অপর পাঠ হল যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শকাব্দ ১৭৯৭ আষাঢ় (জুন-জুলাই, ১৮৭৫) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবিম্বে প্রকাশিত পাঠকে 'প্রথম পাঠ' ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকে 'দ্বিতীয় পাঠ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এই

প্রচলিত ধারণা যে নিতান্তই ভ্রান্ত তা এই প্রবন্ধে ডঃ ওহদেদার তাঁর অকাট্য যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণে প্রমাণিত করেছেন।

১০৪. "রবীন্দ্রগ্রন্থের উৎসর্গপত্র", দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১ [1974]। পৃ. ১২৩—১৩০

ডঃ ওহদেদারের মতে উৎসর্গপত্রকে বলা যেতে পারে লেখকের আত্মপরিচয়ের একটা পৃষ্ঠা। সামাজিক জীব হিসেবে লেখকের যে ব্যক্তিসত্তা, শ্রদ্ধাভক্তি, প্রীতিপ্রেম, স্নেহ মমতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুভূতিজনিত মানবিক সম্পর্কে বিধৃত, উৎসর্গপত্রে পড়ে তারই প্রতিভাস। এই প্রতিভাসের দরুণ উৎসর্গপত্র হয়ে ওঠে বহুলে তাৎপর্যপূর্ণ। লেখকের জীবনী ও মনোলোক সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করে। রবীন্দ্রগ্রন্থের উৎসর্গপত্রগুলি আলোচনা করে কবির জীবন ও মানস বৈশিষ্ট্যের কিছু গূঢ় পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক ও সুন্দরভাবে লিখিত লেখাটিতে।

১০৫. "রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের প্রথম সমালোচক", কথাসাহিত্য, আশ্বিন ১৩৮৩ [1997]। পৃ. ১২৫০—১২৬০

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর ছোট গল্প সম্পর্কে সমগ্র দৃষ্টিতে বিস্তৃত আলোচনা, অর্থাৎ সমালোচনা, তা সর্বপ্রথম করেন অধ্যাপক সুখরঞ্জন রায় (১২৯৬-১৩৭০)। এই আলোচনা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয় বাংলা ১৩১৮ থেকে ১৩২৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত সেই কারণে সুখরঞ্জন প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলিত ও বিস্মৃত থেকে যান। ডঃ ওহদেদারের রচনায় আছে উক্ত সুখরঞ্জনের একটা সর্বাঙ্গ মূল্যায়ন।

১০৬. "মাধ্যমিক পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ", দেশ, ৩১ জুলাই ১৯৮২। পৃ. ১১-২২

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক প্রায় অজানা পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। খ্রী. ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পঞ্চম মান (বর্তমানে মাধ্যমিক) ও সপ্তম মানের (বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক) প্রত্যেকটি শিক্ষাক্রমে যেকোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা শেখানো হতো। এর মধ্যে বাংলা ভাষা ছিল অন্যতম। উপরোক্ত দুটি পরীক্ষার জন্যেই ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাকুল্যে চারটি প্রশ্নপত্র—১৯০৬ সালে দুটি ও ১৯০৭ সালে দুটি। চিত্র প্রতিলিপিসহ এই প্রশ্নপত্রগুলির একটা তথ্যবহুল ও মূল্যায়নসূচক আলোচনা করা হয়েছে।

১০৭. "যানবাহনে রবীন্দ্রনাথ", অভ্রান্তিক, ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ১৯৮৩। পৃ. ৩—৯

এই কৌতূহল উদ্দীপক প্রবন্ধে আছে রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর বহু ভ্রমণে কী কী যানবাহন ব্যবহার করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারই তথ্যসমৃদ্ধ সরস বর্ণনা। এবং সেই সঙ্গে আছে এই প্রশ্নের উত্তর—কবি তাঁর জীবনের যতোটা সময় যানবাহনে বার করেন তা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অপব্যয়, অর্থাৎ কালহরণ হয়েছিল কিনা।

১০৮. "রবীন্দ্র চিন্তায় চিঠি", মুখর, চিঠিপত্র সংখ্যা, মার্চ—সেপ্টেম্বর ১৯৮৩। পৃ. ৪৩—৪৮

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর গরিষ্ঠ পত্র লেখকদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে রাশি রাশি চিঠি লিখেছেন, তা নয়; তিনি চিঠি সম্পর্কে চিন্তাও করেছেন। এই চিন্তা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর কয়েকটি লেখায় ছড়িয়ে আছে। এইসব চিন্তার মণিখণ্ডগুলিকে একত্র করে রবীন্দ্রচিন্তার একটা নতুন দিক তুলে ধরা হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে।

১০৯. "অন্যের গ্রন্থে ভূমিকা—লেখক রবীন্দ্রনাথ", দেশ, ২০ আগস্ট ১৯৮৩। পৃ. ১৩—১৬

এই নিবন্ধ ডঃ ওহদেদারের গবেষণা-আশ্রিত রবীন্দ্রচর্চার একটি অভিনব নিদর্শন। অন্যের বহুগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বহু পরিশ্রমে সেই সব বিক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে (গ্রন্থগুলি সংখ্যায় ৬০-এর ওপর) এবং তাদের "চিত্র ও চরিত্রের" একটা মনোজ্ঞ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

১১০. "বাংলা পাঠ্যসূচিতে রবীন্দ্রোদয়", নিবোধত, আশ্বিন ১৩৯৬ (Oct. 1989)। পৃ. ১৭—১৮

"বাংলা পাঠ্যসূচিতে রবীন্দ্রোদয় ঘটেছে অনেক বাধা-বিপত্তি ও বিড়ম্বনার কালো মেঘ অতিক্রম করে।" সেই কলঙ্কজনক, বেদনাময় কাহিনী বর্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১১১. "রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িকতা", উত্তরণ, ১৯৯১। পৃ. ১০—১১

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন, সমস্যার মূল কারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছেন। বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রচিন্তার এই গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে।

১১২. "রবীন্দ্রকাব্যে রঙ", নিবোধত, পৌষ ১৩৯৮ (Jan. 1992)। পৃ. ২৫৪—২৫৮

রবীন্দ্রনাথের চোখে কোন রঙ কতখানি ধরা দিয়েছে? কোন রঙে ছিল কবিচিত্তের বিশেষ আসক্তি? সে আসক্তির কি কোনো ব্যাখ্যা আছে? এই সব প্রশ্নের উত্থাপন ও মীমাংসা বর্তমান মননশীল প্রবন্ধের উপজীব্য।

১১৩. "'সাহিত্য' পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ", শারদীয় বিশে শতাব্দী, [?]। পৃ. ৬৫৬—৬৫৯

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় অত্যন্ত ওঠোর ও কুৎসিত ভাবে রবীন্দ্র-বিরোধিতা করা হয় একথা যতটা জানা, প্রায় ততটাই অজানা যে এই 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে একদা সহযোগিতা করেছিলেন একাধিক রচনা প্রকাশের দ্বারা, এবং সুরেশচন্দ্র একটানা তীব্র রবীন্দ্র-বিদ্বেষণ করলেওমাঝে মাঝে সম্পূর্ণ গুণগ্রাহী রবীন্দ্রসমালোচনাও করেছেন। 'সাহিত্য' পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত এই অজানা পরিচয়ের বিবরণ আছে এই প্রবন্ধে।

১১৪. "বাংলা সমালোচনার প্রথম সংকট ও রবীন্দ্রনাথ", শারদীয় বিশে শতাব্দী, [?]। পৃ. ৬৪৩—৬৪৭

বাংলা সমালোচনা বঙ্কিমের হাতে যেমন পুষ্ট হয়, তেমনি তাঁরই জীবিতকালে সংকটদশায় উপনীত হয়। এই সংকটদশার স্বরূপ এবং কীভাবে রবীন্দ্রনাথ সাধনা ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখে বাংলা সমালোচনাকে সেই সংকট থেকে মুক্ত করেন, যুক্তি প্রমাণে তা বিধৃত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

১১৫. "ইংরেজি তর্জমায় রবীন্দ্রনাথ", শারদীয় জাগৃহি, [?]; পৃ. ৮৯—৯৬

ইংরেজি তর্জমায় সফল ও অসফল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনার পর লেখকের মন্তব্য: "কবির সমগ্র রচনা থেকে সুনির্বাচিত কবিতা সম্ভার অনুবাদ মারফৎ যাতে বিদেশীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তার আয়োজন করা উচিত।"

১১৬. সমালোচনার আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের একটি লুপ্তপ্রায় রচনা", জাগৃহি, [?]। পৃ. ৩৬—৪১

রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট লেখা আজ পর্যন্ত কোথাও কবির সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তকগুলির মধ্যে সংযোজিত হয়নি, অথচ লেখাটি সমালোচনার স্বরূপ সম্পর্কিত একটি মূল্যবান রচনা তথা রবীন্দ্র চিন্তার একটি স্বমহিম প্রকাশ। রচনাটি প্রকাশিত হয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায়—১২৯১ সালের কার্তিক সংখ্যায়। রচনার নাম 'একটি চিঠি'। সমালোচনা-তত্ত্ব সম্পর্কিত মোটা প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ যে কটি লিখেছেন তার মধ্যে এই রচনাটি হল সর্বপ্রথম। সমালোচনার আদর্শ ও কবির এই লুপ্তপ্রায় রচনাটিকে নিয়ে লেখা হয়েছে পত্রিভুক্ত প্রবন্ধটিতে।

১১৭. "রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরপ্রদেশ", সাপ্তাহিক বসুমতী, [?], পৃ. ২৭৮০—২৭৮৬।

এই তথ্যবহুল প্রবন্ধে আছে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণের একটা মনোজ্ঞ বিবরণ। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন গাজিপুরে ছিলেন, তারপর এলাহাবাদ, আলমোড়া, রামগড়, কাশী, লক্ষ্ণৌ, মীরাটে ইত্যাদি স্থানে গেছেন ও কিছুদিন করে থেকেওছেন। উত্তরপ্রদেশে কবির এই যাতায়াত শুধু বাইরের ঘটনা হয়ে থাকেনি, তাঁর অন্তর্লোকেও যে এর প্রভাব পড়েছিল—তা জানতে পারি এই প্রবন্ধ পাঠে।

১১৮. "রবীন্দ্র সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব", মুন্সী বাংলা, শারদীয় সংখ্যা, [?]।

অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকারের একটি লেখা (রবীন্দ্রায়ণ, ১ম খণ্ড) এবং অধ্যাপক তারকনাথ সেনের একটি লেখা (Rabindra Centenary Volume, Sahitya Akademi)—এই দুটি লেখার উদাহরণে লেখক দেখিয়েছেন রবীন্দ্র সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব বিষয়টি কতখানি জটিল এবং এ সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা কতখানি দুরূহ।

১১৯. "লাঠি বনাম লাঠি : রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্যের দাদামশাই", শারদীয় মুকুর, [?], পৃ. ৬—১০।

১২৯২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা এবং পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের দাদামশাই নামে খ্যাত হাস্যরসের ঔপন্যাসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনা—এই দুটি অগ্রন্থিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনার কৌতূহল-উদ্দীপক পরিচয় ও যোগসূত্র বিবৃত হয়েছে।

১২০. "সন্ধ্যা সংগীতের জন্ম রহস্য", [?]. পৃ. ১১৪—১২৫।

রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা সংগীত-এর কবিতাগুলি ভাবে, ছন্দে, প্রকাশ ভঙ্গীতে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব বস্তু-রূপে দেখা দেয়। এই অভিনবত্ব এসেছে ফরাসী কবি বোদলেয়ার-এর প্রভাবে, অনুসরণে, এমন কথা যাঁরা বলেন তাঁদের বক্তব্য যে অসার তা প্রতিপন্ন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। লেখকের যুক্তিপূর্ণ মতে—একটু সতর্ক হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার বাল্য ইতিহাস অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে সন্ধ্যা সংগীত তাঁর তৎকালীন কাব্যানুশীলনেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

সংলেখটির পত্রিকাগত বিবরণ অসম্পূর্ণ। ডঃ গুহদেদারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রচনার Cutting আছে, কিন্তু কোনো running title না থাকায় পত্রিকার নামটাও পাওয়া যায়নি। ডঃ গুহদেদারের স্মৃতি অনুযায়ী পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক, বেহালা থেকে প্রকাশিত হত, সম্পাদকের নাম ভবানী মুখোপাধ্যায়।

ইংরাজি :

১২১. "The poet, Savant and Seer : Yeats on Tagore—Two Interesting Phases", Amrita Bazar Patrika, 8 May, 1958.

১৩৬২ (১৯৫৫) সালের 'রূপায়ণ' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) প্রকাশিত "ইয়েট্‌সে রবীন্দ্রনাথ সংবাদ" প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন লেখক নিজে।

১২২. "Tagore and Bargson on Laughter : Great Minds Do Think Alike", Amrit Bazar Patrika, 9 May, 1959.

১৩৬৪ (১৯৫৭) ১১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "হাসির ভাষ্যে বার্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন লেখক নিজে।

১২৩. "Tagore in Translation", IASLIC Bulletin, June 1961.

ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রাথমিক সাফল্যের পর অনুবাদে কবি রবীন্দ্রনাথের আবেদন ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু এমন তথ্য এই প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত হয়েছে যার আলোকে পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র প্রতিভার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিক-নির্ণয় করা সম্ভব।

১২৪. "Tagore and Indian History", Hindusthan Standard, 9 May, 1963.

রবীন্দ্রনাথের ১০২ তম জন্মদিন উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে। লেখকের বক্তব্য : রবীন্দ্রনাথই প্রথম অত্যন্ত সজাগভাবে ভারতীয় ইতিহাসের দর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভারতের অতীত ইতিহাস ও ভারতীয় সভ্যতার সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি রবীন্দ্র চিন্তার একটি নতুন দিক উদ্ঘাটিত করেছে।

(গ) পুস্তক সমালোচনা

বাংলা :

১২৫· পুস্তক সমালোচনা [রবীন্দ্র গ্রন্থসূচি ১ম খণ্ড ১ম পর্ব ed. by, স্বপন মজুমদার কলিকাতা, জাতীয় গ্রন্থাগার, ১৯৮৮]. গ্রন্থাগার, ফাল্গুন, ১৩৯৫ [1989]। পৃ. ৩০০—৩০৪ ।

সমালোচ্য গ্রন্থপঞ্জিটি নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশনা হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ হয়নি, এই বিস্তৃত সমালোচনায় তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে ।

১২৬· পুস্তক সমালোচনা [প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ১৯৮৯], গ্রন্থাগার, ফাল্গুন, ১৩৯৬ [1990], পৃ· ২৮০—২৮২

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ৭৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমালোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনায় গ্রন্থটির প্রশংসার দিক যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি এর ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকটাও তুলে ধরা হয়েছে ।

(ঘ) চিঠিপত্র

বাংলা :

:২৭· "রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচিতি প্রসঙ্গে", দেশ, ৫ ভাদ্র, ১৩৯৪ (২২ আগস্ট ১৯৮৭)। পৃ. ১২ ।

দেশ, ২০ জুন ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রবন্ধটির তথ্যঘটিত ত্রুটির কথা এখানে বলা হয়েছে। তারাপদবাবু লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কোথাও সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিয়েছেন কিনা জানি না।" রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিয়েছেন -এর প্রমাণ বর্তমান সমালোচক এখানে দিয়েছেন ।

১২৮· "চিঠিপত্র" গ্রন্থাগার, বৈশাখ ১৩৯৬ [1989]।

গ্রন্থাগার, ফাল্গুন ১৩৯৫ [1989] সংখ্যায় প্রকাশিত 'পুস্তক সমালোচনা'র মুদ্রণ প্রমাদের মাত্রাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই চিঠি লিখিত। [illegible]

কথা প্রসঙ্গে

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কলমে ॥ মৃত্যুজনিত শোক ও দুঃখ আমাদের বিহ্বল করে, আবার অনেক সময় দার্শনিকও করে তোলে। জীবনের অনিশ্চয়তা ও অকিঞ্চিৎকারিতার কথা ভেবে আমরা সচকিত হই। মানব জীবন ভঙ্গুর। মৃত্যু অবধারিত জেনেও আমরা তাকে ভুলে থাকতে ভালবাসি। তারপর একদিন অবধারিতরূপেই মৃত্যু এসে আমাদের দুয়ারে হানা দেয়।

মানুষ একাকী থাকতে পারে না, তার সঙ্গীর প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় সমাজের। পরিবার, বন্ধুমণ্ডলী এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার জীবন কাটে। স্বজন ও বন্ধুগোষ্ঠী কারো মৃত্যু হলে স্বভাবতই আমরা শোক করি। তারপর আস্তে আস্তে সময়ের পরিবর্তনে সবই সরে যায়।

সম্প্রতি এক প্রিয় বন্ধু চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে করতে উপরুক্ত দার্শনিক চিন্তাগুলি মাথায় এল।

গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহু দূরে কোয়াম্বাটোরে গেছি আমরা। সেখানেই কলকাতা থেকে টেলিগ্রামে পেলাম এই অকস্মাৎ মৃত্যুর সংবাদ, যার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। 'সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আর নেই'—'Sooren Gangely passed away' এই ছিল টেলিগ্রামের ভাষা। সম্মেলন মুহূর্তে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্বোধনের আগেই আমরা এ সংবাদ পেয়েছিলাম বলে সম্মেলন আরম্ভের প্রথমেই শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। সৌরেন্দ্রমোহন যে শুধুমাত্র ইয়াসলিকের সহ সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন তাই নয়, সারা ভারতে তাঁর পরিচয় ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক অসামান্য ব্যক্তিরূপে। সুতরাং সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তাঁরা বাংলার প্রতিনিধিদের কাছে গভীর শোক প্রকাশ করলেন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিয়োগ পঞ্জীতে তাঁর সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেক কথাই লেখা হবে। সেসব কথা এখানে লেখার প্রয়োজন দেখি না। এই মুহূর্তে তাঁর সম্পর্কে নানা কথা মনে আসছে। সবচেয়ে মনে হচ্ছে সেই মানুষটিকে। সেই মানুষটির কথাই লেখা যাক।

দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, সৌম্য, শান্ত সদাহাস্যময় সৌরেন্দ্র মোহনের জন্ম হয় কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে। তাঁর কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় একটু কেউ বোঝা যেত শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলের বিশেষ টানটি দেখে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম. পাশ করেছিলেন। দু'চারটি স্বল্পমেয়াদী চাকরীর পর তিনি কলকাতা পুরসভার গ্রন্থাগার পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রন্থাগার বিদ্যায় ডিপ্লোমা পরীক্ষা পাশ করেন। মহাজাতি সদন ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদে কর্ম করে তিনি কিছুদিন পূর্বে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধানও ছিলেন। তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভও করেছিলেন। তিনি নির্মলকুমার বসু, বিশেষ করে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট দলের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল।

সৌরেন্দ্রমোহনের বিবাহের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৬৮ সালে সুচিত্রা ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সুচিত্রাও গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন নেত্রী স্থানীয়া। এই বিবাহে আমাদের মত অনেক বন্ধু বান্ধবও নিমন্ত্রিত ছিলেন। এই উপলক্ষে

উপহার স্বরূপ তিনি ও তাঁর স্ত্রী যে টাকা পান তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে দান করেন। তিনি কিছু আসবাব পত্রও বি এল এ ও ইয়াসলিকে দান করেন।

পরবর্তীকালে ঐ দুই পরিষদেই বেশ কিছু অর্থ 'এন্ডাওমেন্ট' হিসেবে দান করেন।

যুবা বয়েসেই তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রবেশ করেন। এবং পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, লাজুক, বন্ধু বৎসল পরহিতৈষী সুরসিক, আড্ডাধারী সৌরেন্দ্রমোহনের ছিল নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা। তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন গুনের সমাবেশ তাঁকে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারি করেছিল। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ কখনো বিফল হয়নি। অযাচিত ভাবেই তিনি পরিচিত অপরিচিত অনেকের অনেক উপকার করেছেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখনী ছিল সচল। প্রধানত গ্রন্থাগার বিদ্যা বিষয়ে লিখলেও অন্য অনেক বিষয়েও তিনি লিখেছেন। তিনি এক সময়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এবং 'পুরোগামী' নামে অন্য ধরণের একটি পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করেছিলেন।

সৌরেন্দ্রমোহন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিতভাবে কলকাতার দুটি গ্রন্থাগার পরিষদে যেতেন এবং সেখানে নানা কাজকর্ম করতেন। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার পরিষদে আসা ছাড়েন নি। মুখে অবশ্য বলতেন ইয়াসলিক বি. এল এ এ সব ছেড়ে দেবেন, বিশ্রাম নেবেন। আমরা অবশ্য তা বিশ্বাস করিনি।

সৌরেন্দ্রমোহন অনুজদের অনেককেই গ্রন্থাগার পরিষদে হাতে ধরে কাজকর্ম শিখিয়েছেন। তাদের পত্রিকায় লেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশুনো করে তারা যাতে আত্মোন্নতি করতে পারে এজন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী বা সদ্য পাশ করা যুবক যুবতীদের তিনি গ্রন্থাগার পরিষদে এসে কাজকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীদেরও তিনি একথা বলতেন।

কাজকর্ম মনের মত না হলে তিনি কখনোই সন্তুষ্ট হতেন না—এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই খুঁতখুঁতে। বাংলা লেখার ব্যাপারে বাংলা বানানের দিকে তাঁর খুব সতর্ক নজর থাকত। বাংলা বানান সম্পর্কে বই পেলেই তিনি কিনে নিতেন। অন্যের লেখাতেও তিনি এই বানান সম্পর্কে নজর দিতেন। এ সম্পর্কে উৎসাহিত আলোচনা তাকে প্রায়ই করতে দেখা যেত। এ ব্যাপারটি তিনি তাঁর বইগুলিতেও অনুসরণ করেছেন। শেষের দিকে তিনি তাঁর রাজনীতি অভিধান বইটির জন্য অনেক পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অবিরাম প্রুফ দেখা তাঁকে সম্ভবত আরো দুর্বল করে তোলে। তাঁর জীবনী শক্তি ফুরিয়ে আসছিল আর তারই পরিণতি তাঁর এই অকস্মাৎ মৃত্যু।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনে সৌরেন্দ্রমোহনের সঙ্গী হওয়ার স্মৃতি এই মুহূর্তে মনে এক প্রকারের বিষণ্ণতা এনে দিচ্ছে। এইসব সঙ্গী হওয়ার মুহূর্তগুলি ছিল দুর্লভ। ট্রেনে বন্ধনহীন পরিবেশে নানারকম হাসি-ঠাট্টা, গল্প গুজব ও আড্ডায় কোথা দিয়ে যে সময় চলে যেত তা আমরা টের পেতাম না। তিনি সকলের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন, তাদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিতেন। কে কি খেয়েছে না খেয়েছে তার খোঁজও নিতেন। সুচিন্তা প্রতিবারই অনেক বেশী করে খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। প্রয়োজন না হলেও নিজেদের খাবার থেকে অন্যদের ভাগ দিতেন।

ইয়াসলিক অফিসে কখনো কখনো আমাদের আড্ডা হত। প্রয়াত তারক লাহিড়ী মহাশয় পুরানো দিনের রাজনীতির গল্প করতেন। সৌরেন্দ্রমোহনের এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। হাতের কাজ থামিয়ে তিনি এই আলোচনায় যোগ দিতেন। বি এল এ তেও আমাদের

এ রকম আড্ডা হত কখনো-সখনো। বলা বাহুল্য সৌরেন্দ্রমোহন তার মধ্যমণি। কখনো কখনো প্রবল তর্ক বেধে যেত সৌরেন্দ্রমোহন ও প্রধীর রায়চৌধুরীর বা অন্যান্যদের সঙ্গে।

তিনি আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার ছিল অসীম শ্রদ্ধা। সেটা তাঁর গুণের জন্যই। তাঁর ধ্যান-ধারণা প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী। জীবনে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ তিনি করেন নি। জীবনে বেশ কষ্ট করেই তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল এবং এজন্য তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। দুঃখকষ্ট কী তা তিনি জানতেন বলেই যারা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করছে তিনি তাদের সর্বদা সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেবেন। গীতোক্ত নিষ্কাম পুরুষের মতই তিনি কর্ম করে গেছেন কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা করেন নি। তিনি জানতেন—'কর্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'।

ইদানিং তাঁর সেই সৌম্য শান্ত ভাব আর ছিল না। তাঁর মেজাজ হয়ে উঠেছিল খিটখিটে। অল্পতেই রেগে যেতেন। আমি তাঁকে একদিন বলেছিলাম 'আপনি দিন দিন সিনিক হয়ে যাচ্ছেন।' তিনি স্বীকার করে বলেছিলেন, জানেন, 'আজকাল আর মেজাজ শান্ত রাখতে পারি না।'

আমরা কোন্নাগরের বাজার পুরে ইয়াসলিকে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হল, বিদায় নেবার প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন, বড়দা শুক্রবার পুরী যাচ্ছি—দু'তিনদিন থেকেই কলকাতা ফিরব। তিনি হাত তুলে বিদায় জানিয়ে বললেন, 'ফির মিলেঙ্গে।'

কিন্তু এটাই শেষ দেখা; এরপর আর তাঁর সাথে দেখা হয় নাই।

সৌরেন্দ্রমোহন আজ আমাদের মধ্যে আর নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ উজ্জ্বলভাবেই আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে তাকে কার্যকরী করে তোলাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্পণ। সেই মহান কর্তব্য পালন করতে আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

পুস্তক সমালোচনা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সমাজ ও গ্রন্থাগার সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়; বোনা কলকাতা ১৯৯৭; [৬], ১৭৪ পৃঃ ৬০ টাকা।

সদ্য প্রয়াত সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সমাজ ও গ্রন্থাগার' সম্ভবত তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ছাপা শেষ বই। এই বইটিতে নানাভাবে সমাজের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় ও হাসপাতালের মতোই যে সমাজে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তা আমরা বোধ হয় এখনও পর্যন্ত উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি।

এই গ্রন্থে শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসঙ্গে রয়েছে তিনটি প্রবন্ধ; যাতে ঐ বিষয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে 'বয়স্ক শিক্ষা' বা 'সমাজ শিক্ষার' ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করে সমাজশিক্ষার লক্ষ্য ও কর্ম পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'সমাজ দর্পনে গ্রন্থাগার' প্রসঙ্গেও রয়েছে তিনটি প্রবন্ধ; গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা, সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষাপট' এবং 'গ্রন্থাগার ও সমাজ বিপ্লব'। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে রয়েছে চারটি প্রবন্ধ। 'বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেকাল ও একাল', তিন শতকের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন এক নজরে বাংলার গ্রন্থাগার বিষয়ের বইপত্র এবং ভারতে গ্রন্থাগার বিষয়ের বইপত্র। এরপর দুই মনীষী গ্রন্থাগারিকের, ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। গ্রন্থপাঠের অভিঘাত ও তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ 'ব্যবহারিক জীবন ও আচরণে বইয়ের প্রভাব' এবং তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা; গ্রন্থ উৎপাদনের মান ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গ্রন্থ প্রকাশনা; রাজ্য গ্রন্থাগার সমবায় প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার সমবায় ও 'ধূসর সাহিত্য' এবং সর্বশেষে পরিচালনা ও পরিষেবার অন্তর্গত দুটি প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগারে হিসাব সংরক্ষণ' ও 'বই পত্র হারানোর সমস্যা' এইসব বিষয়ে মোট কুড়িটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আলোচ্য পুস্তকটিতে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও স্মারকপত্রে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সেমিনার ও সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অনেকদিন আগে লেখা বলে তথ্যাদি স্বভাবতই পুরানো; অনেক প্রবন্ধে কিছু কিছু পুনরুক্তিও চোখে পড়বে; তবে প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্যের সঙ্গতি ও প্রাসঙ্গিকতা আজও হারায় নি। প্রবন্ধগুলির আলোচনা থেকে লেখকের বাস্তব বোধ ও গভীর চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম প্রবন্ধটিতে সমাজ শিক্ষার কর্মকৌশল সম্বন্ধে, জীবন ও জীবিকা ভিত্তিক শিক্ষা গ্রন্থাগার কেন্দ্রিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বিনোদন মূলক গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। সমাজ শিক্ষার কাজে গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা – ভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে গ্রন্থাগারে স্থান দিয়ে এবং সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করে সহযোগিতা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতারও আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণে সমাজ শিক্ষার পাঠক্রম রাখারও প্রস্তাব করা হয়েছে।

'গ্রন্থাগারিকতা কেন্দ্রিত সাক্ষরতা বিস্তার' এই প্রবন্ধে সাক্ষরতা বিস্তারে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও তার সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে।

'জনমুখী গ্রন্থাগার রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে গ্রন্থপাঠে অক্ষম ব্যক্তিদের মৌখিক পরিষেবা এবং শ্রবণ বীক্ষণ ও অন্যান্য সম্ভারের সাহায্যে শিক্ষা এবং তদনুযায়ী গ্রন্থাগারিকতা পাঠক্রমের যথাযথ পরিবর্তন ও কর্মীদের

উপযোগী মানসিকতা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

'গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা' প্রবন্ধে গ্রন্থাগারের প্রতি লোকের নিস্পৃহ মনোভাবের কারণ হিসেবে দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাধিক্য, সাক্ষর ও শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠস্পৃহার অভাব এবং অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলির উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণে অক্ষমতার কথা বলা হয়েছে।

'সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষাপট' প্রবন্ধে গ্রন্থাগারের চাহিদা না থাকার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং চাহিদা সৃষ্টির উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। 'গ্রন্থাগার ও সমাজ বিপ্লব' প্রবন্ধে সমাজ বিপ্লবে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। বিলেতে গ্রন্থাগার আইন পাশ করানোর জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা—এই দুটি নজির তুলে। দেশের যাবতীয় বৈষয়িক উন্নতি নির্ভর করছে মানুষের জাগ্রত সমাজবোধ, দেশের প্রতি আনুগত্য ও নৈতিক মানের ওপর। সমাজ বিপ্লবের এই বিরাট কর্মযজ্ঞে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। সে দায়িত্ব কীভাবে পালন করা যায় তারও পথ নির্দেশ তিনি করেছেন।

'বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একাল ও সেকাল' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন সেকাল ও একালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মপদ্ধতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু মৌল আদর্শের কোন পরিবর্তন হয়নি। এই প্রবন্ধে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠিত অবস্থার কথাই বলা হয়েছে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের পর প্রথম মুখাটিকে সেকাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেকালের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান তিন স্থপতি মনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, সুশীলচন্দ্র ঘোষ ও তিনকড়ি দত্ত ভিন্ন পেশা হতে এসেছিলেন। আর একালের প্রমীল চন্দ্র বসু থেকে আরম্ভ করে যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী। একালে গ্রন্থাগারের চাহিদা ও উপযোগিতার রূপান্তর ঘটেছে। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনও হয়েছে। দেশোন্নয়নের ক্ষেত্রে নূতনতম তথ্য ও তত্ত্বের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এজন্য গ্রন্থাগারের চেহারাও পাল্টাচ্ছে। গ্রন্থাগারের কর্মীরাও হচ্ছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত।

'তিনশতকের গ্রন্থাগার আন্দোলন' প্রবন্ধে কী করে এদেশে অসংগঠিত ভাবে গ্রন্থাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন দেখা দেয় এবং পরে সংগঠিত রূপ লাভ করে তা দেখানো হয়েছে। এই আন্দোলনের আদি পর্বে ছিল ধর্মীয় উদ্যম, খ্রীস্টান মিশনারীদের।

তারপর বিদেশী ভারত সাধকদের ভূমিকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যার ফলে গড়ে ওঠে এশিয়াটিক সোসাইটি। এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের এবং সমকালীন বিভিন্ন সভা সমিতির ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে। মোট কথা এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'এক নজরে বাংলার গ্রন্থাগার বিষয়ের বইপত্র' প্রবন্ধে প্রারম্ভিক পর্বে অর্থাৎ উনিশ শতক থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিষয়ে যে সমস্ত বইপত্র ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সংগঠিত পর্যায়ে অর্থাৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের পর যে সব বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক আন্দোলনের পশ্চাতে থাকে তত্ত্বগত ভাবনা ও জনকল্যাণকর আদর্শ—গ্রন্থাগার আন্দোলনেও তা আছে। এ সমস্তই প্রকাশ পেয়েছে বইপত্র ও পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাই গ্রন্থাগার সংক্রান্ত লেখা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বোঝার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

'ভারতে গ্রন্থাগার বিষয়ক সাময়িকপত্র' প্রবন্ধে এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা হয়েছে।

'ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভগীরথ রঙ্গনাথন'

প্রবন্ধে রঙ্গনাথনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে আর 'প্রভাতকুমার, বাংলার প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী' প্রবন্ধে প্রভাতকুমারের। দুটি প্রবন্ধই সংক্ষিপ্ত হলেও ঐ দুই মনীষীর মূল্যায়নে বিশেষ কুশলতা দেখিয়েছে।

'ব্যবহারিক জীবন ও আচরণে বইয়ের প্রভাব' প্রবন্ধে পাঠকের আচরণ ও মনোভঙ্গি, ব্যবহারকারীর মনে পুস্তকের প্রভাব, পাঠকের নিরপেক্ষ বোধ, বিশ্বাস ও রুচি, পাঠকভেদে বই এর এক-এক রকম সাড়া, ইত্যাদি পুস্তক পাঠের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা' প্রবন্ধে প্রথমে এর সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানভেদে বিভিন্ন অবস্থার গ্রন্থাগার উন্নয়ন, কর্মপরিধি নিরূপণ সমস্যাবলির নিরমানুগ বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানাবিধ নিয়ামক তথ্যসামগ্রীর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনাই হল তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা। এরপর এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বর্ণিত হয়েছে। তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতার সমপর্যায়ে আর একটি বিষয় যে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারিকতা একথা লেখক উল্লেখ করতে ভোলেন নি। লেখক এর কারণ বর্ণনা করেছেন। তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ ও গবেষণার একটি বিষয়। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারিকতার সঙ্গে এর বিশেষ যোগ রয়েছে।

'পশ্চিমবাংলার গ্রন্থ উৎপাদনের মান' প্রবন্ধে এই রাজ্যে প্রকাশিত বইয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গ্রন্থ প্রকাশনা' প্রবন্ধে গ্রন্থের মানোন্নয়নের পন্থা বিবৃত হয়েছে।

'গ্রন্থাগার সমবায়' প্রবন্ধে সমবায় কথাটির অর্থ এবং গ্রন্থাগারে সমবায়ের তাৎপর্য্য বর্ণনা করে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থাগার সমবায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সমবায়ী ব্যবস্থায় কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও সাধারণভাবে এর সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

'ধূসর সাহিত্য' প্রবন্ধে প্রথমে এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর ধূসর সাহিত্যের অপ্রাপ্যতা ও তার কারণ এবং একে সহজলভ্য করার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

'গ্রন্থাগারের হিসাব-রক্ষণ' প্রবন্ধে বিজ্ঞান সম্মতভাবে হিসাব-রক্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং একে বিস্তৃত আলোচনা ও উদাহরণসহ প্রাঞ্জল করা হয়েছে। এরকম প্রবন্ধ বাংলাভাষায় খুব কমই চোখে পড়ে।

বইয়ের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'বইপত্র হারানোর সমস্যা' কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সমস্যায় কম-বেশী অনেক গ্রন্থাগারিকই কোন না কোন সময়ে বিব্রত হয়েছেন বা হচ্ছেন যদিও গ্রন্থাগারের বই চুরির জন্য গ্রন্থাগারিক দায়ী হতে পারেন না। বই হারানো সম্পর্কে এই প্রবন্ধে এক খসড়া প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

বইটিতে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারবৃত্তি সংশ্লিষ্ট সকলের, এমনকি, গ্রন্থাগারবৃত্তি বহির্ভূত ভিন্ন পেশার লোক, বা সাধারণ লোকের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাবে। বইটি প্রকাশ করে প্রকাশক যে ঝুঁকি নিয়েছেন, আশা করি তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকা বইটি সংগ্রহ করতে পরাঙ্মুখ হবেন না বলেই আশা করি।

REJOINDER TO THE MEMORANDUM SUBMITTED TO THE 4th PAY COMMISSION AND PAY COMMITTEE, WEST BENGAL

By

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

Covering the employees engaged in different libraries of the State Government and libraries under sponsorship scheme of the State Govt. and Library personnel of the Universities

(পরিষদ প্রথম পে কমিশনের কাছে নিম্নলিখিত সংযোজনী (Rejoinder) পেশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির জন্য রাজ্যসরকার গঠিত পে কমিটির কাছেও পরিষদ একই রকম সংযোজনী (Rejoinder) পেশ করেছে। বক্তব্য বিষয় একই হওয়ার দরুন এই দুটি সংযোজনী আলাদা ছাপা হলো না। Pay Commission-এর কাছে পেশ করাটিই ছাপা হলো। পে কমিটির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির Pay Commission-এর জায়গায় Pay Committee বসিয়ে পড়বেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কমিশনের সুপারিশ সমূহ লক করেই এই সংযোজনী দুটি পেশ করা হয়েছে। —সম্পাদক)

To

The secretary,
4th Pay Commission, West Bengal,
Salt Lake,
Calcutta.

2. 1. 98.

Dear Sir,

Please find enclosed a rejoinder (10 copies) to the Memorandum already submitted to you for consideration of Pay Scales, and other relevant benefits along with the retirement benefits of the library employees of the State inclusive of sponsored library employees.

Since the publication of the report of the Pay Commission of the Central Government, the scenario has been changed to a great extent. A rejoinder is required to be submitted in the light of this development.

We would urge upon you to kindly consider the proposals raised in our above referred rejoinder along with our original memorandum submitted to you and the subsequent oral representation to you.

Yours faithfully,

Enclosed
10 copies of Rejoinder.

K. P. Majumdar
General Secretary

Pay Scales

1. The lowest pay of an employee should be fixed at Rs. 2600·00 as has been fixed by Central Govt. (vide the recommendations of the 5th Central Pay Commission) and maintain a ratio of 1 : 9 in respect of fixing the highest Pay Scale of the employees under the State Govt. control and sponsorship.

Increments

2. We oppose the recommendation of the Central Pay Commission of keeping the

increment of the employees fixed at the same rate throughout a particular scale. We are of the opinion that exprience commensurate with effeciency needs incentive in the form of higher rate of increments and thus request the West Bengal Pay Commission for introduction of increasing slabs of increments.

Stagnation Increments

3. Over the years, cases of stagnated employees are increasing. To stop this phenomena, we suggest that stagnated employees be given regular increments at the rate of last increment till his retirment which has been recommended by the Central Govt. Pay Commission.

Pay Fixation Formula

4. As per decision of the Central Govt., keeping the third interim relief outside the purview, the pay is to be fixed at Basic Pay + two Interim Reliefs + 140% Dearness Allowance + 48% of the Basic Pay. We would also urge upon the Pay Commission to accept the pay fixation formula as suggested by the Central Government. Along with this, the Central Govt. employees enjoye the "Bunching Formula" benefits iike one additional increment in the new pay scale as against three increments in the pre-revised scale. The Association suggests that this recommendation be accepted in case of employees under State Govt. control and sponsorship.

House Rent Allowance

5. We urge upon the Pay Commission to increase the highest limit of House Rent Allowance to the tune of Rs. 2000/-.

Leave

6. Number of casual leave should not be decreased. We urge upon the Pay Commission to increase the benefit of Leave Encashment to 300 days at the time of retirment and Maternity Leave of 135 days.

Leave Travel Concession

7. We urge upon the Pay Commission to grant four yearly L.T.C. towards all India Travel and also thrice in four year leave travel grant for home coming towards the employees engaged in transferable jobs.

Retirement Benefits

8. a) Basic Pension : 50% of the original pay along with the usual Dearness Allowance to be paid to the employees.

b) Minimum Pension/Familly Pension Considering Rs. 2,550/- being the minimum salary of an employee, his pension/Family pension be fixed at Rs. 1,275/- as basic pension. Defination of 'Family' should also be changed at per with the Central Govt. employees.

c) Maximum Limit of Pension : As in case of Central Govt. employees 50% of the last pay drawn as Pension and 30% of the last pay drawn in cases of Family Pension should be accorded.

d) Commutation of Pension : The benefit of commutation of pension be raised to 40% of the pension.

e) Gratuity : Taking into consideration of last Basic Pay and Dearness Allowance before retirement the maximum limit of gratuity of an employee be raised to Rs. 3.50 lakhs.

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩৫·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) (১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা ২৫·০০
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodology ১২৫·০০

গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপণের হার

পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০/-
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৬০০/-
¼ পৃষ্ঠা	৩৫০/-
২য়/৩য় প্রচ্ছদ	১৫০০/-
৪র্থ প্রচ্ছদ	২০০০/-

প্রকৃত মূল্যের উপর বিজ্ঞাপন সংগ্রাহককে ২০% ছাড় দেওয়া হবে। অতিরিক্ত ২০% পুস্তক প্রকাশককে দেওয়া হবে। কোন প্রকাশক যদি পরপর ৩টি সংখ্যা বা ৬টি সংখ্যা বা ১২টি সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দেন তবে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

সম্প্রতি খিদিরপুরের হেমচন্দ্র পাঠাগারের অকৃপণ আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে যে ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গ্রন্থাগারে প্রকাশ করা হবে। স্থানাভাব হেতু সমস্ত বিষয় ১ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। এই সংখ্যায় উক্ত সম্মেলনের সভাপতি, প্রখ্যাত কবি গোলাম কুদ্দুস মহোদয়ের ভাষণটি প্রকাশ করা হলো।

—সম্পাদক

৪৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

সম্মেলন সভাপতির অভিভাষণ

গোলাম কুদ্দুস

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

প্রথমেই আমি স্মরণ করি শ্রী জীতেন শীলকে, যিনি নিছক গ্রন্থের টানে কলকাতায় গত গ্রন্থমেলায় এসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। গ্রন্থের জন্য তিনিই প্রথম শহীদ। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে আমাদের স্থায়ী কিছু করার কথা ভাবা উচিত।

শুরুতেই আর একটা কথা না বলে পারছি না — যাঁরা গ্রন্থাগার পরিষেবায় জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি কাটিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পেন্সন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধাগুলি প্রদানে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার যেন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারগুলির শূন্য পদ পূরণেও যেন অনাবশ্যক বিলম্ব না ঘটে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিদানের জন্য গ্রন্থাগারিকদের যাবতীয় সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, আমি রাজ্য শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগারগুলির ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির সমীচীনতা অনুভব করি। গ্রন্থাগার সমূহের নতুন দায়দায়িত্ব গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে এটা অবশ্য করণীয়।

তৃতীয়ত, গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক করার বহুদিনের দাবি আর উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

চতুর্থত, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় সরকার আজো যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন কাম্য।

পঞ্চমত, গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন বা নেটওয়ার্কের কাজে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারকে যথাসাধ্য মনোযোগী হ'তে হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে যে-মত বিনিময় করবেন, তা তাঁদের সভাপতির ভাষণের চেয়ে অনেক বেশি সুচিন্তিত ও শিক্ষণীয় হবে।

প্রিয় প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনাদের সংগঠন বিগত সাত দশক নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্প্রসারণে যে অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা এ-দেশে অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার এক বিরল দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন সামাজিক শক্তি বিভিন্ন পর্যায়ে আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন সামাজিক শক্তি মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। তারই কিছু ছায়াপাত আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুত, আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলন এক নতুন পর্বে পদার্পণ করেছে। এর ভূমিকা, কর্মকৌশল এবং আদর্শ এক নতুন সমীকরণের আপেক্ষা রাখে। বর্তমানে আপনারা যাঁরা গ্রন্থাগারের কর্মপ্রবাহে নতুন প্রাণ-সঞ্চারে উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার ও সহ-সম্পাদক শ্রী নির্মালা রায় আমাকে গ্রন্থাগার বিষয়ক কিছু তথ্য অবগত হওয়ার যে সুযোগ দিয়েছেন, সে-জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে যে গ্রন্থাগার আইন পাশ করেছেন, তার পিছনে যে আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, সেটা স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী এ-সম্পর্কে এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, " ১৯৭৭ সালের বিধান সভা নির্বাচন উপলক্ষে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে ... নির্বাচনের মত একটা রাজনৈতিক সংগ্রামে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে একটি নতুন অভিজ্ঞতা।" এই মূল্যায়নের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী ব'লে মনে করি। কেন না বামফ্রন্ট যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহারে গ্রন্থাগার বিষয়টিকে স্থান

দিয়েছিলেন, সেটি নিশ্চয়ই সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়। সেটা মনে রেখে এবং বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে আমার বোধ হয় কিছু বলা উচিত।

বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের কথা রেখেছেন, সাধ্যমত কাজে অগ্রসর হ'য়েছেন এবং প্রয়োজন বোধে বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শক্রমে গৃহীত আইনের কয়েকবার সংশোধনও ক'রেছেন। তাঁরা বছরের পর বছর গ্রন্থাগারের অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি ক'রছেন। বিগত বিশ বছরে তাঁরা কংগ্রেসের ত্রিশ বছরের শাসনকালের তুলনায় গ্রন্থাগারের সংখ্যাবৃদ্ধি ক'রেছেন কয়েক গুণ। এই বৃদ্ধির পরিমান সাত শ' থেকে আড়াই হাজার। এটা বড় কম কথা নয়। এ- জন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাতে হয়। আমি এও জেনেছি যে, তাঁরা আগামী পাঁচ বছরে গ্রন্থাগারের সংখ্যা আরো পাঁচ শ' বৃদ্ধি করতে চান। এই সংখ্যাটা যোগ দিলে সরকার পরিচালিত ও পরিপোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজার। এর সঙ্গে তিন হাজার বে-সরকারী গ্রন্থাগারের সংখ্যা যোগ দিলে একুনে দাঁড়ায় ছয় হাজার। কিন্তু এ-রাজ্যে গ্রামের সংখ্যা ষাট হাজার, আর শহরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা'হলে দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারগুলি বড় জোর মোট জনসংখ্যার আনুমানিক মাত্র দশ শতাংশের চাহিদা পূরণ করতে পারে— অবশ্য যদি চাহিদা ব'লে কিছু থেকে থাকে। এই চাহিদা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রসার, দু'টোই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। আমাদের প্রাকস্বাধীনতা যুগের মত গণ-উদ্যোগে নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা ভাবতেই হবে। চোখের সামনে দেখছি, গণ উদ্যোগে সেদিন রাজারহাটে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ'ড়ে উঠল একটি আস্ত কলেজ। গণ-উদ্যোগে সাক্ষরতা আন্দোলনের সাড়া জাগানো সাফল্যের দৃষ্টান্তও রয়েছে আমাদের সামনে। নব সাক্ষরদের ব্যাপারে গ্রন্থাগারগুলির নতুন ভূমিকার কথাও বলা হচ্ছে। এতে গ্রন্থাগারগুলির মূল্য নবমাত্রা লাভ করেছে। কাজটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ'তে পারবে কিনা সেটাই বিচার্য। আমরা জেনেছি, হুগলী জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলনে গত আড়াই বছর ধ'রে ৭০ হাজার মানুষ শিক্ষক-শিক্ষিকারূপে স্বেচ্ছাশ্রম দান করেছেন। এ এক অভূতপূর্ব গণ-উদ্যোগের উদাহরণ। নব সাক্ষরদের স্বার্থে এঁদের একটা অংশও যদি রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে সদস্য-সদস্যা হিসাবে যোগ দেন, তা'হলে অনেক গ্রন্থাগারের চেহারা বদলে দিতে পারেন। সব জেলার গ্রন্থাগারগুলিই অবস্থান্তরে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। বাস্তবে এই ঘটনা ঘটলে শুধু যে নবসাক্ষরদের জন্য তাদের উপযোগী বই পত্রের যোগান দিতে হবে তাই নয়, গ্রন্থাগারগুলির নবাগত শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদাও মেটাতে হবে।

এ জাতীয় চিত্তাকর্ষক কল্পনার রাজ্যে একটা মস্ত বড় 'কিন্তু' দেখা দিয়েছে— সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারগুলির পাঠক-সংখ্যা নাকি হ্রাস পাচ্ছে। বাস্তব অবস্থা যদি সে-রকমটাই হয়, তা'হলে তার সমাধান কোন্ পথে তা অবশ্যই এ সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। সে - আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি প্রবাদ বাক্য স্মরণ করি— আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখায়। আমরা কি আমাদের বামপন্থী দলগুলির মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন জানাতে পারি না, আপনাদের শিক্ষিতজনদের মধ্যে যাঁরা এখনো কোনো গ্রন্থাগারের সদস্য হন নি, তাঁরা অবিলম্বে নিকটবর্তী কোনো লাইব্রেরীর মেম্বার হ'য়ে আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উল্লেখ্য ভাটার টানকে উজান স্রোতে পরিণত করতে কেন এগিয়ে আসবেন না? যত প্রকার সহজ কাজ আছে, এটা কি তার মধ্যে সহজতম নয়? আপনারা এরূপ সহজিয়া হ'লে আপনাদের দেখাদেখি আরো অনেক মানুষও গ্রন্থাগারকে জীবনের একটা অঙ্গ ক'রে নিতে প্রবুদ্ধ হ'তে পারেন। আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন, মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে হ'লে নিজেরা আগে অনুপ্রাণিত হ'তে হয়। আপনারা সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী, বইয়ের কদর আপনারাই সব চেয়ে বেশি করেন, গ্রন্থাগারে আপনাদের অধিক সংখ্যায় আগমনে গ্রন্থাগারিকগণ চাঙ্গা হ'য়ে উঠবেন, আপনারাও কর্ম ও জ্ঞানের নিবিড়তর সমন্বয়ে আরো সমৃদ্ধ হবেন। কর্মহীন গ্রন্থকীটদের কাল যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখন গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে নানা শ্রেণীর কর্মী ও পাঠকদের সমাবেশ ঘটলে গ্রন্থাগারগুলি স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নানা কর্মপ্রচেষ্টার কিছুটা সংযোগস্থল হ'য়ে উঠতে পারে,

বিশেষত গ্রামাঞ্চলে।

গ্রন্থ-পাঠাভ্যাস প্রসারের উপায় খুঁজতে গিয়ে কেউ কেউ ভাবছেন, শিশু ও কিশোরদের গোড়া থেকেই তাদের টেক্সট বুকের বাইরের মনোজ্ঞ পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক যাঁরা সজ্ঞানে সন্তানদের প্রতিযোগীতা - যাতাকলে ফেলে প্রাণরস নিঙড়ে নিচ্ছেন, তাঁরা বাইরের সদুপদেশে কতটা কান দেবেন? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর কি তাঁদের সেইভাবে গড়ে তুলেছে, অথবা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যাতে সবাই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চেষ্টা করবে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর নিয়ে তো আলোচনার অন্ত নেই, কিন্তু কেন এই সরল কথাটা হারিয়ে যাচ্ছে যে, বিগত পঞ্চাশ বছর এ-দেশে ধনতন্ত্রের একটানা বল্গাহীন বিকাশের যুগ। ধনীক শ্রেণী তো তাদের বিকাশের বাধা বিঘ্ন দূর করার জন্যই কিছুটা জাতীয়তাবাদী সেজেছিল, স্বাধীনতার পর তাদের পথের কাঁটা যথেষ্ট দূর হওয়ার ফলে তাঁরা তাঁদের সাধপূরণ করবেন না ? এই মহাত্মাদের ধনতন্ত্রের অব্যাহত অগ্রগতি আমাদের সমাজ ভেঙেছে, পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙেছে, শুভবুদ্ধি ন্যায়নীতি ভেঙেছে, ভেঙেছে মানুষের মন-মোহ-স্বপ্ন, মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে পরিণত করেছে টাকার সম্পর্কে। আবার একই কারণে প্রতিবাদী শক্তিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে বাধ্য, অন্তিমে যা ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটাবে। যাঁদের হাতে কলকারখানা, জমিজমা, ব্যবসাপত্র তাঁরা ধনতান্ত্রিক বিকাশের নিয়ম অনুসারেই আরো ধনী হয়েছেন এবং যাঁরা ওঁদের দাসানুদাসের কাজ করেছেন, তাঁরা আপেক্ষিকভাবে নিঃস্ব হয়েছেন। এর থেকে যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, সেটাই আজকের সমাজের মূল বাস্তব, তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে তথাকথিত মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং বিপরীত প্রতিবাদী শক্তি। এই প্রতিবাদী শক্তির সামনে যেমন অশেষ বাধা বিপত্তি, তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনেও মসৃন কোনো পথ থাকতে পারে না এবং অবস্থার গতিকে এই আন্দোলনকে প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গী হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমার এই কথায় আপনাদের মনে হয়ত একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে — আমি বুঝি আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মত একটা নিরীহ আন্দোলনকে পাকেচক্রে কৃত্রিমভাবে বিপ্লবের রজ্জুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে বলছি। আদৌ তেমন কোনো মতলব আমার নেই এবং থাকতেও পারে না। কেন পারে না তা সহজেই বুঝতে পারেন যদি আপনারা এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ও চীন বিপ্লবের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ও দুটি দেশ শিক্ষাদীক্ষা সাক্ষরতায় অত্যধিক অনগ্রসর ছিল, তবু তা বিপ্লবের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। আবার শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি। কেন এমন হয়। বিপ্লবের জন্য যে তিনটি জিনিস প্রয়োজন— বিপ্লবী পরিস্থিতি, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব এবং উপযুক্ত বিপ্লবী সংগঠন, এর একটাও ছিল না উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে। পরন্তু পশ্চাদপদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে বিপ্লবের পরে প্রায় বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে যায় শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। তখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়নি, আমি দাঁড়িয়ে আছি বিপ্লবতীর্থ লেনিনগ্রাডের নেভা নদী তীরে। সেই গ্রীষ্মকালেও উত্তর মেরু থেকে বাধাবন্ধহীন ভেসে আসা কনকনে হিমেল হাওয়ায় আমার রক্ত জমে বরফ হওয়ার উপক্রম, তবু আমাকে যেতেই হবে "ব্যাট্‌লশীপ অরোরা" দেখতে, ঐ জাহাজ থেকেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে কামান দেগে জারের ক্ষমতাকেন্দ্র উইন্টার প্যালেস দখলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংকেত দেওয়া হয়েছিল। আমাকে দেখতে হবে সেই কামানটি। শুনেছি এ জাহাজ যাঁরা দেখতে আসেন, প্রত্যেকে রোমঞ্চিত হন, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমাদের গাইড অতি বৃদ্ধ। তাঁকে শুধালাম, সেই কামানটি কোথায়? উত্তর পেলাম, আগে গোটা জাহাজটি দেখুন। গাইড সব শেষে সেই কামানটির কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। এই সেই 'দুনিয়া কাঁপানো দশটি' দিনের কামান! মাও-সে-তুং বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের তোপধ্বনি থেকেই চীন বিপ্লবের সূত্রপাত। বিপ্লবের প্রতীকটির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, যুগযুগান্তের বঞ্চিত শোষিত মানুষের মর্মপীড়া এর মুখ

দিয়ে অগ্নিস্রাব হয়ে গর্জন করে উঠেছিল। এ যেন লৌহজাত বস্তু নয়, শুধু মানবহৃদয় দিয়ে তৈরী। আমার গাইড সস্নেহে কামানটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি সে রাত্রে কামানটি দেগেছিলেন আপনি কি তাঁকে দেখেছেন? লোলচর্ম বৃদ্ধের মুখখানি হাসিতে ভ'রে গেল। তিনি যেন আচমকা অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি নীরব রইলেন, কী যেন ভাবতে লাগলেন। আমি পুনরুক্তি করলাম, আপনি কামানদাগা সেই মানুষটিকে দেখেছেন? তিনি ধ্যান ভেঙ্গে শান্ত গলায় বললেন, তাঁকে দেখেছি বৈ কী, সে তো আমি। বৃদ্ধের কথা শুনে আমি অবাক, স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ রুদ্ধবাক হয়ে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, সেই রাতটা ছিল সে বছরের সব চেয়ে ঠাণ্ডা রাত।

আমি একটু উষ্ণ বোধ ক'রে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার হাত কাঁপেনি কামান দাগতে গিয়ে? উত্তর পেলাম, একটুও না, আমি বরং গুরুদায়িত্ব পেয়ে নিজের মধ্যে অসীম শক্তি অনুভব করছিলাম।

— আপনি কি শিক্ষিত ছিলেন?

— না, আমি লেখাপড়া জানতাম না। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল দো-ভাষী মারফত। তিনি এবার আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। তুমি কি জানো না বিপ্লবের ব্যাপারে লেনিন কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, মেহনতী মানুষ বই থেকে নয়, শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। আমাকে দেখে বুঝতে পারছ না?

এই বলে তিনি হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। আমি বিদায় নিলাম। সেই কামান দাগা হাতের স্পর্শ যেন এখনো লেগে আছে।

বহু বছর পর জিনিসটা নতুন ক'রে বুঝলাম যখন দেখলাম সোভিয়েত দেশে এত শিক্ষা দীক্ষার পরেও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে প্রতিবিপ্লব ঘটল। এ- নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু আমরা দেখলাম, মার্কস - এঙ্গেলস - লেনিনের কোটি কোটি গ্রন্থ, লক্ষ লক্ষ গ্রন্থাগার, অঢেল শিক্ষিত মানুষ, ভূরী ভূরী বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করতে পারেনি। ভ্রান্ত নীতি ও জন-বিচ্ছিন্নতা ঘটলে গ্রন্থকীটদের সাধ্য নেই বিপ্লব রক্ষা করে। অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই, সেটাও নতুন ক'রে প্রতিভাত হ'তে শুরু করেছে সেখানে। প্রাক্তণ সোভিয়েত ও ইউরোপের পূর্বাংশের মানুষ ঠেকে ঠেকে শিখছে।

তবে কি বিপ্লবীদের কাছে বইপত্রের মূল্য শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকল? না। আমি শুধু গ্রন্থাগারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কিছুটা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করতে চাইছি। গ্রন্থাগারের মূল্য ও ভূমিকা জনজীবনে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। বৃটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্ল মার্ক্সের 'পুঁজি' বা 'ক্যাপিটাল' রচনার কথা কল্পনা করা যায়? লেনিন স্বদেশ-বিদেশের অজস্র গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছেন সারা জীবন ধরে, যেখানেই যখন নির্বাসিত হয়েছেন, সেখানে গিয়ে প্রথমেই খবর নিতেন কোথায় কোন্ গ্রন্থাগার আছে। আর লেনিনের প্রতিপাদ্যই হল, সমাজতন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নয়, এ অনেক অধ্যয়নের অপেক্ষা রাখে, সেরূপ শিক্ষিত জ্ঞানীদের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের গভীর সংযোগের ফলেই বিপ্লবী সংগঠনের উৎপত্তি ঘটে। এক কথায় বলা যায়, বই পুস্তকের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সম্পর্কটা সব ব্যাপারের মতই দ্বন্দ্বমূলক বা ডায়ালেক্‌টিকাল, লেনিন নভেম্বর বিপ্লব শুরুর আগের রাত্রে পলাতক অবস্থায় হাতের কাছে যে ক'খানা বই পেয়েছিলেন অনবরত সেগুলির পাতা উল্টেছেন এবং পরিশেষে বালিশের অভাবে বই মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছেন।

আজ আমাদের দেশে গ্রন্থাগারগুলির জন্য এত ভাবনাচিন্তার দরকার হত না যদি পঞ্চাশ বছর আগে যুদ্ধোত্তর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবী পরিস্থিতির সুযোগ আমরা নিতে পারতাম। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ও তার ভাবধারার করাল গ্রাসে আজ সারা দেশে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। ধনতান্ত্রিক বিকাশের সর্বগ্রাসী প্রভাব প'ড়েছে সর্বত্র। সেটা মনে না রেখে আজকে পাঠকের সংখ্যা হ্রাসের জন্য প্রধানত বৈদ্যুতিক গণ-মাধ্যমকে দায়ী করলে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেহারার দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা কি দেখতে পাই? সেখানে

আমাদের ধনতান্ত্রিক দেশের স্থূল নেতিবাচক দিকগুলির অবসান ঘটায় বৈদ্যুতিন গণ-মাধ্যম পাঠক সংখ্যা হ্রাসের কারণ হ'য়ে ওঠেনি। বরং সেখানে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের নিয়ত সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরুন, ধনতন্ত্রের ব্যবস্থাধীন বামফ্রন্ট সরকার সাক্ষরতা বৃদ্ধির এত চেষ্টা সত্ত্বেও দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ নিরক্ষর মানুষ নিয়ে এখনো ঘর করতে বাধ্য হচ্ছেন, এবং এটা কি গ্রন্থের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক? এখানে শিক্ষায়তনগুলি সরস্বতীর ঘন্টা যতই বেশি ক'রে বাজাক, ধনলক্ষ্মীর বরপুত্ররাই পণ্য হিসাবে বিদ্যাকে যে ক্রয় ক'রে ঘরে তুলছে, ধনকুবেররা যে অধিক মুনাফার শিল্পের মতই আজ এক-একটি বিদ্যালয় কিনে নিচ্ছে বা তৈরী করছে, শিক্ষকদের একাংশ যে টাকার টানে নেট বই এবং টিউটোরিয়াল হোমগুলিকে বানিয়েছে টাকশাল, ছাত্রদের মধ্যে যারা মেধাবী তারা যে অধিক অর্থলাভের আশায় শিক্ষার বিশেষ বিশেষ সোপানে পা রেখে উপরে উঠতে সর্বশক্তি নিয়ে তৎপর, এ-সবের জন্য দায়ী কে এবং এরূপ ছাত্র-শিক্ষক ধনকুবেররা কি পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক? যেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পদ্মপাতার মত বেড়ে চলে, যেখানে রুগ্নশিল্প ও কর্মহীন শ্রমিক সমাজের অন্ন, অস্তিত্ব রক্ষার দায় থেকে যেখানে বিপুল সংখ্যক শিশু-শ্রমিকের উৎপত্তি, ঝিঁপি ঘরের মধ্যে যেখানে গাদাগাদি মানুষের বাস, ক্রমাগত দরবৃদ্ধিতে যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত এবং বইয়ের কাগজ ও মুদ্রণের ব্যয় প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে, যেখানে প্রীতি উপহারের তালিকায় বইয়ের স্থান অধিকার করছে ভোগ্যপণ্য বা বিলাস-ব্যসন, সেখানে পাঠকের সংখ্যা হ্রাসের প্রশ্নে সমগ্র সামাজ ব্যবস্থার সংকটই আলোচ্য। শিক্ষা, সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার প্রসারের প্রশ্নে আমূল ভূমি সংস্কার ও বিবেচ্য।

সমস্যার গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাব, যে-সব শক্তি একদা হিটলারের জার্মানীতে বইয়ের বহ্নুৎসবে যোগ দিয়েছিল, সেই পুস্তকপোড়ানো ঘৃণ্যছাড়া শক্তি এখানেও মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। এরা ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলশ্রুতি, সমাজের নানা ছিন্নভিন্ন অংশে। পুরনো ভগ্ন সমাজ থেকেই এই অসামাজিক জীবদের উদ্ভব। এরা চুরি-ডাকাতি, খুনখারাবি, গুন্ডামী দুর্নীতি, রকমারি নেশা দুষ্কার্য ছাড়া নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না। এরা নীতিভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও ঘুষ ভক্ত সরকারী কর্মচারী সহযোগে শুধু দুর্বৃত্তায়ন নয়, নৈরাজ্য সৃষ্টির ভবিষ্যৎ বাহন। এরা মহিষাসুরের মত ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তনে সক্ষম এরা সামনে থেকে আপনাকে আক্রমণ করতে পারে, পিছন থেকেও আঘাত হানতে পারে। এরা কখন রেলের ফিশপ্লেট উঠিয়ে নিয়ে গেছে জানতে পারার আগেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই হয়ত আপনি সাবাড় হ'য়ে গেলেন। এরা বইপত্র, গ্রন্থাগার, সভ্যতা-সংস্কৃতির ঊর্ধ্বলোকে বা নিম্নলোকে বিচরণ করে। শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা এদের দমন করা যায় না যে নোংরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে এদের উত্থান, তার ভিত্তিমূল উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু মুক্তিপথের পথিকদের এরা উঠতি ফ্যাসিবাদী শক্তির ঠ্যাঙাড়েবাহিনী হিসাবে কি সহজে পথ ছেড়ে দেবে? এরা জাত-পাত, সম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীল বিচ্ছিন্নতাবাদের ছত্রচ্ছায়ায় যখন-তখন আত্মপ্রকাশে-প্রস্তুত। এদের মোকাবেলায় কেন যে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রগতিশীল সংগঠন প্রয়োজন, তা সহযাত্রী অনেক বুদ্ধিজীবীও বুঝতে চান না: শৃঙ্খলাকে তাঁরা স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করেন দৃষ্টির অস্বচ্ছতা ছাড়া একে কী বলব।

অথচ চলার পথের সব চেয়ে বড় পাথেয় দৃষ্টির স্বচ্ছতা। ধনতান্ত্রিক সমাজ ও তার মতাদর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের চারপাশে ঘন কুয়াশা সৃষ্টি করছে, যাতে আমরা বিভ্রান্ত হ'য়ে তাদের শোষণ ও শাসনকে টিকিয়ে রাখি। আপনাদের গ্রন্থাগার আন্দোলন থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। অবশ্য এ-বিষয়ে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা জানি না। আমার মনে হয়েছে, 'ইউনেস্কো' চাইছে, গ্রন্থাগারগুলিকে হ'তে হবে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়! ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এও কি সম্ভব? জনগণের হাতে ক্ষমতা না এলে গ্রন্থাগারগুলিকে কী ক'রে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় করা যাবে? এ যেন

অনেকটা 'কনজিউমার্স সোসাইটি'র মত. জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিলাম আবার জনগণকে বললাম তোমরা ক্রেতা সমিতি গড়ে তার প্রতিরোধ করো! জনগণকে ক্ষমতা থেকে শত যোজন দূরে রাখলাম, তাকে শোষণ বঞ্চনার শিকার করলাম, এবং তারপর গ্রন্থাগারগুলিকে সদুপদেশ দিলাম — তোমাদের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে হবে!

ইউনেস্কো'র মধ্যে সামাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশের সহাবস্থানের কথা আমরা জানি, এবং উপরোক্ত ফতোয়া যখন দেওয়া হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিধর রাষ্ট্র ছিল, তাই ধনতান্ত্রিক দেশের উদারপন্থীদের জনগণের কথা ভাবতে হয়েছিল। কিন্তু ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত যে সংগঠনে অনিবার্য, সে সংগঠন কী ক'রে বলবে জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মত গ্রন্থাগারগুলিকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বানাও? অথচ, জনগণের কথাটা না বললেই নয়! এই কুয়াশায় আমরা যদি কেউ দিশেহারা হই, তাতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু আমাদের অগ্রগতির জন্য ব্যাপারটা খোলা চোখে দেখা চাই। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, ধনতন্ত্রই হচ্ছে পথের কণ্টক যা জনগণকে গ্রন্থাগারের কাজে সহজে আসতে দিচ্ছে না? যেখানে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এ-রাজ্যের গ্রন্থাগারের জন্য এতদিন সামান্য অনুদানও দেন নি, সেখানে বেচারী গ্রন্থাগারিকদের 'ইউনেস্কো' বলছে, তোমরা হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলো! সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন বামফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব না থাকলে গ্রন্থাগারের পাঠশালাও খুলতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

'মূল্যবোধের অবক্ষয়' কথাটা আর একরকম ঘন কুয়াশা, যার মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। ওটার আসল নাম বুর্জোয়া মূল্যবোধ। সমাজতন্ত্রের ছাত্র মাত্রই অবগত আছেন, শ্রমিকদের অতিরিক্ত খাটিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতিরা লাভ করে, সেটাই তাদের মুনাফা। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে নৈতিক মূল্যের কী সম্পর্ক, সেটা বুঝলেই কুয়াশা কেটে যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজে উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা যতই বাড়তে থাকে, ততই নৈতিক মূল্য কমতে থাকে। ঐ উদ্বৃত্ত মূল্যই হচ্ছে বিষবৃক্ষ, যার বিভিন্ন ফলের নাম দুর্নীতি, কালোটাকা, ফাটকাবাজি, কালোবাজারি, হাওলা কেলেঙ্কারী ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই আমাদের সমাজে যা ঘটছে সেটা মূল্যবোধের অবক্ষয় নয় — বুর্জোয়া মূল্যবোধের উত্থান। বুর্জোয়ারা সেটা ঢেকে রাখতে চায়, কারণ তা না হ'লে সমাজের অধঃপতনের দায়ভাগী হ'তে হয় তাদের। তারা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিতে চায়, তারা জনগণের ঘাড়ে সমাজের অধঃপতনের দায় চাপাতে চায়। আর কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও কুয়াশার জালে আবদ্ধ হ'য়ে চিৎকার করছেন — মূল্যবোধের অবক্ষয়। কারা এই ক্ষয় ঘটাচ্ছে? যদি বুর্জোয়ারা ঘটায়, তা'হলে বলতে হয় — বস্তুটা আসলে বুর্জোয়া মূল্যবোধ। কারণ কিছু একটার ক্ষয় হ'লে সেই শূন্যস্থান বা ভ্যাকুয়ামকে প্রকৃতি সহ্য করে না। সেটা পূর্ণ হচ্ছে বুর্জোয়া মূল্যবোধ দ্বারা। আজকাল বুর্জোয়া কথাটা বলতে কি আমরা লজ্জা পাচ্ছি? তা হ'লে বলুন পুঁজিবাদী মূল্যবোধ। একবার পুঁজিপতি কুলশিরোমণি জি ডি বিড়লা পার্ক সার্কাস মাঠে এক গীতা-যজ্ঞের আয়োজন করেন, আমি কৌতূহলী হ'য়ে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে বুঝলাম, দেশের বড় দুর্দিন, কারণ মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে, জনগণের মধ্যে যাতে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা যায়, সেই জন্য তিনি গীতা-যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, ভবিষ্যতেও তিনি এরূপ গীতা-যজ্ঞের জন্য এবং এ-বিষয়ে সেমিনারের জন্য অর্থব্যয় করবেন। আমার মনে পড়ল, ইংলণ্ডেও এক সময় বিত্তবানদের অর্থে গঠিত হয়েছিল 'স্যালভেশন আর্মি', যার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করা।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসঙ্গে বুর্জোয়া মূল্যবোধের কী সম্পর্ক, ও নিয়ে এত আলোচনার কী প্রয়োজন। দেখুন এই সমাজে আমরা সবাই বুর্জোয়া মূল্যবোধ দ্বারা আক্রান্ত, অনেকেই আমরা এর শিকার। প্রথমে আমি নিজেদের কথাই বলি। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক বন্ধুদের কেউ কেউ বুর্জোয়া মূল্যবোধের শিকার হ'য়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন, তারও আগে থেকে আমাদের দেশের কোনো কোনো

বৈজ্ঞানিক ভালো গবেষণার সুযোগের নাম ক'রে অর্থের প্রলোভনে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমিয়েছেন — ব্যাপারটা 'ব্রেণ ড্রেন' নামে খ্যাত হয়েছে। আপনাদের মধ্যেও কি কেউ বুর্জোয়া মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত নন? ধনতান্ত্রিক সমাজে পুস্তকও এক প্রকারের পণ্য, তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুস্তক-প্রকাশক, ঘুষখোর সরকারী কর্মচারী ও নানা কমিশনপ্রাপকদের যোগসাজস ঘটতেই পারে, না ঘটলেই অস্বাভাবিক মনে হবে। এতে আপনাদের কোনো মাননীয় সদস্য যদি জড়িত হ'য়ে পড়েন, সেটা হবে তাঁর বুর্জোয়া মূল্যবোধের পরিচায়ক। সদা সতর্কতা প্রয়োজন। মানব মুক্তির লক্ষ্য সামনে থাকায় নরদার হাসমির মত আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী প্রয়োজনবোধে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। আপনারাও সেই লক্ষ্যে অটল থাকলে লাভক্ষতি বা ঔদাসীন্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। ভিতরের দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পিছপা হ'লে কি ক'রে বাইরের সমাজ-বদলের কাজে যোগ দেওয়া যাবে? কেউ কেউ বলে থাকেন সংগ্রামটা ত্রিমুখী — বাইরের অ-মানবিক শক্তির বিরুদ্ধে, ভিতরের সংগঠনের মধ্যেকার দুর্বলতা ও অনৈক্যের বিরুদ্ধে, এবং নিজের মনের অহঙ্কার ও আত্মকেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে। সে যাই হোক, আমার তো মনে হয় না আজকালকার পরিবেশে কোনো জনহিতকর কাজকে জীবনের একটা ব্রত হিসাবে গ্রহণ না করলে বেশিক্ষণ নিষ্ঠা বজায় রাখা যায়। মাদার টেরেসা সেবাকে তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ ক'রে মহান নিষ্ঠার পরিচয় রেখে গেছেন, মানব মুক্তির সংগ্রামে যোগ দেওয়া আরো কঠিন। কত মানুষ যে যুগে যুগে এর জন্যে শহীদ হয়েছেন এবং আজো হচ্ছেন, তার সব হিসাব কেউ কোনো কালে পাব না। তাঁদের চেষ্টা সার্থক হ'লে মাদার টেরেসা, নাইটএঞ্জেলদের মত সেবাব্রতধারিনীর আত্মত্যাগের প্রয়োজন হ্রাস পেত। আমরা সিস্টার নিবেদিতার মধ্যে একাধারে সেবাব্রত ও মানব মুক্তির সাধনা দেখে বিস্ময়াভিভূত হই। আজকের দিনে আমরা ব্যক্তিগত সাধনার চেয়ে সমষ্টিগত বা ব্যাপক সংগঠনগত সাধনার তাৎপর্য ও সার্থকতা বুঝতে পেরেছি। এও বুঝতে পেরেছি যে, দৃঢ় সুশৃঙ্খল সংগঠন আমাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ রক্ষার সহায়ক। আমরা যে যেখানেই থাকি, সেখানেই আমাদের নিজেদের সংগঠনকে যেন শক্তিশালী করি। তার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে শিখি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে আবেদন রইল, মানব মুক্তির সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেন আমরা নিজের নিজের সংগঠনের গণ্ডির মধ্যে আটকে না থাকি। সীতা যদি নিজের গণ্ডির মধ্যে আটকে থেকে কোনো কালে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম না ক'রতেন, তা'হলে অত্যাচারী রাবণের লঙ্কা অটুট থাকত, বাল্মিকী মুনিকেও রামায়ণ রচনা করতে হত না।

আজকের দিনের রাবণরূপী ধনতন্ত্র সদম্ভে বলছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমি অজেয়, অক্ষয়, অমর ; আমার গুঁড় দেখছ কত বড়, আমি বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষের বিরাট গুঁড়ে জড়িয়ে তোমাদের সবাইকে আছড়ে মারতে পারি ; তোমরা বাঁচতে চাও তো আমার ভোগের ব্যবস্থা করো। একদল ভালো মানুষ বিশ্বমানসপদ্মবনে হঠাৎ এরূপ মত হস্তির প্রবেশে ভীতিত হ'য়ে আর কিছু না দেখে হাতির খাওয়াটা লক্ষ্য ক'রে সাব্যস্ত ক'রে ফেললেন, ভোগ সর্বস্বতাই এর মূল্যবোধের মুখ্য পরিচয়। অতএব তাঁরা বয়স্ক মানুষদের বালক বিবেচনা ক'রে উপদেশ দিতে শুরু করলেন, তোমরা ভোগ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকো, তা'হলেই হাতিটা গর্তে পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ করবে। তাঁরা ভুলে গেলেন, নীতি কথায় কেউ কোনো দিন কান দেয়নি। দিলে বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যত নীতিবাক্য এ-দেশে বর্ষিত হয়েছে, তাতে কোন্ কালে নীতিবাক্যের খরস্রোতে হাতির দল ভেসে চ'লে যেত। কার কোথায় স্বার্থ, সেটা দেখিয়ে দিলে বরং সমস্বার্থের টানে মানুষ একত্রিত হ'য়ে লড়াই করতে করতে নিঃস্বার্থ স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে যেত।

তা ছাড়া ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে এই যে, ধনতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই তার প্রতিভূরা ভোগ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কার্ল মার্কস বুর্জোয়াদের তুলনা করেছিলেন কৃচ্ছসাধক কৃপণ মহাজনদের সঙ্গে। ভোগ সর্বস্বতা ছিল পূর্ববর্তী সামন্ত নৃপতিদের বৈশিষ্ট্য, ওটাই তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। পুঁজিপতিরা

লাভের কড়ি জমিয়ে জমিয়ে মুনাফার পাহাড় রচনায় আগ্রহী ছিল। তাদের সন্তান সন্ততিরা যে মুহূর্ত থেকে ভোগবৃদ্ধির দিকে ধাওয়া করল, তখন থেকেই তাদের পতন শুরু। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার একটি প্রধান সর্ত — ঋণ গ্রাহককে কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে। যাতে বিশ্বব্যাঙ্ক তার টাকা ও সুদ ফেরত পায়। আসলে আধুনিক ধনতন্ত্রে 'ফ্রি-ট্রেড' ও 'প্রোটেকশনইজম'এর মতই ভোগ ও কৃচ্ছতা একই মুদ্রার দু'পীঠ। মুনাফা সর্বস্বতাই ধনতন্ত্রের চিরকালের মূলাবোধ। ওটা রক্ষার জন্যই তাদের প্রতিনিধিরা ব্যাপক মনঃস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু করেছে, যাতে মানুষের সংগ্রামস্পৃহা জাগ্রত না হয়, নৈরাশ্য সৃষ্টি হয় এবং চিত্তবিকার ঘটে। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাদের সাংস্কৃতিক আক্রমণ, অনেকে যার নাম দিয়েছেন অপ-সংস্কৃতি। ঐ নামটাও ভুল — কতকটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত। ওটা বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই রকমফের মাত্র, কাজেই ওটার আসল নাম বুর্জোয়া সংস্কৃতি।

ধনতন্ত্রের মৃত্যুবাণ আছে কোথায়? তার নিজের মধ্যেই। পুঁজিপতিরা গোড়া থেকেই দেখেছে তাদের নতুন ব্যবস্থার আগমনে কী তুমুল কাণ্ড ঘটতে থাকে সারা বিশ্বে। সেই বিশ্বজোড়া সংঘাত আর সংঘর্ষ মুহূর্তের তরেও থামেনি। এর মাত্র একটা দিকের কিছু তথ্য উল্লেখ করলেই জানা যাবে, তার অন্তিমদশা ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই। যেমন, তথাকথিত 'বাড়তি জনসংখ্যা'। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে চলেছে এই 'বাড়তি জনসংখ্যা' বাইরে চালান দেওয়ার কাজ। জমিচ্যুত কৃষক এবং কারখানার কর্মচ্যুত বেকার শ্রমিক শুধু ইংলণ্ড ও ইউরোপ থেকেই যা বাইরে চালান গেল, তাতে ভরে উঠল প্রায় জনশূন্য অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও লাটিন আমেরিকা। (সে সব দেশের আদিবাসীর দশা এখানে আলোচ্য নয়।) এই চালান দেওয়ার প্রধান অন্তর্নিহিত কারণই ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ সংঘাত বা শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস করা। আজকের বিশ্বের পুঁজিপতি শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরী হয়েছে অনেকটাই ইংলণ্ডের চালানী মানুষে! বিশ শতাব্দীতে এসে কোথায় 'বাড়তি জনসংখ্যা' চালান দেওয়া যাবে? অতএব দুনিয়া বিভাজনের অন্যান্য কারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত সংকট জন্ম দিয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা নরমেধযজ্ঞ। তারপর ঘটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা নরমেধযজ্ঞ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? তা'হলে পুঁজিপতিসহ বিশ্ব জনশূন্য হ'য়ে যাবে। এখন তা'হলে বেচারা পুঁজিপতিরা কী করবে? 'বাড়তি জনসংখ্যা' অন্য কোন গ্রহে চালান ক'রে দেবে? তা যখন সম্ভব নয়, তখন বেকার শ্রমিকদের পেন্সন দাও, সারা দুনিয়া থেকে লুট করা অর্থের ভগ্নাংশ দিয়ে ওদের পেন্সনের আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। মার্কিন পেন্সন পাওয়া অলস বাহিনী ড্রাগ, কোকেন, নরহত্যা, রাহাজানির পথ ধরেছে, নানা দেশী-বিদেশী 'অপরাধসংস্থা'র পাণ্ডা হয়েছে। তারা বুর্জোয়া সংস্কৃতি বাবদায়ীদের সাহায্যে মার্কিন সংস্কৃতির রমরমা কারবার খুলেছে, আমাদের যুবজনচিত্তের বিকৃতি ঘটাতে সাংস্কৃতিক অভিযান চালিয়েছে। অথচ কৃৎকৌশলগত নিরন্তর অগ্রগতিতে আরো শ্রমিক ছাঁটাই অবধারিত, তার জন্য নতুন পেন্সন প্রকল্প চালু করা চাই -- এই প্রক্রিয়ার শেষ কোথায়? পেন্সন এবং সামরিক খাতের কড়ি গুণতে গুণতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঋণগ্রস্থ দেশে পরিণত হ'তে হয়েছে। তাই এখন জন কল্যাণ মূলক অর্থ বরাদ্দ হ্রাসের প্রশ্ন তীব্রতর হচ্ছে। এই নিয়ে তো ফ্রান্সে প্রায় একটা জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটে গেল। উন্নত ধনতান্ত্রিক কোনো দেশেরই অর্থসংকট থাকার কথা নয়, তাদের আছে অশেষ উৎপাদন ক্ষমতা। কিন্তু সে ক্ষমতা ব্যবহারে তারা অক্ষম। এ যেন সব থাকেতও কিছু নেই। ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের এই রীতি। নিজেদের উৎপাদনী শক্তির উৎসধারা অবারিত করলেই তাদের বাজার সংকট! মার্কিন দেশে ফসল তৈরীর এমন কৃৎকৌশলগত বিদ্যা আছে যে, তারা ফসলের বন্যায় দুনিয়াকে ভাসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে তো হবার নয়। ফসলের দর কমে গেলে মুনাফার বদলে লোকসান হবে। বরং উর্বরা জমিকে বন্ধ্যা ফেলে রেখে কৃষি খামারওয়ালাদের বিস্তর ক্ষতিপূরণ দাও। যে ধনতন্ত্র তার যাত্রার শুরুতে সমাজের উৎপাদনী শক্তির উৎসমূল খুলে

দিয়ে সব শত্রুকে পরাজিত করেছিল, নিজেরা হ'য়ে উঠেছিল সমাজের নেতা, সেই ধনতন্ত্রই আজ কৃৎ কৌশলের উন্নতিকে ব্যবহারে অক্ষম। নিজের উৎপাদনী শক্তিরই গলা টিপে ধরছে। এতে কি সমাজের বা বিশ্বের নেতা থাকা যায়? ঘরে বাইরে সে প্রতিক্রিয়াশীল, বিশ্বজন কর্তৃক সে নিন্দিত, ওটিপোকার মত স্বীয় রচিত জালে জড়িয়ে সে বাইরে আসার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, বিশ্বের সেরা সেরা মস্তিষ্কগুলি ক্রয় ক'রে চলার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্ধের মত। তার একমাত্র লক্ষ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রভৃতির মত নয়া উপনিবেশবাদী সংস্থার দ্বারা ভারতের মত নব্য স্বাধীন দেশগুলির ঘাড়ে চেপে বসে আপাতত সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিনা। আপনাদের জ্ঞানার্থে বলে রাখি, আমাদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র আছে! সেটা ব্যবহার করলে ঘরে বসেই আমরা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সাধের ইমারতগুলি ধ্বসিয়ে দিতে পারি, হুড়মুড় করে তা পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়তে পারে! সেই অস্ত্রের নাম জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা! ব্যস, সেটুকু রক্ষা করতে পারলেই বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর মহা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হবে। তখন লঙ্কাকাণ্ডের মতই ওদের দেশে আমাদের মিত্র হিসাবে অনেক ভালোমানুষ বিভীষণ দেখা দেবে। এখন ওদের বিভীষণরাই এ-দেশে যত গোল ঘটাচ্ছে।

আমরা কেউ জ্যোতিষী নই যে, বলতে পারি ধনতন্ত্র পতনের দিনক্ষণ কখন আসবে। আমরা শুধু ইতিমধ্যে গ্রন্থকে অস্ত্র হিসাবে এবং গ্রন্থাগারকে অস্ত্রাগার হিসাবে দেখতে চাই। আমরা জেনেছি, আমাদের রেনেসাঁর প্রাণ-পুরুষ রাজা রামমোহন রায় রংপুরে ডিগ্‌বী সাহেবের গ্রন্থাগারের সাহায্য না পেলে নিজেকে হয়ত অত দ্রুত গ'ড়ে তুলতে পারতেন না। আমরা জেনেছি, আমাদের শহীদ ভগৎ সিং ফাঁসি কাষ্ঠে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বই পড়ছিলেন। আমরা জেনেছি, আমাদের রবীন্দ্রনাথের বই প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের দেশের চেয়েও সহস্রগুণ অধিক সংখ্যায় বিক্রি হ'ত। আমরা এও জেনেছি যে, ফ্রেডেরিখ এঙ্গেল্‌স লিখেছেন, ইংলণ্ডে শেলীর মত কবির বই অভিজাত পাড়া থেকে নির্বাসিত হয়ে লণ্ডনের উপকণ্ঠে শ্রমিক বস্তিগুলিতে ঠাঁই পেয়েছে। আমরা সমাজতন্ত্রের মহান প্রবক্তা মাক্সিম গোর্কির মুখ থেকে শুনেছি, বই মানুষের সব চেয়ে বড় বন্ধু আপনারা গ্রন্থাগারিকগণ সেই বই নামক অস্ত্র এবং বন্ধুর ধারক এবং বাহক। এটা আপনাদের গৌরব! এটা আপনাদের কাছে দায়িত্বপালনের দাবিদার!

বড়ই পরিতাপের বিষয়, গতবার কোলকাতায় গ্রন্থ মেলায় এসে ফরাসী দেশের এক মহাপণ্ডিত বলে গেলেন, বই পত্রের ভবিষ্যৎ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে এখনও দুনিয়ার এক চতুর্থাংশের চেয়ে বেশী মানুষ বাস করেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। জগতের বাকী অংশেও সমাজতন্ত্রের জয়পতাকা উড়বে। আর এর আগে একমাত্র গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই পারে বইয়ের জন্য মানুষের মনে নতুন মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাগ্যের সঙ্গে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের ভাগ্যও একই অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা পড়েছে। ধন্যবাদ।

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

GRANTHAGAR

Volume 47 No. 4 9 December-1997 January 1998

CONTENTS

	PAGE
Editorial	1
Barun Kumar Chattopadhyay Librarian and Tagore Researcher Dr. Aditya Kumar Ohdedar : An Annotated Bibliography	2—6
A Retired Librarian By the By	7—9
Nirmalandu Mukherjee Book Review	10—12
Rejoinder to the Memorandum Submitted to the 4th Pay Commission and Pay Committee, West Bengal	13—14
Presidential Address of the 44th Bengal Library Conference	

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014
Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane Calcutta-700 005. Editor : Arun Ray.

Accession No. 28:4
Calcutta

ISSN 0017-3245

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১০ | সম্পাদক: অরুণ রায় | ম.গ, ১৪০৪

সূচী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

অরুণ ঘোষ

গ্রন্থাগারে অ-গ্রন্থ ১

কঙ্কণ সরকার

সাধারণ গ্রন্থাগারে অ বই সম্ভারের ব্যবহার

নিতাই চন্দ্র ঘটক

চিকিৎসা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ও বহুবিধ মাধ্যম (মাল্টিমিডিয়া) ভিত্তিক তথ্য মহাসরণীর (ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে) দ্বারা আপৎকালীন পরিকল্পিত বায়োমেডিকেল তথ্য পরিষেবা—একটি আলোচনা

শিবানন্দ পাল

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ১৮

অনীতা ভট্টাচার্য

সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ২২

সোমা চক্রবর্তী

অ-বই মাধ্যম : গ্রন্থাগার পরিষেবায় একটি দিক ২৫

(অপর অংশ প্রচ্ছদের ২য় পৃষ্ঠায়)

সূচী

জগমোহন দাশ

নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবা ২৭

মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য্য

সর্বস্তরের গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ২৯

সমীর দত্ত

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভার : ৩২
পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্যা

সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাধারণের গ্রন্থাগারে আধুনিক পরিষেবা সম্পর্কে ৩৮

ধ্যান-ধারণা ও তার পথ

আব্দুর রাজ্জাক আকুঞ্জী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত জনগ্রন্থাগার কর্মীদের কিছু সমস্যা ৩৯

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি সমস্যা ৪১

ত্রিদিব ত্রিপাঠী

তথ্যভিত্তিক সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের রূপ ও পরিষেবা ৪৪

বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী ৪৫

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১০, সম্পাদক : অরুণ রায় মাঘ, ১৪০৪

সম্পাদকীয়

বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে আসার পর সংগঠিত ভাবে বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ হয়। বই-মেলা বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত দু'টি সংগঠন—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। ক্রমশ মেলাগুলিকে জেলায় জেলায় ছড়িয়েও দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বইমেলা শুরু (১৯৮০, ২০শে ডিসেম্বর, পার্কসার্কাস ময়দান) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাবাসীদের কাছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নূতন গ্রন্থাগার, অর্থাৎ কলকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর আগে কলকাতা জেলায় কোন জেলা গ্রন্থাগার ছিল না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করেন। একই দিনে প্রকাশ করা হয় নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থ তালিকা বইটি। আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে পার্কসার্কাসের ঐ বইমেলা তেমন সফল হয়নি, তাই পরবর্তী কালে এই বইমেলা রবীন্দ্র সদনের বিপরীত দিকের মাঠে বা তারামণ্ডলের বিপরীত দিকের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে, সময় সূচীরও কিছু হেরফের করা হয়। কেন্দ্রীয় মেলা চালু রাখতে আমাদের দুটি সংগঠনের উপরই কিছু দায়িত্ব বর্তাতো আর আমরা সাধ্যমত সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টাও করেছি। গড় হিসাব ধরলে দেখা যাবে ঐ কেন্দ্রীয় মেলাগুলিতে প্রত্যেকটিতে ১½ লক্ষের মত মানুষ আসতেন, বই দেখতেন বা কিনতেন। ২/১টি খ্যাত-নামা প্রকাশনা সংস্থা বাদে কলকাতার বেশীরভাগ প্রকাশকই তাঁদের প্রকাশনা নিয়ে মেলায় উপস্থিত থাকতেন। প্রয়াত সুনীল বসুর নামে যে মণ্ডপ হতো তাতে থাকতো ব্যক্তি / একক / ছোট প্রকাশকদের বই নামমাত্র পরিষেবা মূল্যের বিনিময়ে। হাজির থাকতেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রকাশকরাও।

অবশ্য এই বইমেলা সংগঠনের আগে কলকাতায় বুকসেলার্স ও পাবলিশার্স গিল্ড বড় করেই মেলা করতেন আর দুই একটি সংগঠনও মেলার আয়োজন করতেন কলকাতায় ও মফঃস্বলের কিছু সহরে। রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা বইয়ের চাহিদা যাতে বৃদ্ধি

পার সেইদিকে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় বইমেলা বন্ধ হয়ে গেছে। জেলাগুলিতে চলছে। এগুলি অবশ্য ঠিক চলার মত চলছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রকাশন সংস্থা ও বই বিক্রেতা এই জেলা মেলাগুলিতে অংশ নেন। বড় প্রকাশকরা জেলা মেলাগুলিতে এখন আর অংশ গ্রহণ করেন না। ফলে ভাল বইএর সংখ্যা অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বকারী বইয়ের সংখ্যা মেলাগুলিতে আর বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু জেলা মেলাগুলি থেকে গ্রন্থাগারগুলি একটা নির্দিষ্ট অংকের বই কিনতে বাধ্য। তাই গ্রন্থাগারগুলি অনেক সময়ই অনুপযুক্ত বই কিনতে বাধ্য হয়। গ্রন্থাগারিকরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও বই কিনে থাকেন, তাই বইমেলা বন্ধ করার পক্ষে আমরা নই, কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় বইমেলাগুলিকে জেলার ক্ষেত্রে আরও আকর্ষণীয় করা যায় এখনই বোধহয় তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে সঠিক পদক্ষেপ নিলে সরকারী অর্থব্যয়টা সঠিক হবে আর গ্রন্থাগারগুলি ও জনগণ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপণের হার

পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০/-
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৬০০/-
¼ পৃষ্ঠা	৩৭০/-
২য়/৩য় প্রচ্ছদ	১৫০০/-
৪র্থ প্রচ্ছদ	২০০০/-

প্রকৃত মূল্যের উপর বিজ্ঞাপন সংগ্রাহককে ২০% ছাড় দেওয়া হবে। অতিরিক্ত ২০% পুস্তক প্রকাশককে দেওয়া হবে। কোন প্রকাশক যদি পরপর ৩টি সংখ্যা বা ৬টি সংখ্যা বা ১২টি সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দেন তবে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

গ্রন্থাগারে অ-গ্রন্থ

অরুণ ঘোষ

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন কয়েক বছর আগে কলকাতা বইমেলা উদ্বোধন করতে এসে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। বাঙালী জীবনের সঙ্গে 'বই' শব্দটি যে একটা নতুন অর্থ নিয়ে একাত্ম হয়ে গিয়েছে তার অজস্র প্রমাণ সেদিন অধ্যাপক সেন তুলে ধরেছিলেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাক্ষর-নিরক্ষর, গ্রাম-শহরে প্রায় সব ধরনের অনেক বাঙালীই অনেকদিন ধরে সিনেমা-থিয়েটারকে 'বই' বলে আসছে। বাঙালীর 'বই'-প্রীতি ছাড়াও শব্দের অর্থ যে কিভাবে নতুন নতুন রূপ পায় অধ্যাপক সেনের ঐ উক্তির মধ্যে তারও ইঙ্গিত রয়েছে। আমাদের দেশে টেলিভিশান চালু হওয়ার পর ইংরাজী 'সিরিয়াল' (Serial) শব্দটি একটা নতুন অর্থ পেয়ে গেছে। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ঐ শব্দটি অন্য অর্থ বহন করে চলেছে।

মনে হতে পারে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। গ্রন্থাগারে অ-গ্রন্থ নিয়ে আমাদের আলোচনা। তাই কথাটা আত্মবিরোধী (Paradoxical) মনে হলেও কিন্তু অর্থবহ। 'গ্রন্থাগার' শব্দটির অভিধানগত অর্থ — 'যে গৃহে বিবিধ পুস্তক থাকে' (রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা')। আবার 'পুস্তক' শব্দটির অভিধানগত অর্থ — 'গ্রন্থ', 'বই' ('চলন্তিকা')। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'গ্রন্থাগার' শব্দটির একটি ব্যাপক অর্থ আছে। সেই অর্থে বা সংজ্ঞায় অগ্রন্থও গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি সেই সব সামগ্রী কোন না কোন ভাবে লিপিবদ্ধ (recorded) বা শ্রবণবিক্ষণ (audio-visual) তথ্যের সন্ধান দেয়। এখানেও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ না করে উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার বিষয়ে দুটি অতি পরিচিত রচনার শিরোনাম 'লাইব্রেরি' এবং 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য'। প্রথমটি ১২৯২ 'বালক' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় রচনাটি ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ রূপে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম ছাড়া প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচবার 'লাইব্রেরি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, 'গ্রন্থাগার' বা অন্য কোন প্রতিশব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করেননি। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতেও শিরোনাম ছাড়া প্রবন্ধের মধ্যে ত্রিশবার 'লাইব্রেরি' ও আটবার 'লাইব্রেরিয়ান' ব্যবহার করেছেন প্রচলিত 'গ্রন্থাগার' ও 'গ্রন্থাগারিক' শব্দ দুটির পরিবর্তে। মনে হয় খুব সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ দুটি রচনাতেই 'লাইব্রেরি' ও 'লাইব্রেরিয়ান'-এর পরিবর্তে কোন বাংলা প্রতিশব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছেন। মনে প্রশ্ন জাগে — রবীন্দ্রনাথ কি তখনই গ্রন্থাগারে অ-গ্রন্থের অবস্থানের কথা ভেবেই এই কাজ করেছিলেন?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যবহারের ফলে শব্দের অর্থ বদলায়। গ্রন্থাগার শব্দটি আজ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক গ্রন্থাগার তথ্যাগারের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য নানা আকারে ও আধারে আধুনিক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত, বিন্যস্ত ও রক্ষিত হচ্ছে ব্যবহারের জন্য। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পৌঁছে তো আমরা শুনতে পাচ্ছি 'কাগজ-বিহীন' (Paperless) গ্রন্থাগারের কথা। গ্রন্থাগার ভবিষ্যতে গ্রন্থ বা কাগজবিহীন হতেই পারে কিন্তু তথ্যবিহীন হলে বোধ হয় আর তাকে আধুনিক অর্থে গ্রন্থাগার আখ্যা দেওয়া যাবে না।

অ-গ্রন্থ কি?

L. M. Harrod সংকলিত **The Librarian's Glossary and Refreence Book**-এ অ-গ্রন্থ-এর (Non-Book) সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে গ্রন্থ বা বই-এর সংজ্ঞার বিপরীত অবস্থান থেকে। সেখানে বলা হয়েছে — "The library material which do not come within the definition of book, periodical or pamphlet and which require special handling, e.g. audio-visuals...."। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের সেই সব সামগ্রীই অ-গ্রন্থ যা বই, সাময়িকপত্র বা পুস্তিকার মধ্যে পড়ে না এবং যা

ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

এখানে অ-গ্রন্থ সামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন বর্তমান তালিকা প্রস্তুত করার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষ কোন একটি আকর গ্রন্থ (Reference Book), সাধারণ বই বা প্রবন্ধের সাহায্য পাওয়া যায়নি। তালিকাটি প্রণয়নে মূলত সাহায্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংগ্রহ-তালিকা এবং একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। স্বাভাবিকভাবেই তালিকাটির অনেক অসম্পূর্ণতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তালিকায় অ-গ্রন্থ সামগ্রীকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঐ সব সামগ্রীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে — (ক) বিধিবহির্ভূত (non-formal) গ্রন্থ-ধর্মী; (খ) ব্যক্তিগত সংগ্রহ-ধর্মী; (গ) চিত্র-ধর্মী; (ঘ) প্রযুক্তি-নির্ভর :—

(ক) বিধিবহির্ভূত গ্রন্থ-ধর্মী :

(১) সাময়িক পত্রিকা থেকে মুদ্রিত রচনা (Offprint / Reprint)
(২) সরকারী / বেসরকারী প্রতিবেদন / দলিল (Government / Non-Government Report / Document)
(৩) গবেষণাপত্র (Unpublished Thesis / Dissertation)
(৪) আলোচনার জন্য লিখিত প্রবন্ধ (Seminar / Working Paper)
(৫) নিউজলেটার (Newsletter / House Journal)
(৬) কার্যবিবরণী (Annual / Activity Report)
(৭) স্মারকগ্রন্থ (Souvenir)
(৮) বর্ণনাচিত্র (Chart)
(৯) স্পেসিফিকেশন (Specification)
(১০) পেটেন্ট (Patent)
(১১) মানক (Standard)
(১২) প্রচারধর্মী পুস্তিকা (Publicity Material for Product / Service)
(১৩) ইশতিহার (Leaflet / Handbill)

(খ) ব্যক্তিগত সংগ্রহ-ধর্মী :

(১) চিঠিপত্র (Personal Letter)
(২) দিনলিপি (Diary)
(৩) স্বলেখন (Autograph Book)
(৪) নিমন্ত্রণপত্র (Invitation Letter)
(৫) অনুষ্ঠানলিপি (Programme)
(৬) প্রশংসাপত্র (Certificate)
(৭) উপাধিপত্র (Diploma)
(৮) মানপত্র (Address in Honour)
(৯) লিখিত ভাষণ (Written Lecture)
(১০) খবরের কাগজ থেকে কাটা সংবাদ ও ছবি আটকে রাখার বই (Scrapbook)
(১১) কোষ্ঠি / বংশতালিকা (Horoscope / Genealogical Table)
(১২) পাণ্ডুলিপি (Manuscript)
(১৩) পারিবারিক ব্যবসা / সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল (Business / Property Document)

(গ) চিত্র-ধর্মী :

(১) মানচিত্র (Map / Atlas / Globe)
(২) রেখাচিত্র (Graph)
(৩) নকশা (Plan / Design)
(৪) আলোকচিত্র (Photograph)
(৫) রঙিন চিত্র (Painting)
(৬) চিত্র (Drawing)
(৭) চিত্রের নকশা (Sketch)
(৮) দেওয়ালে ঝোলানোর জন্য কাগজ বা কাপড়ের উপর মুদ্রিত চিত্র বা লিপি (Scroll)
(৯) প্রাচীরপত্র (Poster)
(১০) দেওয়াল পঞ্জিকা (Calender)
(১১) ডাকটিকিট (Stamp Album)
(১২) ছবির পোস্টকার্ড (Picture Postcard)
(১৩) স্বরলিপি (Musical Notation)

(ঘ) প্রযুক্তি-নির্ভর :

(১) গ্রামোফোন রেকর্ড (Gramophone Record)
(২) অডিও টেপ (Audio Tape)
(৩) অডিও-ভিডিও ক্যাসেট (Audio-Video Cassette)
(৪) চলচ্চিত্র (Movie Film)
(৫) স্লাইড্ / টাল্সপারেন্সি / মাইক্রোকার্ড (Micro film / Micro fiche / Microcard)
(৬) কম্পিউটার ফ্লপি (Coumputer Floppy)

অ-গ্রন্থ সামগ্রীর উপরে উল্লিখিত বিভাজনের বৈশিষ্ট্যসমূহ শিরোনামেই প্রকাশিত। শুধু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রযুক্তি-নির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত অ-গ্রন্থ সমূহের মধ্যে মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদিও ফ্লপি যে থেকে ধারণ করে থাকে তার অনেকটাই মুদ্রিত তথ্য। তাছাড়া অন্য সবগুলিই শ্রবণবিক্ষণ পাঠযোগ্য (Audio-Visual-Readable) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

অ-গ্রন্থের বৈচিত্র্য :

যে কোন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সামগ্রীর সবই তথ্যের আধার। এই তথ্যের অধিক অংশই মুদ্রিত। মুদ্রিত তথ্যের বেশীর ভাগটাই সাধারণ অর্থে গ্রন্থ বা বই। অমুদ্রিত তথ্যের সম্পূর্ণটাই অ-গ্রন্থের পর্যায়ে পড়ে। মুদ্রিত হয়েও যা বিশেষ অর্থে অ-গ্রন্থের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বই-এর আকারে মুদ্রিত ঐ সমস্ত তথ্যের আধারকে অ-গ্রন্থ বলা হবে কেন? এই বিতর্কে প্রবেশ করার আগে 'গ্রন্থ' বা 'বই'-এর সংজ্ঞা UNESCO-র ১৯৬৪ সালের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল যে ভাষায় তা বলে—"a non-periodical printed publication of at leasl 47 paper." Harrod সংকলিত Glossary-র সংজ্ঞা অনুসারে —"A set of black sheets of paper bound along one edge and enclosed with protective cover to form a volume, a specially written or printed literary composition presented in this way." **The Cambridge Encyclopedia** অনুসারে — 'A portable or printed document, comprising at last 25 leaves of paper, vellum, or parchment bound together along one edge, generally affixed within a protective cover, and usually intended for non-periodical publication." **The New Shorter Oxford English Dictionary** অনুসারে বই-এর অর্থ হলো — "A collection of sheet of paper, or other material, blank, written, or printed, fastened together so as to form a materal whole, esp. one with sheets pasted or sewn together at the edge, with protective covers; a litearary composition of any kind long enough to fill one or more such volumes."

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি ও অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বই-এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন তা হলো — (১) কাগজ বা অনুরূপ কিছু যার উপর লেখা বা ছাপা সম্ভব ; (২) কমপক্ষে ৪৯টি পৃষ্ঠা ; (৩) সাময়িকপত্রের নিয়মে প্রকাশিত নয় ; (৪) মুদ্রিত ; (৫) একধার সেলাই করা বা আঠা দিয়ে আটকানো ; (৬) মলাটে আবৃত ; (৭) তথ্য সম্বলিত। ইতিপূর্বে অ-গ্রন্থের যে তালিকা করা হয়েছে তার মধ্যে এমন অনেক সামগ্রী আছে যা উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যেই পড়ে। তবু কেন তা অ-গ্রন্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে খুব সম্প্রতি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত (চৈত্র, ১৪০৩) ডঃ নৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধূসর সাহিত্য' প্রবন্ধে। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ প্রবন্ধে ধূসর সাহিত্যের (Grey Literature) চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন — "(১) যে সব বইপত্রের প্রকাশনা প্রচলিত রীতি অনুসারে নয় অর্থাৎ non-formal (২) বিশেষ কোন লক্ষ্যগোষ্ঠীর জন্য সীমিত সংখ্যক যে সব বইপত্র উৎপন্ন হয় ; (৩) যে সব বইপত্রের খোঁজ খবর ও নাগাল পাওয়া দুষ্কর ;

(৪) সাধারণ বাণিজ্যিক পথে যেগুলি সচরাচর কিনতে পাওয়া যায় না....": এর পর ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় সাত ধরনের বইপত্রের উল্লেখ করেছেন যেগুলিকে ধূসর সাহিত্য বলা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে অ-গ্রন্থের তালিকা রচনার সময় ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লিখিত ধূসর সাহিত্য সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ধূসর সাহিত্যের অনেকাংশই আবার স্বল্পস্থায়ী তথ্যের আধার — যে সব তথ্যের সমসাময়িক মূল্য থাকলেও দীর্ঘস্থায়ী গুরুত্ব নেই। ধূসর সাহিত্যের ঐ অংশকে অধ্যাপক রঙ্গনাথন fugitive material (স্বল্পস্থায়ী বা অস্থায়ী সামগ্রী) আখ্যা দিয়েছেন। এই ধরনের সামগ্রীকে আধুনিক গ্রন্থাগারের পরিভাষায় Ephemera-ও বলা হয়ে থাকে।

অ-গ্রন্থ নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন :

১৯৮৩ সালের IASLIC Conference-এ অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল Grey Literature বা ধূসর সাহিত্য। ঐ সম্মেলনে ধূসর সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। ঐ সম্মেলনের প্রায় দেড় দশক পরে ডঃ গৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ চোখে পড়ল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শুধু আমাদের দেশে কেন বিদেশের পত্র-পত্রিকায়-ও অ-গ্রন্থ (Non-Book) নিয়ে খুব একটা আলোচনা-গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ বর্তমান প্রবন্ধ রচনার জন্য এ বিষয়ে কলকাতায় অবস্থিত সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাযুক্ত গ্রন্থাগারেও খুব বেশী তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেজন্যে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই অ-গ্রন্থ নিয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহী ও যোগ্য ব্যক্তিদের সামনে কিছু প্রশ্ন ও সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে :

(১) অ-গ্রন্থের একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত যে সংজ্ঞাগুলি লক্ষ্য করা যায় তা খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) অতি দ্রুত প্রসারের ফলে পূর্ব-নির্দ্ধারিত সংজ্ঞা ক্রমশই আরও বেশী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

(২) অ-গ্রন্থ সামগ্রীর যে তালিকা ও তার বিভাজন বর্তমান প্রবন্ধে করা হয়েছে তার অসম্পূর্ণতা ও যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে। এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করার অবকাশ আছে।

(৩) লেখাগার (Archive) ও যাদুঘরে (Museum) যে সমস্ত সামগ্রী সংগৃহীত ও রক্ষিত হয়ে থাকে সেই ধরনের কিছু কিছু সামগ্রী নানা ভাবে গ্রন্থাগারে এসে পড়ে। ঐ ধরনের সামগ্রী গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন কলকাতার Asiatic Society-র গ্রন্থাগারের মুদ্রা-সংগ্রহের উল্লেখ করা চলে। গ্রন্থাগারে যাদুঘরের উপযোগী সামগ্রী রক্ষিত হওয়ার ফলেই দিল্লীর তিনমূর্তি ভবনের ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নামাঙ্কিত যে সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তার নাম দেওয়া হয়েছে Nehru Memorial Museum and Library. অন্যদিকে লণ্ডন শহরে ভারতে ইংরেজ শাসনকালে সংগৃহীত ও রক্ষিত নানা সরকারী নথিপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা, পাণ্ডুলিপি, বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বইপত্র, ইংরেজ আমলা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের কাগজপত্র ইত্যাদির অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রশালার নাম দেওয়া হয়েছে India Office Library and Records. এই দুই ক্ষেত্রে লাইব্রেরির সঙ্গে 'Museum' এবং 'Record' শব্দ দুটি ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ।

(৪) অ-গ্রন্থ সামগ্রী বর্গীকরণ ও সূচীকরণের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনাও চোখে পড়ে না। অনেকক্ষেত্রে বিশেষ কোন পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ধরনের সামগ্রীর উৎপাদনকারী সংস্থার নিজস্ব বর্গীকরন পদ্ধতি থাকে। যেমন আন্তর্জাতিক স্তরে United Nations Organisation অথবা Survey of India প্রকাশিত মানচিত্র সমূহের নিজস্ব বর্গীকরণ পদ্ধতি আছে। সূচীকরণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অ-গ্রন্থের authorship নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নিজস্ব রীতি প্রবর্তন করে কাজ চালান হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন Standard মেনে চলা সম্ভব হয় না।

(৫) এক এক ধরনের অ-গ্রন্থের জন্য বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার বা সংগ্রহশালা থাকা প্রয়োজন। যেমন গ্রামোফোন রেকর্ড, সিনেমার ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট, অডিও টেপ এবং চিত্রধর্মী অন্যান্য অ-গ্রন্থের পৃথক গ্রন্থাগার বা সংগ্রহশালা অনেক দেশেই গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও গড়ে উঠেছে। মাইক্রো ডকুমেন্টের জন্যও পৃথক গ্রন্থাগার থাকলে ভাল হয়। কারণ মাইক্রোফিল্ম করা তথা ব্যবহার করার জন্য নানা ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন — যেমন Reader অথবা Reader Printer ইত্যাদি। ঐ সমস্ত অত্যাধুনিক দামী যন্ত্রপাতি চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ইত্যাদিরও প্রয়োজন। এককথায় আর্থিক ও কারিগরী কারণে প্রযুক্তি-নির্ভর অ-গ্রন্থ সামগ্রীর জন্য পৃথক গ্রন্থাগার থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(৬) আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে অ-গ্রন্থ সামগ্রী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে জানা নেই। বর্তমানে নানা কারণে এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বেড়েই চলেছে।

(৭) পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোন ব্যতিক্রম নয়। স্বাভাবিকভাবে আগামী দিনগুলিতে নব্য-প্রযুক্তির অতি দ্রুত প্রসারের ফলে গ্রন্থাগারের তথা অনেকাংশে অ-গ্রন্থ নির্ভর হয়ে যাবে বলেই মনে হয়। তখন বোধহয় কাগজের উপর মুদ্রিত তথা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সংগ্রহেই রক্ষিত হবে। 'গ্রন্থাগার' কি সেই সময় শুধু 'অ-গ্রন্থের' সংগ্রহশালা হয়েই অবস্থান করবে?

সাধারণ গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের ব্যবহার

কঙ্কণ সরকার

১.০ **সূচনা :**

১.১ ***যুগসন্ধিকাল :*** ছোট হোক, বড় হোক প্রত্যেক যুগেরই থাকে এক নিজস্ব প্রবর্তনা; সাধারণভাবে তাকে এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। বিশেষত যুগসন্ধিকালে এই প্রভাব হয় সর্বাত্মক এবং সর্বগ্রাসী। এমনই এক যুগসন্ধিকালে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, উত্তরণের অপেক্ষায়। আমাদের চারদিকের দেয়াল ভেঙে গেছে, আবার একটি অদৃশ্য দেয়ালও গড়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। সমাজ ও সময়ের চেহারায় লেগেছে একই সঙ্গে বিশেষায়নের, সার্বজনীনতার রঙ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনিবার্য সংঘাতে সারা পৃথিবীতে সংঘর্ষ ও নির্মাণের টানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা এমন ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে যে তাকে আর ক্ষুদ্র কোন দেশ বা কালে, বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। ফলে বিজ্ঞান সার্বজনীন না হলেও ক্রমেই বৃহৎ, বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। বৃহৎ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির, বিশেষত উপগ্রহ-যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় উন্নত কম্পিউটারের ব্যবহার, বাণিজ্যের দ্রুত বিশ্বায়ন, তাকে এককথায় করে তুলেছে বৈপ্লবিক। এই পরিস্থিতিতে বন্যাহীন তথ্যের উদ্ধার, তথা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ক্রমেই তথ্যকেন্দ্রিক সমাজগঠনের দিকে পা বাড়িয়েছে। অফসেট, ডি.টি.পি., লেজার প্রিন্টিং ইত্যাদির প্রভাবে প্রকাশনাশিল্পে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পাশ্চাত্যদেশের কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে, Good bye Gutenberg! বলতে শুরু করেছেন, An end to the age of book. ফেলেরিকো ফেলেনি বলেছেন, আগামীদিনে Tape recorder ও Video Cassette-গুলি বইয়ের জায়গা নেবে! এরকম একটা পরিবর্তনের আবহাওয়ায় গ্রন্থাগার কি চুপ করে বসে থাকতে পারে? সেখানেও চলছে ব্যাপক রদবদল! প্রাচীন গ্রন্থাগার থেকে আধুনিক গ্রন্থাগার, ক্রমে আরো উন্নত বৈদ্যুতিন গ্রন্থাগারের (Electronics Library) দিকে পা বাড়িয়েছে সময়। গড়ে উঠছে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে (Information Super Highway), ইনফরমেশন ইন্ডাস্ট্রী (Information Industry), বিশ্বব্যাপী ইনফরমেশন সুপার মার্কেট (Information Super Market)। বলা যায় এ তথ্য বিপ্লবের সময়।

সুতরাং আজকের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের (Non-Book Materials) প্রয়োগ হয়ে উঠেছে অনিবার্য। যুগের হাওয়ায় বদলে যেতে চাইছে গ্রন্থাগারের ধারণা ও উপকরণ; বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত আবহাওয়ায় গ্রন্থাগার পেতে চাইছে নতুন মাত্রা, নতুন আঙ্গিক।

১.২ *পঞ্চমসূত্রের প্রাসঙ্গিকতা :* রঙ্গনাথন লিখেছিলেন, 'A library is a growing organism.' যুগ ও কালের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের ধারণা ও তার উপকরণ যে বদলে যাবে, সমাজবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে গ্রন্থাগার যে হয়ে উঠবে সজীব এক সামাজিক সত্তা এ সত্য রঙ্গনাথন সর্বাগ্রে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি অনায়াসে লিখেছেন, 'A growing organism takes in new matter, casts off old matter, changes in size & takes new shapes & forms.' প্রচলিত গ্রন্থাগার যে ক্রমেই Service Library এবং Special Library-র রূপ পরিগ্রহ করবে তা তিনি স্পষ্ট জানতেন। তাই Fifth Law and its Diverse Imports শিরোনামের প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ওই প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে রঙ্গনাথন লিখছেন, 'This third import emphasises and explains the formation of specialised libraries specialising in particular function'. বিশেষত এই ক্রমটি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বেশ অভিনিবেশযোগ্য।

১.৩ *ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট :* বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার (Special Library) গঠন ও তার ব্যবস্থাপনায় ভারতবর্ষ পৃথিবীতে খুব একটা পিছিয়ে নেই। দেশীয় শিল্পের অগ্রগতির জন্য এখানে ১৯৫২ সালে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের (CSIR) অধীনে গড়ে ওঠে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থোপলেখণ কেন্দ্র (INSDOC)। সর্বাধুনিক এই গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্যব্যবস্থার (NISSAT) অঙ্গ হিসাবে। একইভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে BARC, DESIDOC, SENDOC, DRTC ইত্যাদি। এইসব গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ তা বলা বাহুল্য। আশির দশকে উন্নত যন্ত্রগণক এবং উপগ্রহ ব্যবহার সুবাদে তথ্যবিস্তারকের (Information Networking) কাজ শুরু হয়। জাতীয় তথ্য কেন্দ্রে (NIC) জন্ম নেয় NICNET। মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে সৃষ্টি হয় তথ্যের বিস্তৃত জাল। জন্ম নেয় CALIBNET, DELNET, BONET, PUNENET, MALIBNET, ADINET একই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (UGC) তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠছে; INFLIBNET; ক্রমেই দেশের সমস্ত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্যবিস্তারক (Information Networking) জন্ম নেবে। সম্প্রতি এইসব ব্যবস্থার সঙ্গে INTERNET ও Information Super Highway যুক্ত করা হচ্ছে।

২.০ *অ-বই সম্ভারের ধারণা ও প্রকাশ :*

সাধারণভাবে বই নয় এমন সম্ভারকেই আমরা অ-বই সম্ভার (Non-Book materials) বলতে পারি। কিন্তু এ সংজ্ঞা সরল ও একমাত্রিক। Librarian's Glossary and Reference Book-এ বলা হয়েছে, 'Those Library materials which do not come within the definition of a book, periodical or pamphlet and which require special handling i.e. audio-visual materials, microforms or computer software'. সুতরাং অ-বই সম্ভার (Non-Book materials) যে আধুনিক যুগের পরিবর্তনের ধারায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে আসা একটি নতুন ধারণা তা বেশ বোঝা যায়। রঙ্গনাথনের ভাষায় এগুলি হল অপ্রচলিত নথি বা Non-Conventional Documents. এর উদাহরণ হিসাবে Audio, Visual এবং Audio-Visual নানা বৈদ্যুতিন সামগ্রীর নাম আমরা করতে পারি। তাছাড়া ম্যাপ, চার্ট, পোস্টার, ক্লিপিং, স্লাইড, ফোটোকপি, ট্রান্সপারেন্সি, এমন কি রেডিও ও দূরদর্শনের দৃশ্য ও শ্রাব্যবস্তুকে আমরা এই অভিধায় আনতে পারি।

২.১ *ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট : সময়ের দাবি :*

সাধারণ গ্রন্থাগার আজকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্রমোন্নতি, বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যের অগ্রগতি এবং যোগাযোগমাধ্যমের অভাবনীয় উন্নতি এসব সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার দাবি করছে। UNESCO-এর ভাষায় 'For full development of the human personality, particularly in view of the rapid pace of Scientific, Technical, Economic and Social change, education must be considered on a global basis and as lifelong process' — তখনই সম্ভব যখন সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব। আজীবন শিক্ষার বা নিরন্তর বিদ্যাচর্চার একমাত্র বিশ্বস্ত কেন্দ্র হল সাধারণ গ্রন্থাগার। সেজন্য অ্যালবিন জনসন একে বলেছিলেন, People's University. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণ গ্রন্থাগার আরো বেশী তাৎপর্যবাহী। অথচ সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই লোকায়ত প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব আমাদের দেশের সরকার এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। তাই দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কোন চিন্তা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় নেই। এমন কি এদেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষায়তনগুলি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে যেসব প্রথাগত বুনিয়াদী শিক্ষা বা লোকশিক্ষার নানা অঙ্গন ছিল সেগুলি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আগের মতই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। ফলে এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে। অশিক্ষার পরিবেশে কখনই সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রভাব স্থায়ী হতে পারে না। তাই বেসরকারী উদ্যোগে স্বাধীনতার আন্দোলনের পরিপূরকভাবে দেশব্যাপী যেসব পাঠচক্র ও গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল সেগুলিও ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার সবচেয়ে নিন্দনীয় দিক হল এই শিক্ষা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান তৈরী করে। বলা ভালো যে একটা সংঘাতমূলক, বিদ্বেষমূলক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরী হয়। মানবিকতার সম্পূর্ণ বিকাশের বদলে আংশিক বা খণ্ডিত বিকাশকেই ধ্রুব বলে প্রতিপন্ন করে। এতে সমাজে নানা বিকৃতি সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও এদেশে সে ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থাই বহাল আছে। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে, বাণিজ্যবিশ্বের উদারীকরণে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহারে এদেশেও ভোগসম্পন্ন আধুনিক মানুষের আজ খুব প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ইদানীং এদেশের সরকার বিদেশী পুঁজির, সহায়তায় 'Social Infrastrucure Development-এ উদ্যোগী হয়েছেন। এই সময় UNESCO-এর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সাক্ষরতা আন্দোলন, WHO উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সকলের জন্য খাদ্য আন্দোলন, আর WTO-এর উদ্যোগে 'সকলই বাণিজ্যবস্তু, পৃথিবী বাজার এই উদারনৈতিক আন্দোলন (?)। সুতরাং সময়ের চাপে, বহির্বিশ্বের চাপে সম্প্রতি Compulsory Elementary Education চালুর কথা ভাবছেন এদেশের কেন্দ্রীয় সরকার। ভাবছেন তথাকে কতো নিপুনভাবে বাণিজ্যের কাজে লাগানো যায়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কল্যাণে প্রযুক্ত তথ্য নির্মাণে তার আগ্রহ এখনো বড়ো কম। সেজন্য উপেক্ষিত সাধারণ গ্রন্থাগার।

২.১১ *প্রেক্ষাপট পশ্চিমবঙ্গ : জনশিক্ষা আন্দোলনের সূচনা :* কেবলমাত্র ১৭টি রাজ্যে স্থানিকভাবে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সেখানকার রাজ্যসরকার সাধারণের প্রবহমান শিক্ষার দাবিকে সম্মান দিয়ে রাজ্যস্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করেছেন। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। বলা ভালো যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গ এদের মধ্যে আদর্শস্বরূপ। কেননা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বায়ত্বশাসনের গণভিত্তিতে এই প্রচেষ্টা জোর পেয়েছে। কিন্তু তবুও বলা ভালো এখনাকার সাধারণ গ্রন্থাগারকে এখনো সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায়নি। এই দুর্বলতার মূলে রয়েছে সর্বোপরি সাধারণের আগ্রহের অভাব। আজকে সাক্ষরোত্তর আন্দোলনের উদ্বুদ্ধ পরিবেশে সে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জনবিজ্ঞান মঞ্চ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ, গণনাট্য একযোগে কাজের একটা

বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলি যেমন গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, জনশিক্ষা দপ্তর, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তর, কৃষি ও কৃষিবিপণন দপ্তর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর, শিক্ষা দপ্তরগুলি এ ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে গ্রন্থাগার দপ্তরকে কেন্দ্র করে। এভাবে সরকারী এবং বেসরকারী যৌথ উদ্যোগেই গড়ে উঠতে পারে একটি জনশিক্ষা আন্দোলন। তথ্যের ব্যবহার সার্বজনীন হতে পারে।

২.২ *অ-বই সম্ভারের নতুন প্রয়োগ ক্ষেত্র :*

নবসাক্ষর : এই নবসাক্ষর মানুষগুলোকে, বিদ্যালয় বা বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার অভিমুখে নিয়ে আসার জন্য তাদের আকৃষ্ট করা খুব প্রয়োজন, তাদের উপযোগী তথ্যের যোগান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অ-বই মাধ্যমের (Non-Book Materials) ভূমিকা অনস্বীকার্য। ৪৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত — জীবন ও জীবিকার মৌলিক চাহিদানুসারী তথ্য পরিষেবা খুব সহজেই অ-বই মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। বলা ভালো যে, আমাদের প্রচলিত সংগৃহীত বইগুলি অধিকাংশই তথ্যনিষ্ঠ নয়, আর কিছু তথ্যনিষ্ঠ হলেও তা নবসাক্ষরদের পাঠোপযোগী নয়। কাজেই তাদের পক্ষে সহজবোধ্য ও সহজে গ্রাহ্য করে তুলতে অ-বই সম্ভারের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলা ভালো যে, বইয়ের বহুমুখী এবং সৃজনশীল ভূমিকা মনে রেখেই আমরা একথা বলছি।

২.২১ *ইউনেস্কোর নির্দেশিকা : আমাদের কাজ :*

UNESCO-র সাম্প্রতিক Manifesto (1994)তে এই অনুজ্ঞা প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। এবং বলা হয়েছে 'High quality and relevance to local needs and conditions are fundamaental'. বলা হয়েছে — (১) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনা, কলা ও সুকুমার শিল্প সম্পর্কে অনুভূতি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রগতির উপলব্ধির প্রসার, (২) আন্তঃ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, মত-বিনিময় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের পরিপোষণ, (৩) সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের তথ্যাদি সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, (৪) স্থানীয় শিল্পোদ্যোগী সংস্থা, জনমণ্ডলী ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে উপযুক্ত তথ্যাদি যোগান, (৫) সমস্ত ধরনের মানসিক অভিব্যক্তির সুব্যবস্থা, (৬) শিশু ও যুবকদের মানসিকতা, কল্পনা ও সৃজনশীল চিন্তাধারা সঞ্চার, (৭) ব্যক্তির সৃজনশীল প্রচেষ্টার সুযোগ তৈরী করা, (৮) অল্প বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস জাগিয়ে তোলা ও দৃঢ় করা, (৯) ব্যক্তিগত শিক্ষা, স্বয়ংশিক্ষা ও প্রথাগত শিক্ষা — সব ধরনের শিক্ষাকে সাহায্য ও সমর্থন পুষ্ট করা, (১০) বাচনিক ঐতিহ্যের পরিপোষণ, (১১) কমপিউটার সম্পর্কিত তথ্যাদি ও কমপিউটার সচেতনতার পাঠ প্রদান, (১২) সব বয়সের মানুষের জন্য সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং ঐ ধরনের আন্দোলনের সূচনা করা।

এই নির্দেশিকার একটি পর্যায় আমরা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি। পশ্চিমবঙ্গের ১৩ জেলায় সাক্ষরোত্তর পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে জনশিক্ষা নিলয়ম এবং কারিগরী শিক্ষা বিভাগের কাজ। ন্যায়সঙ্গত বন্টনের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের কেন্দ্রে গড়ে উন্নয়নের কর্মসূচী। তথ্য প্রয়োজন, তাই তথ্য ব্যবস্থার প্রণয়নে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে ব্যাপক (স্মর্তব্য : ৪৩-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ চলে গেছে)। সুতরাং প্রবহমান শিক্ষা ও তথ্যের সঞ্চালনকে অবাধ করে দিতে সাধারণ গ্রন্থাগারে আধুনিক উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ আজ জরুরি হয়ে উঠেছে।

৩.০ *বিভিন্ন ধরনের অ-বই সম্ভার এবং তার ব্যবহার :*

৩.১ *সাধারণ গ্রন্থাগার :*

সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাপটে যেসব অ-বই সম্ভারের ব্যবহার সম্ভব তা হল — মাপ, চার্ট ও পোস্টার, শ্রাব্যসামগ্রী, দৃশ্যশ্রাব্যসামগ্রী, ভার্টিক্যাল ফাইল, ট্রান্সপারেন্সি, ফিল্মস্ট্রিপস, ক্লিপিং, স্লাইড ইত্যাদি। এছাড়া আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারের চরিত্রের বহুমুখীনতাকে বিবেচনা করে রেডিও, দূরদর্শন এবং টেলি-সার্ভিসকে এই সম্ভার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি, এবং রেখেছি আধুনিক উন্নত বৈদ্যুতিন মাধ্যম সি. ডি.

রম'কেও বিবেচনার প্রস্তাব। সংক্ষেপে এসব সম্ভারের ব্যবহারের সূচক নিচে বিবৃত হল :

৩.১১ *ম্যাপের ব্যাপক প্রচলন :* মানচিত্র বা ম্যাপ অত্যন্ত কার্যকরী মাধ্যম। শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে মানচিত্র বা ম্যাপ বা নকশা সহজবোধ্য শিক্ষণসামগ্রী। সম্প্রতি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপায়ণে, গ্রামপর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই নকশা খুব উপকারী ভূমিকা নিয়েছে। এলাকার প্রচুর পরিমাণে রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, বিদ্যালয় বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক গৃহনির্মাণ হচ্ছে। এসব উন্নয়ণের ধারাকে নকশা করে খুব সহজে সাধারণের দৃষ্টি ও বোধগ্রাহ্য করে তোলা যায়। এতে লোকশিক্ষার দিক যেমন রয়েছে, তেমনি মানুষের চেতনার বিকাশও এতে সম্ভব।

সাধারণভাবে পৃথিবীর মানচিত্রে বা ভারতবর্ষের মানচিত্রে স্থানীয় মানুষের (ছাত্রছাত্রী বাদে) কৌতূহল খুব বেশী নেই। নিজ নিজ এলাকার ম্যাপ সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষই খুব কৌতূহলী। তাই দেশ-বিদেশের ম্যাপের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার, জেলার বৈচিত্র্যময় মানচিত্র (অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন, শিল্পকেন্দ্র, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসংখ্যার বসতি বা বন্টন, পর্যটনকেন্দ্র বা দ্রষ্টব্য স্থান, শিল্প-বিকাশের প্রেক্ষাপট, ঐতিহ্যময় ভাষা ও সংস্কৃতিচিত্র ইত্যাদি) সাধারণ গ্রন্থাগারের গমনাগমনের স্থানে টাঙিয়ে রাখলে খুব ভাল ফললাভ হবে।

৩.১২ *চার্ট ও পোস্টারের প্রচলন :*

একইভাবে চার্ট এবং পোস্টার বইয়ের চেয়েও দ্রুত ও সার্থকভাবে সাধারণের চেতনার মানবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষতঃ চিত্রল পোস্টারের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন তাৎপর্যময় ঘটনার ইতিহাস, এদেশের বিভিন্ন গণ-আন্দোলন ও তার ফলশ্রুতি, চাষবাসের বিকল্প পদ্ধতি, ফল বা সবজি প্রক্রিয়াকরণ, সারের ব্যবহার, জলাজমির ব্যবহার, মৎস্যচাষ, বনসৃজন, সুষম কৃষিব্যবস্থা, পোকামাকড় ও তার সংরক্ষণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনজাগরণের নানাদিক, কৃষিপণ্যের বিপণন, মহিলা সমাজের উত্থান, সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে, এলাকায় স্বল্পমূল্যের খাদ্য ও পুষ্টিচিত্র, পরিবারকল্যাণ, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি বিষয় এতে স্থান পেতে পারে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বনদপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আদিবাসী ও উপজাতিকল্যাণ দপ্তরে এ বিষয়ে কিছু কিছু পোস্টার পাওয়া যাবে। এতে ব্যাপক মানুষের মধ্যে সাড়া পাওয়া যাবে একথা নিশ্চিত।

৩.১৩ *ক্যাসেটের ভূমিকা :* পাঠ ও শ্রবণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। একদা গ্রামদেশের নানা প্রান্তে বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপতলা ইত্যাদি লোকায়ত শিক্ষা অঙ্গনে পাঠ ও শ্রবণের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আজকের আধুনিক প্রেক্ষাপটে সেই লোকশিক্ষার অঙ্গনগুলির পুনরুজ্জীবনে অডিও ক্যাসেটের একটি সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে। ক্যাসেট তুলনামূলকভাবে সুলভ এবং সহজে ব্যবহার যোগ্য। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি আজ প্রত্যন্ত গ্রাম ও শহরের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। এগুলি আমাদের হৃত ঐতিহ্যকে ফেরানোর কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হতেই পারে। মনে রাখা দরকার সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নতুন করে গ্রামের মানুষের জাগরণ সম্ভব হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এলাকার ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত উপাদানগুলি খুব সহজে এতে ধরে রাখা সম্ভব। এভাবে বাংলার বৈচিত্র্যময় লোকগীতি, ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার সহজ ও সম্ভব। ইদানীং জনশিক্ষা দপ্তরে ক্যাসেট তৈরীর জন্য একটি দৃশ্যশ্রাব্য শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ আরো বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ক্যাসেটের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

৩.১৪ *অডিও-ভিস্যুয়াল ক্যাসেটের ব্যবহার :*

দৃশ্যশ্রাব্য এই সামগ্রীটি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে জনশিক্ষা বা সাধারণের সচেতনা, সক্ষমতা, স্বনির্ভরতার বিকাশে। গ্রাম ও শহরের প্রত্যন্ত প্রান্তেও এখন ব্যাপক ভিডিও প্রচলন হয়েছে। এসব ভিডিও-পার্লারগুলি আমাদের বিকৃত সব জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এতে নতুন প্রজন্মের, এমন কি প্রবীণদেরও আকর্ষণ কম নয়। এর কারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক মানসিক ক্ষুধা। তাকে নিবৃত্ত করার জন্য তারা অন্বেষণ করে ফিরছে। পাচ্ছে না বলেই তারা এভাবে ঐসব

অপসংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। তাই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে যদি আমরা সর্বিক ও সুনির্দিষ্ট ভিডিও-চিত্র প্রদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি, তাহলে এসব উৎকেন্দ্রিকতাকে উপেক্ষা করার শক্তি আমরা সহজেই অর্জন করবো। প্রকৃত জীবন ও তার বিকাশকে সুসংহত এবং সমৃদ্ধ করার এই অভিযান সাধারণের গ্রন্থাগারের প্রাণশক্তিকেই উজ্জীবিত করবে। সাক্ষরতা আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি 'জাগরণ' ভিডিও-চিত্র প্রদর্শনে সাধারণের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা। এই অভিজ্ঞতা এবং 'মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিপুরা' প্রদর্শিত করার অভিজ্ঞতায় আমরা জেনেছি এই দৃশ্যশ্রাব্য সামগ্রীটি জনজাগরণে খুব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। জনশিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি একটি দৃশ্যশ্রাব্য শাখা গঠন করে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিয়মিত ভিডিও-রেকর্ডিং এবং অডিও-রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। State Resource Centre ইতিমধ্যেই ১৭টি পাঠ ভিডিও-রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এগুলি সাক্ষরোত্তর জেলাগুলিতে ব্যবহার করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমিতে ২০টির উপর অমূল্য ভিডিও চিত্র রয়েছে। তাতে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলাপ এবং উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত আকাদেমিও ১১০ জন প্রথিতযশা শিল্পীর সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান (নির্বাচিত) ভিডিও রেকর্ড বিধৃত করেছে। আরো বেশী বেশী করে এসব ভিডিও চিত্র হওয়া দরকার এবং এগুলি নিয়মিত প্রদর্শনের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহার করলে গণচেতনার মানোন্নয়ন সম্ভব। জন নিবিড় অর্থনীতির বিষয়সমূহ যেমন বিকল্প চাষ, বনসৃজন, মৎস্যচাষ, হাঁস মুরগী পালন, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, স্বায়ত্বশাসন, অপ্রচলিত শক্তি ও তার ব্যবহার, পানীয় জলের সমস্যা ও প্রতিকার, মা ও শিশুর স্বত্ব, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সারের বিশেষ ব্যবহার, আইনী পরিষেবা ইত্যাদি নানা বিষয় এতে স্থান পেতে পারে।

৩.১৫ *রেডিও'র ব্যবহার :* রেডিও শুধুমাত্র বিনোদনবস্তু নয়, তাকে দেশ কাল অনুসারে লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও গ্রহণ করা দরকার। কৃষিকথার আসরে বিশেষজ্ঞদের মতামত, বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার বিবরণ, প্রতিদিনের নানা খবর, সুস্থ থাকার উপায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, শিল্প ও সংস্কৃতির নানাদিক, নারী ও শিশুর কল্যাণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির সার্বিক প্রচারণা করে সাধারণ গ্রন্থাগার সদস্য সাধারণের মধ্যে বা সদস্যের বাইরে এলাকার মানুষের মধ্যে পাঠ ও তথ্যস্পৃহাকে বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে পারে। সহায়ক হিসাবে ক্যাসেটের ব্যবহার বেশ ফলদায়ী হবে।

৩.১৬ *দূরদর্শনের ভূমিকা :* কেন্দ্রীয় সরকারের ভুলনীতির জন্য দূরদর্শন আমাদের পাঠস্পৃহা ধ্বংসের পরোক্ষভূমিকায় অবতীর্ণ। কেননা দূরদর্শনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বিকৃত করছে দেশ ও বিদেশের পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প সংস্থাগুলি। তাদের লক্ষ্য দেশ নয়, জাতি নয়, মানুষও নয় — লক্ষ্য হল বাণিজ্য ও মুনাফা। ফলে তরল, চটুল, স্থূল, লোভ-হিংসা, যৌনতার বিনোদনমূলক বিষয়ই বর্তমানে দূরদর্শনে বেশী বেশী করে স্থান পাচ্ছে। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, রুচি নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে ভোগ্যপণ্যকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটা উদ্ভট ও উৎকেন্দ্রিক গড়পড়তা মান তৈরী হচ্ছে জীবনবাদী সংস্কৃতির বদলে। তাই সে পণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ও তাদের জীবনের কোন মিল নেই। অথচ গণমাধ্যমের ব্যাপকতায় এবং নিরঙ্কুশ প্রভাবে এসব তাদের দেখতে হচ্ছে, জানতে হচ্ছে। এতে ছাত্র ও যুবকদের জীবনে মূলত ভয়ংকর বিভ্রান্তি ও বিকৃতি নিয়ে আসছে। পাঠাভ্যাস হ্রাস পাচ্ছে। অনতিবিলম্বে যদি এই অধোগতিকে প্রতিহত না করা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নত স্বয়ংক্রিয় মাধ্যমকে জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহার না করা যায় তাহলে সমূহ বিপদ।

সম্প্রতি 'প্রসার ভারতী বিল ১৯৯০' কার্যকরি করা হলেও তাতে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি না। কেননা পাশাপাশি এই অত্যাধুনিক শক্তিশালী গণমাধ্যম এবং রেডিও'কে বেসরকারীকরণ করার উদ্দেশ্যে 'ব্রডকাস্টিং বিল' (১৬.৫.৯৭) ও সংসদের বিবেচনার জন্য রয়েছে। তাছাড়া সাতবছর বাদে প্রসার ভারতী বিলের কার্যকারীতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষত ১৯৯৫

সালে মার্কিন সংস্থা সি. এন. এন. (C.N.N.)-এর সঙ্গে চুক্তির ফলে বেসরকারী পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রভাব দূরদর্শনকে স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু যদি এই শক্তিশালী গণমাধ্যমটিকে গণচেতনার বিকাশে লোকায়ত সংস্কৃতি, অর্থনীতি, লোকশিক্ষা এবং দূরবর্তী নানা শিক্ষার মূলাঙ্গনে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে এই বৈদ্যুতিন মাধ্যম আমাদের সার্বজনীন গ্রন্থাগারের আকর্ষণীয় অ-বই সম্ভারে অন্যতম গৌরবস্থল হতে পারে।

৩.১৭ *ক্লিপিং-এর ব্যবহার :*

সংবাদপত্রে এমন অনেক বিষয় প্রকাশিত হয় যার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্থায়ীমূল্য আছে। সেইসব বিষয়গুলিকে পেপার কেটে বিষয়ানুসারে যথাযথভাবে ক্লিপিং করে মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংবাদ, খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ের সাধারণ চরিত্রের কিছু সংবাদ ও নিবন্ধ।

৩.১৮ *টেলি-সার্ভিস :*

INTERNET না হোক, NIC-এর জেলাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে টেলি-যোগাযোগ করে Integrated service-এর সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব। সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে এসব তথ্যকেন্দ্রগুলির সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিধিবদ্ধ সুযোগ সৃষ্টি করা একান্ত দরকার। তাহলে কৃষিতথ্য, শিল্পতথ্য, শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য টেলি-সার্ভিস মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যাবে।

৩.১৯ *ভার্টিকাল ফাইলের ব্যবহার :*

তথ্যকে আরো সুচারুভাবে উপস্থাপিত করার জন্য ভার্টিকাল ফাইলের ব্যবহার জরুরি। বিশেষত পেপার কাটিং, Pamphlets-এর সংগ্রহ ইত্যাদির বিন্যাসে এই মাধ্যমের ভূমিকা বেশ উপকারী।

৩.১০ *ফিল্মস্ট্রিপসের ব্যবহার :*

জীবন ও জীবিকার নানা প্রয়োজনকে সংক্ষিপ্ত তথ্যের আকারে ফিল্মস্ট্রিপসে (Filmstrips) উপস্থাপিত করে সাধারণের বিশেষ উপকার করা সম্ভব। আমাদের এমন অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে, যেগুলো আমরা প্রায়ই ভুলে যাই — এরকম তথ্যগুলিকে সহজেই এই মাধ্যমে বিবৃত করা যায়।

৩.১১১ *ট্রান্সপারেন্সি'র ব্যবহার :*

Pojector-এর সাহায্যে ট্রান্সপারেন্সি ব্যবহার করে জীবন ও জীবিকার বহু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া যায়। বিশেষত সাক্ষারোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন জনমুখী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ অতিসংক্ষেপে এবং অনায়াসে এই মাধ্যমে সাধারণের গোচরে আনা সম্ভব। তাই এর বিশেষ ধরনের ব্যবহার সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রত্যাশিত।

৩.১১২ *ফটোকপির ব্যবহার :*

জনসাধারণের নানা প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করে, তাকে সূচীকৃত করে ফটোকপির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে গণচেতনার বিকাশ এবং সামর্থ্য ক্রমেই বাড়বে। ইদানিং বহুভাবে ফটোকপির ব্যবহার হচ্ছে। সাধারণ গ্রন্থাগারেও এর ব্যবহার চালু হওয়া দরকার।

৩.১১৩ *স্লাইডের ব্যবহার :*

বক্তব্য-উপস্থাপনে স্লাইডের ব্যবহার (Slide) খুব কার্যকরী। শিক্ষণীয় নানা বিষয়ে আলোচনা, কর্মশালায় স্লাইড ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। জনশিক্ষা নিলয়মের কালনা মহকুমার কর্মীগণ নবসাক্ষরদের শিক্ষণীয় বিষয়াদি এই মাধ্যমে পরিবেশন করে বেশ উপকার পেয়েছেন।

৩.১১৪ *সি. ডি. রমের ব্যবহার :*

সাধারণভাবে এদেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বত্র এখনই কমপিউটারের বা সি.ডি.রম / ফ্লপি (CD-ROM / FLOPPY) ইত্যাদি অত্যাধুনিক অ-বই মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কেননা এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব রয়েছে। কিন্তু অর্থাভাবই এসব ব্যবহারের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। আমাদের এখানকার

আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এবং জনগণের গ্রহণযোগ্যতার মান এখনও তত্টা উন্নত নয়। তাই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বড় জোর জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে কমপিউটার ব্যবহৃত হতে পারে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে গ্রাম ও শহরের ব্যাপক মানুষের সাধারণ তথ্য আগ্রহকে উদ্দীপিত করার জন্য CD-ROM Databases নির্মাণ ও তাকে দ্রুত Computer printout করে যথাযথ বিন্যাসে গ্রাম-শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। একমাত্র এভাবেই বইয়ের বদলে এসব CD-ROM বা Floppy বা Disk আমাদের অনেক তথ্যের আশু প্রয়োজন নিবৃত্ত করতে পারে। অনাথায় সাধারণ গ্রন্থাগারের চলতি ধারায় এর এখনই প্রয়োজন নেই।

আমাদের সকল এলাকার লোকায়ত সঙ্গীতের নানা ধারার তথ্য সন্ধান, চিহ্নিতকরণ ও তাকে সংরক্ষণ ; লোকনাটকের নানা আঙ্গিকের তথ্য সন্ধান, চিহ্নিতিকরণ, সংরক্ষণ ও তাকে বিশ্লেষণ ; লোকায়ত ভেষজ ঔষধির তথ্য সন্ধান, চিহ্নিতকরণ ও এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ; স্থানীয় ভাষার উপাদান সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তার মূল সন্ধান ; স্বায়ত্বশাসনের ফলে এলাকায় এলাকায় উদ্ভূত বিভিন্ন প্রশাসনিক শব্দ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ; অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী এলাকার নানা তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ এবং তাকে সূচিত করা ; এলাকার পর্যটন ও দ্রষ্টব্য কেন্দ্র সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ ও তাকে প্রকাশ করা ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (State Central Library), রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের (State Library Council) উদ্যোগে কমপিউটার প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। তবে স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব এলাকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে দেওয়া দরকার। পরে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন Computer Printout-এর মাধ্যমে পুনরায় এলাকায় এলাকায় প্রয়োজনের সূচিমুখ অনুসারে যেন ছড়িয়ে যায়। On line বা INTERNET থেকেও আমাদের উপযোগী তথ্য যদি পাওয়া যায় তাহলে তা সংগ্রহের দায়িত্ব রাজ্যস্তরের। তবে On line Database বা INTERNET-এ আমাদের দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

৪.০ ***সাংগঠনিক উদ্যোগ :*** সাধারণের গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের প্রয়োগকে সর্বার্থে সফল করে তোলার জন্য এখন বেশ কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গড়ে তুলতে হবে দুটি সক্রিয় সংগঠন, যারা পরিপূরকভাবে সাধারণের সাক্ষরতা সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞানের আলোকে তাদের জীবন ও জীবিকার তথ্য সন্ধান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ইত্যাদি বহুবিধ উদ্দেশ্যে পারস্পরিক একযোগে ও স্বতন্ত্র উভয়ভাবে কাজ করবে।

৪.১ ***সদিচ্ছা ও অংশগ্রহণ :*** মানসিকতা পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ়তা। প্রয়োজন সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের অংশগ্রহণ। আমাদের দেশের পরিকল্পনায় এই বিশেষ গুণের অভাব আছে বলেই তা অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পাশাপাশি, বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ জনমুখী কর্মসূচী সফল হয়েছে এই গুণগনার জোরেই। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে শুধু সাক্ষরতার চিত্রলিপিই যথেষ্ট :

- ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ৪৮.৬% সাক্ষর
- ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ৫৭.৭% সাক্ষর
- ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ৬৯% সাক্ষর

অন্যদিকে, ১৯৮১ সালে ভারতবর্ষের সাক্ষরতার হার ছিল ৪১.৪২% এবং ১৯৯১ সালে ৫২.১১%।

১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষের থেকে আজ পর্যন্ত, এই সাত বছরে পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলায় ১১৬.৯১ লক্ষ নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা কর্মসূচীর অন্তর্গত করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৭৮.০২ লক্ষ নরনারীকে সাক্ষরতা মানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাদের জন্য সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এবং আর পাঁচটি জেলায় দ্রুত সাক্ষরতার কাজ চলছে।

৪.২ ***পরিকল্পনা গ্রহণ :*** Motivation-এর আগের কাজ হল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই

পরিকল্পনায় (১) কী কী কাজ করা হবে, (২) ঠিক কাদের জন্য করা হবে, (৩) কিভাবে করা হবে, (৪) কাজ কাদের দিয়ে করা হবে, (৫) কার কার সাহায্য নেওয়া হবে, (৬) আরব্ধ কাজের মূল্যায়ন কিভাবে করা হবে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সদুত্তর থাকা বাঞ্ছনীয়। এই পরিকল্পনায় নিশ্চিতভাবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৩ ***অর্থ সংস্থান :*** যে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রথম শর্ত হল নিশ্চিত অর্থের যোগান। কিন্তু আমাদের অর্থের বড়ো অভাব। তাই চলতি আর্থিক ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা এই কাজ, এই কর্মসূচী সফল করে তুলতে পারি। অনেক মানুষের কাঙ্খিত কল্যাণ যে কর্মসূচীর লক্ষ্য, তাকে সফলভাবে রূপায়ণের জন্য দপ্তরগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় ও যৌথ আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার।

৪.৪ ***"INSAPIC" গঠন (Information Society Action Plan Implementation Council) :*** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেগুলি এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক, যেমন জনশিক্ষা দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, বন দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, পঞ্চায়েত ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর, কৃষি ও কৃষি বিপণন দপ্তর, তপশীলী ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর, কারিগরী শিক্ষা দপ্তর, শিল্প দপ্তর, সমাজকল্যাণ দপ্তর, অর্থ দপ্তর যৌথভাবে গ্রন্থাগার দপ্তরের সঙ্গে INSAPIC নামে একটি সংস্থা / সেল (Cell) গঠন করে এই কাজ শুরু করতে পারে। এই সংস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক, শিল্প উন্নয়ন পর্ষদের মতো অগ্রাধিকার সম্পন্ন এবং State Resource Centre — District Literacy Community ইত্যাদির মত বিকেন্দ্রীকৃত রূপে রূপায়িত হোক।

৪.৫.০ ***গণউদ্যোগ সৃষ্টি :*** সাক্ষরতা আন্দোলনের মত এই কর্মসূচী রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করছে গণউদ্যোগ সৃষ্টি এবং ব্যাপক মানুষের পূর্ণ সমর্থনের উপর। সেজন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি ইত্যাদি গণসংগঠনের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এলাকার ক্লাব ও সমাজসেবী সংস্থাকেও এই কর্মসূচী রূপায়ণে সঙ্গে নেওয়া দরকার।

৪.৬.০ ***গ্রন্থাগারের নতুন ভূমিকা :*** সর্বোপরি, গ্রাম ও শহরের কেন্দ্রে সাধারণের জন্য শিক্ষা সংস্কৃতি এবং জীবন ও জীবিকার মৌলিক তথ্য প্রদানের কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারকে প্রচলিত অবস্থান থেকে সরে বাইরে বহু মানুষের আঙ্গিনায়, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সময় আজকে গ্রন্থাগারের এই নতুন ভূমিকাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

৪.৬.১ ***বহুমুখী সম্প্রসারিত পরিষেবার সুযোগ সৃষ্টি :*** সময়ের মৌলিক চাহিদা অনুসারে গ্রন্থাগারকে নতুন ভূমিকায় গিয়ে দাঁড়াতে হলে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারিত বহুমুখী কাজের ধারাকে (Multiple Extension work & Services) অনতিবিলম্বে চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.৬.২ ***কর্মকাঠামো পুনর্বিন্যাস :*** এবংবিধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য কর্মীকাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা খুব জরুরি। কেননা চলতি কাঠামোতে এই ব্যবস্থা চালু করায় কোন উপযোগিতা নেই। বাড়তি নিয়োগ ছাড়া একাজ সম্পন্ন হওয়া কঠিন।

৪.৬.৩ ***কর্মীদের প্রশিক্ষণ :*** চলতি ব্যবস্থায় এই কর্মসূচী সম্পাদন করার নানা অসুবিধা আছে। নতুন কাজের জন্য নতুন করে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। বিশেষত motivation এবং কাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলিকে এবং পদ্ধতিগত দিকগুলিকে তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার।

৪.৬.৪ ***আর্থিক স্বনির্ভরতা সৃষ্টি :*** প্রচলিত কাজের ধারা থেকে একাজের ধারা স্বতন্ত্র হওয়ায় এর জন্য প্রাথমিকভাবে আলাদা অনুদান দেওয়া উচিত। এই বরাদ্দ দপ্তরের নিজস্ব তহবিল থেকেই হোক বা অন্য কোন দপ্তর থেকেই হোক পাওয়া দরকার। তাছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির দিকে,

স্বনির্ভরতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

৪.৬.৫ ***প্রশাসনিক সংস্কার :*** এ কাজের প্রকৃতি ও কাজের সময় আলাদা। তাই প্রচলিত দপ্তরকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার পরিচালনার ধারণা থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে। সেজন্য SLC-র উদ্যোগে কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করা দরকার।

৪.৬.৬ ***নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা :***

এ কাজ পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে তদারকি ও মূল্যায়নের কাজও করতে হবে। সেজন্য তৃণমূল থেকে উচ্চকোটি সর্বত্র তদারকির উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজটা খুব জরুরি।

৫.০ ***শেষ কথা :*** আলোচনা-পর্যালোচনার শেষ নেই। ছোট, বড় যেমন পরিসরেই হোক শেষ কথা হল এখনই কাজ শুরু করা দরকার।

❑ ***কৃতজ্ঞতা স্বীকার :***

(1) Documentation - Genesis & Development : Dr. S. R. Ranganathan.

(2) Librarian's Glossary & Reference work.

(3) গ্রন্থাগার বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৮ . ১৯৯৫

(4) পশ্চিমবঙ্গ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১-৪, ১৯৯৭

(5) Proceedings of International Publishers Association Congress. 1988.

(6) Resource Development for Adult & Continuing Education : Dev Raj Singh (Ed).

চিকিৎসা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ও বহুবিধ মাধ্যম (মাল্টিমিডিয়া) ভিত্তিক তথ্য মহাসরণীর (ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে) দ্বারা আপৎকালীন পরিকল্পিত বায়োমেডিকেল তথ্য পরিষেবা — একটি আলোচনা।

নিতাইচন্দ্র ঘটক

০ প্রস্তাবনা :

মেডিকেল কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ও এর উপযোগিতা আজ পর্বত প্রমাণ। তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যার আবিষ্কার ও বহুলাংশে এর প্রয়োগের কারণে প্রয়োজনীয় বায়োমেডিকেল তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন বিশেষভাবে জরুরী। এই তথ্য ব্যবস্থায় থাকবে গ্রন্থপঞ্জী, মেডিকেল ও ক্লিনিকাল তথ্য, ভৌগলিক, আবহাওয়া ও হাসপাতাল বিষয়ক তথ্য পরিষেবা। এইসব তথ্য দ্বারা রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুসংহতভাবে করা যাবে। বর্তমানে নেটওয়ার্ক তথ্য-প্রযুক্তি প্রযুক্তিগতভাবে বহুবিধ তথ্য মাধ্যমের (মাল্টিমিডিয়া) আকারে বিস্তার লাভ করেছে। এই তথ্য পরিষেবা এমন দ্রুত প্রসার লাভ করেছে যে মেডিকেল পরিষেবার ক্ষেত্রে এই অ-বই ভিত্তিক ব্যবস্থা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। রোগনিরাময়, উপশম ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত নিস্তার নিতে পারা যায়। মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থায় বায়োমেডিকেল পরিষেবাতে আছে উপযোগিতা ভিত্তিক শব্দ, ছবি, রেখা চিত্র, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, রোগের বিবরণ, ক্লিনিকাল উপস্থাপনার বিষয় প্রভৃতি বিরাট ব্যাপ্ত তথ্যপঞ্জী।

১ আপৎকালীন ব্যবস্থা — প্রয়োজনীয়তা :

কোন রোগের কোন স্থানে বিরাট বিস্তার ঘটলে তাকে মহামারী বলা হয়। যেমন, ১৯৯৫ সালে কলকাতায় ম্যালেরিয়া ও সুরাটে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য ক্লিনিকাল মেডিসিন, জনস্বাস্থ্য বিদ্যা, রোগনিদান বিদ্যা, ব্যাকটিরিয়া ও পরজীব বিদ্যা প্রভৃতির বিষয়ে তথ্য সম্ভার অবশ্যই

প্রয়োজন, এবং এর সঙ্গে চাই আনুষঙ্গিক তথ্যাদি যা রোগের ওপর প্রত্যক্ষ নয় অথচ পরোক্ষে প্রভাব ফেলে, সেইসব বিষয়ে তথ্যজ্ঞান — যেমন, স্থানের প্রভাব, আবহাওয়া ইত্যাদি রোগকে প্রভাবিত ও বিস্তার লাভে সাহায্য করে এবং যার অবর্তমানে রোগের প্রসার কমে। তাই এইসব তথ্য রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে অত্যন্ত দরকারী। সেইজন্য রোগের মূল কারণ দূরীকরণে এইসব তথ্য পরিষেবার খুবই দরকার।

২ মহামারী বিস্তারকালে আপৎকালীন তথ্য পরিষেবা :

মহামারী প্রতিরোধে ও রোগ নিরাময় করার জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য পরিষেবার প্রয়োজন। এই তথ্য পরিষেবা গ্রহণকারী অনেকেই যেমন, ডাক্তার, প্রশাসন, সমাজকর্মী, প্রচারমাধ্যমের ব্যক্তিগণ, পরিবেশবিদ ও অন্যান্যরা। এদের অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য দরকার এবং তথ্যাদি গ্রন্থাগারিক ও তথ্য বিজ্ঞানীকেই দিতে হয়। এই তথ্য শুধু বই ভিত্তিক নয়, এগুলি বহুবিধ মাধ্যমের মারফৎ অ-বই তথ্য ভাণ্ডার থেকে পরিবেশিত হয়, যেমন — CD-ROM, স্লাইড, চার্ট, ছবি, রেখাচিত্র প্রভৃতি।

এই তথ্যগুলি হল :

(১) বিষয় ভিত্তিক তথ্য — রোগ সম্পর্কে মেডিকেল ও ক্লিনিকাল তথ্য।

(২) স্থান বিষয়ক তথ্য — ভৌগলিক পরিবেশ ও প্রকৃতি।

(৩) পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য — জনসংখ্যা, জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি।

(৪) আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য — বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ইত্যাদি।

(৫) মেডিকাল পরিসংখ্যান তথ্য — কয়টি হাসপাতাল। শয্যা সংখ্যা, বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগীয় সুযোগ সুবিধা কি কি? কোন হাসপাতালে কেমন ব্যবস্থা? কত খরচ? গবেষণার সুযোগ, পঞ্চায়েত, জেলা ও শহর ভিত্তিক ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগ ও প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদির তথ্য।

(৬) জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিষয়ক তথ্য — প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি প্রকার ও রোগ নিরাময়ের পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য।

৩ গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা :

যথাযথ ও প্রয়োজনীয় তথ্য পরিষেবার দ্বারা গ্রন্থাগারিকরা অ-বই ভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমে সমস্যা দূর করতে ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ডাক্তার, বিজ্ঞানী, প্রশাসক, গবেষক, সমাজ বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পরিবেশন করে একটা সুসংহত ভূমিকা নেন এবং সেই হিসাবে গ্রন্থাগারিক একজন বিশেষ সহায়ক বন্ধু। এই সহায়তার কাজে বিশেষ প্রতিবন্ধক হল পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ। তাই এর সুষ্ঠু সমাধান হল তথ্য ভাণ্ডারের পারস্পরিক বিনিময় ও তার জন্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। এই তথ্যের বিনিময় স্থানীয়, অঞ্চলভিত্তিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত হলে ভাল হয় এবং তাতে তথ্যের আদান প্রদান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

৪ অ-বই ভিত্তিক নেটওয়ার্ক পরিষেবা ও তথ্যের বিনিময় :

নেটওয়ার্ক ভিত্তিক স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক তথ্য পরিষেবা গড়ে উঠেছে যা দ্রুত তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন স্তরে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলে তথ্য বিনিময়ে সহায়তা করছে। সেইমত আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক ক্যালিবনেট, জাতীয় পর্যায়ে-ইনফ্লিবনেট, নিকনেট, আরনেট প্রভৃতি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে-ইন্টারনেট ও আরো অনেক নেটওয়ার্ক বিভিন্ন বিষয়ে গড়ে উঠেছে।

৪১ তথ্যের মহাসরণী ও বাস্তব উৎকর্ষতা (ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে এণ্ড ভারচুয়াল রিয়ালিটি) :

অ-বই ভিত্তিক আন্তর্জাতিক তথ্য আদান প্রদানের মহাসরণী ও বাস্তব উৎকর্ষতার উদাহরণ হল ইন্টারনেট। নেটওয়ার্ক ভিত্তিক তথ্য পরিষেবা ও তথ্যের বিনিময় পৃথিবীব্যাপী। রোগ নিরাময়ে ও প্রতিরোধে এবং মহামারীতে আপৎকালীন সময়ে মেডিকাল ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের তথ্য প্রয়োজন মত সরাসরি ও দ্রুত পাওয়া যায় ও সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া যায় একমাত্র এই ইন্টারনেট পরিষেবার সহায়তায়।

৪২ ইন্টারনেট : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

আমেরিকান প্রতিরক্ষা দপ্তর তাদের বিভিন্ন

গবেষণাগারে তথ্যের আদানপ্রদানে জন্য ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য কম্পিউটার যোগাযোগের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, যার নাম আরপানেট (এডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ নেটওয়ার্ক)। ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি কম্পিউটারের সঙ্গে উটাতে তিনটি কম্পিউটারের সংযোগ সাধন করে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এটা ছিল পরীক্ষমূলক ও সম্ভাব্য নেটওয়ার্কের প্রাথমিক প্রস্তুতি। এই নেটওয়ার্ক মিলিটারীদের জন্য। যুদ্ধের সময়েও এই যোগাযোগের নিশ্চয়তা ছিল। পরবর্তীকালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই নেটওয়ার্কে যোগ দেবার অনুমতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উন্নতমানের হার্ডওয়ার ও সফ্‌টওয়ারের প্রভূত উন্নতি করে সেই নেটওয়ার্ককে আরো উন্নত ও সুসংহতভাবে গড়ে তোলে। এর পরিব্যাপ্তি আমেরিকা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী হয় ও পরে এটিকে দুইভাগে ভাগ করা হয় :

(১) মিলনেট — মিলিটারীদের জন্য।

(২) আরপানেট — সাধারণের জন্য

১৯৮০ সালে NSFNET (ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন নেটওয়ার্ক) গড়ে ওঠে ও এই নেটওয়ার্ক গবেষণামূলক সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সুপার কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করে। ১৯৯০ সালে এন এস এফ নেটই ইন্টারনেট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৪৩ কম্পিউটার ভিত্তিক অ-বই গ্রন্থাগার তথ্য পরিষেবার ভিত্তি :

কম্পিউটার ভিত্তিক অ-বই তথ্য পরিষেবা করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন নিজস্ব তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও সেইসঙ্গে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য ভাণ্ডার থেকে তথ্য পরিষেবা গ্রহণ করা ও তথ্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান করা ; এই আদান প্রদানের জন্য কিভাবে যোগাযোগ (Access) গড়ে তোলা যায় তার জন্য সমাক ধারণা তৈরী করা। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বায়ো মেডিকাল তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে মেডলাইন একটি আন্তর্জাতিক অন লাইন কম্পিউটার ভিত্তিক অ-বই তথ্য পরিষেবা। ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিন, ওয়াশিংটন, আমেরিকা, এই তথ্য পরিষেবার জন্মদাতা ও পরিবেশক। এটি একটি মাল্টিমিডিয়া — শব্দ, চিত্র, দৃশ্য ও শ্রুতি মাধ্যমে ; পরিপূর্ণ টেক্সট ভিত্তিক ছাপানো তথ্যও এতে পাওয়া যায়। মেডলাইন ছাড়া NLM-এর অন্যান্য তথ্য পরিষেবাগুলি : ফিজিসিয়ান ডাটা কোয়ারি (PDQ), হেল্‌থ প্ল্যানিং এণ্ড এডমিনিস্ট্রেশন, ইত্যাদি।

৪৪ ইন্টারনেটে বিভিন্ন বায়োমেডিক্যাল তথ্য ভাণ্ডার :

(ক) জনগণনার তথ্য — ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ।

(খ) ক্লিনিকাল প্রিভেন্টিভ সার্ভিস গাইড — সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এণ্ড প্রিভেনশন।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে মেডিকাল ছাড়াও আরো অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ভাণ্ডার থেকে তথ্য পরিষেবা পাওয়া যায়। যেমন, গ্রন্থপঞ্জীর তথ্যের ভাণ্ডার। গ্রন্থপঞ্জীর অনুসন্ধান হল গবেষণার প্রথম ধাপ। পরবর্তী পর্যায়ে আসে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য ভাণ্ডারের সন্ধান। কম্পিউটারের মাধ্যমে এগুলি অনলাইন বা অফলাইনেও পাওয়া যায়। তথ্য CD-ROM ডিস্কেও পাওয়া যায়। এইসব তথ্যের ভাণ্ডার গবেষণার ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়।

৪৫ আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিম্নলিখিত তথ্য-ব্যবস্থাদির প্রয়োজন :

(ক) রোগসংক্রান্ত ক্লিনিকাল তথ্যব্যবস্থা (ক্লিনিকাল ইনফরমেশন সিসটেম) - কম্পিউটার সঞ্চিত ক্লিনিকাল তথ্য রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে সাহায্য করে।

(খ) মনস্তত্ত্ব বিদ্যার তথ্য ব্যবস্থা (সাইকলজিকাল ইনফরমেশন সিসটেম) - রোগের বিস্তার ও পরিব্যাপ্তি বেশী হলে রোগী ও অন্যান্য ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই জন্য এই তথ্য-ব্যবস্থার প্রয়োগ জরুরী।

(গ) আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থা (মেটিওরোলজিকাল ইনফরমেশন সিসটেম) - তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি ও বিস্তারে প্রভাব ফেলে। তাই এইসব তথ্য রোগ নিরাময়ে সহায়ক হয়।

(ঘ) ভৌগলিক তথ্য-ব্যবস্থা (জিওলজিকাল ইনফরমেশন সিসটেম) - ভৌগলিক অবস্থান প্রাণী

মাত্রকেই কমবেশী শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রভাবিত করে। এই তথ্য কৃষি, গবাদিপশু, জনসংখ্যা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ও রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার করা যায়।

৬ বায়ো মেডিসিনের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার প্রভাব :

শিক্ষাদান, গবেষণা, রোগনির্ণয় বিষয়ে এর প্রভাব। এই ক্ষেত্রে শ্রুতি ও দৃশ্যযোগ্য যাবতীয় বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানকারীর সামনে তুলে ধরা হয়। গবেষণার কাজে প্রথামাফিক তথ্যের চাইতে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক তথ্য বেশী কার্যকরী। এখানে বর্ধিত তথ্যের প্রয়োজনে, ক্রমাগত তথ্যের সংযোজন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি বেশী নতুন তথ্য প্রদানে সাহায্য করে।

৭ ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য ভাণ্ডার ও রিসোর্স টুলের বিবরণ :

(ক) আর্চি — এটি আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক তৈরী করেন। এবং তাঁর নামানুসারেই এটি নামাঙ্কিত। এই টুলের দ্বারা অজানা ফাইলের অনুসন্ধান করা যায়। বর্তমানে আর্চিতে পৃথিবী ব্যাপী ১০০০ গ্রন্থাগারের ফাইল আছে।

(খ) গোফার — এটি ১৯৯১তে আবিষ্কৃত। এই টুলের সাহায্যে ইন্টারনেটের রিসোর্স সুসংহত ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সার্চ কম্পিউটার — ক্লায়েন্ট ও অন্য প্রান্তের কম্পিউটার — পরিষেবাদানকারী। এতে তথ্যের তালিকা থাকে ও ব্যবহারকারী প্রয়োজনমত তার ব্যবহার করে। গোফার পরে এর আনুষঙ্গিক তথ্য বিস্তারিতভাবে দেয়। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় মিনারাপোলিসে গোফার সার্ভার আছে, এটি বিশ্বের সমস্ত গোফার সার্ভারের তালিকা তৈরী করে। গোফারে বর্ণানুক্রমিক, স্থানানুসারী ও বিষয় ভিত্তিক তথ্য আছে। লি হ্যান ককের মেডিকেল তথ্য ভাণ্ডার গোফারে রক্ষিত আছে।

(গ) ওয়েস (ওয়াইড এরিয়া ইনফরমেশন সার্ভিস) — ওয়েস যেকোনো বিষয়ে ডাটাবেসের পরিপূর্ণ অনুসন্ধান করে। এখানে key word দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়। কেউ যদি 'রেড' শব্দ দিয়ে খোঁজে কম্পিউটার সমস্ত 'রেড' শব্দ খুঁজবে। 'রেডিশ' শব্দ খুঁজবে না। অর্থাৎ, অনুসন্ধানকারী যা চাইবে তা-ই পাবে, কাছাকাছি আপাতসাদৃশ্যযুক্ত কোন তথ্য পাবে না।

(ঘ) ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (ডব্লিউ-ডব্লিউ-ডব্লিউ) — এটি ১৯৯০ সালে আবিষ্কৃত হয়। ইন্টারনেটের তথ্য অনুসন্ধান টুলের মধ্যে এটি খুবই জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। কম্পিউটারে সঞ্চিত তথ্য চার রকমের হয় : তথ্য, শ্রবণ, দৃশ্য, বিস্তৃত পাঠ (টেক্সট্), রেখাচিত্র ও ছবি। এদের বলা হয় হাইপার-টেক্সট্। এগুলি যেমন আকারে আছে তেমনি ভাবেই পাওয়া যায়। ওয়েব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হাইপার টেক্সট্ সার্ভারের সংযোগ। বিশেষভাবে নির্দেশিত তথ্য থেকে অন্য যে কোন তথ্যে এর দ্বারা বিচরণ করে খুঁজে নেওয়া যায়। যেমন, কেউ ইন্টারনেটে সেন্টেথোস্কোপের আবিষ্কারকের নাম খুঁজে পেলেন — রেনে থিওফিল লিনেক। কারসর (cursor) ডর্জ কোভিলাতের নাম বিশেষভাবে আলোর দ্বারা নির্দেশ করল, ও সেখানে খুঁজতেই লেপেলিয়ান বোনাপার্টের নাম পাওয়া গেল। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে কারসর নির্দেশিত পথে এক তথ্য থেকে অন্য তথ্যে চলে যাওয়া যায়।

সফটওয়ার নেভিগেটর ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য বিশেষ ধরনের সফটওয়ারের প্রয়োজন হয়। এধরনের সফটওয়ার বিভিন্ন কোম্পানী তৈরী করেছে। ব্রাউজার সফটওয়ার, নেটস্কেপ, নেট ম্যানেজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৮ উপসংহার :

মেডিকেল গ্রন্থাগারিকদের আধুনিক প্রযুক্তিগত তথ্য-ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলার দরকার। একই কারণে তথ্য-ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ দরকার।

ইন্টারনেট তথ্যের আন্তর্জাতিক মহাসরণী ও বাস্তব উৎকর্ষতা। তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যার সঠিক প্রয়োগের দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি হয়েছে। বাস্তব উৎকর্ষতার বিভিন্ন প্রয়োগ — আলট্রাসোনোগ্রাফি, স্ক্যানিং, কালার-ডপ্লার স্টাডি, চৌম্বকীয় অনুরণন প্রতিচ্ছবি (ম্যাগনেটি রেজোনেন্স ইমেজিং), ইত্যাদি। অনলাইন ডাটা বেস ছাড়াও রিভিউ জার্নালগুলো ও

অনলাইনে যুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা তথা ব্যবস্থায় এগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

ভারতবর্ষের মেডিকেল তথা পরিষেবাতে NIC-ICMR মেডলাইন তথা পরিষেবা NLM-এর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। NIC-ICMR মেডিকেল ডাটাবেস গড়ে তুলেছে ও ইন্টারনেট সংযুক্তি দ্বারা দেশের তথা পরিষেবায় প্রভূত সাহায্য করছে। আশাকরা যায়, ভবিষ্যতে দেশে একটি সুসংহত স্বাস্থ্য বিষয়ক তথা পরিষেবা গড়ে উঠবে।

৯ অনুসন্ধান সূত্র :

(১) ক্রল, ই.ডি — দি হোল ইন্টারনেট ইউজার্স গাইড এণ্ড ক্যাটালগ। সেবাস্টোপোল, ক্যালিফোর্নিয়া : ও, রেলী এণ্ড এসোসিয়েটস ১৯৯৪।

(২) চাপমান, ডি. বি. এণ্ড জুইকি, ই. ডি — বিল্ডিং ইন্টারনেট ফায়ারওয়ালস। সেবাস্টোপোল, ও, রেলী এসোসিয়েটস, ১৯৯৫।

(৩) আরকাইভ্‌স্ অফ ইন্টারনাল মেডিসিন, ১৫৬, ১৯৯৬। পৃঃ ৮৩৩-৮৪২।

(৪) এনালস্ অফ্ ইন্টারনাল মেডিসিন, ১২০, ১৯৯৪। পৃঃ ১৩৫-১৪২।

(৫) নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অফ মেডিসিন, ৩৩০, ১৯৯৪। পৃঃ ১৭৯২-১৭৯৬।

(৬) জার্নাল অফ দি আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশান, ২৭১, ১৯৯৪। পৃঃ ১৯৩৪-৩৯।

(৭) ল্যানসেট, ৩৪১। ১৯৯৩। পৃঃ ১৬০১-২।

(৮) বুলেটিন মেডিকেল লাইব্রেরী এসোসিয়েশান, ৮১(১), ১৯৯৩। পৃঃ ৫৮-৬১।

(৯) এনালস অফ লাইব্রেরী সায়েন্স এণ্ড ডকুমেন্টেশান, ৩৯(১), ১৯৯৩। পৃঃ ১-৮।

(১০) টেলার, হোলি — ইন্টারনেট : এ কম্প্রিহেনসিভ গাইড। জৈন প্রকাশন, ১৯৯৫।

(১১) ইউ, এস, আই, এস, সাইন্স নিউজ। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৭।

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার

শিবানন্দ পাল

১. **ভূমিকা :** সারা পৃথিবী জুড়ে যে আলোচনাটি প্রতিদিন গতি পাচ্ছে তা হল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া — বইপত্র মুছে দেবে নাতো? বইয়ের ভবিষ্যত কি?

সামাজিক গতি প্রকৃতি নতুন নতুন দিকে চালিত হবার সাথে সাথে সামাজিক বিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী শ্রুতিসাহিত্য পুঁথিসাহিত্যে, পুঁথিসাহিত্য মুদ্রিত সাহিত্যে পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে। এখন এসেছে নতুন বিতর্ক। কোনটা থাকবে — বই না টিভি, ভিডিও না ইলেক্ট্রনিক অনলাইন কম্পিউটার — কোনটা?

গত একশো বছরে আমরা পেয়েছি টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, সিনেমা, ফোনোগ্রাফ — আরও অনেক কিছু। কিন্তু কোনোটাই বইয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেনি। একটা সময় এসেছিল খবরের কাগজ ও পত্র পত্রিকা। তারাও বইয়ের পরিপূরক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বইয়ের জগত যেন পিছু হটতে শুরু করেছে। তাই বইয়ের পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলিতে অ-বই সম্ভারের ভীড় বাড়ছে। ভীড় বাড়ছে ব্যবহারকারীদেরও।

গ্রন্থাগারগুলিতে দীর্ঘকাল যাবৎ অ-বই সম্ভারের আয়োজন ছিল বইয়ের প্রতি পাঠকের আকর্ষণকে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে। যেমন ছিল ম্যাপ, ছবি, চার্ট, মডেল ইত্যাদি। প্রযুক্তির উন্নতি অ-বই সম্ভারকে হাজির করেছে একটি মাধ্যম হিসাবে। এই শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রী রীতিমত শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

আমাদের মতো গরিব অনগ্রসর দেশে যেখানে নিরক্ষর, গ্রন্থপাঠে অক্ষম এবং পাঠ-বিমুখ মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী, এই রকম দেশে গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা অপরিমেয়। কারণ ছাপার মাধ্যম সাক্ষরতার সীমাকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু শ্রবণ-বীক্ষণ মাধ্যম সব কিছুকে একেবারে চোখের সামনে উপস্থিত করে — এটাই সমস্ত মাধ্যমগুলির মধ্যে এই মাধ্যমের

বাড়তি শক্তি। টিভি বা ভিডিও দর্শকের সাক্ষরতা সাপেক্ষ হবার কোন প্রয়োজনই নেই।

আমরা দেখেছি প্রযুক্তির উন্নতি বারে বারে ইউনেস্কোর পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানিফেস্টো সংশোধন করতে বাধ্য করেছে। ১৯৪৯ সালে ইস্তাহারটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে ইস্তাহারটির পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছিল —

"The public library must offer adults and children the opportunity to keep in touch with their times, to educate themselves continuously and keep abreast of progress in the sciences and arts. Its contents should be a living demonstration of the evolution of knowledge and culture, constantly reviewed, kept up to date and attractively presented. In this way it will help people form their own opinions, and develop their creative and critical capacities and powers of appreciation. The public library is concerned with the communicating of information and ideas, whatever the form in which these may be expressed."

এমন কি ১৯৮৬ সালেও International Federation of Library Association (IFLA) তাদের সাধারণের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত "Guidelines for Public Libraries" পুস্তিকায় ইউনেস্কো (1949) প্রকাশিত নোটগুলি যখন পুনঃপ্রকাশ করে, সেখানেও গুরুত্ব-সহকারে বলেছিল — To refersh the human spirit by the provision of books and other media for relaxation and pleasure.

১৯৯৪ সালে তৃতীয় সংস্করণে ইউনেস্কোর পাবলিক লাইব্রেরী ম্যানিফেস্টো অনেকটাই পাল্টে যায়। এবারে ইউনেস্কো মন্তব্য করে — গ্রন্থাগার পরিষেবার মূলে থাকবে তথ্য সন্নিবেশ, সাক্ষরতা প্রকল্প, শিক্ষা বিস্তারে ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি :

- ❖ অল্প বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস জাগিয়ে তোলা ও দৃঢ় করা ;
- ❖ ব্যক্তিগত শিক্ষা, স্বয়ংশিক্ষা ও প্রথাগত শিক্ষা, এই সব ধরনের শিক্ষাকে সাহায্য ও সমর্থন পুষ্ট করা;
- ❖ ব্যক্তির সৃজনশীল প্রচেষ্টার সুযোগ তৈরী করা ;
- ❖ শিশু ও যুবক মানসিকতায় কল্পনা ও সৃজনশীল চিন্তাধারার সঞ্চার ঘটাবে ;
- ❖ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, কলা ও সুকুমার শিল্প সম্পর্কে অনুভূতি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রগতির উপলব্ধির প্রসার ঘটাবে ;
- ❖ সমস্ত ধরনের মানসিক অভিব্যক্তির সুব্যবস্থা করা ;
- ❖ আন্তঃ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, মত বিনিময় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার পরিপোষণ ঘটাবে ;
- ❖ বাচনিক ঐতিহ্যের পরিপোষণ ঘটাবে ;
- ❖ সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত ধরণের তথ্যাদির সরবরাহ সুনিশ্চিত করা ;
- ❖ স্থানীয় শিল্পযোগী সংস্থা, জনমণ্ডলী ও গ্রুপকে উপযুক্ত তথ্যাদি যোগান ;
- ❖ কম্পিউটার সম্পর্কিত তথ্যাদি ও কম্পিউটার সাক্ষরতার পাঠ প্রদান ;
- ❖ সব বয়সের মানুষদের জন্য সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং সম্ভব হলে এই ধরনের আন্দোলনের সূচনা ঘটান ;

প্রকৃতপক্ষে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি গ্রন্থাগার পরিষেবায় পরিবর্তন সূচনা করে। এখন গোটা পৃথিবীটাই একটা "গ্লোবাল ভিলেজ"। আমরাও এর বাইরে নয়। ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্কের যুগে সকলেরই অবসর সময় অনেকটা কমে গেছে, এখন আমাদের সমানে একটিই সমস্যা, তা হল কীভাবে পাঠক-পাঠিকা, বই পড়ুয়াদের সংখ্যা তথা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে নেওয়া যায়। সাধারণের গ্রন্থাগার এবং তার পরিষেবাকে কিভাবে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা যায়।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত দিক নির্দেশগুলির প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

২ মৌখিক পরিষেবা :

২১ গ্রন্থাদি পাঠে অক্ষম মানুষের কাছে বই, খবরের কাগজ, জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত খোঁজখবর, তথ্যাদি লিফলেট, বুকলেট থেকে পড়ে শোনান যেতে পারে।

দু'টি নির্দিষ্ট দিনে গ্রন্থাগারে সাক্ষরতার ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। তাৎক্ষণিক বা প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে কোন বই বা বইয়ের অংশ বিশেষ পাঠ করে শুনিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য শোনা এবং তা ব্যাখ্যা করে তাদের বোঝাতে সাহায্য করা যেতে পারে।

২২ ছোটদের বিভাগে গল্পের আসর, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, গান শেখানো ও সহজবোধ্য আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

তাছাড়া এই বিভাগে অ্যাকোয়ারিয়াম সাজিয়ে রেখে বা জীবজন্তুদের রঙীন বড় ছবি সাজিয়ে রেখে ছোটদের মাছ পালনে বা জীবজন্তুদের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। ছোটদের স্বয়ংশিক্ষা ও সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। যেমন, ছবি আঁকা, ফুল গাছের পরিচর্যা, রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান বা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শোনানো ইত্যাদি।

টিভি বা রেডিওতে ছোটদের জন্য কিছু কিছু ভাল অনুষ্ঠান হয় সেগুলি তাদের জন্য উপস্থাপিত করে গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আকর্ষিত করে তোলা যেতে পারে।

২৩ সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়মিত রেফারেন্স ও রেফারাল পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে অবশ্যই। আবার কোন বই সম্পর্কে বা সাম্প্রতিককালে বহু চর্চিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের মতামত কি জানার মাধ্যমে বিভিন্ন ভিন্নতর মতামত সম্পর্কে বই, পত্র, পত্রিকা ইত্যাদি উপস্থাপিত করে তাদের আগ্রহ তৈরী করা যেতে পারে।

২৪ পাঠচক্র, বক্তৃতা, আলোচনাসভা, পুস্তক ও প্রাচীরপত্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করলে একটি গ্রন্থাগার অনুরাগী গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যায় অচিরেই। তখন এই গোষ্ঠীই উক্ত বিষয়গুলির চালিকাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থাগার পরিষেবা তখনই সার্থক হয়ে ওঠে।

৩ শ্রবণদৃশ্য সামগ্রীর ব্যবহার :

৩১ ছবি, ক্যাসেট, স্লাইড, ভিডিও ইত্যাদির সাহায্যে তথ্য বিতরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্য চেতনা ও বিজ্ঞান চেতনা সঞ্চার, কুসংস্কার (যথা ডাইনী হত্যা) নিবারণ ইত্যাদির প্রয়াস অবশ্যই চালান যেতে পারে।

শিক্ষামূলক, তথ্যমূলক ক্যাসেট, স্লাইড, ভিডিও ইত্যাদি আজকাল সহজলভ্য হয়ে গেছে। ক্লাসিক সাহিত্যের চিত্ররূপ যদি গ্রন্থাগারে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় তবে মূল গ্রন্থটির প্রতি অনেকেরই আকর্ষণ তৈরী হয়। যেমন টিভিতে যখন কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কোন উপন্যাসের চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয় তখন গ্রন্থাগারগুলিতে উক্ত উপন্যাসটির চাহিদা বেড়ে যায়।

৩২ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে জেলা গ্রন্থাগার এবং শহর বা মহকুমা গ্রন্থাগার পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আধুনিক করে তোলা উচিত। এজন্য জেরক্স, মাইক্রোফিল্ম, কম্পিউটার, ই-মেল ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বলিত একটি নেটওয়ার্ক পরিষেবা পরিকল্পনার কথা এখন থেকেই ভাবা উচিত।

৪ বিনোদনমূলক পরিষেবা :

৪১ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক, তথ্যমূলক যাত্রা, থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে খুব সহজেই লোকশিক্ষার প্রসার ঘটান যেতে পারে।

আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্বলিত বিভিন্ন ছায়াছবির ভিডিও ক্যাসেটও প্রদর্শন করা যেতে পারে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত বিখ্যাত চিত্র পরিচালক গোবিন্দ নিহালনীর "সংশোধন" চলচ্চিত্রটি অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য বিশেষ করে মহিলাদের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪২ বিভিন্ন স্মরণীয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে প্রভাত ফেরী এবং সন্ধ্যায় আলোচনা সভার শেষে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতেই পারে। সেই অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করলে যেমন একদিকে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তেমনি আগামী দিনে আরও নতুন নতুন অনুষ্ঠান সংগঠিত করার

জন্য তাঁরা নিজেরাই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। যেমন, এই বছর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে লাইব্রেরীগুলিতে নানান অনুষ্ঠানে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল।

৫ উপসংহার :

পণ্য বিনোদন উৎকর্ষতা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে আমাদের জীবন সংস্কৃতিতে। বাধা, বন্যা, চেতনাবিহীন ছোট পর্দা নির্ভর গোটা দেশ। বিচ্ছিন্ন হচ্ছে মানুষ, বিশেষ করে যুব সমাজ, যৌবন, পরিবার থেকে, সমাজ থেকে — সর্বশেষ জীবন থেকে। ছাত্র ও যুব সমাজের মস্তিষ্ক হচ্ছে অকেজো।

বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার — গণমাধ্যম আন্তর্জাতিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে সাম্রাজ্যবাদের বাজারনীতিতে সমগ্র বিশ্বজুড়ে নিজেদের স্বার্থে মানুষের বিচার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে পথভ্রষ্ট করতে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট।

আমাদের মতো দেশে, সমাজে অর্থ উপার্জন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিরাট বৈষম্য আছে তা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আরো বাড়তে পারে। এই আশংকার কারণ হলো, সতর্ক ও শক্তিশালী মানুষ এই তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে। তাতে সামাজিক - অর্থনৈতিক পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

তাই মানুষের সাংস্কৃতিক মানসিকতা, নান্দনিক দিকগুলি বিকশিত করে তুলে মূল্যবোধকে জাগ্রত করে তোলার ক্ষেত্রে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ চিত্তে কঠোর মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে আমাদের।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা কেউ আসেন অর্জিত শিক্ষা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য ; কেউ আসেন অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য, কেউ বা আসেন চিত্ত বিনোদনের জন্য ; কেউ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বা সামাজিক স্বার্থে ; কেউ সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য ; কেউ সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনা এবং বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশে ; কেউ নিছক ধর্মীয় আত্মিক প্রয়োজনে।

রেডিও, টিভি, ভিডিও, ফিল্ম, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার মতো দৃশ্য ও শ্রাব্য উপকরণগুলি যেমন স্লাইড, ডিস্ক, দৃশ্য ও শ্রাব্য প্রযুক্তিগত কলাকৌশল সবই এখন সাধারণ গ্রন্থাগারের সংরক্ষিত তথা সম্পদ। সাধারণের গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে একটি গণমাধ্যম নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। যা সারা দেশে গণচেতনা বৃদ্ধির কাজ করতে পারে। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে যেখানে রাজধানী থেকে মফঃস্বলের গ্রাম পর্যন্ত ছড়ানো একটা সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকাঠামো রয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণকে উন্নত মানের তথ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। কারণ এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে — এখানে জনসাধারণ বিনা শুল্কে অথবা নাম মাত্র শুল্কে স্বাধীনভাবে সমস্তরকম তথ্যের, তত্ত্বের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে নিখুঁতভাবে নিজ প্রয়োজনীয় তথ্যের রসাস্বাদন করার সুযোগ পায়।

প্রচলিত সমস্ত গণমাধ্যমগুলি যেমন গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করে সুসংগঠিত তথ্য পরিবেশন করে, তেমনি ব্যবহারকারীকেও সমস্ত তথ্য যাচাই করার সুযোগ করে দেয় সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে তথ্য-নির্বাচন এবং তথ্য নির্ভরতার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান একমাত্র সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি। শিক্ষা, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনা এবং বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের ফলে আমাদের রাজ্যে জ্ঞানার্জন ও তথ্য আহরণের আগ্রহ মানুষের মধ্যে অনেক বেশী। গোটা দেশের তুলনায় এখানে রাজ্য, জেলা স্তরে বই মেলাগুলিতে বিরাট সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যপ্রীতি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে এখানকার মানুষের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশী। এই আগ্রহকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উন্নত, আধুনিক আকর্ষণীয় করে তুলে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মীদের কারিগরী পটুতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে একটি গণমাধ্যম নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা আমরা ভাবতে পারি।

সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার

অনীতা ভট্টাচার্য

● *সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে কি বুঝি :*

যে গ্রন্থাগারের দ্বার জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সাক্ষর, নিরক্ষর সর্বজনের কাছে উন্মুক্ত থাকবে ও যে গ্রন্থাগার সর্বজনের চাহিদাপূরণ করবে তাকেই বলব সাধারণ গ্রন্থাগার। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল লক্ষ্য হ'ল "(ক) অর্জিত শিক্ষাকে রক্ষা, দৃঢ় ও আরো সম্প্রসারিত করা। (খ) জীবন ও জীবিকা এবং সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে, ব্যবহারকারীদের সচেতন, সক্ষম ও সমৃদ্ধ করা। (গ) সুস্থ ও জীবনমুখী সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠক ও পাঠিকাদের চিত্তবিনোদন করা।" সাধারণ গ্রন্থাগারকে 'Peoples' University' অথবা জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সর্বসাধারণকে আজীবন স্বশিক্ষায় সহায়তা করবে এই গ্রন্থাগার।

১ কেন অ-বই সম্ভারের আয়োজন :

প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারকে এখনও সর্বসাধারণের গ্রন্থাগার বলা যায় না। এখনও এর ব্যবহার মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ এর ব্যয়ভার বহন করা হয় সরকারি কোষাগার থেকে — যেটি গড়ে উঠেছে সর্বসাধারণের যোগান দেওয়া অর্থে। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে যেদিন নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত আপামর জনগণের আঙিনায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, সেদিনই একে প্রকৃত অর্থে বলা যাবে সাধারণ গ্রন্থাগার।

এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে গ্রন্থাগার পরিষেবার মানকে আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে এবং গ্রন্থাগারকে তথ্যমুখী ও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। শুধু গ্রন্থকেন্দ্রিক ও গ্রন্থ লেনদেনের মধ্যেই এর পরিষেবাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের আয়োজন করতে হবে।

২ অ-বই সম্ভার বলতে কি বুঝি :

২.১ মৌখিক পরিষেবা

২.২ শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীর ব্যবহার

২.৩ বিনোদনমূলক পরিষেবা

২.১ মৌখিক পরিষেবার অন্তর্গত বিষয়গুলি হল :

নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষকে বই, খবরের কাগজ এবং জীবনজীবিকা সংক্রান্ত লিফলেট, বুকলেট থেকে পড়ে শোনানো, খোঁজখবর ও তথ্যাদি বিতরণ :

২.১ ক *সাক্ষরতা বিস্তার :*

পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ জেলাতেই সাক্ষরতা আন্দোলন বিপুল জনসমর্থন পেয়েছে। অনেক জেলা পূর্ণ সাক্ষরতার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু নবসাক্ষরদের যদি সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত না রাখা যায় তবে তারা আবার অন্ধকারেই ফিরে যাবে। তাই নবসাক্ষরদের বৃত্তির উপযোগী বই, পত্র-পত্রিকা, লিফলেট ইত্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং খবরের কাগজ ইত্যাদি থেকে তাদের উপযোগী তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি কেটে ফাইল করে রাখা দরকার। কিন্তু নবসাক্ষররা যতটা বিদ্যা আয়ত্ত করেছে তাতে অনর্গলভাবে পড়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, তাই প্রয়োজন হল তাদের জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত নথিপত্র অর্থাৎ খবরের কাগজ লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি থেকে পড়ে শুনিয়ে তাদের বৃত্তির উপযোগী তথ্য সরবরাহ করা। এতে তাদের স্বশিক্ষিত হবার প্রবণতা এবং বই পড়ার গরজ দেখা দেবে।

২.১খ *ছোটদের বিভাগে গল্পের আসর, আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আঁকা, গান শেখানো ও সহজবোধ্য আলোচনা সভার আয়োজন :*

শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ছোটবেলা থেকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ গড়ে তুলে তাদের সুপাঠক হিসাবে তৈরী করতে পারলে পরবর্তীকালে এই অভ্যাস তাদের উন্নততর পঠনপাঠনে সাহায্য করবে ও তাদের মধ্যে সুরুচিবোধ, স্বাধীনচিন্তাশক্তি ও নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হবে। এজন্য মাঝে মাঝে সহজবোধ্য আলোচনা সভা যেমন, মনীষীদের জীবনী বা সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনা সভার আয়োজন করা প্রয়োজন।

শিশুবিভাগে গল্পের আসর শিশুদের আকর্ষণ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ ছাড়া শিশুবিভাগে আবৃত্তি, অভিনয়, অঙ্কন ইত্যাদির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা প্রয়োজন। অবসর বিনোদন ও সাহিত্যরস আস্বাদন উভয়ক্ষেত্রেই উক্ত বিষয়গুলি সাহায্য করবে। আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি শেখানোর ব্যাপারে টেপরেকর্ডার, ক্যাসেট ইত্যাদি সাহায্য করবে।

২.১ গ সর্বসাধারণের জন্য আলোচনা সভা বক্তৃতা ও প্রদর্শনী :

শুধু শিশু ও কিশোর বিভাগের জন্যে নয়, সর্বসাধারণের জন্যও বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যেমন — পরিবেশ সচেতনতা, জনস্বাস্থ্য, গ্রামাঞ্চলে কৃষি, সার, বীজ, শাকসব্জী, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও জাতীয়সংহতি রক্ষার্থে আলোচনা সভা আয়োজন করা উচিত। এর দ্বারা জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার সঞ্চার হবে। বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে যেমন, রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা-দিবস ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা উচিত। এই সব অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। এর ফলে মানুষের মনে সুস্থ সংস্কৃতিবোধ, জাতীয় শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত হবে। পাঠক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে মতবিনিময় ও আলোচনার ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

গ্রন্থ ও অন্যান্য উপাদান প্রদর্শন গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অন্তর্গত। কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে বেছে নিয়ে গ্রন্থপ্রদর্শনীর আয়োজন করা বিধেয়। প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য হল গ্রন্থাগারের সংগ্রহের প্রতি ব্যবহারকারী, পাঠক ও জনসাধারণকে আকর্ষণ করা ও অনুরাগ গড়ে তোলা। এই প্রদর্শনী স্বল্পব্যবহৃত গ্রন্থ নতুন আগত গ্রন্থের উপর করলে ভাল ফল আশা করা যায়।

২.১ ঘ সাধারণ গ্রন্থাগারে সুনিয়মিত অনুলয় (রেফারেন্স) ও নির্দেশ (রেফারেন্স) পরিষেবা প্রদান :

গ্রন্থাগার কর্মী যখন সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে ব্যবহারকারীকে তথ্য সংগ্রহে সাহায্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে আসেন — তখনই তাকে অনুলয় পরিষেবা প্রদান বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে আতিথ্য পালনের যোগ্যতা দিয়ে গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট পরিচয় সাধন করিয়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগারের পেছনে জনসমর্থন গড়ে তুলতে এই অনুলয় পরিষেবার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই সেবার মূল লক্ষ্য হল সাক্ষর, নিরক্ষর প্রতিটি মানুষকে প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য পরিবেশন করা বা কোন ধরনের সামগ্রীতে ঐ সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে তার হদিশ দেওয়া। সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারীদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকায় রেফারেন্স সার্ভিসের কাজও জটিল। অনুলয় পরিষেবাকে দৃঢ় করতে হলে আগে এলাকার জনসাধারণের তথ্য লিপ্সার সমীক্ষা করে সেই মত তথ্য সংগ্রহ গড়ে তোলা আবশ্যক। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্রন্থ নয় গেজেট, সার্কুলার, চার্ট প্রভৃতি যে যে জিনিস এলাকার জনসাধারণের কাজে লাগে তা সংগ্রহ করতে হবে। এর সঙ্গে অবশ্যই কোষ গ্রন্থ, অভিধান, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি থাকবে। শিক্ষা, আবাসন, কর্মখালি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নোটিসগুলি সংবাদপত্র থেকে কেটে ফাইল তৈরী করে, ইনডেক্স করে রাখলে অনুলয় পরিষেবা দিতে সাহায্য করবে। রেফারেন্স পরিষেবাতে সফলতা আনতে হলে জনগণকে এই সেবা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

নির্দেশ পরিষেবা :

গ্রন্থাগারের পক্ষে কোন তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব না হলে উপযোগী তথ্যের উৎস সম্বন্ধে খোঁজ দেওয়াকে নির্দেশ পরিষেবা বলা হয়। তথ্যের উৎস বইপত্র, ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত হতে পারে ; অনেক সময় কোন বিশেষজ্ঞব্যক্তির সংগৃহীত গ্রন্থাদি, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাগার হতে পারে। গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন এইসব ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের ও গবেষণাগারের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বার সংগ্রহ করে ইনডেক্স তৈরী করে রাখা যাতে প্রয়োজনমত সহজ নির্দেশ প্রদান করা যায়। তথ্য পরিষেবাকে বলিষ্ঠ করতে হলে আঞ্চলিক ও রাজ্যস্তরে তথ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরী করা দরকার। তাহলে গ্রন্থাদির আদানপ্রদান ও তথ্যপরিবেশনের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা বর্তমান থাকে। আঞ্চলিক ও রাজ্যস্তরের গ্রন্থাগারগুলির সম্পদের একটি সম্মিলিত

গ্রন্থসূচী তৈরী করা দরকার যাতে এক গ্রন্থাগারের সম্পদ অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে।

২.২ শ্রবণদৃশ্য সামগ্রীর ব্যবহার :

এর অন্তর্গত বিষয় যথা —

২.২ক ছবি, ক্যাসেট, স্লাইড, ভিডিও ইত্যাদি :

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত। আমাদের দেশের পটভূমিকায় গ্রন্থাগার সম্ভারে ছবি, ক্যাসেট, স্লাইড, ভিডিও, টিভি ইত্যাদির স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপক জনশিক্ষার পক্ষেও জীবন জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনে টিভি, রেডিও, ভিডিও একটি উপযোগী গণমাধ্যম। যদিও গ্রন্থাগারে টিভি রাখাতে গ্রন্থাগারিককে অনেক সময় কিছু কতক অসুবিধায় পড়তে হয়। যেমন যে কোন সময়ে যে কোন অনুষ্ঠান (তা-সে যেমনই হোক) দেখানোর জন্য পাঠকরা অনেকসময়ে বিব্রত করে থাকে। এসবগুলিকে অতিক্রম করতে পারলে টিভির সুফলগুলিকে বাস্তবায়িত করা যায়। যেমন, টিভি ও রেডিওতে বহু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠান গ্রন্থপাঠের সমতুল্য। টিভিতে দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই মাধ্যমই একই সঙ্গে কাজ করায় মানুষের মনে রেখাপাত করে বেশী। এই সব অনুষ্ঠান ভিডিও ও অডিও ক্যাসেটে তুলে রাখলে প্রয়োজনে একসঙ্গে অনেককে অথবা ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করেও কাউকে ক্যাসেটের সাহায্যে পাঠবস্তু সহজে বোঝানো যায়। ভিডিওতে দেখানোর পর বিষয়গুলি সম্বন্ধে গ্রন্থপাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। টেপ সহযোগে প্রোজেক্টারে স্লাইড দেখানো গণচেতনা বিকাশের একটি উত্তম মাধ্যম। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত, কুসংস্কার নিবারণ ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান স্লাইড দেখালে বিজ্ঞান চেতনা মানুষের মনে দেখা দেবে। চার্ট, স্লাইড ইত্যাদি সহযোগে শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশনের সুফল নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতেও বিশেষভাবে দেখা যায়। এইভাবে যারা বিধিবদ্ধ শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাদের জন্য ধারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে সাধারণ গ্রন্থাগার।

২.২খ কম্পিউটার, জেরক্স ইত্যাদি :

বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের যোগান দিতে কম্পিউটার ও টেলিকমিউনিকেশনের স্থান অসামান্য। কম্পিউটার ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীকে একটি "Global Village"-এ পরিণত করেছে। এই টেকনোলজি আমাদের দেশেও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের আদান প্রদানের জন্য প্রধান প্রধান গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যেমন, CALIBNET, DELNET, INFLIBNET ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জাতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর পর্যন্ত নেটওয়ার্ক যেমন (NICNET) সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে এরা আবার INTERNET-এর সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকেও এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা দরকার। গ্রামীণ ও শহর গ্রন্থাগারগুলিকে সম্ভব না হলেও জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে NICNET-এর সঙ্গে যুক্ত করার কথা চিন্তা করা দরকার। এজন্যে জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে প্রয়োজন একটি করে পার্সোনাল কম্পিউটার ও টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা। শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হলে, জেলা গ্রন্থাগার থেকে তথ্য আহরণ করা সহজ হবে। এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করার জন্য অপরিহার্য। এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার ফলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

২.২ গ প্রতিলিপি পরিষেবা :

বইপত্র থেকে অনুলিপি করার কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য জেরক্স মেশিন গ্রন্থাগারে রাখা দরকার। নিজের গ্রন্থাগারে না থাকলে বাইরে থেকে করিয়েও এই অনুলিপি পরিষেবা দেওয়া কর্তব্য।

২.৩ বিনোদনমূলক পরিষেবা :

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার হল একটি প্রাণকেন্দ্র। অবসর বিনোদন ও নান্দনিক চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নিরানন্দ পরিবেশে শিক্ষামূলক ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়ে যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদির আয়োজন করা প্রয়োজন যাতে মানুষ "সংস্কৃতি সাধনাকে

লোকসমাজে বিস্তারিত করতে পারে।" এর ফলে লোকশিক্ষার প্রসার ঘটবে, গ্রন্থাগারের সঙ্গে মানবজীবনের একটি আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠবে।

আলোচিত বিষয়গুলিকে কার্যকরী করতে হলে সুদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। এজন্য মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ, রিফ্রেশার্স কোর্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার। অনুদান বৃদ্ধি ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সেবামূলক মনোভাব অবশ্যই দরকার।

উপসংহারে বলা যায় গ্রন্থাগার হল একটি সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারিকতা একটি সামাজিক বৃত্তি। কবিগুরুর কথা মনে রাখতে হবে — "পাঠক যেমন গ্রন্থাগার সৃষ্টি করে, গ্রন্থাগারও পাঠক সৃষ্টি করে।" পাঠক সৃষ্টির মধ্যেই এই গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার সার্থকতা। পাঠক যত সৃষ্টি হবে, গ্রন্থাগার সম্ভারও তত ব্যবহৃত হবে, মানুষের মনে গণচেতনা তত সম্প্রসারিত হবে ও গ্রন্থাগারও জনচিত্তে তত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এক্ষেত্রে কমরেড লেনিনের উক্তিকে স্মরণ করে আলোচনার পরিসমাপ্তি টানছি — "একটি সাধারণ গ্রন্থাগারে কত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে .... শুধু তার উপরই তার গৌরব ও সার্থকতা নির্ভর করে না। কত ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে গ্রন্থ পরিবেশিত হচ্ছে, কত নতুন সদস্য হচ্ছে, কত বই বাড়িতে পড়ার জন্য দেওয়া যাচ্ছে, কত শিশুকে গ্রন্থপাঠে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারে আকৃষ্ট করা গেছে তার উপরই নির্ভর করে সাধারণ গ্রন্থাগারের গৌরব ও সার্থকতা।"

অ-বই মাধ্যম ঃ গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি দিক

সোমা চক্রবর্তী

সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ভারতবর্ষের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যথেষ্ট সংহত কার্যবিধির পরিচয় দিতে পারে নি। অবশ্য অতি সামান্য কিছু ব্যতিক্রম এক্ষেত্রেও দেখা যায়। এদেশীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা আশানুরূপ না হওয়ার প্রধান কারণগুলি বিবেচনা করলে দেখা যায় —

(ক) অধিকাংশ মানুষের নিরক্ষরতা,

(খ) শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বৃহদংশের বই পড়ার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ এবং

(গ) আর্থ-সামাজিক চাহিদা অনুসারে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবাকে রূপায়িত করার অভাব।

এদেশের গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত চিন্তাধারা সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও একে সঠিকভাবে স্থানোপযোগী করে গড়ে তোলা এখনো সম্ভব হয়নি। যতটুকু পরিবর্তন চোখে পড়ে তা পশ্চিমী উন্নত কারিগরীর অক্ষরাশ্রয়ী-অন্ধ অনুকরণ মাত্র, ভারতীয় সাধারণ জনমনের সিংহভাগের কাছেই তার কোনো আবেদন নেই।

গ্রন্থাগারের সার্থকতা

গ্রন্থাগার পরিষেবা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রায় সার্থকতার নতুন মাত্রা যোগ না করতে পারলে নিজের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে না। Unesco Public Library Manifesto অনুসারে সাধারণ গ্রন্থাগার হল — "a living force for education, culture and information ....." সুতরাং শিক্ষিত, সাক্ষর এবং নিরক্ষর সমস্ত জনগণের ক্ষেত্রেই এই 'living force'কে কার্যকরী করা দরকার। অতএব স্থান ও কালের প্রয়োজন অনুসারে সাধারণ গ্রন্থাগারকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার কাছেই ব্যবহারযোগ্য হিসাবে উন্মুক্ত রাখা দরকার। এইজন্যই অক্ষরাশ্রয়ী বইপত্র ছাড়াও কিছু অপ্রচলিত (non-conventional) মাধ্যম এবং অ-বই (non-book) মাধ্যমের সাহায্যে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে বিস্তৃত করা একান্তই প্রয়োজন।

অ-বই পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা

মানব সভ্যতার উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানব সদস্যকেই অগ্রবিস্তর পরিচিত করতে না পারলে সভ্যতার উত্তরণ ও অগ্রগতি যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না। প্রচলিত দৃষ্টিতে নিরক্ষর মানুষের কাছে পুস্তক পরিষেবা

র্থহীন। কিন্তু নিরক্ষর মানুষ বুদ্ধিহীন নয়। পারিবারিক পশায় নিযুক্ত মানুষ অশিক্ষিতও নয়। ভারতীয় জনসমাজের একটি বড় অংশ নিরক্ষর কিন্তু পারিবারিক পশাকেই জীবিকার্জনের উপায় করে নিয়েছে, সুতরাং রকম অবস্থায় অক্ষর সম্বলিত, পুস্তক কেন্দ্রিক সরকারী াহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানো অর্থ পচয়েরই নামান্তর। এক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার মারফৎ ।-বই পরিষেবা জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের থাযোগ্য হাতিয়ার হতে পারে।

নবা পরিষেবার প্রকৃতি :

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে র্থকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত তথ্যের প্রাত্যহিক জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বসর যাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছাড়া কর্মী মানুষের মাজিক যোজনা সৃষ্ট হতে পারে না। সুতরাং এই সমস্ত ক বিবেচনা করে বলা যায় যে আধুনিক সাধারণ াগার পরিষেবার প্রকৃতির ধারা হবে দ্বি-মুখী। কদিকে পুস্তক পরিষেবামূলক প্রচলিত কার্যাদি এবং া দিকে অ-বই মাধ্যমের সাহায্যে নিরক্ষর জনগণের ছে গ্রন্থাগারকে তুলে ধরা যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন বেঁচে থাকার জন্য গ্রন্থাগারের মূল্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বই পরিষেবার রূপ ও রীতি :

অ-বই মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ক্ষাপট পর্যালোচনা করা খুবই দরকার। শহরাঞ্চল এবং াঞ্চল উভয় অংশেই স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর শিক্ষিত জনসাধারণ বাস করে। কিন্তু তাদের উভয়ের জীবনযাত্রার ধরন, অবসর বিনোদনের সুযোগ ও মাধ্যম দৌ একরকম নয়। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগারের অ-বই রিষেবার ধরন যদি উভয় ক্ষেত্রেই একরকম হয় তবে ফলা সঠিকভাবে আসবে না।

অ-বই পরিষেবার দুটি প্রধান মাধ্যম হল : (১) খিক (oral) পরিষেবা এবং (২) কিছু বীক্ষণ এবং ণ ভিত্তিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

(১) *মৌখিক পরিষেবা :* অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের ছে তাদের আগ্রহ, কৌতূহল এবং প্রয়োজন অনুসারে ত্রের কাগজ, বই, সংগৃহীত সরকারী ও বেসরকারী প্রচারপত্র (কৃষি, ঋণ, সমবায়, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ শিল্প ইত্যাদি সংক্রান্ত) পড়ে শোনালে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় স্বল্প ও অশিক্ষিত জনসাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত অহেতুক ভীতি কাটিয়ে তারা নিজেদের প্রয়োজনানুসারে তথ্যসংগ্রহে উৎসাহিত হবে এবং সেখানেই গ্রন্থাগার পরিষেবা সার্থকতা পাবে।

(২) *যান্ত্রিক পরিষেবা :* বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে উপযুক্ত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সাধারণো ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই জাতীয় শ্রবণ বীক্ষণ (audio-visual) যন্ত্রের সাহায্যে পরিবেশিত তথ্য যেহেতু দর্শণ ও শ্রবণ উভয় ইন্দ্রিয়েই অনুভূতির সৃষ্টি করে ফলে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নীতি অনুসারে এইভাবে গৃহীত শিক্ষা একাধারে আকর্ষক এবং দীর্ঘদিন ধরে মনে রাখার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক।

- টেপ, স্লাইড ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনজীবনের মানোন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা ও তার সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব।
- শিক্ষা তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন তা মনকে স্পর্শ করে। গ্রামীণ সংস্কৃতির উপযুক্ত বিনোদনমূলক পরিষেবা যেমন স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটিকা, কৃষির উন্নয়নমূলক তথ্যচিত্র অথবা হস্তশিল্প প্রদর্শনী পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে বিস্তৃত করা যথেষ্ট আকর্ষক হতে পারে।
- খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে গল্প পাঠের আসর সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র আগ্রহই সৃষ্টি করে না বরং নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর হতেও আগ্রহী করে তোলে।
- শ্রবণ বীক্ষণ ও মৌখিক পরিষেবার মাধ্যমে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের সাধারণ তথ্যাদি নয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির কিছু খবরও সাধারণের গোচরে আনা সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা অ-বই মাধ্যমের সাহায্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে অ-বই মাধ্যমের ব্যবহারের উদ্দেশ্যই হল জনমানসে আগ্রহ সৃষ্টি। যেকোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত সাফল্য পেতে হলে কিছু বিশেষ বিষয়ের (Pre-requisites) দরকার। অ-বই মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সফল করতে হলে

প্রয়োজন চিরাচরিত গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোর সংস্করণ এবং একই সাথে দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আন্তরিক গ্রন্থাগার কর্মী।

গ্রন্থাগারে আলোচনাসভা, প্রদর্শনী ইত্যাদির জন্য যেমন উপযুক্ত পরিমাণ স্থান রাখা দরকার তেমনি সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা মেটাবার লক্ষ্যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজন যারা প্রগতিমূলকভাবে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উন্নত করতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী।

অবশেষে বলা যায় যে গ্রন্থাগার পরিষেবায় অপ্রচলিত এবং অ-বই মাধ্যমের ব্যবহার যথেষ্ট দক্ষতার সাথে, সমাজের চাহিদা অনুসারে বিস্তৃত করতে হলে দরকার স্বতস্ফূর্ত এবং আন্তরিক তাগিদ। প্রয়োজনে এখানে গৃহীত হতে পারে বিপণন ব্যবস্থার (advertising system) অনুকরণ, কিন্তু সফল এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে। স্থান এবং কাল ভেদে কখন কোথায় কী ধরনের পরিষেবা উপযুক্ত তা অনুভব করে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে হয়তো আবার একবার প্রমাণ করা যাবে 'Library is a growing organism'.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বর্তমান লেখাটির বিভিন্ন তথ্য ও পরিমার্জনার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁরই একটি অপ্রকাশিত লেখা 'Non-book approach to Public Library Service'-এর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবা

জগমোহন দাশ

মুখবন্ধ :

লিখতে পড়তে না-জানা মানুষের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রচলিত দৃষ্টিতে অবান্তব। প্রায় সবাই একবাক্যে বলবেন যে লোকে আগে অক্ষরজ্ঞান ভালভাবে আয়ত্ত করুক, তারপর গ্রন্থাগার পরিষেবার অধিকার অর্জন করবে। তাঁদের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার পরিষেবা সর্বাংশে গ্রন্থভিত্তিক।

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক হ'ল নিরক্ষর। তারা সাক্ষর হয়ে এসে গ্রন্থাগার পরিষেবার অপেক্ষায় বসে থাকলে যুগ-যুগান্তর কেটে যাবে। ফলে একদিকে গ্রন্থাগার অবাবহৃত অবস্থায় নিরক্ষর প্রধান তথা গ্রন্থ ব্যবহারে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের অভাবে দেশপাড়াগাঁয় একটা সৌখিন অলঙ্কারের মতো শোভাবর্ধন করবে। অন্যদিকে গ্রন্থাগারকে সর্বজনীন বলা যাবে না, কারণ বৃহত্তর সমাজ গ্রন্থপাঠে অক্ষম।

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য :

(১) উচ্চ-নীচ, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বজনকে জ্ঞান, শিক্ষা, তথ্য ও আনন্দের উপকরণ যোগানো ;

(২) পরিষেবার উপকরণ গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য সরঞ্জাম ও কর্মপদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে শত-সহস্র নিরক্ষর মানুষকে আজকের দিনের খোঁজ-খবর, তথ্য ও বিনোদনের খোরাক অতি সহজেই দিতে পারে ; যে সব খোঁজ-খবর ও তথ্যের সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক থাকে।

পরিষেবা প্রদানের যৌক্তিকতা :

(১) প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে নিরক্ষর হলেও মানুষ অশিক্ষিত নয়। পারিবারিক ও পাড়া পরিবেশের ধারায় মানুষ জীবিকার কর্মকৌশল আয়ত্ত করে, নৈতিকতা ও আচরণ-বিধি দেখে ও শুনে শেখার অবকাশ পায়।

(২) দ্বিতীয়ত মানুষ নিরক্ষর হলেও তাঁর জীবন ও জীবিকা এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ে জানার কৌতূহল, আগ্রহ এবং প্রয়োজন থাকে। সেই প্রয়োজন সাধারণ গ্রন্থাগার সহজেই মেটাতে পারে।

নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগারের কাজ কী হবে :

(১) গ্রন্থাগারের স্থানীয় অঞ্চলটি মানুষের পেশা ও প্রয়োজন নির্ণয় (survey) করতে হবে।

(২) অঞ্চলে নিরক্ষরদের গ্রন্থাগারে আসার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে হবে এবং সবরকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(৩) তাদের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত নানাবিধ তথ্য জানাতে হবে, বিশেষ করে চাকুরী সংক্রান্ত, গৃহ নির্মাণ (অল্প-খরচে) বিষয়ক তথ্য, ভোগাপণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য, গৃহস্থালি বিষয়ক তথ্য, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য, উন্নত নাগরিক জীবন-ধারণ সংক্রান্ত তথ্য, ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা ও ঋণ-দান সংক্রান্ত তথ্য, সমবায় সমিতির কথা, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নানাবিধ সামগ্রীর মূল্য ও দোকানের ঠিকানা, পরিবেশ, মহামারী, বন্যা, খরা, নানাবিধ রোগ-নিরাময় সংক্রান্ত তথ্য ও প্রসূতি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি জানাতে হবে।

(৪) নিরক্ষরদের উপস্থিতিতে নানাবিধ আলোচনা সভার, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, আয়োজন করতে হবে।

(৫) খবরের কাগজ থেকে পড়ে শোনাতে হবে। অনুরূপভাবে আগ্রহ অনুযায়ী রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রমুখ জনপ্রিয় লেখকের গল্প ও উপন্যাস পড়ে শোনালে নিরক্ষর লোকের অক্ষরজ্ঞান আরতের গরজ দেখা দেবে।

(৬) প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু অংশ ক্যাসেট করে রাখতে হবে এবং সুবিধামত সেই সব ক্যাসেট বাজিয়ে শোনাতে হবে।

(৭) স্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু মডেল ও ম্যাপ-এর সুব্যবস্থা করলে ভাল হয়। কিছু ছবির ব্যবস্থা করলে আরো ভাল হয়। কারণ এক ছবি হাজার কথার সমান। সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভ্রাম্যমান পরিষেবা :

"পর্বত মহম্মদের কাছে না এসে মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবে।" প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে প্রয়োজনে ভ্রাম্যমান পরিষেবার সুব্যবস্থা করলে ভাল হয়। গ্রামাঞ্চলে নিদেন পক্ষে 'টুলি রিক্সা'র সংযোজনে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছে গিয়ে ক্যাসেট বাজিয়ে, ছবি দেখিয়ে ও বুঝিয়ে পরিষেবা দেওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং গ্রন্থাগার কার্যনির্বাহী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে পরিষেবা দেওয়া যায়।

প্রস্তাবনা :

(১) প্রতিটি গ্রন্থাগারে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত প্রচার পত্রের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং জেলা ভিত্তিক গ্রন্থাগার দপ্তরের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) ক্যাসেট, স্লাইড, ছবি, মডেল ইত্যাদির জেলা / মহকুমা ভিত্তিক গ্রন্থাগার দপ্তরে এক মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলে প্রতিটি গ্রন্থাগারে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) "ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার" পরিষেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবী ও কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিযুক্ত করতে হবে।

(৪) প্রতিটি গ্রন্থাগারে "গ্রন্থাগার তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র" (LIS) গড়ে তোলার জন্য জেলা দপ্তরের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(৫) গ্রন্থাগারিকগণ যাতে এই বিশেষ ধরনের পরিষেবা দিতে পারেন তার জন্য প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে। গ্রন্থাগার শিক্ষণ সার্টিফিকেট কোর্স ও বি. লিব স্তরে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৬) প্রতিটি গ্রন্থাগারে নন-বুক রিসোর্স সেন্টার গড়ে তুলতে হবে এবং জেলা / মহকুমা ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে।

(৭) "রাজ্য গ্রন্থাগার সংরক্ষণাগার" গঠনে উদ্যোগী হতে হবে।

(৮) গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভ্রাতৃপ্রেমী সংগঠন নিয়ে রাজ্য স্তরে, জেলা স্তরে, মহকুমা স্তরে এবং গ্রন্থাগার স্তরে সমন্বয় কমিটি গড়ে তুলতে হবে।

সর্বস্তরের গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার

মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থাগার সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র স্থাপনের এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান এই গ্রন্থাগার। প্রাথমিক পর্যায়ে 'চেতনা ও মননের মণিকোঠা' রূপে গ্রন্থের সযত্ন সংরক্ষণ ও তার আদান প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই ছিল গ্রন্থাগারের কাজ। একটা সময় পর্যন্ত বই-ই ছিল গ্রন্থাগারের প্রধান সম্পদ। কালক্রমে, বই-এর পাশাপাশি অ-বই সম্ভারও জ্ঞান, শিক্ষা, বিনোদন ও তথ্য পরিবেশনে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। তাই আধুনিক গ্রন্থাগার কেবলমাত্র গ্রন্থ আদান-প্রদান কেন্দ্র নয়, এটি একটি তথ্য বিনিময় কেন্দ্র, একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও বটে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগার এই নতুন মিশ্র রূপ পরিগ্রহ করেছে, অর্জন করেছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞাপনের (Communication) মাধ্যম রূপে প্রথা-সিদ্ধ বিবেচনায় বই-এর গুরুত্ব সর্বাধিক হলেও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বই-এর সীমাবদ্ধতাও পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশনার দীর্ঘসূত্রতা আজ বইকে সাম্প্রতিক ধারণার উৎসরূপে পশ্চাৎপদ করেছে। পত্র-পত্রিকা (Journal) অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নূতন ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক রূপে বিভিন্ন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অ-বই সম্ভার জিজ্ঞাসু পাঠককুলের কাছে ক্রমশঃ আদরণীয় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থাগার সংগ্রহকে তাই পুস্তিকা, খবরের কাগজের কাটিং, চার্ট, ম্যাপ, প্রাচীরপত্র, ব্রেলবই, স্লাইড, ভিডিও ফিল্ম (Film), ক্যাসেট, গ্রামোফোন রেকর্ড, দূরদর্শন, মডেল, বিভিন্ন প্রকাশনার সূক্ষ্মরূপ (Micro-form) এবং কম্পিউটার-জাত তথ্য সহযোগে সমৃদ্ধকরণ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। প্রবাদ-প্রতিম গ্রন্থাগারিক এস. আর. রঙ্গনাথন এই সকল জ্ঞাপন মাধ্যমের সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনা সহ এই সকল তথ্য সামগ্রীর বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ক্ষেত্রে নয়াধারা প্রবর্তন করে নূতন পথের দিশারী হয়ে আছেন।

যদিও ব্যাপক অর্থে জ্ঞানলিপ্সু মানুষের অভীষ্ট সাধনে গ্রন্থ ও তথ্যের যোগান দেওয়াই গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্য, তথাপি লক্ষ্যের প্রকৃতিগত দিক থেকে গ্রন্থাগারগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যেমন, সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগার এবং বিশেষ গ্রন্থাগার।

গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলে সাধারণ গ্রন্থাগার এক অসীম দায়িত্বের দাবীদার। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল সমাজগঠনে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যে সর্বোচ্চদায়িত্ব পালন করতে পারে, সে বিষয়ে সকল চিন্তাবিদগণই সহমত পোষণ করেন। তাই আধুনিক সমাজের সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণের বিচিত্র তথ্য সামগ্রীর উৎস রূপে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হচ্ছে। ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরী ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার ধনী-নির্ধন, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বজনের কাছে অবাধে উন্মুক্ত থাকবে। এর অর্থ এই যে, সমাজের প্রতিটি মানুষের মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন-ব্যাপক অর্থে সামাজিক প্রগতির পথে সার্থক রূপকার হবে সাধারণ গ্রন্থাগার।

সামগ্রিকভাবে সভ্যতার অগ্রগতিকে রক্ষা করার মূল পদ্ধতি হচ্ছে অতীতের মানবপ্রজ্ঞা থেকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত তথ্য সামগ্রীর উপযুক্ত যোগসূত্র স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের মধ্যে সংহতি রক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন (Integrated Public Library System)। এইরকম গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকাঠামোতে সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত থাকবে জাতীয় গ্রন্থাগার এবং ভিত্তিমূলের রক্ষাকবচ হয়ে বিরাজ করবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এমন একটি ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার সম্পদের সীমাবদ্ধতার শিকার হয়ে পড়বে না বরং একটি অন্যটির পরিপূরক হয়ে আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ করবে।

গুণগত মানের দিক থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠক বিভিন্ন ধরণের। এই গ্রন্থাগারে স্বল্পশিক্ষিত গৃহবধূও যেমন পাঠক, আবার উচ্চশিক্ষিত তথ্যানুসন্ধানী গবেষকও পাঠক হয়ে আসতে পারেন। শুধুমাত্র উৎসাহী পাঠকের প্রতিই নয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন মানুষজনের প্রতিও সাধারণ গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। পাঠকই শুধু গ্রন্থাগার সৃষ্টি করে না গ্রন্থাগারও পাঠক তৈরী করে — রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা এইক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য। গ্রন্থাগার বিমুখ মানুষকে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে, অ-বই সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারে সুস্থ জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ করতে পারে সাধারণ গ্রন্থাগার। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে স্বাধীনতার পঞ্চাশবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সাক্ষরতা অভিযান চালানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যেখানে রূপ কানওয়ার কেস রূপকথার নায়িকা নন, যেখানে সুস্থ জীবনবোধ অধিকাংশ মানুষের কাছে অলীক ভাবনামাত্র, সেখানে সাধারণ পাঠাগার তার অ-বই সম্ভারের অকৃপণ ব্যবহারে জনমানসে আনতে পারে সচেতনতার জোয়ার, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের সোপান রূপে।

এখন বিশ্লেষণ প্রয়োজন কিভাবে এই বিপুল অ-বই সম্ভারের উপযুক্ত ব্যবহার করা যায়। গ্রাম প্রধান ভারতীয় সমাজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সফল হতে পারে অ-বই সম্ভারের উপযুক্ত সংগ্রহে ও বহুল ব্যবহারে। মৌখিক পরিষেবা, বিনোদনমূলক পরিষেবা প্রদান সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত লিফলেট থেকে পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা, নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদির বিতরণ, সাক্ষ্যবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাক্ষরতার বিস্তার, আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান, রামায়ণ গান, বয়োবৃদ্ধদের জীবন-লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন-চর্চার আলোচনা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি গ্রন্থাগার পরিষেবার অ-বই সম্ভারের অমূল্য উপকরণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

শ্রবণ-বীক্ষণ (Audio-Visual) সামগ্রী সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির এক মহার্ঘ সম্পদ। সীমিত সাক্ষরতা প্রাপ্ত দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণের মাধ্যমে সমাজের চরিত্র গঠনে, রাষ্ট্র উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গ্রন্থ সম্পর্কে উদাসীন, গ্রন্থাগার-বিমুখ নিরক্ষর মানুষের মধ্যে কৌতূহল উদ্দীপক এই মাধ্যম যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারে তেমনই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আনতে পারে পরিবর্তনের ঢেউ। এই সকল মাধ্যম বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তারে (Enlightenment through Entertainment) অনেক বেশী ফলপ্রসূ, কারণ অনেক বেশী জনপ্রিয়। সাধারণ গ্রন্থাগার নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটায়। বিশেষ দিনে ছোটদের নিয়ে প্রভাত ফেরী, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে তুলে ধরা, সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি সুদূর প্রসারী চিন্তা — যা ভবিষ্যত নাগরিককে সুস্থ মূল্যবোধের ধারক ও বাহক করে গড়ে তুলবে এবং জাতীয় প্রগতি ও সংহতি বিস্তারে উৎসাহী হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অ-বই সম্ভারের অনন্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। শহরাঞ্চলের উন্নতমানের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি প্রয়োজনবোধে প্রতিলিপি (Xerox Copy), কম্পিউটার-জাত তথ্য এবং তথ্যের সূক্ষ্মরূপের (Micro form) মাধ্যমে পরিষেবা দিয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো সঠিকভাবে গড়ে না ওঠায় সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন ভিত্তিক আদর্শ গ্রন্থাগার পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সুতরাং সার্বিকভাবে বিপুল অ-বই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সকল সাধারণ গ্রন্থাগারে আজও সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামো অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এইসব গ্রন্থাগারের অ-বই সম্পদ সম্ভার যথেষ্ট সীমিত এবং তার ব্যবহারও সময়োচিত নয়।

পাঠ্য-পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের অ-বই সম্ভার ব্যবহারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে প্রতিলিপি (Xerox copy), তাও আবার সকল

প্রতিষ্ঠানে সহজ লভ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ-বই সম্পদের ব্যবহার সীমিত থাকে ম্যাপ, গ্লোব এবং চার্টের চাহিদা ও যোগানে।

মহাবিদ্যালয়গুলিতে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোগত অসুবিধার জন্য সাম্প্রতিক তথ্য-সমৃদ্ধ পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমত অবস্থায় শিক্ষার্থীরা অধ্যাপক প্রণীত উত্তরমালার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক অনুলয় সেবার মাধ্যমে তাদের দিক নির্দেশ করতে পারেন, আন্তঃগ্রন্থাগার লেন-দেন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পত্রিকা সীমিতভাবে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার অ-বই সম্ভারে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। অধ্যাপক, গবেষক, উচ্চশিক্ষা অভিলাষী পাঠকের বিচিত্র প্রয়োজনে এই গ্রন্থাগারে নিয়মিত ব্যবহার হয় পূর্ব প্রকাশিত গবেষণা পত্র, সাম্প্রতিক পত্রিকার নির্ঘণ্ট ও সারসংক্ষেপ (Indexing & Abstracting Journal), বিভিন্ন বিষয়ে সাম্প্রতিকতম তথ্য সম্বলিত পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি। কলা-বিজ্ঞান বিভাগীয় গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয় স্লাইড, ফিল্ম, প্রজেক্টার, তথ্যাদির সূক্ষ্মরূপ। প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে অ-বই সম্ভার (ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট) ব্যবহারের সুযোগ পান উচ্চশিক্ষালিপ্সু গবেষক ও পাঠক। গবেষণায় পথ প্রদর্শক উচ্চশিক্ষাবিদগণ এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক যুগ্মভাবে তথা সম্ভার ব্যবহারের প্রতি দিক নির্দেশ করতে পারেন অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য তুলনামূলকভাবে বেশী থাকায় অ-বই সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী।

সর্বশেষ প্রসঙ্গ, বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ভূমিকা। প্রতিষ্ঠানগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সব গ্রন্থাগারে অ-বই সম্পদের বিপুল আয়োজন এবং পর্যাপ্ত ব্যবহার। পেটেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড, সম্মেলনের প্রতিবেদন (Conference report), তথ্যের সূক্ষ্মরূপ (Microform) ও ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টে এই গ্রন্থাগারগুলি সমৃদ্ধ থাকে। কম্পিউটার-জাত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উপাত্ত কোষের (In house data-base) মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন, সেমিনার রিপোর্ট ইত্যাদি সংগৃহীত থাকে গ্রন্থাগারে অ-বই সামগ্রী হিসাবে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রযুক্তি - উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক গবেষণা লব্ধ তথ্য আদান-প্রদানে নিজস্ব উপাত্ত কোষ ব্যবহার করে, জ্ঞাপনের (Communication) সুবিধার্থে উপাত্ত কোষ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করে C C F (Common Communication Format)। দ্রুততম সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশন সেবা (CAS) ও নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন সেবার (SDI) জন্য নিয়োজিত হয় কম্পিউটার — যা বিশেষ গ্রন্থাগারে মূল্যবান অ-বই সম্পদ রূপে বিবেচ্য। দ্রুততম প্রকাশনার জন্য গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশিত হয় ডি. টি. পিতে (Desk Top Publishing)। সর্বাধুনিক এক্সপার্ট (Expert System) সিস্টেম এর ব্যবস্থাপনা বর্তমান যুগের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। স্বল্প সংখ্যক এই গোত্রীয় গ্রন্থাগারগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় নিয়োজিত। অধিকাংশ সময়ই এই গ্রন্থাগারগুলি ব্যবসায়িক কারণে গড়ে ওঠে।

আলোচনার উপসংহারে বলা যায় বই, সভ্যতার প্রথম পর্বেই যার আবির্ভাব, আজও তার জয়যাত্রা প্রবাহিত। সেই যাত্রায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামিল হয়েছে আজ অ-বই সম্ভার। জ্ঞান ও তথ্যের বিপুল বিস্ফোরণে অ-বই সম্ভারকে সভ্যতার অগ্রগতির পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। সময় বদলাবে, পরিবর্তিত হতে থাকবে প্রয়োজন। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে সভ্যতার ইতিহাসের ধারক ও বাহক গ্রন্থাগার। তাল মিলিয়ে চলতে হবে গ্রন্থাগার কর্মীকেও। উপযুক্ত পরিষেবার অভাব ঘটলে কালের নিয়মে অস্তিত্ব বিপন্ন হবে গ্রন্থাগার ও তার কর্মীর। এই আশংকা উল্লিখিত হয়েছে F. W. Lancaster-এর "Threat versus opportunity" to the Library professionals. রচনায়।

সহায়ক পাঠ (Bibliographical references)

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন। সাধারণ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আইন, — কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, ১৯৯৬।

বসাক, নন্দদুলাল। পরিবর্তনের হাওয়ায় গ্রন্থাগারের নূতন চেহারা — In RBU : Journal of Library and Information Science. VI. 1997. p-25

Kaula, P. N. Observation on school and Public Library Development in India. — In Granthana : Indian Journal of Library Studies. Vol II. 1. Jan 1991. P21-30.

Katyal, H. ' R. The Information :echnologh and collection development in Jniversity Libraries. All India Library Conference (Jaipur 1985) New Delhi : LA P-199-208.

Kumar, Ram and Kumar, Ashok, Sharing of in-house database in India : need for standardisation. — In ILA Bulletin. Vol XXVIII. No-3-4. Oct-Mar. 1993. P=105-110.

Lancaster, F. W. Threat versus opportunity. — In Libraries and the future : essays on the library in the twenty first century. — Edited by F. W. Lancaster. — New York. The Howorth. 1993.

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভার ঃ পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্যা

সমীর দত্ত

ুচনা ঃ

ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরি মানিফেস্টো অনুযায়ী াধারণ গ্রন্থাগারের সম্ভার (বই ও অ-বই) এবং তার রিষেবা জাত, ধর্ম, বর্ণ, বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধনী-নির্ধন, াক্ষর-নিরক্ষর, শিশু, কিশোর, যুবক, বয়স্ক নির্বিশেষে কলের গ্রহণ করার জন্য অবাধে উন্মুক্ত থাকবে। এই বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র অ-বই ম্ভার (Non-Book Resources) ব্যবহার করে কি ঃ পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে, দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ঃ পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, সমস্যা কি কি প্রভৃতি ালোচনা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অ-বই সম্ভার বলতে কি বোঝায়? ঃ-বই সম্ভার বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি বই, পত্র-ত্রিকা ব্যতিরেকে অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু বিশেষ করে শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী এবং মৌখিক পরিষেবা (Oral Services)। L. M. Harrod-এর "Harrod's Librarians' Glossary" যা Ray Prytherch দ্বারা সংকলিত, সেইখান থেকে আমরা Non-book Materials-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা পাই, "Those library materials which do not come within the difinition of a book, periodical or pamphlet and which require special handling, e.g. audio-visual materials, vertical file materials, microforms or computer software."

সারা বিশ্ব জুড়ে যেভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি ঘটছে এবং উন্নত দেশগুলিতে গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের যেভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, যে দ্রুততার সাথে তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটছে, বিভিন্ন ব্যক্তি, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, বেসরকারী ও গবেষণা সংস্থা প্রভৃতির স্বল্পসময়ে যেভাবে তথ্যের চাহিদা বাড়ছে, তার ফলে উন্নত দেশগুলি ক্রমশঃ paperless society-র দিকে এগোচ্ছে। আমরা আমাদের সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে অবশ্যই অতটা উন্নতি এখনই আশা করি না। কিন্তু অল্প সময়ে তথ্যের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গেও ক্রমশঃ বাড়ছে। তাছাড়া মানুষের চেতনা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান-মনস্কতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূর করতে, বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচার করতে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও অন্ততঃ কিছু কিছু গ্রন্থাগারে শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শ্রবণ-দর্শন

সামগ্রীকে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) শ্রবণ সামগ্রী (Audio material) — সাউন্ড ক্যাসেট, সাউন্ড ডিস্ক, সাউণ্ড টেপ, মাইক, লাউডস্পীকার, রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি।

(খ) দর্শন সামগ্রী (Visual material) — আর্ট প্রিন্ট, আর্ট অরিজিন্যাল, আর্ট রিপ্রোডাকশন, মানচিত্র, পোস্টার, পোস্টকার্ড, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিশ, গ্লোব (Globe), ছবি, ট্রান্সপারেন্সি, মাটি ও অন্যান্য সামগ্রীর উপর খোদিত তথ্য সমূহ ইত্যাদি।

(গ) শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী (Audio-Visual material) — কম্পিউটার ক্যাসেট, কম্পিউটার ডিস্ক, কম্পিউটার রিল, টেলিভিশন, সিনেমা, তথ্যচিত্র, ভিডিও, ভিডিও ক্যাসেট, ভিডিও রিল ইত্যাদি।

১ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের স্তরভেদ :

১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল হিসাবে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়। এরই অব্যবহিত পরে শুরু হয় জনগণের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবা পৌঁছে দেবার কাজ। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পূর্বে সারা পশ্চিমবঙ্গে সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭৬২। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকার ও সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৩১টি। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের স্তরভেদ নিম্নরূপ :

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ, প্রাইমারী ইউনিট, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার।

২ অ-বই সম্ভার ব্যবহার করে গ্রন্থাগারে স্তরভিত্তিক পরিষেবা দেবার প্রস্তাব :

পরিষেবা সবসময়ই স্তরভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন যাতে দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা যায়। নীচে শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী এবং মৌখিক পরিষেবার দ্বারা স্তরভিত্তিক পরিষেবা দেবার প্রস্তাব রাখা হলো :

২.১. রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নবপর্যায়ে গত নভেম্বর, ১৯৯৫-তে কাঁকুড়গাছির নিকট ভি. আই. পি রোডের উপর পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু কর্তৃক উদ্বোধিত হয়। ভবনটির গঠনশৈলী যেমন সুন্দর, তেমনি এর অবস্থান ও পরিবেশও ঈর্ষণীয় সুন্দর। ৫৬ কাঠা জমির উপর অবস্থিত এই ভবনে বর্তমানে প্রায় ৫৪ হাজার বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য জায়গা পাওয়া যাবে। সুতরাং সবধরণের পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। এক বছর হলো পরিষেবাও চালু হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের উদ্যোগে শিল্পায়নের এক ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপায়িত করতে নানা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। যেমন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য নতুন নতুন হাইওয়ে নির্মাণ, প্রচুর সেতু নির্মাণ, বর্তমান হাইওয়ে ও মুখ্য রাস্তাগুলির সম্প্রসারণ ও সংস্কার, বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা, কি ধরণের কাঁচামাল পশ্চিমবঙ্গের কোথায় পাওয়া যায় তার তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি। এই পরিকাঠামোরই একটা অঙ্গ হওয়া অবশ্যই দরকার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিপূর্ণ আধুনিকীকরণ। কারণ শিল্পের বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজনে, গবেষণার প্রয়োজনে, মানুষের মধ্যে তথ্য জানার আগ্রহ বাড়ায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্ভার শুধুমাত্র পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দরকার বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সম্ভার। যাতে সমস্ত ধরণের পরিষেবা খুব দ্রুত ব্যবহারকারীকে দেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ এবং আগামী দিনের গ্রন্থাগার হবে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর। এইসব দিক বিবেচনা করে গ্রন্থাগার পরিষেবার স্বার্থে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নেওয়া উচিৎ মনে করে প্রস্তাব রাখা হলো :

১) নিয়মিতভাবে সাধারণ পাঠক, গবেষক, বিশেষজ্ঞদের চাহিদামত অনুলয় সেবা, রেফারাল পরিষেবা দেওয়া যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা অল্প সময়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন।

২) কোন বিশেষ বিষয়ের উপর সাম্প্রতিক ও সর্বাধুনিক তথ্যসমূহ ব্যবহারকারীদের জানানোর মধ্য

দিয়ে Current Awareness Service দেওয়া। সেই বিষয়ের উপর প্রকাশিত বিভিন্ন বুলেটিন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূচীর দ্বারা এই ব্যাপারে সাহায্য করা যায়।

৩) যেকোন তথ্যের প্রতিলিপি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৪) তথ্য সরবরাহ পরিষেবা (Document Delivery Service) — এই ধরণের পরিষেবার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যবহারকারীদের দাবীমত কোন তথ্যের আসল অথবা ফটোকপি খুব দ্রুততার সাথে সরবরাহ করা, সেই তথ্য বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং আধুনিক কম্পিউটার ব্যবস্থা ব্যবহার করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে উপগ্রহ (Satellite) বা যোগাযোগ ব্যবস্থা (Telecommunication) মারফত বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এই তথ্য খুব দ্রুততার সাথে সংগ্রহ করা যায়। যদিও এই ধরণের পরিষেবা দেওয়া খরচ সাপেক্ষ। কিন্তু আধুনিক তথ্য-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে এই মাধ্যমটির ব্যবহার বিশেষভাবে দরকার। তাছাড়া, ছাপানো তথ্যের সম্ভার যেভাবে ক্রমশঃ বাড়ছে এবং তার মূল্যও যেভাবে বাড়ছে, তাতে সব গ্রন্থাগারের পক্ষে ঐসব ছাপানো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অথচ ব্যবহারকারীদের দিক থেকে যেভাবে তথ্যের ক্রমশঃ চাহিদা বাড়ছে, তা মেটাতে গেলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলি থেকে এই তথ্য আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে পেতে হবে।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যেহেতু রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত ; স্বাভাবিকভাবেই তার তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এরকমই হওয়া উচিত। এই ধরনের তথ্য পরিষেবা দেবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অবিলম্বে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ দরকার। এখনই এই গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে Data entry, processing, storage এবং retrieval ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিষেবা দেবার ব্যবস্থার দিকে যাওয়া দরকার। এই গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীসহ মোট যা সম্পদ আছে কম্পিউটারে Data - base তৈরী করে তা entry, storage, processing এবং retrieval করে পরিষেবা দেবার মুখ্য দায়িত্ব রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে নিতে হবে। এই গ্রন্থাগারগুলি Networking-এর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সহযোগ থাকা দরকার। যাতে যে কোন Data এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যে কোন একটি থেকেই ব্যবহারকারী পেয়ে যান। ডিরেক্টরি প্রস্তুত করা, ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরী করা, বিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং তথ্যকেন্দ্রগুলির তালিকা সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে হওয়া দরকার।

এছাড়াও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে চিঠি, সংবাদ, রসিদ, তথ্য প্রভৃতি পাঠানোর জন্য E-Mail পরিষেবা ও ফটোগ্রাফ, মানচিত্র প্রভৃতি গ্রাফিক পদার্থ সরবরাহের জন্য Fax পরিষেবা থাকা দরকার।

সর্বাধুনিক বৈদ্যুতিন তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার ফসল CD-ROM প্রযুক্তি এবং On-line Computerized database-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের Data চাওয়ার অনুরোধ এবং তা সরবরাহের ব্যবস্থাও থাকা দরকার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে।

৫) কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডকুমেন্টেশনের কাজ অর্থাৎ বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ করতে হবে।

৬) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বই / পত্র-পত্রিকার অনুবাদ বা ভাষান্তর পরিষেবা দেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া দরকার।

৭) অন্ধদের জন্য ব্রেইল ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৮) নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষরদের পরিষেবা প্রদান এই গ্রন্থাগার করবে না। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারগুলি সহ নীচের স্তরের গ্রন্থাগারগুলিকে সাক্ষরতা পরিষেবা প্রদানের জন্য যে তথ্যের প্রয়োজন হবে তা যেমন সরবরাহ করবে, সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও মেশিন, ভিডিও ক্যাসেট, অডিও ক্যাসেট, ট্রান্সপারেন্সী, তথ্যচিত্র প্রভৃতি দিয়ে যাতে পরিষেবা দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করবে।

৯) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দৈনন্দিন যে উন্নতি হচ্ছে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা, বক্তৃতা / বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার।

১০) জেলা গ্রন্থাগার থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে স্লাইড, ক্যাসেট, ব্রাইড, ভিডিও ক্যাসেট, সাউন্ড রেকর্ডিং, অডিও ক্যাসেট, তথ্যচিত্র, ট্রান্সপারেন্সী প্রভৃতি শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সাহায্যে যাতে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা বাড়ানো যায়, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা যায়, কুসংস্কার মুক্ত করা যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে সজাগ করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী মজুত ও সরবরাহের ব্যবস্থা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে করতে হবে। ঐ গ্রন্থাগারেও উপরোক্ত পরিষেবাগুলি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) ভ্রাম্যমান পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, এই গ্রন্থাগারের অবশ্য কর্তব্য।

১২) বিভিন্ন প্রগতিশীল নাটক, সিনেমা, থিয়েটার যার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, লোকশিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করা যায়, সেই ধরণের বিনোদনমূলক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং জেলা ও নিম্নস্তরেও যাতে এই পরিষেবা দেওয়া যায় তার উদ্যোগও নেওয়া দরকার।

১৩) রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারকে সর্বপ্রকার তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার।

২.২ জেলা গ্রন্থাগার ও কলকাতা নগর গ্রন্থাগার

১) অনুলয় পরিষেবা ও রেফারেন্স পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা।

২) Current Awarensess Service দেওয়া।

৩) যে কোন তথ্যের প্রতিলিপি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৪) Dala-base তৈরী করে জেলা গ্রন্থাগারে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীসহ মোট যা সম্পদ আছে তার Dala entry, processing এবং retrieval-এর ব্যবস্থা করা এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার ও অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে যা যা সম্পদ আছে Networking ব্যবস্থা মধ্য দিয়ে সেইসব Data পাওয়ার ব্যবস্থার করা দরকার। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা, গবেষক, বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষ এই সব প্রয়োজনীয় Data পেয়ে প্রচুর উপকৃত হবে।

৫) অন্ধদের জন্য ব্রেইল ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৬) জেলা গ্রন্থাগার ও কলকাতা নগর গ্রন্থাগার ঐ জেলার গ্রন্থাগারগুলির পুস্তকের ইউনিয়ন ক্যাটলগ তৈরী করবে কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

৭) সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের পরিকল্পনা করবে জেলা গ্রন্থাগার। এই ব্যাপারে সমস্ত সাক্ষরতা কেন্দ্র, পঞ্চায়েত, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শহর গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখবে জেলা গ্রন্থাগার। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী যেমন, ভিডিও ক্যাসেট, অডিও ক্যাসেট, তথ্যচিত্র, ট্রান্সপারেন্সী প্রভৃতি সংগ্রহ করে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে এদেরকে সেইসব সরবরাহ করে পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করবে।

৮) জেলাস্তরে ডি. এন., তথ্যকেন্দ্র, সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

৯) বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সাহায্যে মানুষের বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা, কুসংস্কার মুক্ত করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব জাগ্রত করা প্রভৃতি কাজ জেলা গ্রন্থাগার যেমন করবে, ঐসমস্ত শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ বা প্রাথমিক ইউনিট গ্রন্থাগারগুলিকে সরবরাহ করবে।

১০) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ সমাজের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাবলীর উপর আলোচনা সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে।

১১) কম্পিউটার ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে অনুবাদ পরিষেবা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিবলিওগ্রাফি পরিষেবা প্রদান করবে।

১২) জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ জেলা সম্পর্কিত সব ধরণের তথ্য সংগ্রহ করবে। যেমন, জেলার পর্যটন মানচিত্র, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা, স্কুল, কলেজ, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরী করে তা সংরক্ষণ করা ও ঐ জেলা এবং অন্যান্য জেলার মানুষকে সেই তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা

করা।

১৩) জেলা গ্রন্থাগার পরিষেবা আধিকারিককে সবরকম তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করবে।

১৪) বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সাহায্যে বিনোদনমূলক পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা।

১৫) ভ্রাম্যমান পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা জেলা গ্রন্থাগারকে করতে হবে।

১৬) E-Mail ও Fax পরিষেবা, CD-ROM প্রযুক্তি এবং On-line computerized deatabase-এর মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

২.৩ শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার

১) অনুলয় পরিষেবা ও রেফারেন্স পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা।

২) Current Awareness Service দেওয়া এবং প্রয়োজনে জেলা গ্রন্থাগারের সাহায্য নেওয়া।

৩) নিরক্ষর মানুষদের কাছে বই, খবরের কাগজ, লিফলেট প্রভৃতি থেকে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত নানা তথ্য পড়ে শোনানো। যেমন, খবরের কাগজের মুখ্য সংবাদ কি কি, কৃষি সম্পর্কিত কি কি নতুন তথ্য আছে, চাকুরী সম্পর্কিত কোন খবর আছে কি না সংবাদপত্রে, থাকলে কি কি প্রভৃতি।

৪) সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে হবে। পাঠকক্ষ সদ্যসাক্ষররা যাতে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে যেমন তাদের পাঠের উপযুক্ত বই সরবরাহ করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে জেলা গ্রন্থাগার থেকে নানা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী এনে তাদের পরিষেবা দিয়ে পাঠাস্পৃহা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

৫) নিরক্ষর, সদ্যসাক্ষর এবং শিশুদের গল্প বলার মাধ্যমে পরিষেবা দিতে হবে।

৬) আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে জেলা গ্রন্থাগার থেকে নানা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী নিয়ে এসে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা বাড়ানো, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা, কুসংস্কার মুক্ত করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব বিষয়ে প্রাথমিক বা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে পরিষেবা দেবার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে।

৭) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিসহ সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা, বক্তৃতা, চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জেলা সম্পর্কিত সমস্ত ধরণের তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগারের সহযোগিতা নিতে হবে।

১০) জেলা গ্রন্থাগারের সহযোগিতা নিয়ে প্রগতিশীল যাত্রা, থিয়েটার, নাটক ভারতের বিভিন্ন জায়গার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৪ গ্রামীণ / প্রাথমিক / আঞ্চলিক গ্রন্থাগার

১) অনুলয় পরিষেবা ও রেফারেন্স পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা।

২) নিরক্ষর মানুষদের বই, খবরের কাগজ, লিফলেট প্রভৃতি থেকে জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত নানা তথ্য পড়ে শোনাতে হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য শহর গ্রন্থাগারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

৩) নিরক্ষর, সদ্যসাক্ষর এবং শিশুদের গল্প বলার মাধ্যমে পরিষেবা দিতে হবে।

৪) গ্রাম পঞ্চায়েত, সাক্ষরতা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রেখে সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা, পাঠকক্ষ সদ্যসাক্ষরা যাতে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। জেলা ও শহর গ্রন্থাগার থেকে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী নিয়ে এসে পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) বিভিন্ন দিবস পালন উপলক্ষে প্রভাতফেরী, বক্তৃতা, আলোচনাসভার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে শহর ও জেলা গ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে শহর ও জেলা গ্রন্থাগারের সাথে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সাহায্যে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি, কুসংস্কার মুক্ত করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করা, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. জ-বই সম্ভার সংগ্রহ, সরবরাহ ও ব্যবহারের

সমস্যা এবং সমাধানের উপায় :

৩.১. রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

১) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সারা বছরে অনেকগুলি আলোচনা সভা, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের অনেক সময়ই অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট তৈরী হয়। কিন্তু সেই সমস্ত অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট সেই সেই দফতরের কিছু কিছু অফিসারের নিজস্ব সংগ্রহের মধ্যে থেকে যায়। কিছু সংখ্যক দফতরে কারোর তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিডিও ও অডিও ক্যাসেটগুলির কয়েকটি করে যদি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠানো হয়, তাহলে তার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সেই সমস্ত শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সাহায্যে পরিষেবা দেওয়া যায় এই ব্যাপারে গ্রন্থাগার দফতরকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

২) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের উদ্যোগে মাছ চাষে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি, কি কি উদ্যোগ নিলে ভাল মাছ চাষ করা যায়, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সুফল, পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জগতে উন্নতি, পর্যটনের ক্ষেত্রে উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাপানো পোস্টার, পুস্তিকা এবং স্লাইড তৈরী করা হয়। এই সব পুস্তিকা ও শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী যদি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বেশকিছু সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা দিয়েও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া যায়। এই বিষয়েও গ্রন্থাগার দফতরের সবিশেষ উদ্যোগ দরকার।

৩) রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, যুব কল্যাণ দফতর, পর্যটন দফতর প্রভৃতি দফতরের উদ্যোগে সারাবছর বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যার অনেকগুলিরই ভিডিও ক্যাসেট করা হয়। এই সমস্ত ভিডিও ক্যাসেটগুলির কয়েকটি করে যদি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠানো হয়, তাহলে তা দিয়েও গ্রাম পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া যায়।

৪) রাজ্যস্তরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের সাথে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। এই সংযোগ স্থাপন করা গেলে রাজ্য বিধানসভার বিভিন্ন অধিবেশনে যে সমস্ত বিল পাশ হয়, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর থেকে (বিশেষ করে অর্থ দফতর, পঞ্চায়েত দফতর, শিক্ষা দফতর, কৃষি দফতর প্রভৃতি) যেসব নির্দেশনামা (Govt. order) বেরোয় তার কপি সংগ্রহ করা, তথা দফতর থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার করতে পারবে। এগুলি সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

৫) শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করার সাথে সাথে শহর গ্রন্থাগার পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকদের সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা দরকার।

৩.২. রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করবে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষক, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, লেখক, পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রাইভেট গোয়েন্দা, প্রাইভেট ফটোগ্রাফারের নামের তালিকা তৈরী করবে। এদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

২) কেশকিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আছে যারা অর্থের বিনিময়ে তথ্য বিক্রয় করেন। তাদেরকে সাধারণতঃ বলা হয় Information Brokers, Information Consultants, On-line vendors প্রভৃতি। এই সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে থাকা দরকার, যাতে কোন গবেষক, গবেষণা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এদের নাম গ্রন্থাগার থেকে জেনে নিজেরা সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

উপসংহার :

উপরোক্ত প্রস্তাব কার্যকরী হলে রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অনেক উন্নত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সবটাই একবছরে হবে না। এর জন্য আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কাজে লাগানো দরকার। সর্বোপরি দরকার প্রয়োজনীয় উপলব্ধি, পরিকল্পনা ও সরকারী উদ্যোগ।

সাধারণের গ্রন্থাগারে আধুনিক পরিষেবা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ও তার পথ

সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাধারণের গ্রন্থাগার আধুনিক কালে সমাজে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। একে আজ জনশিক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো :

১। নিরক্ষরতা দূরীকরণ সহ বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের সামাজিক শিক্ষা বিস্তার ও তার অধিকার এবং দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা ;

২। তথ্য ও সংবাদের মাধ্যমে জনগণকে সমগ্র পৃথিবী ও তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা ;

৩। বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা ;

৪। অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াও সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির উচিত বিভিন্ন ধরণের পরিষেবার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ও সুস্থ সামাজিক চেতনার বিকাশে, ব্যক্তি ও সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। এখানে মনে রাখতে হবে আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কেবল চিত্ত বিনোদন ও অবসর যাপনের কেন্দ্র নয় — সংস্কৃতি সাধনার প্রাণ কেন্দ্র এবং বলিষ্ঠ সামাজিক স্বাস্থ্য গঠনের মূল স্তম্ভ।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অসাধারণ ব্যবহারের ফলে সাধারণের গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রকৃতির মধ্যে এসেছে আমূল পরিবর্তন এবং গ্রন্থাগারের সমুদয় পাঠ্য সম্পদ ক্রমশঃ আবদ্ধ হতে চলেছে 'সি. ডি. রোম ডিস্কে'। নানাধরণের পুস্তক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বিচিত্র ধরণের সংবাদপত্র পাঠ্য-উপাদান হিসাবে আজ পাঠকদের নিকট একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য সকল স্তরের পাঠক আসেন সাধারণের গ্রন্থাগারে তার গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে গ্রন্থ পরিষেবা নেওয়ার ইচ্ছা ও প্রত্যাশা নিয়ে।

আধুনিক সাধারণের গ্রন্থাগার হলো শিক্ষার সম্পদ ভান্ডার। এখানে মজুত থাকে নানাধরণের গ্রন্থ, গ্রন্থ-সহায়ক, পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা, সংবাদপত্র, পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন ধরণের রিপোর্ট ম্যাপ, কাগজের কাটিং, চার্ট, ডিজাইন ও শ্রবণ-বীক্ষণ ও প্রতিলিপি উপকরণ ইত্যাদি। এখন এসব বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের তৈরী হয় 'ডাটাবেস' এবং তথা পরিষেবার ক্ষেত্রে অবাধ ব্যবহার করা হয় 'কম্পিউটারকে', ফলে সামগ্রিক গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এসে যাচ্ছে দ্রুত পরিবর্তন এবং ঘটতে চলেছে 'ইলেকট্রনিক' পাঠ্য উপকরণের উপস্থিতি। 'ইন্টারনেটের' মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের তথ্য আজ আমাদের করায়ত্ত হতে চলেছে। এর ফলে সাধারণের গ্রন্থাগার পরিষেবা ক্ষেত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যুগোপযোগী পরিবর্তন ও পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্প্রতিকালে গ্রন্থাগার জগতে অনেক নূতন নূতন ধারণার বা 'Concept' এর আগমন ঘটেছে, যেমন বাণিজ্যিক বা কেনাবেচার ধারণা (Marketing concept)। সে রকম পরিষেবা এবং বিষয় জ্ঞান সম্পর্কে আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের ধারণাটি (Pro-active treatment of subject knowledge and services concept) পূর্বেকার গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে সক্রিয় হওয়ার ধারণাটিকে (Re-active books and journals concept) অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এখন পাঠক পুস্তক, পুস্তিকা বা সাময়িক পত্রিকা আশা করে না বা চায় না। সে আশা করে বা চায় সেই বিষয় ক্ষেত্রই (Subject area) যেটা তার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক হবে এবং একটা বিশেষ অবস্থায় (particular situation) ভীষণভাবে ব্যবহার যোগ্য হবে।

সেজন্য আজ সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে যে কোন বিধি বহির্ভূত অবস্থান স্থলের মধ্যে (informal situation) সরবরাহ করতে হবে। এই বিধি বহির্ভূত

অবস্থান স্থলগুলি (informal situation) হচ্ছে — চলার রাস্তার ওপরে (on the street), গৃহের অভ্যন্তরে (at home), কর্মরত অবস্থায় (at work), অথবা অবসর বিনোদনের সময়ে (in recreation)।

অধুনা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জনগোষ্ঠীর তথ্য পরিষেবার (community information service) ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এ ধরণের তথ্য পরিষেবার দৃষ্টি দেওয়া হয় তাদের জন্য যারা নিম্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীতে অবস্থান করে, যারা সরাসরি তথ্য পরিষেবা নেওয়ার সুযোগ পায় না এবং যারা তাদের প্রত্যহ সমস্যার সমাধানের যেমন, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, অধিকার, হিতসাধন, নাগরিক অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যাপারে পরামর্শ ও উপদেশ চায়।

তাই আজ আমাদের রাজ্যের সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চলার পথের প্রগতিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং মূলাবোধ বিকাশের পথকে সুগম করার জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবার দরজাকে উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং জনগণকে তাহা গ্রহণের জন্য সচেতন ও সক্রিয় করতে হবে। এরজন্য গ্রন্থাগার তথা পরিষেবার মধ্যে আনতে হবে গতি ও চাল্ করতে হবে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন এবং সরবরাহ করতে হবে গ্রামোন্নয়ন, নিরক্ষরতা, জনস্বাস্থ্য, ধর্মীয় সম্প্রীতি, পরিবেশ দূষণ, জন বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পুস্তিকা। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণের গ্রন্থাগারের গৌরব ও সার্থকতা নির্ভর করে তার গ্রন্থাগারিকের দ্বারা প্রদত্ত সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে ব্যাপক ও উদার পরিষেবার ওপর।

আজকের দিনে গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে হলে গ্রন্থাগারে প্রযুক্তি বিদ্যার আধুনিক প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অহরহ অনুশীলনের ভেতর দিয়ে গ্রন্থাগারিককে পটু ও দক্ষ করে তুলতে হবে। অবশ্য এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আধুনিক যান্ত্রিক ও প্রযুক্তি বিদ্যা আহরণের ফলে তার যেন কোনরকম অস্থিক্ষয় না ঘটে। তাকে তার অধীত বিদ্যার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, যে বিদ্যার যথার্থ তাৎপর্য গৃহীত হয় নি সে বিদ্যা বিষতুল্য, যেমন হজমের গন্ডগোলে আহার হয় বিষতুল্য। সেজন্য প্রয়োজন গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠা, যা না থাকলে কর্মের বাঞ্ছনীয় রোগ দূর হয় না। কারণ গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার মধ্যেই উদ্ভাবিত হয় সেরা কৌশল, যার দ্বারা প্রত্যেক কর্ম যথার্থরূপে ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

পরিশেষে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আজকের সাধারণের গ্রন্থাগারই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে লোক শিক্ষার মাধ্যম। একমাত্র ইহার উদার ও উন্মুক্ত পরিষেবাই সকল স্তরের মানুষের জ্ঞানের ক্ষুধা মেটায়, নানাবিধ বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের সাহায্যে করে, নির্মল আনন্দ বিনোদনের সুযোগ এনে দেয়, বিবিধ সমস্যার সমাধানের পথ দেখায়, বিকাশের পথকে সুগম করে এবং চিত্তে রস সঞ্চার করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত জন-গ্রন্থাগার কর্মীদের কিছু সমস্যা

আব্দুর রাজ্জাক আকুঞ্জী

ঋষি অরবিন্দের ভাষায় —
" গ্রন্থাগার মনীষীদের চিন্তার কবরখানা নয়,
আগামী দিনের জাতীয় চিন্তার সূতিকাগৃহ।"

আগামীদিনের জাতীয় চিন্তার কথা স্মরণ রেখে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিধানসভায় গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়। এই গ্রন্থাগার আইনের ফলে জন-গ্রন্থাগারের কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান হবে, ইহাই কাম্য ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে — গ্রন্থাগার আইন পাশের পরেও জন গ্রন্থাগারের কর্মীরা আজও সমস্যা জর্জরিত।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইনানুযায়ী সরকার পোষিত জন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ত্রিস্তর কাঠামো তৈরী হয়। (১) রাজ্য স্তরে পৃথক গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেটকে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য গঠন হয়েছে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ (Sate Library Council)।

(২) জেলাস্তরে জনগ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া আছে — জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক (District Library Office) ও জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের উপর (Local Library Authority)। (৩) সরকার পোষিত জেলা / মহকুমা / শহর / গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিষেবা ও পরিচালনার জন্য আছে — বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক (Trained Librarian) ও গ্রন্থাগার সদস্য / সদস্যাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত অবৃত্তিধারী, অকুশলী (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে) গ্রন্থাগার কার্য নির্বাহক কমিটি (Library Managing Committee).

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকগুলিতে সদস্যদের সভায় যোগদানের জন্য কোন সাম্মানিক ভাতা না থাকায় ও কিছু কিছু সদস্যদের অনীহা থাকায় অনেক ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক সভায় কোরাম-এর অভাবে সভা হয় না এবং বছরে সামান্য কয়েকবার মাত্র সভা হওয়ার জন্য যে কোন নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। এর ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অনেক দেরী হয়ে থাকে।

বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে যে সব গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে — সেখানে কিছু কিছু গ্রন্থাগারে কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য ও সম্পাদকের দাসত্ব প্রথার মতো মন যুগিয়ে চলতে হয় — ঐসব গ্রন্থাগার কর্মীদের। নতুবা অযথা হয়রানি ও ছোটখাটো বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ও জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে — উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় হিংগলগঞ্জ ব্লকে রূপমারি-বিশপুর গ্রামীণ পাঠাগারে দীর্ঘ ১৫ বৎসরের বেশী চাকুরীরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী (সাইকেল পিওন) মনোরঞ্জন বৈদ্য। ঐ গ্রন্থাগারের বর্তমান কার্য নির্বাহক কমিটির সম্পাদকের মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বৈদ্যের তের মাস বেতন বন্ধ করে দেন। গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট, জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মহাশয়দের লিখিতভাবে জানানো সত্ত্বেও কোনরূপ ব্যবস্থা না করায় অবশেষে মনোরঞ্জন বৈদ্য হাইকোর্টে দ্বারস্থ হওয়ায় — হাইকোর্টের আদেশে উক্ত তের মাস বেতনসহ বর্তমানে বেতন পাচ্ছেন। জন গ্রন্থাগার কর্মীদের এইরকম অনেক প্রজ্বলিত সমস্যার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

অনেক জেলায় গ্রন্থাগার আধিকারিকের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত যে সব সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়, তা ডাইরেক্টরেট, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অফিসে হয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লাগে। কারণ, আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতার ফলে ঐ সব কাজ ত্বরান্বিত হয় না। এছাড়া, বেশ কিছু জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অফিসের কর্মীরা জন গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি অনেক সময় দুর্ব্যবহার ও ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ করে থাকেন। এ বিষয়ে গত ১৮.১২.৯৬ তারিখে মেদিনীপুর জেলার জন গ্রন্থাগার কর্মীরা অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে ঐ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে, জেলা / মহকুমা / শহর গ্রন্থাগারে কর্মরত বেশ কিছু গ্রন্থাগারিক সহকর্মী ও অধস্তনদের প্রতি সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল, সমভাবাপন্ন ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক আচরণের পরিবর্তে বৈষম্যমূলক মনোভাব ও আমলাতান্ত্রিক আচরণ করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত জন গ্রন্থাগার কর্মীদের আজও একটি জ্বলন্ত সমস্যা — অনিয়মিত বেতন। সারা মাসের পরিশ্রমের বিনিময়ে কর্মীদের মাসিক বেতন কবে, কখন পাবে তার কোন ঠিক থাকে না। এই বেতনের জন্য প্রতিমাসে প্রতিটি গ্রন্থাগারের যে কোন একজন কর্মীকে কমপক্ষে একবার ট্রেজারী পাশ হীন বেতন-চেক আনতে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের অফিসে যেতে হয়। অনিয়মিত বেতন ছাড়া, কর্মীদের পদোন্নতি, জবচার্ট ও সরকারী কর্মীদের মতো গ্রুপ ইন্সুরেন্স আজও চালু হয়নি।

গত ডিসেম্বর '৯৫-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার চতুর্থ বেতন কমিশন গঠন করেন এবং তার রিপোর্ট বের

হওয়ার পথে। অথচ, একনও পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর '৯৭) সরকার পোষিত জন গ্রন্থাগার কর্মীরা তৃতীয় বেতন কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির পাওনা টাকা থেকে বঞ্চিত।

জেলা / মহকুমা / শহর গ্রন্থাগারের শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের মতো প্রাইমারী ইউনিট / গ্রামীণ গ্রন্থাগারের শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষিত / সদ্যসাক্ষর ব্যক্তিদের বিভিন্ন তথা সরবরাহে পরিষেবা, গ্রন্থাগারে সূচীকরণ, বর্গীকরণ, হিসাবরক্ষা করা ও গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্তরকম সাহায্যকরা প্রভৃতি কাজ অর্থাৎ এককথায় প্রতিষ্ঠানের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কাজ প্রতিদিন একটানা সাত ঘণ্টা করতে হয়। কিন্তু বেতনের ক্ষেত্রে ছয় নম্বর পে-স্কেলে লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক-এর মতো বেতন গ্রহণ করতে হয়। বৃত্তি শিক্ষাগত যোগ্যতানুযায়ী বেতন কাঠামোর সমাধান এখনো হয়নি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে যখন স্পনসর্ড প্রথায় গ্রন্থাগার চালু হয়, সেই সময়ে তদানীন্তন সমাজ শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা নিখিলরঞ্জন রায় মহাশয়ের চিন্তা ধারায় প্রাইমারী ইউনিট করাল লাইব্রেরীতে 'লাইব্রেরী পিওন' পদবী চালু হয়। উক্ত 'লাইব্রেরী পিওন' পদবী পরিবর্তন করে সম্মানজনক নতুন পদবী চালু করে ও পদোন্নতির সুযোগ প্রভৃতি সমস্যাগুলির অদ্যাবধি কোন সমাধান হয়নি।

রাত্রির অন্ধকারের পরে সূর্যোদয় যেমন স্বাভাবিক ও শাশ্বত ঘটনা, তেমনি সরকার পোষিত জন গ্রন্থাগারের কর্মীদের চাকুরী জীবনের নানান বিড়ম্বনা ও সমস্যাবলী অন্ধকার দিনের শেষে সাফল্যের প্রার্থিত প্রত্যুষ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আসবেই এই আশা করছি।

কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি সমস্যা

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা :

আসন্ন ৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য দুটি বিষয়ের অন্যতম হল 'সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা'। এই আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই আলোচনা হওয়া উচিৎ। কারণ ঐ আলোচনা থেকেই কর্মীদের সাধারণ সমস্যাগুলি বেরিয়ে আসে এবং যেগুলিকে কেন্দ্র করেই আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত হয় ও তারই ফলস্বরূপ গ্রন্থাগার কর্মীদের মুশ্‌কিল আসান হয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থাগারে কর্তব্যরত কর্মীদের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা আছে। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র বেসরকারী শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ সহ সাধারণ কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা মূলতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং সহকর্মীদের নিকট হতে শোনা বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ থেকে লব্ধ পরোক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কিছু তথ্য অবশ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে ধার করা। ভৌগোলিক দিক থেকে এই আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সংগ্রহ গড়ে তোলার সমস্যা :

ঠিক ঠিক মতো পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করার উপরই গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করে। পাঠ্য বিষয়গুলির উপর পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের স্বাধীনতা খুবই কম। পুস্তক নির্বাচন একটি জটিল ব্যাপার। স্বল্প অর্থ ও পাঠকদের গুণগত, সংখ্যাগত ও বৈচিত্র্যগত চাহিদার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে এই নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারে এইসব নিয়মকানুন মেনে পুস্তক নির্বাচন করা হয় না। ফলে পাঠকদের প্রয়োজনের সার্বিক দিকটা একদিকে যেমন অবহেলিত হয় তেমন অন্যদিকে গ্রন্থাগার পরিষেবা দানে বেশীরভাগ পাঠককে সন্তুষ্ট করতে না পারায় গ্রন্থাগারিকরা অসহায় বোধ করেন, অনেক সময় পাঠকদের নিকট অপ্রিয়ও হয়ে ওঠেন।

পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহের ব্যাপারে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবই এর জন্য দায়ী।

অনিয়মিত ও অপ্রতুল সরকারী অনুদান গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। এছাড়া আর্থিক বছরের শেষদিকে আসা সরকারী অনুদান ভালো সংগ্রহ গড়ে তোলার পথে আরও এক অন্তরায়। অনুদান কমই হোক্ বা বেশীই হোক্, তা যদি আর্থিক বছরের প্রথমে বা মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আসে, তাহলে কলেজগুলি হাতে অনেকটা সময় নিয়ে সুচিন্তিত ভাবে তার গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু বেশীরভাগ সময়েই এমনটি হয় না। আর্থিক বছরের শেষদিকে আসা সরকারী অনুদান খরচ করার জন্য হুড়োহুড়ি করে কিছু মূল্যবান বই কেনা হয়, যা পাঠ করার লোক থাকে না। বইগুলি সংগ্রহের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঠিকই, কিন্তু কোনো কাজে লাগে না, অব্যবহৃত অবস্থাতেই ঐগুলি গ্রন্থাগারের আলমারীতে রয়ে যায়। সরকারী অর্থ খরচ করে ঐসব বই কেনা সরকারী নীতির দোষেই — একদিকে গ্রন্থাগারিকদেরও অহেতুক ঐ অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহৃত বইগুলির বোঝা সারাজীবন বইতে হয়। বিষয়টি নিয়ে ভাবা দরকার।

প্রাযুক্তিক সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যা :

বেশীর ভাগ কলেজ গ্রন্থাগার প্রাযুক্তিক সংগঠনের দিক থেকে ধুঁকছে। কলেজ পরিদর্শকবৃন্দ, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং এমনকি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষক মহাশয়েরাও এই দোষ গ্রন্থাগারিকদের মাথায় চাপিয়ে দেন। কিছু কিছু গ্রন্থাগারিক অলস, ফাঁকিবাজ থাকতে পারেন, তা বলে সব কলেজের সব গ্রন্থাগারিকরাই অলস ও ফাঁকিবাজ এরকম ধারণা করা ভুল। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে যার জন্যেই কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাযুক্তিক সংগঠনের দিকটা প্রায় সার্বিকভাবেই নড়বড়ে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঠিক কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হওয়া উচিৎ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৃত্তিকুশলী কর্মীর অভাবই মূলতঃ এই অবস্থার জন্য দায়ী। কলেজ গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে স্টাফ-প্যাটার্ন আছে তা একেবারেই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। এ ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্য চরমভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাব প্রায় সারা ভারতবর্ষেরই চিত্র। গিরিজা কুমারের সারা ভারতবর্ষের কলেজ গ্রন্থাগারগুলির উপর নমুনা সমীক্ষা[১] এ সাক্ষ্যই বহন করে। যাই হোক, সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিষেবা দানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সঠিক যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করা উচিৎ।

জায়গা ও আসবাবপত্র সমস্যা :

কলেজ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারগুলিই জায়গা ও আসবাবপত্র সমস্যায় ভুগছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রয়োজন মাফিক পাঠকক্ষ নেই, বই ও অন্যান্য পাঠ্যসামগ্রী সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য জায়গা নেই, আবার যেটুকু জায়গা রয়েছে আসবাবপত্রের অভাবে তারও পূর্ণ ব্যবহার করা যায় না — সব কলেজ গ্রন্থাগারগুলিরই প্রায় ঐ একই রকম চিত্র। সরকারী পর্যায়ে নীতি নির্দ্ধারণ করে আবশ্যিকভাবে এই চিত্রের গঠনমূলক পরিবর্তন সাধন করা উচিৎ। নচেৎ, কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদাসীনই থেকে যাবেন এবং সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনে বেচারা গ্রন্থাগারিক নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বেন।

অর্থ সমস্যা :

অর্থ সমস্যায় ভুগছে না এমন কোন প্রতিষ্ঠান এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বাভাবিক ভাবেই আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মতো কলেজ গ্রন্থাগারগুলিও একই সমস্যায় জর্জরিত। পাঠ সামগ্রী কেনার পয়সা নেই, টাকার অভাবে প্রয়োজনীয় বাড়ী ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা নেই, পাঠকদের চাহিদাপূরণের জন্য ফটোকপি সেবা, প্রয়োজন মতো কম্পিউটারভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা নেই। ইউ. জি. সি. অনুদান মাঝে মাঝে আসে আবার শিক্ষক সংখ্যা কম বলে কিছু কলেজ তা থেকে বঞ্চিত। রাজ্য সরকারী অনুদান খুব কম। একটা কলেজে মোটামুটি গ্রন্থাগার পরিষেবা চালু রাখার জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে নীতিপ্রণয়ন করে অন্ততঃ পক্ষে ঐ অর্থ সময়মতো দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

নচেৎ শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগার তার ভূমিকা পালনে অসমর্থ হবে ও গুরুত্ব হারাবে এবং কলেজ গ্রন্থাগারিকরাও একেজো হয়ে পড়বেন।

পুস্তক বাঁধাই ও সংরক্ষণের সমস্যা :

কলেজ গ্রন্থাগারগুলি বই বাঁধাই-এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পায় না। পোকামাকড়ের হাত থেকে বই, পত্র-পত্রিকা রক্ষা করা তেমন কোন সুব্যবস্থাও সেখানে নেই। গ্রন্থাগার কক্ষ অথবা ভবন অপরিকল্পিত হওয়ায় সেখানে ধূলোবালির হাত থেকে বইগুলিকে রক্ষা করা একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে বই-এর উপযোগী আর্দ্রতা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব। এইসব নানা কারণে বইয়ের জীবন কমে যায়। এসব ব্যাপারে শিক্ষাবিভাগ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নজর নেই, যেমন চলছে তেমন চলবে — এরকম মনোভাব। এসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অপারগ গ্রন্থাগারিকের বেদনা অনুভব করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

পত্রিকা সংরক্ষণ সমস্যা :

বেশীর ভাগ কলেজ গ্রন্থাগারে বিষয় - পত্রিকার সন্ধান মেলে না, তবে সাধারণ মানের কিছু পত্রিকা নেওয়া হয়। ঐ পত্রিকাগুলি বছরের পর বছর জমতে থাকে। পত্রিকা বাঁধানোর পয়সা দেব না, পত্রিকাগুলি রাখার জন্য প্রয়োজনমাফিক জায়গা ও আসবাবপত্রও দেব না, আবার সাধারণ মানের পত্রিকাগুলি বিক্রয় করাও চলবে না, অথচ পত্রিকাগুলি ঠিক ঠিক মতো সংরক্ষিত থাকবে — কলেজ গ্রন্থাগারিকদের এরকম ম্যাজিসিয়ান ভাবা ঠিক নয়। পত্রিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

গুণগত গ্রন্থাগার পরিষেবা দানে অসুবিধা :

তথ্য সেবা (Reference Service), নির্দেশী সেবা (Referral Service), প্রলেখন সেবা (Documentation Service), গ্রন্থপঞ্জীয় সেবা (Bibliographic Service) প্রভৃতি বিষয়গুলি এখন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কাছে একটা তত্ত্বগত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু কিছু উৎসাহী গ্রন্থাগারিক অনেক কষ্ট করে কিছু কিছু গুণগত গ্রন্থাগার পরিষেবা দিচ্ছেন বা দেবার চেষ্টা করছেন ঠিকই, তবে এ ব্যাপারে সার্বিক পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। অর্থের অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোর অভাব, উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাব এবং সর্বোপরি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা গ্রন্থাগারিকদের কাজে নিরুৎসাহিত করছে। একে তো পাঠকের সংখ্যাই কমছে তার উপর ঠিক মতো গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা না থাকলে গ্রন্থাগার তার পাঠক তৈরী করবে কি করে? এখানে অবশ্য একটা উল্লেখ করার বিষয় যে অনেক গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার পরিষেবা দানের কিছুই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, এই অজুহাত দেখিয়ে কাজ না করে দিব্যি দিনাতিপাত করছেন। এটা একটা আত্মঘাতী মনোভাব। পেশার দিক থেকে এরা গ্রন্থাগারিকদের শত্রুও বলা যেতে পারে।

গ্রন্থাগারের নিয়ম কানুন না মেনে চলার অভ্যাস :

কেবলমাত্র গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে নয়, যেকোন ক্ষেত্রেই নিয়মকানুন যখন তৈরী হয় তখন তা সার্বিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই হয়। নিয়মকানুনগুলি অচল বা অযৌক্তিক হলে, তা বদলানো যেতে পারে। কিন্তু নিয়মকানুনগুলিকে বহাল রেখে সেগুলিকে না মেনে চলা খুবই গর্হিত কাজ। গর্হিত এই কারণে যে ঐ কাজের ফলেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্বার্থের দিকটি অবহেলিত হয় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের উপর তার দায় বর্তায়। কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মকানুন না মেনে চলার অভ্যাস সবশ্রেণীর পাঠকদের মধ্যেই অল্পবিস্তর রয়েছে। তবে সে ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে শিক্ষক মহাশয়দের নিয়েই সমস্যা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা মন্তব্য করেছেন যে একশ্রেণীর শিক্ষকদের কাছে গ্রন্থাগার হল অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র।[১] তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প সদস্যই আছেন (ছাত্রবাদে) যাঁরা নিয়ম মেনে বই ফেরৎ দেন।[২] বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির উপর শ্রী সাহার উক্ত দুটি মন্তব্য কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য। এগুলিকে দূরীভূত করার ক্ষমতা কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নেই, কিন্তু সবশ্রেণীর পাঠককে সন্তুষ্ট করার নৈতিক দায় রয়ে গেছে। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের এই সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া উচিৎ।

পেশাগত সমস্যা :

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মর্যাদার দিক থেকে কলেজ গ্রন্থাগারিক পদটি অধ্যাপকদের সমতুল হওয়া উচিৎ। আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি

রাজ্য এনিয়ে সহমত পোষণ করেছে এবং কলেজে গ্রন্থাগারিকদের অধ্যাপকের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা কি হবে এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। এই সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাগুলি দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। পেনশন সংক্রান্ত জটিলতা, সময় মতো বিভিন্ন আর্থিক সুবিধালাভে বাধা ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অযথা দেরী গ্রন্থাগারিকদের মনে চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে গ্রন্থাগারিকদের স্বাভাবিক কাজকর্মও ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যোগী কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে। সুপারিশে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা অধ্যাপকের সমতুল হওয়া উচিৎ বলে উল্লেখিত হয়েছে। তাই আর কাল বিলম্ব না করে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদাগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাজ্যোগী কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে মেনে নেওয়া উচিৎ।

সাধারণ কর্মীদের সমস্যা :

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগারিককে বাদ দিলে বৃত্তিকুশলী কর্মীর অভাব দারুণ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সম্পর্কে কোন ধ্যান ধারণা নেই এমন সাধারণ কর্মীদের নিয়েই গ্রন্থাগারিকদের কাজ চালাতে হয়। এইসব কর্মীরা না থাকলে গ্রন্থাগারের কাজকর্ম হয়তো একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু এইসব কর্মীদের অধিকতর গ্রন্থাগার মনস্ক করে তোলার জন্য না আছে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, না আছে কোন পদোন্নতির সুযোগ। স্বাভাবিকভাবেই এইসব কর্মীরা গ্রন্থাগারের কাজে খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন না। কাজের গতি আনতে গেলে সাধারণ কর্মীদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিৎ।

উপসংহার :

কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের মূল সমস্যাগুলি উপরে বর্ণিত হল। কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা অনেক। স্বল্প পরিসরে সব সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা প্রায় অসম্ভব। তাই গ্রন্থাগারিকদের স্টাডি লিভ, পরিচালন কমিটিতে গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি সমস্যাবহুল অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা, এই প্রবন্ধে বাদ রয়ে গেছে। সব পেশারই কিছু না কিছু সমস্যা আছে এবং তা থাকবেও। তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের সব সমস্যা একেবারে সমাধান হয়ে যাবে, এরকম আশা করা উচিৎ নয়। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে অপরিহার্য করে তুলতে গেলে গ্রন্থাগার কর্মীদের মূল সমস্যাগুলির আও সমাধান বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

1. Girija Kumar And Others, "College Libraries in India : A Survey Report." **Journal of Library and Information Science.** June. 1979, P-7.

২. রামকৃষ্ণ সাহা, "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সমস্যা।" গ্রন্থাগার মাঘ, ১৪০৩ পৃঃ ৩

৩. ঐ পৃঃ ১৩

তথ্যভিত্তিক সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের রূপ ও পরিষেবা

ত্রিদিব ত্রিপাঠী

সবার জানা, সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়। সেটি নানা বিষয় ও তথ্যের এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। সমস্ত বাধানিষেধহীন ও আড়ম্বরহীন এই প্রতিষ্ঠানটি জীবন ও মনন সাধনার অন্যতম হাতিয়ার। এই গ্রন্থাগারের অর্থ, রূপ, পরিষেবা ও গুরুত্ব সময়ে সময়ে পরিবর্তিত ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। গতিময় সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে এর সংগ্রহ হয়েছে বৈচিত্রপূর্ণ, যেমন বই-এর সঙ্গে নানা লিফলেট, বুকলেট, স্লাইড, ক্যাসেট, ভিডিও সংগৃহীত হচ্ছে। আবার, পাঠকের চাহিদা অনুসারে পরিষেবার ধরন ও মাত্রা দুই-ই বেড়েছে, যেমন বিভিন্ন জিজ্ঞাসার তথ্য ও নির্দেশ প্রদান, আলোচনার ব্যবস্থা, প্রদর্শনীর আয়োজন ইত্যাদি। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কিছু কম বা বেশী হলেও এ ধরনের সংগ্রহ ও পরিষেবার ব্যবস্থা আছে।

কোথাও হয়ত দেখা যায় সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারের পাশাপাশি জন্য কোন ধরনের গ্রন্থাগার আছে। তবে সেটি

সেখানকার সাধারণের কাছে বাড়তি সুযোগ। সেখানে চাহিদা পূরণের মাত্রা বেশী আছে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একটি মাত্র গ্রামীণ পাঠাগার সেখানকার সম্বল। এখন গ্রন্থাগারের সংখ্যা যাই হোক না কেন, বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ও অদূর ভবিষ্যতে নতুন শতাব্দীতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কি ধরনের সম্ভার নিয়ে ও পরিষেবা দিতে উদ্যোগী হবে সেটাই বড় প্রশ্ন।

বর্তমান সমাজ বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী রূপ। প্রথম পর্যায়ের কৃষিভিত্তিক সমাজ পরে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এখন তথ্যভিত্তিক সমাজে উপনীত হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে তথ্যের উন্মেষ হচ্ছে, তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম-এর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে। এটি উন্নত দেশগুলিতে যতখানি স্পষ্ট, হয়ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তত সুস্পষ্ট নয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐগুলির প্রভাব পড়বে। মূলতঃ বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি দ্রুত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করছে। সব ধরনের মানুষ দেখা-শোনার মাধ্যমে অনেক অনেক জানা-অজানার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

সেই কারণে এই পরিস্থিতিতে সাধারণ পাঠকদের চাহিদাও অনেকখানি বদলে গেছে। শুধুমাত্র বই পড়াকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারে আসা-যাওয়া, তাও কমছে। তাদের চাহিদামত বই ও পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এখন আবার শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীর উপর পাঠকদের ঝোঁক বেড়েছে।

আমাদের দেশে কত জনসংখ্যা যে তাদের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির মত প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে সরকারের বেশীরভাগ দৃষ্টি ও অর্থ ব্যয় হয়, তাছাড়া দ্রুত রাজনীতিক উত্থান-পতনের জন্য স্বল্প মেয়াদী সরকার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুদূর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অক্ষম। তাই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে নানা সম্ভারে পরিপূর্ণ ও আধুনিকীকরণ করে সেগুলিকে তথ্যসম্পদ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে উঠছে না।

গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে জ্ঞানসংযোগ ও জ্ঞানজ্ঞাপন দুই-ই সুষ্ঠু ভাবে রক্ষা করা যায়। কিন্তু সম্ভারের দুর্বলতা এক বড় বাধা। সাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে বেশীরভাগ মানুষকে প্রাথমিকভাবে সাক্ষরিত করা হয়েছে। সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। আজও গ্রামীণ অনেক মানুষ আধুনিক সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলতে পারেনি। সুষ্ঠু জীবনবোধ, চেতনা ও নানা কার্যকলাপে তারা আজও অজ্ঞ। এই অভাবগুলি শুধুমাত্র বই-এর মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীর সাহায্যে তথ্য জোগানের প্রয়াস চালাতে হবে। মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের উপর আলোকপাত করে তাদের জীবন, পেশা ও মনের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

এই সম্ভব-অসম্ভব এর কোন আকস্মিক সূত্র নেই। সরকারী স্তরে প্রচেষ্টা, আর্থিক অনুদান যেমন জরুরী তেমনি গ্রন্থাগার পেশায় যুক্ত সকলের উদ্যোগী মনোভাবও অনুরূপভাবে কাম্য। এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিছু পরিবর্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমরা পিছিয়ে যাব। সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে তার সম্ভার ও পরিষেবার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজ উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

৪৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ঃ দ্বিতীয় অধিবেশন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী

১ সাধারণ গ্রন্থাগার

১১ প্রশাসন ও পরিষেবা

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের জন্য অবিলম্বে রাজ্যস্তরে লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট এবং জেলাস্তরে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের (ডি. এল. ও) কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় কর্মী, স্থান, আসবাবপত্র এবং আর্থিক অনুদানের বন্দোবস্ত করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার নূন্যতম পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

(খ) গ্রন্থাগার মন্ত্রকের কাজ দ্রুত সুষ্ঠুভাবে করার

এবং প্রশাসনিক কাজকে গতিশীল করতে পৃথক সচিবালয় চালু করতে হবে।

(গ) সরকার ঘোষিত ও নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় যে ১১৪টি গ্রামীণ বা প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই সব গ্রন্থাগারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কর্মীপদ অনুমোদন ও নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মী কাঠামো চালু করতে হবে।

(ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে শিশু ও কিশোর এবং নব্য সাক্ষরদের জন্য বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং পরিষেবা সংগঠিত করার জন্য পৃথক পৃথক বিশেষ অনুদান চালু করতে হবে।

(চ) সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে সাধারণ গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) শিলিগুড়িতে অবস্থিত অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে। কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

(জ) রাজ্যের প্রতিটি জেলায় লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিগুলি সক্রিয় রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি রুলসের নির্দেশ কার্যকর করে প্রতি জেলায় ন্যূনতম দুই মাসে একবার এল. এল. এ.-র সভা করতে হবে। অবিলম্বে লোকাল লাইব্রেরী গঠনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা, বিভিন্ন শ্রবণদৃশ্যক উপকরণ (Audio-Visual Materials) ব্যবহার করে পরিষেবার মান উন্নত করা, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর (Inter Library Cooperation) রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক গঠন, রাজ্য ও জেলা স্তরে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র সংরক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ, নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ, গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(ঞ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য সৃষ্ট কর্মী কাঠামো তৈরী করে অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং কম্পিউটারাইজড ডাটাবেস প্রস্তুত করা সহ অন্যান্য পরিষেবা চালু করতে হবে।

(ট) রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যে ১১০টি গ্রামীণ / প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার বিভিন্ন জেলায় সরকার পোষিত গ্রন্থাগার হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল, সেই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কিছু গ্রন্থাগারে এখনও পরিষেবা চালু হয়নি। অবিলম্বে এই গ্রন্থাগারগুলিতে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঠ) বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা ও অবদানের কথা স্মরণ করে নিয়মিত অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(ড) জেলা গ্রন্থমেলায় যাতে উন্নতমানের নতুন নতুন বই পাওয়া যায় তার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে গ্রন্থমেলা সংগঠিত করতে হবে।

(ঢ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) অভিজ্ঞতার আলোকে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের যথাযথ মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

(ঘ) গ্রন্থাগার আইনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনমাস অন্তর রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের (এস. এল. সি) সভা ডাকতে হবে।

কর্মীদের সমস্যা

(ক) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন অনুদান সময়মত জেলা দপ্তরে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্মীরা যাতে মাসিক বেতন নিয়মিত পান তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন জেলায় প্রতিটি কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড তৈরীর কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে.

(গ) সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(ঘ) অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের পেনসন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে গ্রুপ ইনসিওরেন্স স্কীম চালু করতে হবে।

(চ) তৃতীয় বেতন কমিশনের বকেয়া বেতন অবিলম্বে দিতে হবে।

(ছ) সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের আবেদনের বয়স সীমা তুলে দিতে হবে।

(জ) সরকারী কর্মচারীদের মতো সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৪০ দিন অর্জিত ছুটির নির্দেশ প্রকাশ করতে হবে।

(ঝ) সরকারী কর্মচারীদের মতো গ্রন্থাগার কর্মীদেরও 'উৎসব অগ্রিম' দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

(ঞ) অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মতো মহার্ঘ্য ভাতা ও উৎসব ভাতা মঞ্জুর করতে হবে।

২ কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে

২১ প্রশাসন ও পরিষেবা

(ক) প্রতিটি কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, বিভিন্ন বিষয়ে পাশ ও অনার্সকোর্সের সংখ্যা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বই ও পত্র-পত্রিকা এবং শেলফ ও আসবাব পত্র ক্রয়, বাঁধাই ইত্যাদির জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(খ) বই ও পত্র-পত্রিকা এবং শেলফ ও আসবাব পত্র ক্রয়, সংরক্ষণ, গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ বা গ্রন্থাগার কক্ষের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য ইউ. জি. সি.-র অনুদান যাতে নিয়মিত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) কলেজ গ্রন্থাগারের পরিষেবার ন্যূনতম মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

(ঙ) কলেজ গ্রন্থাগারের কাজ ও পরিষেবার বৈশিষ্ট্য, পরিমাণ ও চাহিদা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের কলেজের জন্য যুক্তিসঙ্গত কর্মী কাঠামো তৈরী করতে হবে।

(চ) গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২২ কর্মীদের সমস্যা

(ক) মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের অনুরূপ ইউ. জি. সি ঘোষিত বেতনক্রম ও কারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(খ) মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সরকারী ও

বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের অনুরূপ অবসরকালীন বয়স ৬০ নির্ধরণ করতে হবে।

(গ) কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা (পেনসন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি) চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা চলবে না। অবিলম্বে এ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ বের করতে হবে।

(ঘ) কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের সুযোগ দিতে হবে। বৃত্তিমূলক ওয়ার্কসপ ও রিফ্রেসার্স কোর্সে যোগদানের জন্য সবেতন ছুটি দিতে হবে।

(ঙ) কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ মর্যাদা দিতে হবে।

(চ) কলেজের লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেন্ট ও লাইব্রেরি ক্লার্ক নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স অন্যতম আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারে ঐ ধরনের পদে অনুরূপ বৃত্তিগত যোগ্যতা নির্ধারিত আছে।

(ছ) সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের নির্বাচন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের নির্বাচন কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে।

(জ) ইউ. জি. সি. বেতনক্রম এবং ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীমের বকেয়া বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

৩ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৩১ প্রশাসন ও পরিষেবা

(ক) যে সব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেসব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে সর্বসময়ের একজন বৃত্তিমূলক গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ঐ ধরনের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের জন্য প্রশস্ত ঘর, শেলফ ও প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(গ) বই, পত্র-পত্রিকা, শেলফ ও আসবাব পত্র ক্রয় এবং বাঁধাই - এর জন্য সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের অনুরূপ প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয় রুটিনে মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি ক্লাসের জন্য লাইব্রেরী পিরিয়ডের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(ঙ) শিশু ও কিশোরদের মধ্যে যাতে পাঠস্পৃহা গড়ে ওঠে ও গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যাতে গড়ে তোলা যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রশাসক, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩২ গ্রন্থাগার কর্মী

(ক) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম দিতে হবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বিদ্যালয়ের অন্য কাজে নিযুক্ত করে গ্রন্থাগারের কাজে বিঘ্ন ঘটানো বন্ধ করা প্রয়োজন।

(গ) বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিগত শিক্ষা লাভের সুযোগ এবং ওয়ার্কশপ, রিফ্রেসার্স কোর্স, ও সেমিনারে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য একজন

'গ্রুপ ডি' কর্মীর বন্দোবস্ত করতে হবে।

(ঙ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে।

৪ **বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার**

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বিপুল সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি মূলত স্থান, কর্মী, পরিষেবা, আর্থিক অনুদান ও পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ ও উন্নতমানের পরিষেবা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী নির্ধারণ এবং পরিষেবার মান উন্নত করার কর্মসূচী স্থির করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকদের নিয়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে প্রতিটি কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ জানাতে হবে। পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ঐ রিপোর্ট বিবেচনা করে রাজ্য সরকার ও ইউ. জি. সি-র সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করার কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(খ) পত্র-পত্রিকার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ সম্পর্কে একটি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা সংসদকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

CONTENTS

Soma Chakraborty

Non-Book Medium : One side of Library Service 25

Jagamohan Das

Library Service to the illeterates 27

Mitali Ghosh Bhattacharyya

Use of Non-Book Materials in all forms of Library Service 29

Samir Datta

Non-Book Materials in W. B. Public Libraries : Problems of Planning 32

Sushilkumar Chattopadhyay

Rendering Modern Service in the Public Libraries, its ways and Means 38

Abdur Rezzak Akunji

Some Problems of the Public Library Employees 39

Barun Chattopadhyay

Some Problems of the College Library Employees 41

Tridib Tripathi

Structure and Service of Public Libraries in an Information Based Society 44

Problems of the Library Workers in Different Type of Libraries 45

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 10 January-February 1998

CONTENTS

PAGE

Editorial

Arun Ghosh
Non-Book Meterial in Library 1

Kankan Sarkar
Use of Non-Book Materials in Public Libraries 5

Netaichandra Ghatak
A discussion on Medical Treatment by Non-Book Materials and Emergency Measuses through Multimedia and Information Super High Way 14

Sibananda Paul
Use of Non-Book Materials in Public Libraries 18

Anita Bhattacharyya
Use of Non-Book Materials in Public Libraries 22

(Continued Cover Page 3)

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 C I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014
Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane Calcutta-700 005. Editor : Arun Ray.

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ISSN: 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : অরুণ রায় | ফাল্গুন, ১৪০৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১—২
৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, হেমচন্দ্র পাঠাগার, খিদিরপুরে, কলিকাতা, ১৪-১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭ : প্রতিবেদন	৩—২৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১১, সম্পাদক : অরুণ রায় ফাল্গুন ১৪০৪

সম্পাদকীয়

বিগত কয়েক বৎসর যাবত বেসরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে একটা অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রন্থাগারকে আধুনীকিকরণের জন্য চুক্তি ভিত্তিক কাজ কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকে দিয়ে করান হচ্ছে। ঠিকইতো, কাজটা হলেই তো হলো। এ নিয়ে সমালোচনার কি আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রচুর পরিমাণেই সমালোচনার জায়গা আছে।

প্রথমত জমান কাজগুলি শেষ করার উদ্যোগ প্রায়শই নেওয়া হয়না। এই অভিযোগের আবার ভাগ আছে। কয়েকটি (১) প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অনীহা ; (২) কর্মীদের কাজ ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ; (৩) অপ্রতুল কর্মী ও স্থানাভাব।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রন্থাগারগুলি প্রায় শুরু থেকেই আছে। থাকলেও কতটুকু জায়গা নিয়ে আছে, সেই জায়গা গ্রন্থাগারের পক্ষে যথেষ্ট কিনা, যে হারে বই, পত্র-পত্রিকা কেনা হচ্ছে, যেভাবে বিষয়গুলি ভাগ হয়ে গিয়ে নূতন বিষয় তৈরী হচ্ছে, শিক্ষার ক্রম যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে বইএর বৈচিত্র্য ও সংখ্যাও বাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কম্পিউটারাইজেশন। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে লক্ষহীনভাবে কাজ চালান হচ্ছে। সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে সামগ্রিক কাঠামো পাল্টানোর লক্ষ, কতদূরে যাব সেই লক্ষের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই গ্রন্থাগারগুলি দুরোরাণীর সন্তান হিসাবে টিকে আছে। অথচ কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মন্ডলীর কাউকে যদি বলেন যে লাইব্রেরীর উন্নতির বিষয়ে কি ভাবছেন। অবধারিত জবাব পাবেন—ভেবে ছিলাম অনেক কিছুই, কিন্তু কিছুই করা যাবে না, লাইব্রেরীয়ান কোন কাজই করেন না"। অর্থাৎ যত দোষ নন্দ ঘোষ।

তবে এটাও ঠিক, আমরাও অনেক সময়েই প্রয়োজনীয় কাজ করিনা। এই অভ্যাসটাও আমরা সমর্থন করিনা। লাইব্রেরীয়ানরা বা গ্রন্থাগার কর্মীরা দ্বীপে বাস করেন না, প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের কাজের নমুনা তাঁরা দেখেন। গ্রন্থাগার ছাড়া কি অন্য সর্বত্র কাজ হয়? তাহলে রাজ্যের ভূয়োদর্শী মুখ্য মন্ত্রীকে Work Culture এর কথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা যেতো না।

মূল বিষয় বস্তুটি হচ্ছে Perspective planning এর অভাব।

সাধারণত গ্রন্থাগারগুলিতে কোন পদ খালি হলে অন্যান্য বিভাগের পদ যত তাড়াতাড়ি পূরণ হয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের পদগুলি তাড়াতাড়ি পূরণ হয়না।

Library is a growing organism এই সূত্রটি প্রতিষ্ঠান পরিচালকরা গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করেন না। ফলে, অধিকাংশ গ্রন্থাগারে স্থানাভাব প্রকট।

গ্রন্থাগারগুলি আকারে বাড়লে কাজের ধারার

পরিবর্তন হলে যে কর্মী সংখ্যাও বাড়াতে হবে এই বিষয়টাও পরিচালক মণ্ডলী মানতে রাজি না, ফলে কর্মী সংখ্যাও বাড়ে না।

মাঝে মাঝে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান রাজ্যসরকার বা ইউ. জি. সি. থেকে গ্রন্থাগার খাতে কিছু টাকা পায়, সেই টাকা তাঁরা বাইরের লোক বা সংগঠনকে দেন গ্রন্থাগারের বকেয়া কাজ বা জমে জমে পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সমস্ত কাজ তুলে দেওয়ার জন্য।

পরিষদ পছন্দ না করলেও অনেক সময়ই এ ধরণের কাজ তুলে দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। কেউ বলতে পারেন যে না-পছন্দের কাজ তবে পরিষদ করে কেন, না করলেই পারে। করে কেন তার কৈফিয়ত— (১) ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা। (২) যে সমস্ত বেকার ছাত্র ছাত্রীরা বসে আছেন, তাঁদের মলিন মুখে যদি সামগ্রিক ভাবেও হাসি ফোটান যায়; (৩) পরিষদও সমান্য কিছু অর্থের মুখে দেখতে পারে, তাতে কিছু সুরাহা হয়। যদিও পরিষদ ভাল করেই জানে, যে যে কাজ আমরা করে দিয়ে এলাম, আবার লোকাভাবে, সঠিক পরিকল্পনার অভাবে অচিরেই পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে, আখেরে লাভ বিশেষ হবে না।

তাই এই ধরণের চুক্তি ভিত্তিক কাজ বন্ধ করে সংস্থাগুলি যদি স্থায়িভাবে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সঠিক চিন্তা ভাবনা করেন তবে ভাল হয়।

- গীতা চট্টোপাধ্যায়
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (১ম খণ্ড) (১৯০০-১৯১৪) ৩১·০০
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী (২য় খণ্ড) ১৯১৫-১৯৩০) ২০০·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবর্গীকরণ (২য় সংস্করণ)—সদ্য প্রকাশিত ৬৫·০০
- ডঃ আদিত্য ওহদেদার
  গ্রন্থবিদ্যা
- বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ ২৫·০০
- রামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার ২০·০০
- ডঃ বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার ১৫·০০
- R. K. Saha, ed.
  Library Movement in India ১২৫·৫০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Book Classification ২০০·০০
- Dr. A. K. Ohdedar
  Research Methodolegy ১২৫·০০

৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, হেমচন্দ্র পাঠাগার, খিদিরপুর, কলিকাতা, ১৪-১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রতিবেদন

(সম্মেলনের দীর্ঘ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করার গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন করে **ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী, অনুশ্রী রায়, পাপড়ি সেনগুপ্ত ও বীথি বসু** পরিষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। —সম্পাদক)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

শুক্রবার ১৪ই নভেম্বর, বিকেল ৪-৩০ মিঃ

১৪ই নভেম্বর '৯৭ জাতীয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণ থেকে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমীদের এক বর্ণাঢ্য মিছিল এবং খিদিরপুরের হেমচন্দ্র পাঠাগার থেকে গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমী স্থানীয় জনসাধারণের অপর একটি বর্ণাঢ্য মিছিল যৌথভাবে মিলিত হয়ে হেমচন্দ্র-মধুসূদন রঙ্গলালের সাধনভূমি খিদিরপুরের কবিতীর্থ পার্কে পৌঁছায় বিকেল ৪টেয়। মিছিলের স্লোগান ছিল—বই পড়ুন ও পড়ান, গ্রন্থাগারে আসুন, বই উন্নতির সহায়ক প্রভৃতি।

১৪ই নভেম্বর '৯৭ বিকেল ৪-৩০টেয় খিদিরপুরের হেমচন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন হয় কলকাতার খিদিরপুরের কবিতীর্থ পার্কে। প্রথমে বিশিষ্ট শিল্পী সুশীল চট্টোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় উদ্বোধনীসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গীত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে ৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মেলনের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সম্মেলন সভাপতি গোলাম কুদ্দুস, প্রধান অতিথি অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথি পঃ বঃ বিধান সভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম, পঃ বঃ বাধ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় কলিমুদ্দিন সামস এবং বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত শেখ আহমেদ জালাল, সম্মেলনের সংগঠন সমিতির সভাপতি পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল, হেমচন্দ্র পাঠাগারের সভাপতি ডাঃ নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় কাউন্সিলর, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পরিষদের সহসভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী, পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার, সম্মেলনের সংগঠন সচিব অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়।

প্রথমেই সম্মেলনের সংগঠন সচিব **অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়** স্বাগত ভাষণ দেন। তাঁর স্বাগত ভাষণে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করেন। এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পটভূমিকা ও মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

এরপর সম্মেলনের **উদ্বোধক পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু** তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন : দেশের আটটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উপকৃত হয়েছেন মাত্র ১০-১৫ শতাংশ মানুষ। ৮৫ শতাংশ মানুষের জন্য এখনও কিছু করা যায় নি। পরিকল্পনার গলদ আছে বলে এত সমস্যা। তিনি বলেন আগে শুনতাম সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করতে ভূমি সংস্কার করতে হবে। এখন আর ওসব শুনতে পাই না। এই তো নয়া পরিকল্পনার কাজ চলছে। গত কয়েক বছরে দেশ থেকে স্বনির্ভর কথাটি উঠে গেছে। এখন আর একথা শুনতে পাই না। আমাদের

দেশে দক্ষ শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই। আমাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। সকলকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সেইমত বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের এতটা পিছিয়ে থাকার কোন কারণ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের অসংখ্য মানুষ অশিক্ষা, কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিলেন। তখন এর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই দায়ী করা হত শিক্ষার অগ্রগতি না হওয়ার জন্যও। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর হয়ে গেল এখনও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সেরকম অগ্রগতি হোল না। এখনও আমাদের দেশে অসংখ্য মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে গেছে। অশিক্ষার সঙ্গে রয়েছে নানা কুসংস্কার। এর জন্য তিনি দেশ শাসন করছেন এমন রাজনৈতিক নেতাদের দায়ী করেন।

তিনি বলেন, যখন বিরোধী ছিলাম তখন শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। শিক্ষকরা শুধুমাত্র তাঁদের জীবন জীবিকার দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন নি। শিক্ষার বিস্তারের কথা তাঁরা বারে বারে বলেছেন। রাজনৈতিক দল হিসাবে তাই আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তখন শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয় নি। ১৯৭৭ সালে আমরা রাজ্যসরকারে আসার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করি। প্রতিশ্রুতি ছিল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করার। কিন্তু আমরা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করি। গত ২০ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। রাজ্যজুড়ে অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৫টি কলেজ এবং কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার হয়েছে। আধুনিক ভারত গড়ে তুলতে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এরজন্য কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, শুধু গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করা বা গ্রন্থাগার স্থাপন করা নয়, মানুষ যাতে সাক্ষর হন তার দিকেও নজর দিতে হবে। তাই রাজ্যজুড়ে সাক্ষরতা অভিযান সুরু হয়ে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ পায়। আমি অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের অংশীদার হয়েছি ; কিন্তু এরকম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন খুব কম দেখেছি। গ্রামের মানুষ তাগাদা দিচ্ছেন কবে তাদের ওখানে সাক্ষরতা অভিযান সুরু হবে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের মানুষ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। তাঁরা চান না তাঁদের ছেলে-মেয়েরা নিরক্ষর থাকুক। রাজ্যের ৫/৬টি জেলা ইতিমধ্যে পূর্ণ সাক্ষর হয়েছে। এদের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী নিতে হবে। নাহলে আবার তাঁরা নিরক্ষর হয়ে পড়বেন। সাক্ষরোত্তর পর্বের কাজে গ্রন্থাগারের খুবই প্রয়োজন।

তিনি বলেন,আমাদের দেশে অনেক গ্রন্থাগার হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু দেখতে হবে শহরে ও গ্রামে যে সমস্ত গ্রন্থাগার আছে তার কতটা ব্যবহৃত হচ্ছে। কি ধরনের বই আছে ? কারণ জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে কাগজের দাম যে হারে বাড়ছে তাতে বই কেনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। একাজে বণিকসভা ও শিল্পপতিরা খরচ করলে তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাবো।

তিনি বলেন, শুধু অক্ষরজ্ঞান ও লেখাপড়া শিখলেই চলবে না। মানুষের চেতনা বাড়াতে হবে। একাজে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে যে ভারতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে রাজনীতিতে নৈতিকতা বলে কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন রাজনীতিতে নৈতিকতার কথা বলে লাভ নেই। তাই বলে হতাশ হলে চলবে না। সব কিছু ছেড়ে দিলেও চলবে না। রাজনীতিতে নৈতিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনীতিতে নৈতিকতা যতদিন না আসবে ততদিন ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না, দেশকে শক্তিশালী করতে পারবো না।

দেশকে এখন ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার চেষ্টা চলছে।

কেউ কেউ বলছেন ভারতেই থাকবো না, ভারতের বাইরে চলে যাবো। ক্রমেই এই দাবী শক্তিশালী হচ্ছে। এর কারণে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অনেকেই ধর্ম আর রাজনীতিকে এক করে নির্বাচনী ফায়দা লুটতে চাইছেন। বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সহঅবস্থানই আমাদের ঐতিহ্য। তাই চেতনা যদি না বাড়ানো যায় তবে এসব কথা বোঝানো যাবে না। সমালোচনা থাকলেও আমাদের সংবিধান অত্যন্ত চমৎকার। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে ধর্ম ও রাজনীতিকে এক করা যাবে না। নির্বাচনী নির্দেশিকাতেও একই কথা বলা আছে। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না। সেজন্য আমাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিতে হবে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হবে। প্রথমেই দরকার মানুষের চেতনা বাড়ানো। চেতনা বাড়নো না গেলে দেশভাগ আটকানো যাবে না। স্বাধীনতার ৫০ বছর হয়ে গেল এখনও কেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সেরকম অগ্রগতি হল না? টাকা নেই, তাই অগ্রগতি হয় নি, এমন ভাবা ঠিক নয়। সেজন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান আরও জোরদার করতে হবে। শিক্ষা এলে মানুষের চেতনা বাড়বে। চেতনা বাড়লে মানুষ কে শত্রু, কে মিত্র তা সহজেই ধরে ফেলতে পারবে। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এগোতে পারবে না। এটা যতদিন না হবে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এটা শুধুমাত্র সরকার বা রাজনৈতিক নেতাদের কাজ নয়। সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে বাংলার মনীষীদের কথা। তাঁদের সমাজ সংস্কারে বাধা দিয়েছিলেন কারা? লেখাপড়া জানা মানুষরাই। অশিক্ষিত বা নিরক্ষর পিছিয়ে পড়া মানুষরা নয়। সাধারণ মানুষকে শত্রু-মিত্র, খারাপ-ভালো ইত্যাদি চেনাতে হবে। মানুষের কাছে যেতে হবে। তাঁদের সাড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন হেম-মধু-বঙ্গ যা বলেছিলেন তা এখনও প্রযোজ্য। কবি রঙ্গলাল বলেছিলেন, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়" এখন বলা যায় "শিক্ষাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন কবির তীর্থস্থান এই সম্মেলন স্থান খিদিরপুরে। আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। ১৯৭২ সালে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনকে ছাড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টার এখনও অভাব রয়েছে। তাঁর মতে শুধুমাত্র সরকার নয়, বিদ্বজ্জন সমাজ, সাধারণ মানুষ সকলকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন গ্রন্থাগার আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কেরলই বেশী শক্তিশালী। কেরালার কোট্টায়াম জেলায় সর্বাধিক শিক্ষিত মানুষের বাস, সবচেয়ে বেশী ব্যয় হয় সেখানে। শিক্ষা শুধু আলো বা রূপক নয়। এটি একটা শক্তি যা কর্মে উদ্দীপিত করে। তিনি আরও বলেন আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ মানব সম্পদ। কিন্তু এই মানব সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার আমরা করতে পারিনি; কারণ অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। প্রাচীনকালে বই ছিল না। পাথরের উপর লেখা হত। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের ইতিহাস বড় আনন্দদায়ক, শিক্ষাদায়ক। গ্রন্থাগার মানব জাতির সঙ্গে, শিক্ষাজগতের সঙ্গে বন্ধনহীন গ্রন্থি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আগামী দিনে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করতেই হবে। সাক্ষরদের সাক্ষরোত্তর পর্বে নিয়ে যাওয়া দরকার। এ ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সজাগ আছেন। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সংহতি সমন্বয় করে বলতে হবে। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গঠনমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ অতিথি মাননীয় খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী কলিমুদ্দিন শামস বলেন বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে

গ্রন্থাগারখাতে ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা তুলছে। কিন্তু এখানে উর্দু, লেখনীও অন্যান্য সব ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এখানে একটি গ্রন্থাগার আছে যেখানে ৫২,০০০ বাহান্ন হাজার উর্দু বই আছে।

অন্যতম বিশেষ অতিথি কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার—শেখ আহমেদ জালাল সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। তিনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান এখানকার মত বাংলাদেশে সরকার কোন গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট নেই। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার চালু আছে। সরকারী কাজে দীর্ঘকাল জাপানে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে জাপান কিভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সাক্ষরোত্তর পর্বে ব্যবস্থা নিয়েছিল তা তিনি জানান। জাপানে সাক্ষরোত্তর পর্বে সাক্ষরদের জন্য একটা প্রকল্প ছিল HOLP অর্থাৎ Home Library Project। এতে ৮-১০ জন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১০টা করে বই প্রতি পরিবার পিছু দেওয়া হত। সাক্ষরতা অর্জনের পর পরিবারের সাক্ষররা পড়ার জন্য বই পেতেন। তিনি জানান কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের অফিসের লাইব্রেরীতে শীঘ্রই মেম্বারশিপ চালু করা হবে। তিনি কামনা করেন আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ হোক। গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল হোক। BLA-র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক।

এরপর সম্মেলনের সভাপতি কবি গোলাম কুদ্দুস তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রে ও রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর গঠনমূলক মতামত জানান। গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক করার বহুদিনের দাবি আর উপেক্ষা করা উচিত হবে না। বিগত কিছু বছরে রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা সাতশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আড়াই হাজার হওয়ার জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন জনগণের চাহিদা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রসার দুটোই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের মত গণ-উদ্যোগে নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা আমাদের ভাবতে হবে। তিনি আরও বলেন গণ উদ্যোগে সাক্ষরতা আন্দোলনের সাড়া জাগানো সাফল্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের সামনে। নব সাক্ষরদের ব্যাপারে গ্রন্থাগারগুলির নতুন ভূমিকার কথা বলা হচ্ছে। এতে গ্রন্থাগারগুলির মূল্য নবমাত্রা লাভ করেছে। গ্রন্থাগারগুলিকে শুধু যে নবসাক্ষরদের জন্য তাদের জন্য তাদের উপযোগী বইপত্রের যোগান দিতে হবে তাই নয়; গ্রন্থাগারগুলির নবাগত শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদাও মেটাতে হবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারগুলির পাঠক সংখ্যা নাকি হ্রাস পাচ্ছে। বাস্তব অবস্থা যদি সে রকম হয়, তাহলে তার সমাধান কোন্ পথে তা অবশ্যই এ সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। তিনি বলেন গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে নানাশ্রেণীর কর্মী ও পাঠকদের সমাবেশ ঘটলে গ্রন্থাগারগুলি স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নানা কর্মপ্রচেষ্টার কিছুটা সংযোগস্থল হয়ে উঠতে পারে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে। তিনি আরও বলেন বিগত পঞ্চাশ বছর এ দেশে ধনতন্ত্রের একটানা বল্গাহীন বিকাশের যুগ। আজকের সমাজের মূল বাস্তব প্রেক্ষাপট। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে তথাকথিত মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং বিপরীত প্রতিবাদী শক্তি। এই প্রতিবাদী শক্তির সামনে যেমন অশেষ বাধা, বিপত্তি তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনেও মসৃণ কোন পথ থাকতে পারে না। তিনি বলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে বিপ্লবের পর এগিয়ে গেছে শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। এ প্রসঙ্গে তাঁর "ব্যাটলশীপ অরোরা" দেখতে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ঐ জাহাজ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কামান দেগে জারের ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের সঙ্কেত দেওয়া হয়েছিল। সেদিনের কামানদাগা মানুষটিকে তিনি প্রশ্নোত্তরে দেখেন। তিনি আরেকটি ঘটনার উল্লেখ

করেন ফাঁসিতে যাবার আগে ভগৎ সিং প্রহরীর কাছে ৫ মিনিট সময় চান। এবং ঐ সময় তিনি লেনিনের "What is to be done" বইটি পড়তে চান। এরপর তিনি মূল্যবোধের অবক্ষয় ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে এর প্রভাব ও সম্পর্ক নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন একমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনই পারে বইয়ের জন্য মানুষের মনে নতুন মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে। তিনি আরও বলেন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাগ্যের সঙ্গে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের ভাগ্যও একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে।

সম্মেলনের সংগঠন সভাপতি পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল বলেন, সমাজের অবক্ষয় সুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও সুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন ভাল বই-এর বিকল্প নেই এবং ভাল বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারে গ্রন্থাগার। আমাদের রাজ্যে ছোট বড় অনেক গ্রন্থাগার আছে। সারা রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার গ্রন্থাগার আছে। সব জেলায় সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর পর্বের কাজ চলছে। নব্য-সাক্ষরদের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন তিন কবির স্মৃতি বিজড়িত সম্মেলনক্ষেত্র খিদিরপুরের কবিতীর্থ। এখানকার মানুষ সংস্কৃতিসম্পন্ন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই সম্মেলন মঞ্চ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথ নির্দেশ করবে। তিনি বলেন আমরা এই নির্দেশিকার অপেক্ষায় রইলাম।

হেমচন্দ্র পাঠাগারের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ডাঃ নরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

সম্মেলন উদ্বোধনের দিন সন্ধ্যায় কবিতীর্থ পার্ক মঞ্চে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নাটক প্রদর্শনের আয়োজন ছিল সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র প্রমুখ। সমরেশ মজুমদারের, নাটক 'সন্ধ্যাবেলার মানুষ' ও মনোজ মিত্রের নাটক 'প্রভাত ফিরে এসে' মঞ্চস্থ হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে কবিতীর্থ পার্কে বইমেলা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল।

শনিবার ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৭

১৫ই নভেম্বর সকাল ১-৩০ মিঃ কবিতীর্থ পার্ক মঞ্চে 'পরিবেশ বিজ্ঞান' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই নভেম্বর '৯৭ হেমচন্দ্র মঞ্চে (বঙ্কিম ঘোষ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে) ৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দুটি অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশন সকাল ১-৩০ মিঃ থেকে দুপুর ১-৩০ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধিবেশন বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হয়।

প্রথম অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল "গ্রন্থাগার পরিষেবায় বই ব্যতীত অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার"। পরিচালক ছিলেন অরুণ ঘোষ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভাপতি ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সভার সূত্রপাতে পরিচালক অরুণ ঘোষ গ্রন্থাগারে অগ্রন্থ বা অ-বই বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেন। তিনি বলেন অ-বই-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়-এর সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইন বইটিতে অ-বই-এর তালিকা সম্পর্কে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগারে অ-গ্রন্থ' একই সঙ্গে উপস্থাপিত করেন। অ-বই-এর শ্রেণীবিভাগ, বৈচিত্র্য ও অ-গ্রন্থ নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি অ-বই ব্যবহারের কয়েকটি দিকের কথা বলেন। যেমন জীবনীগ্রন্থ রচনায় অ-বই-এর উল্লেখ-যোগ্য অবদান আছে। এছাড়া আঞ্চলিক স্থানীয় ইতিহাস রচনায়, গ্রামীণ ইতিহাস রচনায়, মৌখিক ইতিহাস রচনায়, মৌখিক পরিষেবায় অ-বই এর ব্যবহার হতে পারে।

নিতাই ঘটক তাঁর প্রবন্ধ "চিকিৎসা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার ও বহুবিধ মাধ্যম (মাল্টি মিডিয়া) ভিত্তিক তথ্য

মহাসরণীর (ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে) দ্বারা আপৎকালীন পরিকল্পিত বায়োমেডিকেল তথ্য পরিষেবা—একটি আলোচনা' পেশ করেন। মেডিকেল কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে অ-বইভিত্তিক ব্যবস্থা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এই তথ্য বহুবিধ মাধ্যমের মারফৎ অ-বই তথ্যভাণ্ডার থেকে পরিবেশিত হয়, যেমন CD-ROM, স্লাইড, চার্ট, ছবি, রেখাচিত্র প্রভৃতি। অ-বই ভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজে বিশেষ প্রতিবন্ধক হল অর্থ। এর সুষ্ঠু সমাধান হল তথ্যভাণ্ডারের পারস্পরিক বিনিময় ও তার জন্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। অ-বই-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক তথ্য আদান-প্রদানের মহাসরণী ও বাস্তব-উৎকর্ষতার উদাহরণ হল ইন্টারনেট। তিনি বলেন কম্পিউটার ভিত্তিক অ-বই তথ্য পরিষেবা করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন নিজস্ব তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা ও সেইসঙ্গে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য পরিষেবা গ্রহণ করা ও তথ্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান করা। এই আদান-প্রদানের জন্য কিভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলা যায় তার জন্য সম্যক ধারণা তৈরী করা। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বায়োমেডিক্যাল তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে মেডলাইন একটি আন্তর্জাতিক 'অন লাইন কম্পিউটারভিত্তিক অ-বই তথ্য পরিষেবা। এটি একটি মাল্টিমিডিয়া—শব্দ, চিত্র, দৃশ্য ও শ্রুতি মাধ্যমে। পরিপূর্ণ টেক্সটভিত্তিক ছাপানো তথ্যও এতে পাওয়া যায়। মেডলাইন ছাড়া অন্যান্য তথ্য পরিবেশগুলি হল PDQ, হেলথ্ প্লানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি। আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিভিন্ন তথ্য-ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয়তা ও বায়োমেডিসিনের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার প্রভাব সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করেন। তিনি ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্যভাণ্ডার ও রিসোর্স টুলের বিবরণ দেন। তিনি জানান NIC-ICMR মেডিকেল ডাটাবেস গড়ে তুলেছে ও ইন্টারনেট সংযুক্তির দ্বারা দেশের তথ্য পরিষেবার প্রভূত সাহায্য করছে।

শিবানন্দ পাল তাঁর প্রবন্ধ **'সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার'** পেশ করে বলেন, এক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বইয়ের জগৎ কেন পিছু হঠতে সুরু করেছে। তাই বইয়ের পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলিতে অ-বই সম্ভারে ও তার ব্যবহারকারীদের ভীড় বাড়ায়। গ্রন্থাগারগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে বই-এর প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রয়োজনে ম্যাপ, চার্ট, মডেল ও অন্যান্য অ-বই সম্ভারের আয়োজন ছিল। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতি অ-বই সম্ভারকে হাজির করেছে একটি মাধ্যম হিসাবে। আমাদের মত গরিব অনগ্রসর দেশে, যেখানে নিরক্ষর, গ্রন্থপাঠে অক্ষম এবং পাঠ-বিমুখ, মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। সেখানে গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা অপরিসীম। প্রযুক্তির উন্নতি ইউনেস্কোর পাবলিক লাইব্রেরী ম্যানিফেস্টো বারে বারে সংশোধন করতে বাধ্য করেছে। ১৯৯৪ সালে ইস্তাহারের তৃতীয় সংস্করণে ইউনেস্কো মন্তব্য করে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মূলে থাকবে তথ্য সন্নিবেশ, স্বাক্ষরতা প্রকল্প এবং শিক্ষা বিস্তারে ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানাবিধ উদ্দেশ্যগুলি। তিনি বলেন ষাট-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিবর্তন সূচনা করে। বর্তমান ইলেক-ট্রনিক নেটওয়ার্কের যুগে গ্রন্থাগারিকদের সামনে যে সমস্যা তা হল কীভাবে পাঠক-পাঠিকা, বই পড়ুয়াদের সংখ্যা তথা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা আরও বাড়ানো যায়, কীভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার ও তার পরিষেবাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি কয়েকটি দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাধারণ গ্রন্থাগারে মৌখিক পরিষেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারে সাক্ষরতার ক্লাস নেওয়া, ছোটদের বিভাগে গল্পের আসর, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, গান শেখানো, আলোচনা সভা, পাঠচক্র, বক্তৃতা, পুস্তক ও প্রাচীরপত্র প্রকাশনা, প্রদর্শনী ইত্যাদির

আয়োজন করার কথা তিনি বলেন। এছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে রেফারেন্স ও রেফারেন্স পরিষেবা, শ্রবণ বীক্ষণ সামগ্রীর ব্যবহার, বিনোদনমূলক পরিষেবার কথাও তিনি বলেন সাধারণের গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে একটি গণমাধ্যম নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব তিনি দেন।

অনিতা ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধ **"সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার"** পেশ করেন। প্রথমে তিনি সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে কি বোঝায় তা বলেন। সাধারণ গ্রন্থাগারে মৌখিক পরিষেবার বিভিন্ন দিক, শ্রবণবীক্ষণ সামগ্রীর ব্যবহার ও বিনোদনমূলক পরিষেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত আপামর জনসাধারণের আঙিনায় পৌঁছে দিতে গেলে গ্রন্থাগারে পরিষেবার মানকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে এবং গ্রন্থাগারকে তথ্যমুখী ও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার কার্যকরী করতে হলে সদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। এজন্য মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ, রিফ্রেশার্স কোর্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার। অনুদান বৃদ্ধি ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সেবামূলক মনোভাব অবশ্যই প্রয়োজন।

জগমোহন দাশ তাঁর প্রবন্ধ **"নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবা"** উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের লক্ষ্য উচ্চ-নীচ, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলকে জ্ঞান, শিক্ষা তথ্যও আনন্দের উপকরণ যোগানো। এই গ্রন্থাগার পরিষেবার উপকরণ রূপে গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য সরঞ্জাম ও কর্মপদ্ধতি আছে। এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার নিরক্ষর মানুষকে নানারকমের তথ্য ও বিনোদনের খোরাক অতি সহজেই দিতে পারে। নিরক্ষরদের গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদানের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন নিরক্ষররা অশিক্ষিত নয়। তাঁদের জীবন ও জীবিকা এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ে জানার কৌতূহল, আগ্রহ ও প্রয়োজন থাকে। সেই প্রয়োজন সাধারণ গ্রন্থাগার সহজেই মেটাতে পারে। নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগারের কাজ কী হবে তা তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন প্রথমেই গ্রন্থাগারের স্থানীয় অঞ্চলটির মানুষের পেশা ও কোন্ কোন্ ধরনের তথ্যের প্রয়োজন তা নির্ণয় করতে হবে। অঞ্চলের নিরক্ষরদের গ্রন্থাগারে আনার সবরকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য জানাতে হবে, তাদের উপস্থিতিতে নানাবিধ আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। তাদের খবরের কাগজ থেকে এবং জনপ্রিয় লেখকের গল্প ও উপন্যাস পড়ে শোনাতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু অংশ ক্যাসেট করে সেইসব ক্যাসেট শোনাতে হবে। স্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী মডেল, ম্যাপ ও ছবির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গ্রন্থাগার কার্যনির্বাহী সদস্যদের যুক্ত করে ভ্রাম্যমান পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; নিরক্ষরদের গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যাপারে তিনি কতকগুলি প্রস্তাব দেন। প্রতিটি গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত প্রচারপত্রের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং জেলা-ভিত্তিক গ্রন্থাগারে ধন্নুরের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাসেট, স্লাইড, ছবি, মডেল ইত্যাদির একটি জেলা/মহকুমাভিত্তিক মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতিটি গ্রন্থাগারে সেগুলি বন্টন করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগার যাতে গ্রন্থাগার তথ্য পরিষেবা কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে সে ব্যবস্থা জেলা ধন্নুরের মাধ্যমে করতে হবে। গ্রন্থাগারিকরা যাতে এই বিশেষ ধরনের পরিষেবা দিতে পারেন সেজন্য প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে এবং গ্রন্থাগার শিক্ষকদের বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'রাজ্য গ্রন্থাগার সংরক্ষণাগার' গঠনে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতি গ্রন্থাগারে "নন-বুক রিসোর্স সেন্টার" গড়ে তুলতে হবে ও জেলা মহকুমাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে। এছাড়া গ্রন্থাগার পরিষদ ও প্রাতৃত্বমূলক সংগঠনগুলো নিয়ে রাজ্য স্তরে, জেলাস্তরে, মহকুমা স্তরে ও গ্রন্থাগারস্তরে সমন্বয় কমিটি গড়ে তুলতে হবে।

দিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধ "**গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার**" পেশ করেন। তিনি সাধারণ, শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ভূমিকা নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেন। সর্বস্তরের সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সংহতি রক্ষা করা প্রয়োজন। এইরকম গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিকাঠামোতে সর্বোচ্চ স্থানে থাকবে জাতীয় গ্রন্থাগার ও ভিত্তিমূলে থাকবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। কিভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের উপযুক্ত ব্যবহার করা যায় তা বিশ্লেষণ করেন। মৌখিক পরিষেবা, বিনোদনমূলক পরিষেবা প্রদান সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত লিফলেট থেকে পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা, নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদির বিতরণ, সান্ধ্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাক্ষরতার বিস্তার, আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান, বয়োবৃদ্ধদের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন-চর্যার আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি গ্রন্থাগার পরিষেবার অ-বই সম্ভারের উপকরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শ্রব্য-দৃশ্যিক উপকরণের মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটানো ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্ভব। তিনি বলেন সার্বিকভাবে অ-বই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সকল গ্রন্থাগারে আজও সম্ভব হয় নি। শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলিতে অ-বই সম্পদ সম্ভার যথেষ্ট সীমিত এবং তার ব্যবহারও সময়োচিত নয়। মহাবিদ্যালয় গুলিতে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোগত অসুবিধার জন্য সাম্প্রতিক তথ্য-সমৃদ্ধ পত্র পত্রিকা সংগ্রহ সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার অ-বই সম্ভারে যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং তুলনামূলকভাবে অ-বই সম্পদের ব্যবহারের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রতিষ্ঠানগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশেষ গ্রন্থাগারে অ-বই সম্পদের আয়োজন বিপুল এবং ব্যবহার পর্যাপ্ত। পেটেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড, তথ্যের সূক্ষ্মরূপ, ও ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টে এই গ্রন্থাগারগুলি সমৃদ্ধ। তিনি বলেন জ্ঞান ও তথ্যের বিপুল বিস্ফোরণে অ-বই সম্ভারকে সভ্যতার অগ্রগতির পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রয়োজনও পরিবর্তিত হবে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের।

"**পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভার : পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্যা**" এই প্রবন্ধটি উপস্থাপনা করেন **সমীর দত্ত**। তিনি অ-বই সম্ভার বলতে কি বোঝায়, শ্রবণ দর্শন সামগ্রী কিভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায় এবং পশ্চিমবঙ্গে সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের স্তরভেদ কি রকম তা জানান। অ-বই সম্ভার ব্যবহার করে গ্রন্থাগারে স্তরভিত্তিক পরিষেবার প্রস্তাব দেন। রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সম্ভার থাকা প্রয়োজন যাতে সমস্ত ধরনের পরিষেবা ব্যবহারকারীদের দ্রুত দেওয়া যায়। পাঠকদের চাহিদামত অনুলেখন সেবা ও রেফারেন্স পরিষেবাও দিতে হবে। এছাড়া Current Awareness service। তথ্যের প্রতিলিপি সরবরাহের ব্যবস্থা তথা সরবরাহ পরিষেবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার, এবং জেলা গ্রন্থাগার-গুলির আধুনিকীকরণ দরকার। এই গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে Data entry, Processing, Storage ও Retrieval ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডকুমেন্টেশনের কাজ করতে হবে অর্থাৎ বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ করতে হবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বই / পত্র-পত্রিকার অনুবাদ বা ভাষান্তর পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন। অন্ধদের জন্য ব্রেইল-ব্যবস্থা থাকা দরকার। জেলা গ্রন্থাগারসহ নীচের স্তরের গ্রন্থাগারগুলিতে সাক্ষরতা পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে উন্নতি হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা সভা, বক্তৃতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর

আয়োজন করা দরকার। ভ্রাম্যমান পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। জেলা গ্রন্থাগার শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ প্রাথমিক / আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভার ব্যবহার করে কি ধরনের পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অ-বই সম্ভার সংগ্রহ, সরবরাহ ও ব্যবহারের সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নানা আলোচনাসভা, বক্তৃতার আয়োজন হয় এবং সে সমস্ত অনুষ্ঠানের অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট তৈরী হয়। সে সমস্ত ক্যাসেটগুলি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠানো হলে ঐ সব শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সাহায্যে পরিষেবা দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার দফতরের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এছাড়া রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দফতরের উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা, পর্যটনের উন্নতি, প্রভৃতি নানা বিষয়ে পোস্টার, পুস্তিকা ও স্লাইড তৈরী করা হয়। ঐ সব পুস্তিকা ও শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সরবরাহ করা হলে, তা দিয়েও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া যায়। এ ব্যাপারেও গ্রন্থাগার দফতরের উদ্যোগ দরকার। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের উদ্যোগে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এর অনেকগুলিরই ভিডিও ক্যাসেট করা হয়। ঐগুলিও যদি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠানো হয় তাহলে সেগুলি দিয়েও গ্রাম পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া যায়। রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দফতরের সাথে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পরিকল্পনার ব্যাপারে তিনি বলেন ঐ গ্রন্থাগারে রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দফতর থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করবে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষক, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, লেখক প্রভৃতিদের নামের তালিকা তৈরী করে তাদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরের তথ্য সংগ্রহ করবে। এছাড়া বেশ কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আছে যারা অর্থের বিনিময়ে তথ্য বিক্রয় করেন। এই সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে থাকা দরকার যাতে গ্রন্থাগার থেকে এদের নাম জেনে ব্যবহারকারীরা এদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

সোমা চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধ **'অ-বই মাধ্যম : গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি দিক'** খুব সুন্দরভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেন। ভারতবর্ষের সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে অ-বই পরিষেবার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি অ-বই পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সাধারণ গ্রন্থাগার মারফৎ অ-বই পরিষেবা জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যথাযোগ্য-হাতিয়ার হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। অ-বই পরিষেবা রূপ ও রীতি নিয়ে আলোচনা করে তিনি বলেন এই পরিষেবার দুটি মাধ্যম হল মৌখিক পরিষেবা ও কিছু বীক্ষণ ও শ্রবণভিত্তিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। তিনি বলেন অ-বই মাধ্যমের ব্যবহারের উদ্দেশ্যই হল জনমানসে আগ্রহ সৃষ্টি। এই মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিষেবাকে সফল করতে হলে প্রয়োজন চিরাচরিত গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোর সংস্করণ এবং একই সাথে দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আন্তরিক গ্রন্থাগার কর্মী। গ্রন্থাগারে আলোচনা সভা, প্রদর্শনী ইত্যাদির জন্য যেমন উপযুক্ত পরিমাণ স্থান রাখা দরকার তেমনি উপযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজন। এই অ-বই মাধ্যমের ব্যবহার যথেষ্ট দক্ষতার সাথে, সমাজের চাহিদা অনুসারে বিস্তৃত করতে হলে দরকার স্বতঃস্ফূর্ত এবং আন্তরিক তাগিদ।

কল্যাণ সরকারের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধ **"সাধারণ গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের ব্যবহার"** উপস্থাপিত করেন প্রবীর রায়চৌধুরী। রায় চৌধুরী বলেন প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের ব্যবহারের, নানা দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ

আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন আমরা এখন এক যুগ সন্ধিকালে দাঁড়িয়ে আছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা ভয়ংকর-ভাবে বেড়ে গেছে, বিজ্ঞান বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বন্যাহীন তথ্যের উদ্ধার, তথ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ক্রমেই তথ্যকেন্দ্রিক সমাজ-গঠনের দিকে পা বাড়িয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থাগার থেকে আধুনিক, গ্রন্থাগার, ক্রমে আরো উন্নত বৈদ্যুতিক গ্রন্থাগারের দিকে পা বাড়িয়েছে সময়। ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে, ইনফরমেশন ইন্ডাস্ট্রী, ইনফরমেশন সুপার মার্কেট গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী। বর্তমান তথ্য বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যুগ ও কালের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের ধারণা ও তার উপকরণ বদলে গেছে। ভারতবর্ষেও INSDOC, BARC, DESIDOC, SENDOC, DRTC ইত্যাদি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। জন্ম নিয়েছে NICNET, DELNET, BONET, PUNENET, CALIBNET, MALINET, INFLIBNET, সম্প্রতি এইসব ব্যবস্থার সঙ্গে INTERNET ও Information Super High-way যুক্ত করা হচ্ছে। প্রবন্ধকার অ-বই সম্ভার কাকে বলে এবং ঐ সম্ভার প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন সাধারণ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আমাদের দেশের সরকার এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি। ফলে দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কোন চিন্তা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় নেই। এখনও এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ নিরক্ষর থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গসহ কেবল-মাত্র ১০টি রাজ্যে স্থানিকভাবে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সেখানকার রাজ্য সরকার রাজ্যান্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও সাধারণ গ্রন্থাগারকে এখনো সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় নি। এই দুর্বলতার মূলে রয়েছে সাধারণের আগ্রহের অভাব। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষরোত্তর আন্দোলনের উদ্যোগ পরিবেশে সে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জনবিজ্ঞান মঞ্চ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ একযোগে কাজের একটা বিশাল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। গ্রন্থাগার দপ্তরকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলি এ ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে একটা জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। নব্য সাক্ষরদের ক্ষেত্রে প্রচলিত বইগুলি তথ্যনিষ্ঠ নয় অথবা তাঁদের পাঠের উপযোগী নয়। কাজেই তাদের পক্ষে সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য করে তুলতে অ-বই সম্ভারের ভূমিকা তাৎপর্য পূর্ণ। সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাপটে যে সব অ-বই সম্ভারের ব্যবহার সম্ভব তা হল—ম্যাপ,চার্ট ও পোস্টার, শ্রাব্য সামগ্রী, দৃশ্য শ্রাব্য সামগ্রী, ট্রান্সপারেন্সি, ফিল্ম স্ট্রিপস্, ভার্টিক্যাল ফাইল, ক্লিপিং, স্লাইড ইত্যাদি। এছাড়া রেডিও, দূরদর্শন এবং টোল সার্ভিসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং আধুনিক বৈদ্যুতিক মাধ্যম সি-ডি রম-কেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যায়। সাধারণ গ্রন্থাগারে দেশ-বিদেশের ম্যাপের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার, জেলার বৈচিত্র্যময় মানচিত্র গ্রন্থাগারের গমনাগমনের স্থানে টাঙিয়ে রাখলে খুব ভাল ফল হবে। একইভাবে চার্ট ও পোস্টার বইয়ের চেয়েও দ্রুত ও সার্থকভাবে সাধারণের চেতনার মান বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বন-দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, আদিবাসী ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু পোস্টার পাওয়া যাবে। লোকশিক্ষার অনুষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবনে অডিও ক্যাসেটের একটি সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে। জনশিক্ষা দপ্তরে ইয়ানিং ক্যাসেট তৈরীর জন্য একটি দৃশ্যশ্রাব্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। State Resource Centre ইতিমধ্যেই ১৭টি পাঠ ভিডিও রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এগুলি

CENTRAL LIBRARY গ্রন্থাগার

সাক্ষরোত্তর জেলাগুলিতে ব্যবহার করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমিতে ২০ টির উপর [illegible] চিত্র রয়েছে। সেগুলিতে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলাপ এবং উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমিও ১১০ জন প্রথিতযশা শিল্পীর সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভিডিও রেকর্ড করেছে। এগুলি নিয়মিত প্রদর্শনের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহার করলে গণচেতনার মানোন্নয়ন সম্ভব। রেডিও কেবলমাত্র বিনোদন মাধ্যম নয়, একে লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও গ্রহণ করা দরকার। কৃষি-কথার আসরে বিশেষজ্ঞদের মতামত, প্রতিদিনের নানা খবর, সুস্থ থাকার উপায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, শিল্প ও সংস্কৃতির নানা দিক, নারী ও শিশুর কল্যাণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির সার্বিক প্রচারণ করে সাধারণ গ্রন্থাগার সদস্যদের মধ্যে বা সদস্যদের বাইরে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে পাঠ ও তথ্যস্পৃহাকে বাড়ানো যেতে পারে। সহায়ক হিসাবে ক্যাসেটের ব্যবহার বেশ ফলদায়ী হবে। দূরদর্শন এক শক্তিশালী গণমাধ্যম। কিন্তু একে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বিকৃত করছে দেশবিদেশের পণ্য উৎপাদন-কারী শিল্প সংস্থাগুলি। এদের লক্ষ্য হল বাণিজ্য ও মুনাফা। এই পণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ও তাদের জীবনের কোন মিল নেই। এই গণ-মাধ্যমটিকে গণ-চেতনার বিকাশে লোকায়ত সংস্কৃতি, অর্থনীতি, লোক-শিক্ষা এবং দূরবর্তী নানা শিক্ষার মূল্যায়নে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংবাদ, খাদ্যসূচী প্রক্রিয়াকরণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্যগুলির কাগজ থেকে কেটে যথাযথভাবে ক্লিপিং করে মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব। টেলি-সার্ভিস-এর প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলেন NIC-এর জেলা কেন্দ্রগুলির টেলি যোগাযোগ করে Integrated Service-এর সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব। তথ্যকে আরো সুচারুভাবে উপস্থাপিত করার জন্য, পেপার কাটিং, pamphlet ইত্যাদির বিন্যাসে ভার্টিক্যাল ফাইলের ব্যবহার জরুরি। জীবন-জীবিকার নানা প্রয়োজনকে সংক্ষিপ্ত তথ্যের আকারে ফিল্মস্ট্রিপসে উপস্থাপিত করে সাধারণের বিশেষ উপকার করা সম্ভব। Projector-এর সাহায্যে ট্রান্সপারেন্সি ব্যবহার করে জীবন ও জীবিকার বহু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে থেকে সংগৃহীত তথ্যকে সুচীকৃত করে ফটোকপির মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে গণচেতনার বিকাশ ও সামর্থ্য দ্রুতই বাড়বে। সাধারণ গ্রন্থাগারে এর ব্যবহার চালু হওয়া দরকার, শিক্ষণীয় নানা বিষয়ে আলোচনা, কর্মশালার বক্তব্য উপস্থাপনে স্লাইডের ব্যবহার খুব কার্যকরী। সাধারণভাবে এদেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বত্র এখনই কম্পুটারের বা সি. ডি. রম / ডিপ ইত্যাদি অত্যাধুনিক অ-বই মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব রয়েছে। তবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বা জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পুটার ব্যবস্থত হতে পারে। প্রবন্ধকার বলেন সাধারণের গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভারের প্রয়োগকে সর্বার্থে সফল করে তোলার জন্য কিছু উদ্যোগ নিতে হবে—সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দুটি সক্রিয় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এগুলি বহুবিধ উদ্দেশ্যে পারস্পরিক একযোগে ও স্বতন্ত্র উদ্যমভাবে কাজ করতে। পরিকল্পনার স্বার্থক রূপায়ণে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ়তা, প্রয়োজন সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের অংশগ্রহণ। অর্থের অভাব থাকা সত্ত্বেও আর্থিক ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা রূপায়ণ ও কর্মসূচী সফল করা সম্ভব। প্রবন্ধকার প্রস্তাব করেন এই কর্মসূচীকে সফল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর বন দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর পঞ্চায়েত ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর, কৃষি ও কৃষি বিপনন দপ্তর, তপশীলী ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, কারিগরী শিক্ষা দপ্তর, শিল্প দপ্তর, সমাজকল্যাণ দপ্তর, অর্থ দপ্তর, যৌথভাবে গ্রন্থাগার দপ্তরের সঙ্গে

INSAPIC (Information Society Action Plan Implementation Council) নামে একটি সংস্থা / cell গঠন করে এই কাজ সুরু করতে পারে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করছে গণ-উদ্যোগ সৃষ্টি এবং ব্যাপক মানুষের পূর্ণ সমর্থনের উপর। সেজন্য বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ। গণতান্ত্রিক লেখক 'শিল্পী সংঘ', গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি ইত্যাদি গণসংগঠনের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারকে প্রচলিত অবস্থান থেকে সরে বাইরের বহু মানুষের আঙ্গিনায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সময়ের মৌলিক চাহিদা অনুসারে গ্রন্থাগারের নতুন ভূমিকায় গিয়ে দাঁড়াতে গেলে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারিত বহুমুখী কাজের ধারাকে অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে, এবংবিধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কর্মীকাঠামোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, তাছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলির নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির দিকে, স্বনির্ভরতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজের প্রকৃতি ও কাজের সময় আলাদা, সেজন্য SLC-র উদ্যোগে কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করা দরকার। এ কাজ পরিচালনার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে সর্বস্তরে তদারকি ও মূল্যায়নের কাজও করতে হবে।

প্রথম অধিবেশনের নয়টি প্রবন্ধ পেশ হবার পর উপস্থিত প্রতিনিধি / দর্শকদের মধ্যে নিম্নলিখিতরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধকারের বক্তব্যের পরি-প্রেক্ষিতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন।

১। শিতা সিংহ রায় (ঘোষ)—বর্ধমান।

শিবানন্দ পাল ও সমীর দত্তের প্রবন্ধের উপর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন Internect System-এর ব্যবহার করে কোন গ্রন্থাগারে কি কি বই আছে বা পাওয়া যাবে এবং কি কি বই নেই তা অন্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার-কারী জানতে পারে। Clipping পরিষেবা, Union Catalogue তৈরী বা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে, Internet এর মাধ্যমে জানা যেতে পারে, কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কতটা সম্ভব সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

২। সুশীল চাকী, জলপাইগুড়ি,

তিনি বলেন গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার, আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চললে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন। গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা অর্থনৈতিক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যাপারে কার্যকরী সমিতিও বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩। বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

তিনি বলেন তথ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে তথ্য একটা শক্তি। যে দেশ তথ্য পরিষেবায় যত সমৃদ্ধ সেই দেশ বর্তমানে তত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বলে পরিগণিত হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারেও তথ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে অ-বই সম্ভারের যথাযথ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কর্মীদেরও দায়ী করেন। তিনি বলেন অ-বই ব্যবহারে সর্বস্তরে আগ্রহী ভূমিকা নেওয়া দরকার। সরকারী পর্যায়ে Integrated Library system করা প্রয়োজন। এখনও National Information policy তৈরী হয় নি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সুরু করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত কিভাবে অ-বই সম্ভার ব্যবহার করা হবে সে ব্যাপারে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। তা না হলে যে সমস্ত

CENTRAL LIBRARY

Information Centre গড়ে উঠছে সেগুলি গ্রন্থাগারের স্থান দখল করে নেবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

৪। অশোককুমার রায়। হুগলী

এই বই সম্ভার ব্যবহারের বিষয়ে অ-বই সম্ভার কি কি এবং অ-বই সম্ভার কেমন করে ব্যবহার করা হবে, অ-বই পরিষেবা কিভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে দিতে হবে এসব নিয়ে ক্যাসেট বা ভিডিও তৈরী করে গ্রন্থাগারের পরিচালন কমিটি সদস্যদের দেখানো প্রয়োজন। নিজ নিজ গ্রন্থাগারে অ-বই সম্ভার ব্যবহার বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এইরকম ক্যাসেট বা ভিডিও ক্যাসেট সমধোপযোগী হবে। এরকম ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করার উদ্যোগ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিতে পারে। সেগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহার করতে পারে। তিনি প্রস্তাব রাখেন সম্মেলনের পরে যেন সম্মেলনের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়।

৫। সত্যনারায়ণ রায়, মুর্শিদাবাদ

সদ্যসাক্ষরদের সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি প্রতিমাসে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাগারে ছোট আলোচনা সভার আয়োজন করার প্রস্তাব রাখেন। অ-বই সম্ভার ব্যবহারের জন্য প্রচার প্রয়োজন। প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে।

৬। গোপাল পাল, বাঁকুড়া

গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের জীবন উপাদান। পরিষেবা একটা ভাষা যা কালাও শুনতে পাবে, অন্ধও দেখতে পাবে। 'Service is a language that can be heard by a deaf and read by a blind।' সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সর্বসাধারণের, পাঠকের প্রয়োজন চাহিদা বুঝবেন এবং বুঝে কাজ করবেন। অ-বই সম্ভারের ব্যবহার বিশেষ করে গ্রামের দিকে অপ্রচলিত আছে। তিনি বলেন ঘটনা তৈরী করতে হবে তবে পাঠক আসবে।

৭। তরুণ মণ্ডল, কলিকাতা

[illegible] নিতাই ঘটকের [illegible] উপর আলোচনা প্রসঙ্গে [illegible] পরিষেবা [illegible] আমরা কি দিতে পারি এবং এই [illegible] কি কি সমস্যা আছে সে সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন ঐ পরিষেবা দিতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। তিনি বলেন মাইক্রোফিল্ম বিভাগ ব্যবহারের অভাব আছে। এই সমস্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মানের মানবসম্পদ নেই, এই পরিষেবা গ্রহণে পাঠকদের অভ্যাসও তৈরী হয় নি। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমের পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের প্রস্তাব রাখেন যাতে আধুনিক পরিষেবা দেওয়ার মত মানবসম্পদ সৃষ্টি করা যায়।

৮। প্রবীর দে, উঃ ২৪ পরগণা

সাক্ষরতা আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে অধিবেশনের উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলি সব কর্মীদের কাছে মূল্যবান বলিল। তিনি কল্যান সরকার ও অনীতা ভট্টাচার্যের লেখা প্রবন্ধগুলির বিশেষ প্রশংসা করেন। সদ্যসাক্ষর, স্বল্প সাক্ষর ও সাক্ষোত্তর পর্বের পাঠক সকলকেই পর্যায়ক্রমে সাধারণ গ্রন্থাগারের আওতায় আনতে হবে। সদ্য সাক্ষরদের উপযোগী করে গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে। একটি নির্দিষ্ট পৃথক পাঠকের ব্যবস্থা করে এবং অ-বই উপকরণ রেখে তাদের গ্রন্থাগারের আঙিনায় আনতে হবে। অ-বই সামগ্রীর সাহায্যে তারা যাতে আরও সচেতন হয়ে উঠতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা অন্যান্যদের সহায়তায় আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। প্রথা বহির্ভূত পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। দীপঙ্কর সিংহরায়, বর্ধমান

গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর জোর দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন বর্তমানে অ-বই সম্ভার ব্যবহারের, উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্মী নেই। এ ব্যাপারে সরকারী অনুদান দিতে হবে।

১০। **গুরুসরণ দাসগুপ্ত**, কলিকাতা

অ-বই এর মাধ্যমে পাঠককে অনেক কিছু দেওয়া যায়। গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পরিষেবার মান বাড়ানো দরকার, পরিষেবা সম্বন্ধে ব্যবহারকারীকে আকর্ষিত করতে হবে।

১১। **স্বপন সেন**

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেন গ্রন্থাগারে অ-বই উপকরণের চাহিদা আছে, অ-বই পরিষেবা দিতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগারের পরিপার্শ্বের নানাবিধ বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে। অ-বই সংক্রান্ত তথ্য রেডিও, দৈনিক পত্র-পত্রিকা, স্থানীয় পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা যায়, অনেক Resource Library থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অ-বই পরিষেবার দ্বারা পাঠককে গ্রন্থাগারমুখী করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন রেডিও থেকে বিভিন্ন সংবাদ, খেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের তথ্য পাঠকদের জানানো যায়, বিদ্যুৎ না থাকলেও গ্রামে কোন বিশেষ সময়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা হলে সে তথ্য বা স্থানীয় ব্যাঙ্ক খোলা এবং বন্ধ সংক্রান্ত তথ্য বা চিকিৎসকদের নাম ঠিকানা সম্বলিত তথ্য বাস, ট্রেন প্রভৃতি যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে রাখলে এবং পাঠকদের জানালে সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠকের উপস্থিতি বাড়বে।

১২। **দেবপ্রসাদ প্রামাণিক**, কৃষ্ণনগর

অ-বই পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য গ্রামের মানুষ আসছেন। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগসাধন করতে হবে। পঃ বঙ্গের বিভিন্ন দপ্তরের থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। এগুলি সময়মত যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

১৩। **সুনীলভূষণ গুহ**, দঃ ২৪ পরগনা

তিনি বলেন নিরক্ষরদের বিশেষ সমস্যা হচ্ছে সময়। নিরক্ষরদের সাধারণ গ্রন্থাগারের আওতায় আনতে হবে। এজন্য তাদের অবসর সময়ে যাতে তাদের গ্রন্থাগারে আনা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিবারের মধ্যে গ্রন্থ প্রেম বাড়ছে না কমছে তার সমীক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়া বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়ানো দরকার।

১৪। **অসিতা মজুমদার**, নদীয়া

অ-বই উপকরণের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে জনসাধারণ উপকৃত হতে পারে। অ-বই উপকরণ অবিলম্বে অবশ্য গ্রহণীয়। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা আলোচনার আয়োজন করা প্রয়োজন। তথ্য দপ্তর যে সমস্ত অডিও-ক্যাসেট তৈরী করেছে সেগুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পাঠানো প্রয়োজন বলে তিনি জানান। তথ্য দপ্তর প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা গ্রন্থাগারে পাঠানো প্রয়োজন।

১৫। **শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য**, মালদহ

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অ-বই উপকরণ ব্যবহার ও অ-বই পরিষেবা সম্বন্ধে তিনি বলেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী নোট, বা সমাধান তৈরী করে সেগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারে রাখলে গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে। অ-বই সম্ভারকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে গ্রামে অপসংস্কৃতি দূর করে লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরা দরকার। গ্রন্থাগারে ব্যবহারিক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ মাটি পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা তিনি বলেন।

১৬। **রামকৃষ্ণ সাহা**, কলিকাতা

প্রয়োজন ছাড়া কেউ গ্রন্থাগারে যায় না। তথ্য প্রয়োজন অনুসারী না হলে কোন পরিষেবা কার্যকর হয় না। তিনি আরও বলেন প্রয়োজনানুগ তথ্য সমৃদ্ধ অ-বই উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। অ-বই সম্ভারের নথিভুক্তকরণ ও গ্রন্থাগারে পাঠানো প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে প্রয়োজন অনুসারে বক্তৃতা

আলোচনা সভার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বক্তা অবশ্যই এমন একজন হবেন যাঁর বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী সংগঠন করা প্রয়োজন। অ-বই পরিষেবার দক্ষতা অর্জন করতে গেলে শিক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থাগারে প্রয়োজনানুগ তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন। সরকারী অনুদানে অ-বইয়ের সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। গ্রন্থাগারের অর্থ যোগাবে জনসাধারণ। যাঁরা উপকৃত হবেন তাঁরাই এই অর্থ যোগাবেন। জনসাধারণ যদি বোঝেন তাঁরা উপকার পাবেন তবেই তারা অর্থ দেবেন এবং গ্রন্থাগারের গণভিত্তি সম্প্রসারিত হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত দুজন লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন।

১৭। শ্যামল চৌধুরী, হুগলী

সাধারণ গ্রন্থাগারে অ-বই পরিষেবার পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। সেই প্রশিক্ষণ সর্বস্তরে প্রসারের উদ্দেশে কেন্দ্রীয়স্তরে প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা জেলাস্তরে গ্রন্থাগার কর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ দেবার পরিকল্পনা রাখা হোক।

১৮। সতীশ মাহাতো, পুরুলিয়া

গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের ব্যবহার পুরুলিয়া জেলার সাক্ষরতার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে সাক্ষরতার প্রয়োজনে জেলাভিত্তিক ম্যাপ / চার্ট ইত্যাদি তৈরী করে গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন। শ্রবণ-বীক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ২০টি ক্যাসেট তৈরী হয়েছে। সেইরূপ শিক্ষামূলক ক্যাসেটও একান্ত প্রয়োজন। কমপক্ষে ৩/৪টি দৈনিক পত্রিকা পাঠাগারে নেওয়ার ব্যবস্থা করে মৌখিক পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন। অত্যাধুনিক শ্রবণ-বীক্ষণের জন্য টি.ভি. বিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া সেমিনার, বিশেষ আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এরপর পরিচালক অরুণ ঘোষ ১ম অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ও কোর্টলির উপর প্রতিনিধি বর্গকের আলোচনা থেকে যে সমস্ত বিষয় এসেছে সেগুলির সারাংশ জানান এবং উপস্থিতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিন ঘণ্টার উপর বিভিন্ন আলোচনা চলে এবং সব সময়েই আলোচ্য সভা প্রতিনিধি / দর্শক পরিপূর্ণ ছিল।

শনিবার, ৫ই নভেম্বর '৯৭, ২য় অধিবেশন

২য় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল **'বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা"**। পরিচালক ছিলেন **রামকৃষ্ণ সাহা**।

অধিবেশনের সূত্রপাতে পরিচালক বর্তমান ক্রম অগ্রসরমান তথাকথিত সমাজ সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন আধুনিক গ্রন্থাগার কেবলমাত্র বিনোদনমূলক সংস্থা নয় বরং সমাজের অন্যতম শক্তিশালী সংস্থা—সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্থা।

সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধ **"সাধারণের গ্রন্থাগার আধুনিক পরিষেবা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ও তার পথ"** উপস্থাপিত করে বলেন আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অসাধারণ ব্যবহারের ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রকৃতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধির পাঠ্যসম্পদ ক্রমশঃ সি-ডি-রোম ডিস্কে আবদ্ধ হতে চলেছে। ইলেকট্রনিক পাঠ্য উপকরণের উপস্থিতি ঘটতে চলেছে। সাধারণের গ্রন্থাগার পরিষেবা ক্ষেত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যুগোপযোগী পরিবর্তন ও পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন পাঠক পুস্তক, পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকা যাচা করে না বা চায় না। সে আশা করে বা চায় সেই বিষয় ক্ষেত্র বেটা তার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক হবে এবং একটা বিশেষ অবস্থায় খুব ব্যবহারযোগ্য হবে। সেজন্য বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে যে

কোন বিধি বহির্ভূত অবস্থান স্থলের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এই বিধিবহির্ভূত স্থল হচ্ছে—রাস্তাঘাটে, গৃহের অভ্যন্তরে, কর্মরত অবস্থায়, বা অবসর বিনোদনের সময়। তিনি বলেন গ্রন্থাগার পরিষেবার দরজাকে উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং তা গ্রহণের জন্য জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করতে হবে। এজন্য গ্রন্থাগার তথ্য পরিষেবার গতি আনতে হবে। জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করতে হবে। গ্রামোন্নয়ন, নিরক্ষরতা, জনস্বাস্থ্য কর্মীর সম্প্রীতি, পরিবেশদূষণ জনবিস্ফোরণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পুস্তিকা সরবরাহ করতে হবে। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে হলে গ্রন্থাগারে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগারিককে দক্ষ ও পটু করে তুলতে হবে।

আব্দুর রাজ্জাক আকুঞ্জীর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত জন গ্রন্থাগার কর্মীদের কিছু সমস্যা" উপস্থাপিত করেন অনুশ্রী রায়। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বলেন ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন পাশের পরেও দেখা যাচ্ছে জনগ্রন্থাগারের কর্মীরা সমস্যা জর্জরিত। জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকগুলিও সদস্যদের সভায় যোগদানের জন্য কোন সাম্মানিক ভাতা নেই। সদস্যদের সভায় যোগদানের অনীহা থাকায় জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের সভায় কোরাম হয় না। বছরে সামান্য কয়েকবার সভা হওয়ার ফলে কোন নীতি নির্ধারণ করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। কিছু কিছু গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ও সম্পাদকের মন যুগিয়ে চলতে হয় গ্রন্থাগার কর্মীদের। না হলে অবথা হয়রানি ও ছোটখাটো বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে বসিরহাট মহকুমার হিংগলগঞ্জ ব্লকে রূপমারি—বিলপুর গ্রামীণ পাঠাগারের সাইকেল পিওনের তের মাস বেতন বন্ধ করার ঘটনার কথা তিনি বলেন। হাইকোর্টের আদেশে তের মাসের বেতন সহ বর্তমানে তিনি বেতন পাচ্ছেন। অনেক জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিকের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের অবথা হয়রানির শিকার হতে হয়। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তিনি বলেন বেশ কিছু জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অফিসের কর্মীরা জনগ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি অনেক সময় দুর্ব্যবহার ও ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ করে থাকেন। তিনি আরও বলেন জেলা / মহকুমা / শহর গ্রন্থাগারে কর্মরত বেশ কিছু গ্রন্থাগারিক সহকর্মী ও অধস্তনদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব পোষণ করেন ও আমলাতান্ত্রিক আচরণ করেন। সরকার পোষিত জনগ্রন্থাগার কর্মীদের একটি জ্বলন্ত সমস্যা অনিয়মিত বেতন। কর্মীদের মাসিক বেতন কবে, কখন হবে তার কোন ঠিক থাকে না। এ ছাড়া কর্মীদের পদোন্নতি, জবচার্ট ও গ্রুপ ইনসুরেন্স আজও চালু হয়নি। এখন পর্যন্ত [সেপ্টেম্বর '১৭) সরকার পোষিত জনগ্রন্থাগার কর্মীরা তৃতীয় বেতন কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির পাওনা টাকা থেকে বঞ্চিত। বৃত্তি শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন কাঠামোর সমাধান এখনও হয়নি। 'সাইকেল পিওন' পদবীর পরিবর্তন করে সম্মানজনক নতুন পদবী চালু করে পদোন্নতির সুযোগ প্রভৃতির সমস্যাগুলির কোন সমাধান এখনও হয়নি।

বরুণ চট্টোপাধ্যায়-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধ "কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি সমস্যা" উপস্থাপিত করেন শ্যামল রায়চৌধুরী। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বলেন পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের স্বাধীনতা খুবই কম। অধিকাংশে কলেজ গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের নিয়ম-কানুন মেনে পুস্তক নির্বাচন করা হয় না। ফলে পাঠকদের প্রয়োজনের সার্বিক দিক অবহেলিত হয়, গ্রন্থাগারিকরাও গ্রন্থাগার পরিষেবা দানে বেশিরভাগ পাঠককে সন্তুষ্ট করতে পারেন না। গ্রন্থাগারিকরা অনেক সময় পাঠকদের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়ে তোলার সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন সরকারী অনুদান অনিয়মিত ও অপ্রতুল।

আর্থিক বছরের শেষ দিকে সরকারী অনুদান আসার ফলে ভালো সংগ্রহ গড়ে তোলা যায় না। আর্থিক বছরের শেষ দিকে আসা সরকারী অনুদান তাড়াহুড়ো করে খরচ করার জন্য কিছু মূল্যবান বই কেনা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি অব্যবহৃত থেকে যায়। বেশীর ভাগ কলেজ গ্রন্থাগার প্রাবৃত্তিক সংগঠনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে। কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য যে স্টাফ-প্যাটার্ন আছে তা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। সুষ্ঠু পরিষেবা দানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সার্বিক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করা উচিত। তিনি বলেন অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারে জায়গা ও আসবাবপত্রের অভাবজনিত সমস্যা আছে। সরকারী পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। এছাড়া আছে আর্থিক সমস্যা। পাঠ সামগ্রী কেনার অর্থ সমস্যা রয়েছে। অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় জায়গা ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা নেই। ফটোকপি সেবা, প্রয়োজনমত কম্পিউটারভিত্তিক পরিষেবার ব্যবস্থা নেই। ইউ. জি. সি. অনুদান মাঝে মাঝে আসে। রাজ্য সরকারী অনুদান খুব কম। কলেজে গ্রন্থাগার পরিষেবা চালু রাখার জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে নীতি গ্রহণ করে ঐ অর্থ সময়মত দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। এছাড়া কলেজ গ্রন্থাগারে পুস্তক বাঁধাই ও সংরক্ষণের সমস্যা আছে। কলেজ গ্রন্থাগারগুলি বই বাঁধাই-এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পায় না। পোকামাকড়ের হাত থেকে বই, পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণের কোন সুব্যবস্থা নেই। গ্রন্থাগার কক্ষ ও গ্রন্থাগার ভবন অপরিকল্পিত হওয়ায় ধুলোবালির হাত থেকে বইপত্র রক্ষা করা স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বই-এর উপযোগী আর্দ্রতা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এসব ব্যাপারে শিক্ষাবিভাগ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নজর নেই। বেশির ভাগ কলেজে বিষয় পত্রিকা নেওয়া হয় না। সাধারণ মানের কিছু পত্রিকা নেওয়া হয়। সেগুলি সংরক্ষণের সমস্যা রয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারে গুণগত গ্রন্থাগার পরিষেবাদানে অসুবিধা আছে। তথ্য সেবা, নির্দেশী সেবা, প্রলেখন সেবা, পত্রীয় সেবা প্রভৃতি কলেজ গ্রন্থাগারে দেওয়ার কথা ভাবা যায় না। কিছু কিছু উৎসাহী গ্রন্থাগারিক গুণগত গ্রন্থাগার পরিষেবা দেবার চেষ্টা করলেও এ ব্যাপারে সার্বিক পরিস্থিতি ভালো নয়। কলেজ গ্রন্থাগারে নিয়ম-কানুন না মেনে চলার অভ্যাস সবশ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে সম্প্রসারিত আছে। তবে এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে শিক্ষক মহাশয়দের নিয়েই সমস্যা বেশী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা কি হবে এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। ফলে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাগুলি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পেনশন সংক্রান্ত সমস্যাসহ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধালাভে বাধা ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মনে চাপ সৃষ্টি করছে। অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিককে বাদ দিলে বৃত্তিকুশলী কর্মীর অভাব রয়েছে। গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই এমন সাধারণ কর্মীদের নিয়ে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কাজ চালাতে হয়। এই সব কর্মীদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, কোন পদোন্নতির সুযোগও নেই। এরা গ্রন্থাগারের কাজে খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন না। এছাড়া কলেজ গ্রন্থাগারিকদের স্টাডি লিভ, পরিচালন কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি সমস্যাও আছে।

ত্রিদিব ত্রিপাঠী তাঁর প্রবন্ধ "তথ্যভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগারের রূপ ও পরিষেবা" উপস্থাপিত করে বলেন সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্থ রূপ, পরিষেবা ও গুরুত্ব সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। বর্তমান সমাজ বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী রূপ। প্রথম পর্যায়ের কৃষিভিত্তিক সমাজ পরে শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এখন তথ্য-ভিত্তিক সমাজে উপনীত হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে তথ্যের উদ্ভব হচ্ছে, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটছে এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম এর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে,বৈদ্যুতিক মাধ্যমগুলি দ্রুত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করছে। এই

পরিস্থিতিতে পাঠকদের চাহিদাও অনেকটা বদলে গেছে। এখন শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীর উপর পাঠকদের ঝোঁক বেড়েছে। গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে জন-সংযোগ ও জনজ্ঞাপন দুইই সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করা যায়। তাই বই ও শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রীর সাহায্যে তথ্য যোগানের প্রয়াস চালাতে হবে। সরকারী স্তরে প্রচেষ্টা, আর্থিক অনুদান যেমন জরুরী, তেমনি গ্রন্থাগার পেশার যুক্ত সকলের উদ্যোগী মনোভাবও একান্ত কাম্য।

সাধারণ গ্রন্থাগার, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার-এর সমস্যাবলী নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রবন্ধ "বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সমস্যাবলী" উপস্থাপিত করেন পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার। প্রথমে তিনি সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রশাসন ও পরিষেবা এবং কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে বলেন লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেটও ডি. এল. ও. কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় কর্মী, স্থান, আসবাবপত্র এবং আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে গ্রন্থাগার ব্যবহার সুষ্ঠু পরিচালনার ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগার দপ্তরের নিজস্ব সচিবালয় নেই। পৃথক সচিবালয় চালু করতে হবে। ১৯৮৭ সাল থেকে কর্মী নিয়োগ হয়নি। কিছু সাইকেল পিওন নিয়োগ হয়েছে। Appointment Committee হয় নি। ১৯৮৬ সালে ১১৪টি প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী টাউন লাইব্রেরীতে উন্নীত হয়েছে, অনুদান পাচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় কর্মী নেই। সেই সব গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় কর্মীদের অনু-মোদন ও নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুদান প্রথা চালু করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোর ও সদ্য সাক্ষরদের জন্য বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তোলা ও পরিষেবা সংগঠিত করার জন্য বিশেষ অনুদান চালু করতে হবে। জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর; গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর, গণসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সাধারণ গ্রন্থাগারে সাক্ষরোত্তর বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। শিলিগুড়িতে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ ও কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতি জেলার ন্যূনতম দুমাসে একবার এল. এস. এ-র সভা করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা, বিভিন্ন শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করে পরিসেবার মান উন্নত করতে হবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য সুষ্ঠু কর্মী কাঠামো তৈরী করে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন ১১০টি গ্রামীণ গ্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারে বিভিন্ন জেলার সরকার পোষিত গ্রন্থাগার হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির মধ্যে কিছু গ্রন্থাগারে এখনও পরিষেবা চালু হয়নি। ঐ গ্রন্থাগারগুলিতে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারী, সরকার পোষিত নয় এরূপ গ্রন্থাগারে অনুদান প্রথা চালু করতে হবে। জেলা গ্রন্থাগারে যাতে উন্নতমানের নতুন নতুন বই পাওয়া যায় সেজন্য গ্রন্থমেলা সংগঠিত করতে হবে। রাজ্য শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মীরা যাতে মাসিক বেতন নিয়মিত পান তার ব্যবস্থা করতে হবে, জেলার প্রতি কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড তৈরীর কাজ সম্পন্ন করতে হবে, কেরিয়ার অ্যাডভান্স-মেন্ট স্কীম চালু করতে হবে, কর্মীদের পেনসন ও অবসর-কালীন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রুপ ইনসিওরেন্স স্কীম চালু করতে হবে, তৃতীয় বেতন কমিশনের বকেয়া বেতন অবিলম্বে দিতে হবে, সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের বয়সসীমা তুলে দিতে হবে, ২৬০ দিন অর্জিত ছুটির নির্দেশ প্রকাশ করতে হবে।

কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের প্রশাসন ও পরিষেবা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন বই, পত্র-পত্রিকা, আসবাবপত্র

ক্রয়, বাঁধাই ইত্যাদির জন্য রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু করতে হবে। এ ব্যাপারে ইউ. জি সি.র অনুদান যাতে নিয়মিত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে রাজ্যসরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগারে পরিষেবার ন্যূনতম মান নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের কলেজের জন্য যুক্তিসঙ্গত কর্মী কাঠামো তৈরী করতে হবে। মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ইউ.জি সি. ঘোষিত বেতনক্রম ও কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম চালু করতে হবে। এদের ক্ষেত্রে অবসরকালীন বয়স ৬০ বৎসর নির্ধারণ করতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা চালু করতে হবে। এদের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রামে সুযোগ দিতে হবে। বৃত্তিমূলক ওয়ার্কশপ ও রিফ্রেসার্স কোর্সে যোগদানের জন্য সবেতন ছুটি দিতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহগ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ মর্যাদা দিতে। কলেজের লাইব্রেরী অ্যাসিস্টেন্ট ও লাইব্রেরী ক্লার্ক নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স অন্যতম আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। কেন্দ্রসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের নির্বাচন কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে। ইউ জি.সি বেতনক্রম ও ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীমের সুফল বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রশাসন, পরিষেবা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নি সে সব বিদ্যালয়ে অবলম্বে সর্বসময়ের একজন কৃতিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐ ধরনের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের জন্য প্রশস্ত ঘর। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা হবে,বই, পত্র-পত্রিকা আসবাবপত্র ক্রয় ও বই বাঁধাই-এর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু করতে হবে। বিদ্যালয় রুটিনে মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি ক্লাসের জন্য লাইব্রেরী পিরিয়ডের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু ও কিশোরদের পাঠস্পৃহা গড়ে তোলার জন্য ও গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রশাসক, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম দিতে হবে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বিদ্যালয়ের অন্য কাজে নিযুক্ত করে গ্রন্থাগারের কাজে বিঘ্ন ঘটানো বন্ধ করতে হবে। তাদের বৃত্তিগত শিক্ষালাভের সুযোগ এবং ওয়ার্কশপ, রিফ্রেসার্স কোর্স ও সেমিনারে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। প্রতি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ১ জন 'গ্রুপ ডি' কর্মীর ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে মূলতঃ স্থান কর্মী, পরিষেবা, আর্থিক অনুদান ও পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নানান সমস্যা রয়েছে। অবিলম্বে এইসব গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ ও উন্নতমানের পরিষেবা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী নির্ধারণ এবং পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী-স্থির করতে হবে। এজন্য বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকদের নিয়ে কমিটি গঠন প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ সম্পর্কে একটি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে উচ্চশিক্ষা সংসদকে উদ্যোগ নিতে হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পাঁচটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবার পর উপস্থিত প্রতিনিধি / দর্শকদের মধ্যে নিম্নলিখিতরা

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধকারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন।

১। রণজিৎকুমার দাস, মেদিনীপুর।

গ্রন্থাগার খোলার সময় সময় সকাল ১০টা এবং বন্ধ করার সময় বিকাল ৫টা নির্দিষ্ট করতে হবে। তৃতীয় বেতন কমিশনের বকেয়া পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মেদিনীপুরে ও অন্য কয়েকটি জেলায় এই টাকা এখনও পাওয়া যায়নি। পনসর্ড প্রথা তুলে দিয়ে বা বাতিল করে পনসর্ড লাইব্রেরীগুলিকে পুরোপুরি সরকারী লাইব্রেরী রূপে ঘোষণা করতে হবে। কোন কর্মী ৩০ বছরের চাকুরী না করতে পারলেও তাকে ৩০ বছরের বেনিফিট দিতে হবে অর্থাৎ ৩০ বছরের চাকুরী করার প্রাপ্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারীহারে শ্রমণভাতা দিতে হবে। প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গৃহসংস্কারের জন্য অনুদান দিতে হবে।

২। কেবললাল চক্রবর্তী, নদীয়া।

তিনি নদীয়া জেলার যে গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সেই গ্রন্থাগারের কয়েকটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তন, সরকারীকরণ ও কর্মীপদ সৃষ্টির আবেদন জানান। সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী সম্বন্ধে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের প্রবন্ধের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন Books and non-book Preservation unit জেলাভিত্তিক করা হোক। যে সমস্ত লাইব্রেরীতে rare book আছে সেই সমস্ত লাইব্রেরীগুলিকে Preservation unit করার জন্য model scheme তৈরী করে প্রয়োজনীয় অনুদান দেওয়া হোক। জেলা বইমেলায় যাতে রাজ্যপুস্তক পর্ষদ। Publication Division of India, সাহিত্য একাডেমী প্রভৃতি সংস্থা অংশ গ্রহণ করে তারব্যবস্থা করা হোক। সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার ব্যাপারে তিনি কয়েকটি সংযোজনের প্রস্তাব করেন। 'অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারী কর্মীদের মত গ্র্যাচুয়িটির ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যধিক অভিজ্ঞ (যাঁরা ২৫ বৎসর একই পদে কর্মরত) কর্মীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা হ্রাস করা হউক। সরকারী কর্মীদের মত চিকিৎসার সুযোগ গ্রন্থাগার কর্মীদের দিতে হবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর ব্যাপারে অসঙ্গতি রয়েছে। C. P. F.-এর সরকারী অংশ কিভাবে ফেরৎ হবে ঠিক করা প্রয়োজন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও Qualification অনুযায়ী Pay-scale-এর ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সাইকেল পওনের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩। দিলীপকুমার দত্ত, বর্ধমান

শিশু ও নব সাক্ষরদের সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহারভুক্ত করানোর উদ্যোগ নিতে হবে। আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে অনেক কিছু করা যায়।

৪। দীপঙ্কর সিংহ রায়।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তমজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১১০টি গ্রামীণ / প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার up grade করা হয়েছে। 1987 সালে sanction করা হয়েছে কিন্তু অনুদান দেওয়া হয়েছে 1995 সাল থেকে। তিনি বলেন টাউন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকদের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্স চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 'সাইকেল পিওন' designation-এর পরিবর্তন হওয়া দরকার। তিনিও Qualification-ভিত্তিক Payscale প্রবর্তনের কথা বলেন।

৫। সীমা মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠন পাঠন পদ্ধতিতে Bill posting / Accounting / Book Purchase প্রভৃতি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির কথা তিনি বলেন

৬। সত্যনারায়ণ রায়, মুর্শিদাবাদ

এই জেলার কাঁদিতে প্রায়শই বন্যা হয়। বন্যার জন্য গ্রন্থাগারের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এজন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি বলেন সরকার পোষিত গ্রন্থাগার-গুলিতে কর্মীদের মধ্যে মতভেদ আছে। এজন্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে।

৭। নবীনুদ্দীন আহমেদ, মুর্শিদাবাদ

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের P. F. সংক্রান্ত সমস্যা মেটানো, প্রফেশনাল ট্যাক্স সরাসরি কাটা, গৃহনির্মাণ অনুদানের সরলীকরণ করার কথা বলেন। কাঁদি সাবডিভিসনাল লাইব্রেরীতে ১ জন staff ও ছিল না। এখন ১ জন আছে। upgraded library গুলোর কর্মী সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তিনি বলেন। মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার চালু হয়েছে কিন্তু যথাযথ পরিষেবা চালু হয়নি, সাইকেল পিওন পদটি লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট করার প্রস্তাব তিনি করেন, এছাড়া কমিশনের বকেয়া বেতন নগদে দেওয়া হোক।

৮। শান্তি মণ্ডল, বর্ধমান

আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানের সমস্ত ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহন করত। কিন্তু এবছর সম্মেলনে যাতায়াতের খরচ পাওয়া যায় নি। এটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। ১৯৮৬-৮৭ সালে অনুমোদিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও উন্নীত শহর গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ হয় নি। কি কারণে কর্মী নিয়োগ হয় নি তা জানানো হোক। এ ব্যাপারে আন্দোলন করা প্রয়োজন। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ভবন নির্মাণের জন্য অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে জটিল আইনের সরলীকরণ করার প্রস্তাব তিনি করেন। এ ব্যাপারে প্রশাসনের রাজ্য দপ্তরের দীর্ঘসূত্রতা দূর করা প্রয়োজন। LLA-র উদ্যোগে জেলাস্তরে B.L.A. ও PLEA-র সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন জনপ্রিয় বিষয়ে সেমিনার আলোচনা সভা করা প্রয়োজন। ঐ সমস্ত বিষয়গুলি হোল সাক্ষরতা, বিজ্ঞান আন্দোলন, Book Preservation, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পৃথক কার্যালয়, উপযুক্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। DLO-কে আরও নিয়মিত হতে হবে। DLO ঠিকমত attend করেন না। Service Book চালু হয়নি। GPF ও P. Tax সংক্রান্ত বিষয় এখনও কার্যকর হয়নি। সাধারণ গ্রন্থাগারকে তথ্য গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করতে হবে। এজন্য তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের যোগাযোগ নিবিড় করে গড়ে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত পৌরসভাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক ও যোগাযোগ নিবিড় করে তুলতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক তথ্য সরবরাহ করতে পারে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ১টা করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা তিনি বলেন। বই মেলায় উপযুক্ত মানের বই পাওয়ার ব্যবস্থা করার কথাও তিনি বলেন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন ক্রমের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। সর্বস্তরে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বানও তিনি জানান।

৯। আব্দুল মোমিন মিস্তা, বর্ধমান

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক প্রবৃত্তি এসেছে, কম্পিউটার কেনা হয়েছে, ট্রেনিং হয়েছে। আধুনিক প্রবৃত্তির ওপর সুপরিকল্পিত ট্রেনিং এর ব্যবস্থার কথা বলেন। Internet-এর ওপর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করার কথাও বলেন। কলেজ গ্রন্থাগারিকরা পেনশন পাচ্ছেন না। G.O. বেরিয়েছে কিন্তু কিছু কিছু অসংগতি আছে। এ ব্যাপারে BLA উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার ব্যাপারেও সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১০। শমীক বর্মন রায়, বীরভূম

শিক্ষালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের কোন যোগাযোগ নেই। এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা

প্রয়োজন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্লক স্তরে কোন অফিসার নেই। ব্লক স্তরে অফিসার নিয়োগ করলে গ্রন্থাগারের কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব। সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি কতকগুলি সংযোজনের প্রস্তাব রাখেন। Qualification ভিত্তিতে পে-স্কেল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রেড I / গ্রেড / II গ্রেড III-র ব্যবস্থা করতে হবে। সাইকেল পিওন পদবি পরিবর্তন করা এবং গ্রুপ ইনসিওরেন্স-এর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

১১। শম্ভুনাথ ভদ্র, বাঁকুড়া

সম্মেলনে যোগদানের জন্য T. A দেওয়ার দাবী তিনি রাখেন। BLA-র সার্টিফিকেট কোর্সে ট্রেনিং-এর ভর্তির ব্যাপারটি পরীক্ষার মাধ্যমে হলে ভাল হয়। পাঠকদের রুচি অনুযায়ী বইপত্র বইমেলায় নিয়ে যাওয়ার কথাও তিনি বলেন। বর্তমানে স্টাডি লিভ নেই। ১৮০ দিনের পরিবর্তে ২৪০ দিন Leave দেবার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তিনি বলেন। জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রাইমারী ইউনিট গ্রামীণ গ্রন্থাগারের যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নিতেও বলেন এবং টেকনিক্যাল স্টাফদের স্পেশাল অ্যালাওয়েন্স-এর দাবী করেন।

১২। সুশীল চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা Service Commission-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

১৩। অমিত সেনগুপ্ত, উত্তর দিনাজপুর

সম্মেলনে যোগদান করতে হবে, attendance Certificate দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোন TA/DA দেওয়া হবে না এই মর্মে সরকারী নির্দেশনামার জন্য এই সম্মেলনে উত্তর দিনাজপুর জেলার শতকরা ৮০ ভাগ কর্মীদের হাজির করানো সম্ভব হয় নি। তিনি সরকারী নির্দেশনামার একটি জেরক্স কপি জমা দেন (Memo No. 1329/54 dated 7th Nov. '97 DLO, উত্তর দিনাজপুর)। 'সাইকেল পিওন' পদটি 'লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট' করা হোক। ২৪০ দিন অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা করার দাবী জানান তিনি। মাস পয়লা কর্মীদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করার কথাও তিনি বলেন। ROPA-র বকেয়া টাকা অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবীও তিনি জানান। সুদূর জেলা থেকে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা করা যাচ্ছে না কেন্দ্রীয়ভাবে যোগাযোগ করা হয় না। চাঁদার uptodate করার ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। FAX/STD করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। আগের সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি কতটা কার্যকরী হয়েছে তা জানা গেল না।

১৪। হেমন্ত গোস্বামী, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলা থেকে উপস্থিত ৩৭ জন প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন। কিছু আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন। BLA-র জেলা কমিটিগুলি সঠিকভাবে চলছে না। গত সম্মেলনের পর জেলা-কমিটির কোন সভা হয়নি। জেলার BLA সংগঠন শক্তিশালী নয়। ফলে LLA সংগঠন শক্তিশালী করা যাচ্ছে না। অ-বই সম্ভারের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন জেলাগুলোর আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার মাঝামাঝি কোন জায়গায় সার্টিফিকেট কোর্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার জন্য সরকারীস্তরে দাবী ও ভ্রমণভাতা ব্যবস্থার করার কথাও বলেন।

১৫। সত্যানন্দ মজুমদার, নদীয়া

সাধারণ গ্রন্থাগারে পুরোন পত্র-পত্রিকা কতদিন সংরক্ষণ করা হবে—৫ বছর বা ১০ বছর, সে ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। তিনি বলেন State Library Council-এর ব্যাপার সাধারণেরা বোঝেন না। এর সঙ্গে 'Public' কথাটি যুক্ত করা দরকার এবং নামটি State Public Library Council করা উচিত। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী সমস্যা সম্পর্কে সমালোচনা

(ক্রমশঃ)

Annual Subscription : Rs. 120·00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10·00 LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 11 February-March 1998

CONTENTS

	Page
Editorial	1—2
Report of the 44th Bengal Library Conference held at the Hemchandra Library, Kidderpore, Calcutta on the 14th—16th November, 1997	3—24

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

Printed & Published by Arun Ray for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014
Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/A, Tarak Chatterjee Lane Calcutta-700 005 Editor : Arun Ray.

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১২ | সম্পাদক : অরুণ রায় | চৈত্র, ১৪০৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১—২
৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : প্রতিবেদন	৩—১৫
৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তালিকা—	১৫—১৮
বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার :	
সচিত্র রচনাপঞ্জী—	১৯—২৩

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১২. সম্পাদক : অরুণ রায় চৈত্র ১৪০৪

সম্পাদকীয়

'বর্ষ হয়ে আসে শেষ' ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শেষ সম্পাদকীয় লিখছি। অবশ্য যখন এই চৈত্র সংখ্যা গ্রন্থাগার পাঠকদের হাতে পৌঁছাবে তত্তদিনে ১৩০৫ এর বৈশাখ শুরু হয়ে যাবে। তাই বর্ষশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের পাঠককুলকে নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি।

সময়, নদীস্রোত এরা অপেক্ষা করেনা কারও জন্য. আপন নিয়মে বয়ে যায়। আমরা যারা প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে বার্ধক্যের দুয়ারে ঢুকতে যাচ্ছি, তারা, যাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারি আরও এক বৎসর পেছনে ফেলে আসার মানে—শেষ সময়ের দিকে আরও একটু এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা তো মানুষ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে গর্ব করি। তাই যতদিন বেঁচে আছি, চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা আছে, সমাজে বাস করছি, ততদিন তো সমাজকে কিছু, তা যত সামান্যই হোক দেওয়ার চেষ্টা করে যেতেই হবে। সময়ের কাছে, আমরা একবারই হারব, কিন্তু জিতব বহুবার, বহু ভাবে। এখানে হা-হুতাশের-এর কোন মূল্য নেই, হতাশ হয়েও কোন লাভ নেই, চেষ্টা করে যেতে হবে, লড়াই করে যেতে হবে অন্যায়কে আয়ত্বে আনার। আর তাই দরকার হয় সংগঠনের। জানতে কষ্ট হয় যে আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা অনেকেই সংগঠন মনস্ক নই। এ রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীরা বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। যেমন স্কুলের গ্রন্থাগারিকরা যুক্ত শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে : সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকরা সরকারী কলেজ শিক্ষক সংগঠনের সদস্য, পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য, এই সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা আবার অধিকাংশেই পরিষদেরও সদস্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠন অন্য বড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বক্তব্য অনেক সময়ই যথাযোগ্য মর্যাদা পায়না, তখন পরিষদকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, সব সময় হস্তক্ষেপ করেও শেষ রক্ষা করা যায় না। আর যখন সমস্যাটার সমাধান করা যায় না, তখন কর্মীরা পরিষদের উপর অসন্তুষ্ট হন। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থান।

অনেক সময় বিশেষ অংশের কর্মীরা বলেন যে এল এ আমাদের জন্য কিছু করে না। তাঁদের অবগতির জন্য বলতে চাই যে কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিষদের কর্মকর্তা কি সত্যিই বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা রাখেন? এটা কি বাস্তব সম্মত যে কর্মীরা যোগাযোগ রাখবেন না অথচ গ্রন্থাগার আন্দোলন তীব্র বেগে এগিয়ে যাবে?

এটা ঠিকই যে আরও কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সর্বস্তরের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু এটাও আবার ঠিক যে অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলন মুখী

চেতনার মান উঁচুতে। তবু যেন ভুলে না যাই এখনও নিঃশুল্কে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করা যায়নি, গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায়সংগত দাবী সমূহের মীমাংসা হয়নি, পরিষেবার মান যা হওয়া উচিত তা হয়নি, যে পরিমাণ সরকারী অর্থ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে, আমরা বোধ হয় তার প্রতিদান সঠিকভাবে দিচ্ছিনা। এ বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে, আর পরিষদও তখন জোর করে বলতে পারবে, আমরা সঠিক জায়গায় আছি, আমাদের কথা শুনতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩ই জুন, শনিবার বিকাল ৫টায় রাজ্য যুব কেন্দ্রে (মৌলালী), পরিষদের ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রদের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি।

আহ্বায়ক
ছাত্র পুনর্মিলন সমিতি

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৫ই জুন রাজ্য (মৌলালী) যুবকেন্দ্রে পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণক্রম বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ ও দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকাল ৩-০০ মিঃ।

স্বাঃ অনুপ সরকার
আহ্বায়ক, গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৮শে জুন—১৯৯৮ পরিষদ ভবনে বেলা ২টায় পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সকল সদস্যকে উক্ত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই যথাযথ নোটিশ পাঠান হয়েছে।

কৃষ্ণপদ মজুমদার
কর্মসচিব।

৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : প্রতিবেদন

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

প্রসঙ্গে তিনি বলেন নবদ্বীপ জেলার জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ৮/৯ বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে কর্মী নেই। কর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন বইমেলা থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বই কিনতে হয়। ফলে কম দামে ভাল বই কেনার সুযোগ সাধারণ গ্রন্থাগারে নেই। সাধারণ গ্রন্থাগারে mobile service অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা অবশ্যই চালু করা উচিত। সাইকেল পিওন-এর পরিবর্তে গ্রুপ ডি-তে লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট করা উচিত।

১৬। স্বপন চক্রবর্তী—নদীয়া

তিনি বলেন বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের জন্য (যেমন BDO/DLO-র মধ্যে) সাক্ষরতা প্রকল্পে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি এই সমন্বয় তৈরী হওয়ার আবেদন জানান এবং বলেন এই সমন্বয় তৈরী হওয়ার পর Interact-এর ব্যবস্থা হোক। শুধু পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের বরাদ্দ বাড়ানো নয়, contiagency-র টাকা বাড়ানোর কথাও তিনি বলেন। বেতন কমিশনের কাছে যথার্থ কাঠামোর দাবী রাখার কথা তিনি বলেন, তিনি আরও বলেন শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না এমনকি dying in harness-এও নিয়োগ হয় নি। তিনি বলেন সরকার ঘোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চলছে। একদিকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি অন্যদিকে DLO এইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের সরাসরি DLO-র স্টাফ হিসাবে গণ্য করা হলে ভাল হয়। বকেয়া বেতনের টাকা দেবার ব্যবস্থা করার কথা তিনি বলেন। PF-এর টাকা অবিলম্বে Treasury-তে জমা দেবার ব্যবস্থা করা না হলে P.F.-এর সুদ থেকে কর্মীরা বঞ্চিত হচ্ছে। সম্মেলনে আসার জন্য DA/TA না দেওয়ার ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার আবেদন তিনি জানান। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগারে হিসাব রক্ষণ-এর ব্যাপারটি যদি একই পদ্ধতিতে সব জেলার সব গ্রন্থাগারে রাখা যায় তাহলে ভাল হয়।

১৭। অমলেন্দু বেরা—

পশ্চিমবঙ্গে ৫৭টি Basic Training Institute (college) আছে। এর মধ্যে ১৮টি স্পনসর্ড, বাকীগুলি সরকারী। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Govt. Spoosored Primary Teachers' Trainnig Institute) গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্মেলনে কিছু আলোচনা থাকলে ভাল হত বলে তিনি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলায় যে সব প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র আছে সেখানকার গ্রন্থাগারের উল্লেখ থাকলে ভাল হত। এইসব গ্রন্থাগারের স্টাফ প্যাটার্ন, গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ ও গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার সমস্যার সমাধানের দাবী তিনি রাখেন।

১৮। শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, মালদা

সাধারণ গ্রন্থাগারে Inter district promotion উচিত এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনক্রম চালু করা হোক।

১৯। শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, মালদা

বর্তমানে জেলায় জেলার জেলা-গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হতে যাচ্ছে। শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের যেহেতু কোনও promtion-এর সুযোগ নেই সেইহেতু ঐ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগের জন্য গ্রন্থাগার দপ্তর থেকে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকদের নিকট জেলার জেলার সার্কুলার পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন তিনি করেন। এছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, Leave encashment চালু এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক।

২০। প্রবীর রায়চৌধুরী, সহ-সভাপতি, BLA

BLA এবং PLEA দুটি পৃথক ধরনের সংগঠন। BLA-র সংগঠন কেন্দ্রমুখী। BLA-র জেলা শাখাগুলি হয়ত দুর্বল। অন্যদিকে PLEA-র জেলা শাখাগুলি শক্তিশালী কিন্তু কেন্দ্র হয়ত দুর্বল। BLA-কে সব ধরনের গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করতে হয়। দাবীও হয়ত বহুস্তর। কিন্তু BLA ও PLEA সব ব্যাপারে সব সময়েই যৌথভাবে আন্দোলন করেছে। কর্মী সমিতির কাজ এবং সমস্ত দাবী BLA সমর্থন করে। কাজেই সম্মেলনের কোন ছোটোখাটো ভুলত্রুটি নিয়ে দুটো সংগঠনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি যেন না হয়। BLA ও PLEA দুটি সংগঠন যৌথ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুক। সম্মেলনে আসার জন্য TA/DA এবারে বন্ধ হয়েছে। গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানের জন্য TA/DA দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা Communication gap হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। Qualification অনুযায়ী pay scale pay commission-এর কাছে চাওয়া হয়েছে। Medical benefit/LTC প্রভৃতিও চাওয়া হয়েছে। Pay Commission-এর Report পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা আমাদের করতে হবে। অনুকূল সুপারিশ না হলে যৌথভাবে আন্দোলন করতে হবে।

২১। অমিতা মজুমদার—নবদ্বীপ

সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মীদের বদলির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার। তিনি ব্লক স্তরে BLA-র সংগঠনের বিস্তারের প্রস্তাব করেন। ব্লকভিত্তিক BLA সংগঠন হলে সাধারণ মানুষদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অনেক বেশী করে যুক্ত করা যাবে। গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে কমিটির মধ্যে আনা প্রয়োজন। কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে, দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

২২। সুখরঞ্জন দে—হুগলী

DLO অফিসে গ্রন্থাগার কর্মীরা ভাল ব্যবহার পান না। সরকারী নির্দেশনামা ঠিক সময়ে জেলা অফিস থেকে পাওয়া যায় না। ফলে গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন ব্যাপার বোঝানো যায় না। সম্মেলনের সরকারী নির্দেশনামা যথাসময়ে জানানো প্রয়োজন। পাঠক অনুযায়ী কর্মী সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি পাঠক অনুযায়ী staff pattern এর প্রস্তাব রাখেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে যেখানে পাঠক সংখ্যা অনেক বেশী সেখানে কর্মী সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। সম্ভবত জেলাস্তরে BLA ও PLEA-র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আছে। এই ভুল বোঝাবুঝি যদি থাকে তবে তা মেটাতে হবে।

২৩। অসীম কুমার পূজারী—বাঁকুড়া

গ্রন্থাগার সমিতিকে গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন সমস্যার সব কথা বোঝানো যাচ্ছে না। বিভিন্ন ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকছে। গ্রন্থাগার সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সমিতির সম্পাদককে নিয়ে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মত প্রতি শনিবার গ্রন্থাগার কর্মীদের ছুটি দেওয়া হোক। এছাড়া প্রয়োজনীয় অনুদান দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনা সম্পূর্ণরূপে ছাপানো হোক।

২৪। দেবপ্রসাদ প্রামাণিক—নবদ্বীপ

বেসরকারী non-pensed গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান দেওয়া বহুদিন বন্ধ আছে। রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশন স্কীম-এর ফান্ড থেকে ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি যাতে অনুদান পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। বইমেলা থেকে গ্রন্থাগারগুলিতে একই বই যেন কেনা না হয়। গত বছর বইমেলা পুড়ে যাওয়ার পর পোড়া মেলার যে বই-পাওয়ার কথা ছিল তা এখনও পাওয়া যায়নি। এবার বইমেলার আগে এটা পাওয়া গেলে পুস্তক ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপকার হত।

২৫। **সরোজ বিশ্বাস—দক্ষিণ ২৪-পরগনা**

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার ব্যাপারে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের Academic Council-এর সদস্য করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের স্বাধীনতা নেই। প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকরাই এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নেন। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের Service Rule চালু করা এবং গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক যাতে গ্রন্থাগারিক হন তার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের job (কাজ) duty (দায়দায়িত্ব) কি হবে তা স্থির করে দেওয়া হোক। এ ব্যাপারে ABTA-এর প্রস্তাবের কথা বলা যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পে-স্কেলের শর্ত হিসেবে ABTA-এর প্রস্তাবে class নিতে বলা হয়েছে।

২৬। **কৃষ্ণপদ মজুমদার—সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

মজুমদার সমস্ত বক্তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু পর্যালোচনা করে জবাবী বক্তব্য রাখেন। দীপঙ্কর সিংহ রায়-এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে Town library-র গ্রন্থাগারিকদের জন্য জনশিক্ষাপ্রসার দপ্তর ও গ্রন্থাগার দপ্তরের সহযোগিতায় সাক্ষরতার ব্যাপারে ২ বার রিফ্রেসার কোর্স বা শিক্ষাশিবির সংগঠিত হয়েছে। সরকারের এই দুটো বিভাগের যৌথভাবে একটা নীতি নির্ধারণ করতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও টাউন লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে ২টা বেতনক্রম Pay Commission-এর কাছে চাওয়া হয়েছে। Town Library-র যারা সার্টিফিকেট-ইন-লাইব্রেরিয়ানশীপ আছেন তাঁদের জন্য প্রথম স্কেল এবং তাঁরা প্রমোশন পেলে দ্বিতীয় স্কেল পাবেন। Library Department-ও যাতে এই রকম স্কেল recommend করেন সে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানের শান্তি মণ্ডলের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে DLO অফিসে আসা নিয়মিত করতে হবে। দরকার হলে এ ব্যাপারে আন্দোলন করতে হবে। এই আন্দোলন যৌথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শম্ভুমহাপাত্র ও অমিত সেনগুপ্তর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারিকদের স্টাডি লিভ আছে। কিন্তু কেউ পান নি। এ ব্যাপারে Act-এর under-এ Rules amendment করতে হবে। Study leave কিভাবে হবে তা পরিষ্কারভাবে ঠিক করতে হবে। ROPA-90-র বকেয়া বেতন দেওয়া হবে। এই বকেয়া বেতন দিতে গেলে ৮০ লক্ষ টাকা লাগবে। এ ব্যাপারে চেষ্টা চলছে ঐ বকেয়া টাকা নগদে যাতে দেওয়া যায়। একান্ত না পাওয়া গেলে P.F.-এ ঐ টাকা জমা পড়বে। এ সংক্রান্ত File Finance Dept-এর বিবেচনাধীন রয়েছে। হেমন্ত গোস্বামীর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে কোন কোন বিষয়ে আমাদের আশু আন্দোলনে নামা প্রয়োজন। জেলা থেকে কর্মসূচী নেওয়া হোক। জেলাস্তরে PLEA কর্মসূচী নিক। BLA প্রধানই সঙ্গে থাকবে। তিনি জানান Staff Structure Committee-তে BLA ও PLEA ছিল। LLA গ্রন্থাগারগুলির মূল্যায়ন করুক। গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও পরিষেবার মূল্যায়নের মাধ্যমে Staff Structure-এর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন-এর Implementation committee গঠিত হয়েছে। অনুদান দেওয়ার নিয়মাবলী সরলীকরণ করার চেষ্টা করা হবে। নন্‌গভঃ-নন্‌প্লনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির অনুদানের টাকা 10,000 বা 5,000 টাকা থেকে বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। এ ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে। কলিকাতা পুস্তক মেলায় ৮৫ লক্ষ টাকার বই কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১ মাসের মধ্যে সব টাকা খরচ করতে হবে। কাজেই কিছু বই duplication হতে পারে—এটা এড়ানো এবার সম্ভব হয় নি। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের জন্য ABTA শিক্ষকদের—সমান স্কেল পে কমিশনের কাছে দাবী করেছে। কিন্তু তাদের Library teacher হিসেবে বলা হয়েছে। তবে payscale teacher-দের মত হলে অনেক সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে। এরপর

পরিচালক রামকৃষ্ণ সাহা বলেন ২য় অধিবেশনে ২৬ জন বক্তা তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব বিপন্ন। Library is under threat. Internet ভারতবর্ষের সর্বত্র চালু হলে গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকা থাকবে না বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু Internet-এ ভারতবর্ষের Data কোথাও তোকানো নেই। বর্তমান যুগ জ্ঞান ও শিক্ষার যুগ। জ্ঞান ও শিক্ষার উপকরণ গ্রন্থাগারিকদের হাতে আছে। গ্রন্থাগারের গণভিত্তি বাড়াতে হবে। আমন্ত্রণ এবং আহ্বান এটাই আজকের বড় কথা। প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে সেগুলির উপর সকলের বক্তব্য, ও আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রস্তাব পেশ করা হবেও প্রতিনিধিদের অনুমোদনের পর গ্রহণ করা হবে। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ২য় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ২য় অধিবেশনের আলোচনা তিন ঘন্টার উপর চলে এবং সব সময়েই আলোচনা সভা প্রতিনিধি/দর্শকদের উপস্থিতিতে সজীব ও মুখর ছিল।

১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কবিতীর্থ পার্ক মঞ্চে কবি সাহিত্যিক বৈঠক এবং হেমচন্দ্র মঞ্চে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের আয়োজন ছিল।

সমাপ্তি অধিবেশন

রবিবার ১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

১৬ই নভেম্বর ছিল ৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন। এই অধিবেশন দুটি পর্বে ঘটে। প্রথম পর্বে ১৫ই নভেম্বরের দুটি অধিবেশনের প্রবন্ধের বক্তব্য ও প্রতিনিধি/দর্শকদের আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রস্তাব পেশ করা হয় ও উপস্থিত প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং দ্বিতীয় পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশন সকাল ১-৩০টা থেকে দুপুর ১২-৩০টা পর্যন্ত চলে। পরিষদের সভাপতির অনুপস্থিতিতে ১ম পর্বের সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী। মঞ্চে PLEAর সভাপতি বীরেন চন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি PLEA-র সভাপতি শ্রী চন্দকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রী চন্দ বলেন আমরা ৪৪-তম গ্রন্থাগার সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। একটা বিশাল সম্মেলনে ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি হতে পারে। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র কোন ঘটনার প্রাধান্য না দেওয়াই উচিত। এ ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই। BLA-র দুহোয়ায় PLEA তৈরী হয়েছে। PLEA এবং BLA দুটো সংগঠনই যৌথভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন করছে। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে কোন আন্দোলন করি না। সামগ্রিকভাবে করি। সভার সভাপতি বলেন পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিনিধিদের বিভিন্ন বক্তব্য ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদকের পক্ষ থেকে শ্যামল রায়চৌধুরীকে সেই প্রস্তাব পেশ করার অনুরোধ করেন। প্রথমে ১৫ই নভেম্বরের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাব পেশ করা হবে ও অনুমোদিত হবেএবং তারপর সেদিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রস্তাব পেশ করা হবে ও অনুমোদিত হবে বলে তিনি জানান।

১৫ই নভেম্বরের ১ম অধিবেশনের প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে প্রতিবেদকের পক্ষ থেকে শ্যামল রায়চৌধুরী বলেন ১ম অধিবেশনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "গ্রন্থাগার" পরিষেবার বই ব্যতীত উপকরণের অর্থাৎ অ-বই-এর ব্যবহার। পরিচালক ছিলেন অরুণ ঘোষ। ১ম ও ২য় উভয় অধিবেশনে প্রতিবেদকরা ছিলেন অনুশ্রী রায়, পাপড়ি সেনগুপ্ত, বাঁথি বসু ও শ্যামল রায়চৌধুরী। প্রথম অধিবেশনে মোট ৯টি প্রবন্ধ আলোচ্য ছিল। মোট ৮ জন প্রবন্ধকার অরুণ ঘোষ, নিতাইচন্দ্র ঘটক, শিবানন্দ পাল, অনিতা ভট্টাচার্য, সোমা চক্রবর্তী, জগমোহন দাস, মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য্য, সমীর দত্ত তাঁদের প্রবন্ধগুলি উপস্থাপিত করেন। কমল সরকারের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধটি প্রবীর রায়চৌধুরী উপস্থাপিত করেন।

পরিচালক অরুণ ঘোষ শুরুতে অ-বই বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেন এবং অ-বই

ব্যবহারের দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মিতাইচন্দ্র ঘটক তাঁর প্রবন্ধে মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগার পরিষেবার অ-বই সম্ভারের ব্যবহার এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন। শিবানন্দ পাল ও অনিতা ভট্টাচার্য্য তাঁদের প্রবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই-সম্ভারের ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। জগমোহন দাস তাঁর প্রবন্ধে নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করে কিছু প্রস্তাব রাখেন। মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর প্রবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভারের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। সমীর দত্ত পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় অ-বই সম্ভার সংগ্রহ, সরবরাহ, ব্যবহারের সমস্যা ও এ ব্যাপারে পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। সোমা চক্রবর্তী সাধারণভাবে গ্রন্থাগারে অ-বই পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা, মাধ্যম অর্থাৎ পরিষেবার রূপ ও রীতি নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেন।

এরপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মোট ১৮ জন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৪ জন লিখিত প্রস্তাবও পেশ করেন। এবারের সম্মেলনে মোট ৬৩১ জন প্রতিনিধি/দর্শক যোগ দিয়েছেন। কলিকাতা-১৪২ জন উঃ চব্বিশ পরগণা-৭৪ জন, দঃ চব্বিশ পরগণা-৩২ জন, হাওড়া-৪০ জন, হুগলী-৬২ জন, বর্ধমান-৮৭ জন, বীরভূম-২৪ জন, বাঁকুড়া-২২ জন, পুরুলিয়া-০৫ জন, মেদিনীপুর-২১ জন, নদীয়া-১৪ জন। কুচবিহার-৫ জন, জলপাইগুড়ি-২৭ জন, দার্জিলিং-৫ জন, উঃ দিনাজপুর-৫ জন, দঃ দিনাজপুর-১১ জন, মালদহ-১০ জন, মুর্শিদাবাদ-১১ জন, উড়িষ্যা-১ জন।

এবারের সম্মেলনে উভয় অধিবেশনের আলোচনার সময় সভাগৃহ প্রতিনিধি/দর্শকের পরিপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাও খুব প্রাণবন্ত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা আনন্দের বিষয় এবং অভিনন্দনযোগ্য।

এরপর ১৫ই নভেম্বরের ১ম অধিবেশনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাব পেশ করার পর উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় দুটি সংযোজনের প্রস্তাব করেন। সংযোজন-সহ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম অধিবেশন

১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৭

গ্রন্থাগার পরিষেবায় বই ব্যতীত অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার পরিচালক : অরুণ ঘোষ।

প্রস্তাব :

ক্রমঅগ্রসরমান তথ্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান ও শিক্ষাই আগামী দিনে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আপামর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারে পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পরিষেবার সাফল্য বই ও অ-বই সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। অ-বই সম্ভার একটি গ্রন্থাগারে তথ্য পরিবেশন, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন এবং চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১। তথ্য প্রয়োজনীয়তা ও তথ্য ভাণ্ডার :

৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে অ-বই সম্ভার ব্যবহার করে গ্রন্থাগার পরিষেবা দিতে গেলে অঞ্চলের অধিবাসীদের তথ্য প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা প্রাথমিক প্রয়োজন।

এই সম্মেলন আরও মনে করে উপরোক্ত তথ্য প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে বই ছাড়াও অ-বই সম্বলিত শক্তিশালী তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন। ঐ তথ্যভাণ্ডারে আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন।

২। অ-বই সম্ভার : উপাদান, সংগ্রহ ও বিতরণ

সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী অ-বই সম্ভারের উপাদান,

সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কার্যক্রম স্থির করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার জন্য এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

অ-বই সম্ভার গ্রন্থাগারে সংযোজনের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে। কি ধরনের অ-বই উপকরণ একটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হবে এবং কি ধরনের অ-বই পরিষেবা দেওয়া হবে তা স্থানীয় অবস্থা, চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে স্থানীয় ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সম্পর্কে উদ্যোগ নিতে গ্রন্থাগারগুলিকে এই সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে।

৩। কর্মী প্রশিক্ষণ

বৈদ্যুতিন (electronic), আলোকচিত্র সম্বন্ধীয় (photographic) ও মুদ্রিত (printed) অ-বই সম্ভার যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগগুলিকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে। এই সম্মেলন মনে করে ঐ শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে পাঠক প্রশিক্ষণের বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

৪। পরিষেবা :

নিরক্ষর, স্বল্পসাক্ষর, শিশু ও কিশোরদের উপযোগী অ-বই সাম্ভার পরিষেবা, আলোচনাচক্র, বক্তৃতামালা, প্রদর্শনী ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, মনীষীদের জন্মদিবস পালন, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান প্রভৃতি পদ্ধতিভিত্তিক পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এই সম্মেলন গ্রন্থাগারগুলিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

৫। গ্রন্থাগারের গণভিত্তি সম্প্রসারণ

গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য কেবলমাত্র সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক। তাই এই সম্মেলন মনে করে প্রতিটি গ্রন্থাগারের গণভিত্তি সম্প্রসারিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। এই গণভিত্তি সম্প্রসারিত হলে গ্রন্থাগারগুলি তার জনমুখী পরিষেবা প্রদানের রসদ জনসাধারণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

১৫ই নভেম্বরের ১ম অধিবেশনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হবার পর সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী ১৫ই নভেম্বর ২য় অধিবেশনের প্রস্তাব পেশ করার জন্য পরিচালক ও প্রতিবেদকদের পক্ষ থেকে শ্যামল রায়চৌধুরীকে আহবান করেন। ঐ প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন ২য় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা, পরিচালক ছিলেন রামকৃষ্ণ সাহা। এই অধিবেশনে মোট ৫টি প্রবন্ধ ছিল। পরিচালক ছিলেন রামকৃষ্ণ সাহা। এই অধিবেশনে মোট ৫টি প্রবন্ধ ছিল। সূত্রপাতে পরিচালক বর্তমান ক্রমঅগ্রসরমান তথ্যভিত্তিক সমাজ সম্বন্ধে আলোকপাত করে আধুনিক গ্রন্থাগার যে কেবলমাত্র বিনোদনমূলক সংস্থা নয় বরং সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্থা সে সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুশীল চট্টোপাধ্যায় সাধারণ গ্রন্থাগারে আধুনিক পরিষেবা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ও তার পথ নিয়ে আলোচনা করেন। ত্রিদিব ত্রিপাঠী তথ্যভিত্তিক সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের রূপ ও পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করেন। আশুর রজ্জাক আকুঞ্জীর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধ "পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত জন গ্রন্থাগার কর্মীদের কিছু সমস্যা উপস্থাপিত করেন অনুশ্রী রায়। বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতে তাঁর প্রবন্ধ "কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি সমস্যা" উপস্থাপিত করেন শ্যামল রায়চৌধুরী। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিবেদনটি পেশ করেন পরিষদের কর্মসচিব মুকুলদ মজুমদার। এরপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মোট ২৬ জন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ৬ জন লিখিত প্রস্তাবও পেশ করেন।

এরপর ২য় অধিবেশনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবের উপর ৮ জন প্রতিনিধি গোপাল পাল, কেশবলাল চক্রবর্তী, সত্যানন্দ মজুমদার, সবিতা সেন, দেবপ্রসাদ প্রামাণিক, লিলিতা সিংহরায়, প্রদ্যোৎ মিশ্র ও হরনাথ বসু আলোচনা করেন এবং এঁদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটি সংযোজনের প্রস্তাব দেন। সংযোজনসহ নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন

১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৭

বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

পরিচালক : রামকৃষ্ণ সাহা

প্রস্তাব

৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে।

১। সাধারণ গ্রন্থাগার

১১। প্রশাসন ও পরিষেবা

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের জন্য অবিলম্বে রাজ্যস্তরে লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট এবং জেলাস্তরে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের (ডি. এল. ও.) কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় কর্মী, স্থান, আসবাবপত্র এবং আর্থিক অনুদানের বন্দোবস্ত করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

(খ) গ্রন্থাগার সম্বন্ধের কাজ দ্রুত সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এবং প্রশাসনিক কাজকে গতিশীল করতে পৃথক সচিবালয় চালু করতে হবে।

(গ) সরকার ঘোষিত ও নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় যে ১১৪টি গ্রামীণ বা প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী স্তরে গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে, সেইসব গ্রন্থাগারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কর্মীপদ অনুমোদন ও নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মী কাঠামো চালু করতে হবে।

(ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে শিশু ও কিশোর এবং সবা সাক্ষরদের জন্য বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং পরিষেবা সংগঠিত করার জন্য পৃথক বিশেষ অনুদান চালু করতে হবে।

(চ) সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে সাধারণ গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে জনশিক্ষা প্রসার বস্তুর ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বস্তুরের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) শিলিগুড়িতে অবস্থিত প্রতিরক্ষা জেলা গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে। কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

(জ) রাজ্যের প্রতিটি জেলায় লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিগুলি রুলসের নির্দেশ কার্যকর করে প্রতি জেলায় ন্যূনতম দুইমাসে একবার এল. এল. এ. সভা করতে হবে। অবিলম্বে লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা, বিভিন্ন শ্রবণ-দৃশ্য উপকরণ (Audio-visual materials) ব্যবহার করে পরিষেবার মান উন্নত করা, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর (Inter-Library cooperation) রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক গঠন, রাজ্য ও জেলাস্তরে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র সংরক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ, নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ, গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(ঞ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য সুষ্ঠু কর্মী কাঠামো তৈরী করে অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ করতে হবে

এবং কম্পিউটারাইজড্ ডাটাবেস (computerised database) প্রস্তুত করা সহ অন্যান্য পরিষেবা চালু করতে হবে।

(ট) রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যে ১১০টি গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার বিভিন্ন জেলায় সরকার পোষিত গ্রন্থাগার হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল, সেই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কিছু গ্রন্থাগারে এখনও পরিষেবা চালু হয়নি। অবিলম্বে এই গ্রন্থাগারগুলিতে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঠ) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা ও অবদানের কথা স্মরণ করে নিয়মিত অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(ড) জেলা গ্রন্থমেলায় যাতে উন্নতমানের নতুন নতুন বই পাওয়া যায় তার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে গ্রন্থমেলা সংগঠিত করতে হবে।

(ঢ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

(ণ) অভিজ্ঞতার আলোকে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ আইনের যথাযথ মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

(ত) গ্রন্থাগার আইনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনমাস অন্তর রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের (এম. এল. সি.) সভা ডাকতে হবে।

(থ) দুষ্প্রাপ্য বই-এ-বই সংরক্ষণের জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ ইউনিট স্থাপন এবং গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(দ) জেলা বইমেলায় সরকারী ও বেসরকারী খাতনামা প্রকাশকদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মীদের সমস্যা

(ক) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন অনুদান সময়মত জেলা স্তরে পৌঁছানোর ব্যবোবস্ত করতে হবে। কর্মীরা যাতে মাসিক বেতন নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে পান তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন জেলায় প্রতিটি কর্মীর সার্ভিস রেকর্ড তৈরির কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) সরকারী কর্মচারী অনুরূপ কোয়েস্চার অ্যান্ড-ভ্যান্সমেন্ট স্কীম অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(ঘ) অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনসন, গ্রাচুয়িটি ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে গ্রুপ ইনসিওরেন্স স্কীম চালু করতে হবে।

(চ) তৃতীয় বেতন কমিশনের বকেয়া বেতন অবিলম্বে দিতে হবে।

(ছ) সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের আবেদনের বয়স সীমা তুলে দিতে হবে।

(জ) সরকারী কর্মচারীদের মতো সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৪০ দিন অর্জিত ছুটির নির্দেশ প্রকাশ করতে হবে।

(ঝ) সরকারী কর্মচারীদের মতো গ্রন্থাগার কর্মীদেরও 'উৎসব অগ্রিম' দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

(ঞ) অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মতো মহার্ঘভাতা ও উৎসবভাতা মঞ্জুর করতে হবে।

(ট) 'সাইকেল পিওন' পদের নাম 'লাইব্রেরী অ্যাটেনডেন্ট' করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঠ) বদলীর নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন রাজ্য সরকারী কর্মীদের অনুরূপ চিকিৎসার সুযোগ, ভ্রমণ ভাতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনক্রম-এর দাবী সে-কমিশনে করা হয়েছে।

(ড) এগুলি ব্যতীত সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সমস্ত দাবীগুলি এই সম্মেলন সমর্থন করছে।

২। কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে

২১। প্রশাসন ও পরিষেবা

(ক) প্রতিটি কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, বিভিন্ন বিষয়ে পাশ ও অনার্স কোর্সের সংখ্যা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বই ও পত্র-পত্রিকা এবং শেলফ্ ও আসবাবপত্র ক্রয়, বাঁধাই ইত্যাদির জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(খ) বই ও পত্র-পত্রিকা এবং শেলফ্ ও আসবাবপত্র ক্রয়, সংরক্ষণ, গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণ বা গ্রন্থাগার কক্ষের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য ইউ. জি. সি.-র অনুদান যাতে নিয়মিত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে।

গ) কলেজ গ্রন্থাগারের পরিষেবার ন্যূনতম মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

(ঘ) কলেজ গ্রন্থাগারের কাজ ও পরিষেবার বৈশিষ্ট্য পরিমাণ ও চাহিদা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের কলেজের জন্য যুক্তিসঙ্গত কর্মী কাঠামো তৈরী করতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২২। কর্মীদের সমস্যা

(ক) মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিকের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের অনুরূপ ইউ. জি. সি. ঘোষিত বেতনক্রম ও ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম (career advancement scheme) অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(খ) মেডিকেল কলেজের গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহায়কদের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক-দের অনুরূপ অবসরকালীন বয়স ৬০ নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা (পেনসন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি) চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা চলবে না। অবিলম্বে এ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ বের করতে হবে।

(ঘ) কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (Quality Improvement Programme)-এর সুযোগ দিতে হবে। ব্যক্তিমূলক ওয়ার্কশপ ও রিফ্রেসার্স কোর্সে যোগদানের জন্য সবেতন ছুটি দিতে হবে।

(ঙ) কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ মর্যাদা দিতে হবে।

(চ) কলেজের লাইব্রেরী অ্যাসিস্টেন্ট ও লাইব্রেরী ক্লার্ক নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স অন্যতম আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারে ঐ ধরনের পদে অনুরূপ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ধারিত আছে।

(ছ) সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের নির্বাচন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের নির্বাচন কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে।

(জ) ইউ. জি. সি. বেতনক্রম এবং ক্যারিয়ার অ্যাড-ভান্সমেন্ট স্কীমের বকেয়া বেতন মেটানোর বন্দোবস্ত করতে হবে।

৩। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৩১। প্রশাসন ও পরিষেবা

(ক) যে সব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেসব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে সর্বসময়ের একজন ব্যক্তিমূলক গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ঐ ধরনের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের জন্য প্রশস্ত ঘর, শেলফ্ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(গ) বই, পত্র-পত্রিকা, শেলফ্‌ ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং বাঁধাই-এর জন্য সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের অনুরূপ প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা চালু করতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয় রুটিনে মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি ক্লাসের জন্য লাইব্রেরী পিরিয়ডের বন্দোবস্ত করতে হবে।

(ঙ) শিশু ও কিশোরদের মধ্যে যাতে পাঠস্পৃহা গড়ে ওঠে ও গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে গড়ে তোলা যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রশাসক, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩২। গ্রন্থাগার কর্মী

(ক) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম দিতে হবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বিদ্যালয়ের অন্য কাজে নিযুক্ত করে গ্রন্থাগারের কাজে বিঘ্ন ঘটানো বন্ধ করা প্রয়োজন।

(গ) বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ব্যক্তিগত শিক্ষা-লাভের সুযোগ এবং ওয়ার্কশপ, রিফ্রেসার্স কোর্স ও সেমিনারে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগত শিক্ষাগ্রহণ, ওয়ার্কশপ, রিফ্রেসার্স কোর্স ও সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য সবেতন ছুটি দিতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য একজন 'গ্রুপ-ডি' কর্মীর বন্দোবস্ত করতে হবে।

(ঙ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বিপুল সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি মূলত স্থান, কর্মী, পরিষেবা, আর্থিক অনুদানও পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণও উন্নতমানের পরিষেবা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী নির্ধারণ এবং পরিষেবার মান উন্নত করার কর্মসূচী স্থির করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকদের নিয়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময়-সূচীর মধ্যে প্রতিটি কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ জানাতে হবে। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি ঐ রিপোর্ট বিবেচনা করে রাজ্যসরকার ও ইউ. জি. সি.-র সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করার কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(খ) পত্র-পত্রিকার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ সম্পর্কে একটি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নেট-ওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা সংসদকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে বিজ্ঞানভিত্তিক-কর্মী কাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে।

১৫ই নভেম্বরের দুটি অধিবেশনের প্রস্তাব সহযোজনসহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবার পর ১৬ই নভেম্বর সমাপ্তি অধিবেশনের ১ম পর্বের সভা শেষ হয়। এর পর সমাপ্তি অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের সভা সুরু হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ৪৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গংগঠন সভাপতি গ্রন্থাগার মন্ত্রী নমাই মাল, সম্মেলনের সংগঠন সচিব অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়, PLEA-র সভাপতি বীরেন চন্দ, পরিষদের সহ-সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী ও পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার।

পরিষদের সহ-সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন প: ব: সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ১৯৭৯ সালে হয়েছে। এরপর ১৯৮২, ৮৫ ও ৯৪ সালে এর পরিমার্জন হয়েছে। নিয়মাবলী হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার

সরকারী আওতায় এসেছে। কর্মীদের নিয়োগবিধি রচিত হয়েছে। প্রমোশন বিধি গৃহীত হয়েছে, নোটিফিকেশন হয়েছে। পুস্তক ক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে। P. F.-এর টাকা কাটা, P. Tax-এর টাকা কাটার নির্দেশনামা বেরিয়েছে। কিন্তু এখনও নানান সমস্যা রয়েছে। কাজের চাপ অনুযায়ী কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি, বেসরকারী গ্রন্থাগারে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা, ২৪০ দিন অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা, গ্রুপ ইনসিওরেন্স স্কীম চালু করা, ROPA-তৃতীয় বেতন কমিশনের বকেয়া বেতনের টাকা পাওয়া প্রভৃতির সমাধান হয়নি। এসবের ব্যাপারে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী সমিতির সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন করতে হবে।

গ্রন্থাগারমন্ত্রী নিমাই মাল বলেন পঃ বঙ্গের স্পনসর্ড ও সরকারী গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগার দপ্তরের অধীনস্থ। এর বাইরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ও বেসরকারী নন-স্পনসর্ড বহু গ্রন্থাগার আছে যেগুলি গ্রন্থাগার দপ্তরের অধীনস্থ নয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন আমরা সবাই আমাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছি কি? তিনি বলেন গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। কিন্তু তাঁরা কি সেটা পালন করেন? অনেক গ্রন্থাগারিক সময়মত কাজ করেন না বলে তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে ৩৩১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। এর মধ্যে ১৪০০ গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রন্থাগার আছে। তিনি RRRLF-এর অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে বলেন দেখা যাচ্ছে কোন কোন গ্রন্থাগারে পর পর দুবার অনুদান পাচ্ছে আবার কোন কোন গ্রন্থাগার অনুদান পাচ্ছে না। অর্থের অভাব আছে ঠিকই কিন্তু সরকারী অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হয় না বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সারা পৃথিবীতে Information technology বেড়েছে। কিন্তু আমরা কি যুগোপযোগী হতে পেরেছি? গ্রন্থাগারিকদের পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। গণ-আন্দোলনের লোকদের গ্রন্থাগারে নিয়ে যেতে হবে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে গ্রামের লোক গ্রন্থাগারের আওতায় আসবে। তিনি জানান গ্রন্থাগার খাতে সরকার বছরে ৩০ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে। কিন্তু একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। Employment Assurance scheme-এ ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটির সঙ্গে সহযোগিতায় ঐ খাতে বরাদ্দ টাকা থেকে গ্রন্থাগার, রাস্তাঘাট উন্নয়নে ব্যয় করা যায়। তিনি আরও বলেন শিক্ষার বিস্তারে গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ ভূমিকা আছে। সাধারণ গ্রন্থাগার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন Leave encashment-এর ব্যাপার পে-কমিশনের বিবেচনাধীন। কিন্তু P. F., P. Tax, Recruitment Rules-এর ব্যাপারে দপ্তর থেকে Notification দেওয়া হয়েছে। এখনও এ ব্যাপারগুলি Implementation না হলে, কেন হচ্ছে না কর্মীরা দেখুন। কাজের চাপ অনুসারে কর্মী নিয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে। তাহলে যেখানে কাজের চাপ নেই সেখানে কর্মী কমাতেও হবে। তিনি সকলকে মিলে মিশে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করার আহবান জানান। তিনি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এলাকার মানুষ ও যুবকদের ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন উদ্বোধন করার এবং সেদিন দীর্ঘ সময় উপস্থিত থাকায় তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান। সম্মেলনের ব্যাপারে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে তিনি আবেদন করেন।

গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মালের বক্তব্যের পর **প্রবীর রায়চৌধুরী** মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন গত ২ বছরে মন্ত্রী খুব তৎপর। তিনি বলেন অধিকাংশ গ্রন্থাগারকর্মী নিষ্ঠাবান, কিছু কর্মী হয়ত ফাঁকিবাজ। অবক্ষয় সবত্রই যেমন ঘটছে, এখানেও অবক্ষয় ঢুকছে। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের যেমন ভূমিকা আছে। তেমনি পরিচালন কমিটি, পঞ্চায়েত-এরও ভূমিকা আছে। কাজেই দায়বদ্ধতা যৌথ।

গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি, কৃষক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, যুব সংগঠন সকলের এগিয়ে আসা দরকার। তবে অপরাধীর শাস্তি হোক আমরা চাই। সেক্ষেত্রে BLA ও PLEA দুটো সংগঠনই মন্ত্রীর পাশে থাকবে। যেখানে ত্রুটি আছে সেখানে মন্ত্রী বলবেন। জেলার প্রত্যেক সমস্যা আছে। LLA-র সভা প্রতি ২ মাস অন্তর হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রীর নেতৃত্বে SLC-র functionings নির্ধারিত করা হোক। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হোক। এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ২০০ বছরের ইতিহাস। সব ব্যাপারে সরকারের মুখাপেক্ষী থাকা উচিত নয়। বামফ্রন্টের সহযোগিতায় ও সমস্ত সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক এই আশা তিনি করেন।

PLEA-র সভাপতি বীরেন চন্দ পঃ বঃ সাধারণের কর্মীসমিতির পক্ষথেকে সম্মেলনের সার্বিক সাফল্যের জন্য যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এ বছরের সম্মেলন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব প্রাণবন্ত ছিল। বিশাল সমাবেশ হয়েছে। অনেক মূল্যবান বক্তব্যও অনেকে রেখেছেন। এই সম্মেলন সার্বিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সম্মেলন। এবারে সম্মেলন একটি উন্নতমানের সম্মেলনে পরিণতি হয়েছে। সার্বিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিক নির্দেশকারী এই সম্মেলন পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি গ্রন্থাগার পরিষেবার স্বার্থে সরকারও গ্রন্থাগার মন্ত্রীর পাশে থাকবে। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য শেষ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রথমেই সম্মেলনের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে তাঁর উপস্থিতি ও মূল্যবান বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনের সভাপতি কবি সোলাম কুদ্দুসকে তাঁর উপস্থিতি ও সুচিন্তিত বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রধান অতিথি শিক্ষাবিদ ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় খাদ্য সরবরাহমন্ত্রী কালিমুদ্দীন সামস, বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার জালাল আহমেদকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও সম্মেলনের সংগঠন সভাপতি নিমাই মালের উদ্যোগ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও রাজ্যসরকারের গ্রন্থাগার আধিকারিক, RRRLF-এর কর্তৃপক্ষ ও আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়কে সম্মেলনের সংগঠনে তাঁর উদ্যোগ, সহযোগিতা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

তিনি হেমচন্দ্র পাঠাগারের সভাপতি ডঃ নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলন সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ, পাঠক ও অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনদেরও ধন্যবাদ জানান। তিনি সমস্ত প্রচার মাধ্যম—T.V., Radio, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনের অধিবেশনের পরিচালকবৃন্দ অরুণ ঘোষ ও রামকৃষ্ণ সাহাকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনের Rapporteur শ্যামল রায়চৌধুরী, অনুশ্রী রায়, পাপড়ী সেনগুপ্ত ও বীথি বসুকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনে যাঁরা প্রবন্ধ দিয়েছেন, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনে ৬০১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন এই সম্মেলন শিক্ষামূলক সম্মেলন। আগামী দিনে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার দিক নির্দেশ করবে এই সম্মেলন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সম্মেলনের সংগঠন সচিব এবং হেমচন্দ্র পাঠাগারের কর্মসচিব অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় বলেন ১৯৩৫ সালে নবম

গ্রন্থাগার সম্মেলন হেমচন্দ্র পাঠাগারে সংগঠিত হয়েছিল। এবার ৪৪-তম সম্মেলন ঐ হেমচন্দ্র পাঠাগারেই হোল। তিনি বলেন প্রতিনিধিদের সেবা, অতিথিপরায়ণতার ভার সাধ্যমত নির্বাহ করা চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের আগ্রহ, ইচ্ছা, আন্তরিকতা ছিল। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও প্রতিনিধিরা অনেকেই তৃপ্তির মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন আন্দোলনের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা সর্বস্তরে হওয়া প্রয়োজন। এই আন্দোলনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরিবেবার দিকে নজর দিতে হবে। এবারের এই সম্মেলনে এলাকার মধ্যে আলোড়ন, চাঞ্চল্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। তার ফল তাঁরা পরবর্তীকালে পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগারের ব্যবহার যেন সর্বস্তরে বাড়ে তার আহ্বান তিনি জানান।

এরপর সভার কাজ শেষ হয়। সেদিন দুপুর ৩-৩০টায় কবিতীর্থ পার্ক মঞ্চে শিশুদের অনুষ্ঠান ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের পুতুলনাচ 'আলাদীন' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সেদিন সন্ধ্যাবেলা নেতাজীর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনাচক্র এবং নৃত্যানুষ্ঠান ও লোকসঙ্গীতের আয়োজনও ছিল। সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই উপভোগ্য হয়।

এবারের সম্মেলন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর, স্মরণীয়, শিক্ষামূলক ও সাফল্যমণ্ডিত সম্মেলনে পরিণত হয়।

৪৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি বৃন্দের তালিকা

উত্তর দিনাজপুর

অমিত সেনগুপ্ত, জয়ন্ত কুমার সিকদার, পরিমল চন্দ্র বর্ধন, বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সুস্মিতা সরকার।

উড়িষ্যা

শিপ্রা রায়।

কোচবিহার

প্রদ্যোত কুমার বাগচী, বিজয় কুমার সরকার, ভবেশ চন্দ্র দাস, মানবেন্দ্র মজুমদার, রঞ্জনকুমার বকসী।

বাঁকুড়া

অজিত গাঙ্গুলী, আব্দুল্লাক মণ্ডল, অশোককুমার পাল, অসীমকুমার পূজারী, উত্তমকুমার রায়, গোপালচন্দ্র পাল, জয়দেব নন্দী, নিতাই চাঁদ বিকপতি, নিমাই চন্দ্র নন্দী, ফণিভূষণ দে, মধুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়, মির্জা সামসুল হোদা, মানস কাপড়ী, রণজিৎ কাপড়ী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ ভদ্র, শংকরলাল চন্দ, শ্যামাপদ চন্দ, সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী, সহদেব লাহা, স্বপন চ্যাটার্জী।

উত্তর ২৪ পরগণা

অজিত মিত্র, অনীতা ভট্টাচার্য্য, অমিতা ভট্টাচার্য্য, অরুপরতন বাসগুপ্ত, অরুণ রায়, অরুন ঘোষ, অনুপম সেনগুপ্ত, আব্দুর রাজ্জাক আবুল্লা, আব্দুল মজিব, কল্যাণকুমার ঘোষ, কানাই কর, কেকা পাত্রী (ঘোষ), কৃষ্ণপদ মজুমদার, গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ, গৌরাঙ্গ কর্মকার, গোকুলচন্দ্র বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন বেরা, জগন্নাথ মিত্র, জয়দেব সাহা, তুনু মুখোপাধ্যায়, তলি দাশ, তরুণকান্তি বিশ্বাস, তনুজাবাশ রায়, তপনবসু ঠাকুর, তরুণকান্তি বসু, দীপককুমার ঘোষ, দীপককুমার নন্দী, দেবতোষ দালাল, ধীমানকুমার দাস, নন্দদুলাল বিশ্বাস, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য, নারায়ণী রায়, নন্দা ভৌমিক, নিতাইচন্দ্র ঘটক, নিতারঞ্জন দাস, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রবীর দে, প্রবীর বিশ্বাস, প্রবীর নাগ, প্রনব কুমার সরকার, প্রসাদ চ্যাটার্জী, বলাই বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দাসঠাকুর, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, মহঃ রফিকুল ইসলাম, মাখনলাল দাস, মানবেন্দ্র মণ্ডল, মোঃ আবদুল্লাহ, মৃগাঙ্ক ঘোষ, রবিশংকর মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বসু, রঞ্জিতকুমার দাস, রীতা চক্রবর্তী, শক্তিপ্রসাদ জানা, শোভনকুমার বর, শিবা সরকার, শিপ্রা ঘোষ, শিবসুন্দর সামন্ত, শ্যামলকুমার সরকার, শুভদেব ব্যানার্জী, স. দালাইয়া, সত্যব্রত সেন, সবুজ দাশগুপ্ত, সমীরকুমার বর্ধন, সমীরকুমার বিশ্বাস, সবেন্দ্রা রায়, সুদীপ

ভট্টাচার্য্য, সুপ্রভাত ঠাকুর, সুপ্রিয় চক্রবর্তী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন মজুমদার, সীমা শর্মা, হরেকৃষ্ণ দত্ত।

জেলা : কলিকাতা

সবরচন্দ্র মান্না, সন্দীপ সরকার, সন্ধ্যা বক্সী, সমিত পাহাড়ী, সমীর কর্মকার, সমীর কুমার পোড়েল, সমীর দত্ত, সলিলচন্দ্র খান, সাবিত্রী গাঙ্গুলী, সুনীলকুমার চ্যাটার্জী, সুবীরকুমার সেন, সুব্রত দত্ত, সুমনা বসু, সৌমিত্র সরকার, সৌরভ দে, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা দাস, স্মিতা সেন, স্মৃতিকণা সরদার (বর), স্বপনকুমার ঘোষ, হিরণকুমার দত্ত, হরিদাস সাহা। গৌতম গোস্বামী, গৌতম চ্যাটার্জী, চন্দন বসু, চিত্রা দত্ত, চৈতালী দত্ত, চৈতালী মুখোপাধ্যায় (দত্ত), ছায়া বোস, জয়দীপ চন্দ, তপতী ঘোষ, তপন রায়, তমাল মুখার্জী, তরুণ কুমার মণ্ডল, তাপস সরকার, দিলীপ সামন্ত, দীপক রায়, দেবব্রত মান্না, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী ব্যানার্জী, দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত, নন্দ দুলাল বসাক, নমিতা ঘোষ, নাজমুন নেসা, নারায়ণ চক্রবর্তী, নিতাই দেব, নিবেদিতা ঘোষ, নির্মল সাহা, নির্মলকুমার মজুমদার, নির্মলকুমার মাইতি, নির্মালা ভট্টাচার্য, নির্মালা রায়, নীনা পাল চৌধুরী, পল্লবী ঘোষ, পল্লবি সরকার, পরিদ্বিতা চৌধুরী, পরশ্রী রায়, পর্ণা বসু, পরিজিৎ দত্ত, পরমেন্দু রায়, পরমেশ দত্ত, পরিত সরকার, পরিতা রায়চৌধুরী, পরিতা সেনগুপ্ত, পরিতাভ চট্টোপাধ্যায়, পরিতাভ চ্যাটার্জী, পরুণ কুমার ঘোষ, পরুণ রায়, পরুণাভ দাস, পর্চনা শ্রীমানী, পর্জুন দাশগুপ্ত, পলককুমার মণ্ডল, পমিতাভ দাস, পারতি সরকার, আশীষ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী ঘোষ, উদয়ন ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত সাহা, কল্যাণী প্রামাণিক, কৃষ্ণা সরকার, গীতা চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস ঘোষ, গুরুচরণ দাশগুপ্ত, গোপা চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, মনিলা বসু রায়, মিতালী চ্যাটার্জী, মিতালী ঘোষ ভট্টাচার্য, মিতালী বর্ধন, মীনা ভট্টাচার্য, মৌসুমী সর্দার, যতীন্দ্রনাথ শতপথি, যদুপতি দাস, রুচিরা দাস, রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নাবলী নিয়োগী (দত্ত), রবীন্দ্রনাথ দাস, রামকৃষ্ণ সাহা, রীণা গুহ সরকার, রুপালী চৌধুরী, রেবা চক্রবর্তী, লক্ষ্মী চক্রবর্তী (আচার্য্য), লিলি সেন, শকুন্তলা নিয়োগী, মহঃ শামিম আখতার, শর্মিলা সরকার, শশাংকশেখর জানা, শান্তিময় চ্যাটার্জী, শিব প্রসাদ ঘোষ, শুভ্রা বোস, শ্যামল ভট্টাচার্য, শ্যামল রায়চৌধুরী, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপদ বর্মন, সঞ্জয় সরকার, সত্যজিৎ খাঁ, নীলিমা বোস, পমি সেন, পাপড়ি সেনগুপ্ত, পার্থপ্রতিম জোয়ারদার, পার্থ প্রতিম বোস, পুলক কর, প্রণবানন্দ জানা, প্রদীপ সরকার, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রশান্ত সিনহা, প্রশান্ত কিশোর রায়, প্রীতি মিত্র, ফটিক মান্না, বনানী সেনগুপ্ত (গাঙ্গুলী), বন্দনা গুহ, বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী চক্রবর্তী, বিকাশ মুখার্জী, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী দাস, বিপ্লব চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমলনারায়ণ শূর, বিশ্ববরণ গুহ, বীথি বসু, বীরেন চাকী, বুদ্ধদেব ঘোষ, ভাস্বতী চ্যাটার্জী, এম. এন. নাগরাজ, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, মঞ্জরী দে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

অশোককুমার ধরামী, অসিতকুমার নাইয়া, অসিত কুমার পাত্র, কমলাকান্ত গায়েন, কাজী ইমামুদ্দিন, চঞ্চল দাশগুপ্ত, চন্ডীচরণ ধর, তুষারকান্তি দাস, দিবাকর পন্ডিত, দীনবন্ধু বেরা, দীপককুমার মাইতি, দীপক মজুমদার, নাসির আহমেদ খান, নিতাস ভান্ডারী, পার্বতী চরণ নস্কর, প্রতাপাদিত্য সরকার, প্রশান্ত জানা, বিশ্বনাথ দাস, ভরতকুমার ভৌমিক, ভারতী চৌধুরী, মানসমুহ রায়, মহীতোষ পাহাড়ী, মিতা রায়, রফিক সেখ, রিতা সেন, রেণুকা ঘোষ, লীনা নাথ, শংকর ধরামী, শান্তিলতা দত্ত, শুচিতা পত্রনবিশ, সুনীলভূষণ গুহ, সরোজকুমার কিবাস, সীমা মুখোপাধ্যায়।

নদীয়া

অপূর্ব কুন্ডু, কেশবলাল চক্রবর্তী, গৌতম বিশ্বাস,

তাপসকুমার মণ্ডল, তিমিরকুমার লাহিড়ী, দেবপ্রসাদ প্রামাণিক, প্রতিভারঞ্জন সাহা, মদনমোহন মল্লিক, রাধা গোবিন্দ নাথ, সীতা প্রামাণিক, শিবশঙ্কর কুণ্ডু, সত্যানন্দ মজুমদার, সনৎকুমার দত্ত, স্বপনকুমার চক্রবর্তী।

মুর্শিদাবাদ

অনু ঘোষগুপ্ত, অসিতা মজুমদার (কর), আসরাফুল খান, নবীসুদ্দিন আহমেদ, নির্মল সরকার, ব্রজদুলাল গোস্বামী, বাবলু সাহা, মদনমোহন মণ্ডল, সত্যনারায়ণ রায়, সফিকুল ইসলাম বিশ্বাস, সীতারাম দাশ।

পুরুলিয়া

যতুলচন্দ্র মাহাতো, অনন্তকুমার মাহাতে, অপরূপ চক্রবর্তী, অর্দ্ধেন্দুশেখর কর মোদক, অসিতবরণ গাঙ্গুলী, আদরচন্দ্র মাহাতো, আশুতোষ গরাই, ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতো, চণ্ডী দাস, তিমিরবরণ দত্ত, ভমন দৈবজ্ঞ, ধোল গোবিন্দ কুইরী, নীরোদ বাউরী, নীলকান্ত মাহাতো, প্রভাস রঞ্জন কুইরী, প্রহ্লাদচন্দ্র মাহাতো, বসন্তকুমার নামাত, বিপ্লব কবিরাজ, বিরিঞ্চিপদ মাহাতো, বিশ্বনাথ কোলে, বিশ্বজিৎ দাস, বৃন্দাবন মণ্ডল, ভীমচন্দ্র মাহাতো, মনবোধ তন্তুবায়, মহাদেব গরাই, রোহিণীকান্ত মাহাতো, লক্ষ্মচন্দ্র মাহাতো, শ্যামাপদ মাহাতো, সতীশ মাহাতো, সন্তোষ মাহাতো, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুধাংশু গরাই, সুনীল কুমারমাহাতো, সুরথচন্দ্র কুইলী, হেমন্ত গোস্বামী।

দক্ষিণ দিনাজপুর

অসিতকান্তি কর, আশুতোষ পাল, আশুতোষ রায়, কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন বাগচী, বিদ্যুৎ বিহারী সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, রামেন্দ্রনাথ দাস, শম্ভুনাথ মণ্ডল, শ্যামলকুমার বিশ্বাস, সুরেশচন্দ্র সাহা।

দার্জিলিং

অনিলকুমার চৌধুরী, চতুর্ভুজ কুণ্ডু, পাণ্ডালোমা শেরপা, বীরেন্দ্র কুমার চন্দ, সুনীল ঘোষ।

জলপাইগুড়ি

অলোকেকুমার সরকার, কাশীনাথ ঘোষ, ঘোকা কর্মকার, কিতীশচন্দ্র রায়, খুরেন রায়, তরুণকুমার বিশ্বাস, তোফাজ্জল হোসেন, দিগেন্দ্রনাথ সাহা, নরনচন্দ্র সেন, নারায়ণ মণ্ডল, প্রদীপ দেব, প্রবাল ব্যানার্জী বিশ্বজিৎ সরকার, ভবেশ বাগচী, মধুসূদন অধিকারী, মনোজ দাস, মনোজয় রায়, মরণ ঘোষ, রাখাল মালাকার, শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, সমীরকুমার চন্দ, সমীরেন্দু প্রসাদ তালুকদার, সুবীর সেনগুপ্ত, সুরেন রায়, সুশান্ত দে, সুশীল কুমার চাকী, স্বপনকুমার দাস।

বর্ধমান

অজয় মজুমদার, অনন্ত কুমার রুদ্র, অনুপকুমার মোদক, অমিতাভ চক্রবর্তী, অরূপ লাহা, অশোক গোস্বামী, অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য আবদুল গনি ফারিকা, আবদুল মোমিন মির্জা, আশীষ রায়, কমলা দত্ত, কাজী গোলাম মোবিন, কাদের আলী খান, কালীশঙ্কর মল্লিক, খোলাপ মুখার্জী, গোপীকৃষ্ণ রায়, চন্দন কুমার হাজরা, জাকিরুল ইসলাম, তালিমকুমার মোহান্ত, তপনকুমার চক্রবর্তী, তপনালোক ব্যানার্জী তপশ্রী দাস, তিমিরবরণ চক্রবর্তী, তুষারকান্তি চক্রবর্তী, ত্রিদিব ত্রিপাঠী, দিলীপ কুমার দত্ত, দিলীপকুমার মাজিলা, দিলীপকুমার লাহা, দীনবন্ধু ঘোষ, দীপককুমার সাহা, দীপক চন্দ্র, দীপঙ্কর সিংহরায়, দীপালী সাহা, ধনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ধর্মদাস মণ্ডল, ধীরেন্দ্রনাথ বিষয়ী, নবকুমার মণ্ডল, নীলমণি সামন্ত, নৃসিংহ প্রসাদ গোস্বামী পরেশচন্দ্র কোঙার, পরেশচন্দ্র পাল, প্রভাসচন্দ্র কোনার, প্রশান্তকুমার পাল, পাপিয়া ব্যানার্জী, বিভাসিন্ধু রায়, বিরাজদাস ঠাকুর, বিশ্বজিৎ দে, বুধন গরাই, বেণীমাধব নায়েক, বৈদ্যনাথ চৌধুরী, মির্জ্জা আহমেদ হোসেন, মিতা পাল, মৃদুলকুমার মিশ্র, মোসলেম মোল্লা, রতনলাল কর্মকার, রামতনু দত্ত, রামানন্দ সিং, রাধাকৃষ্ণ সিনহা রূপনারায়ণ রায়, শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য, শান্তিচরণ মণ্ডল, শ্যামাপদ সামন্ত, শ্যামাপদ সরকার, শিবানন্দ পাল, শিশির কুমার নন্দী, শুকদেব মুখোপাধ্যায়, শেফালী গুহ, ষষ্ঠীচরণ কুণ্ডু, সনৎ ব্যানার্জী, সন্তু চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপকুমার মিশ্র, সমীর,

কুমার সরকার, সুকুমার হালদার, সুখেন মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু দে, সুনীল মণ্ডল, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ব্যানার্জী, সেক আবদুল কাসেম, সেক মনসুর আলি, সেক রেজওয়ান হোসেন, স্বপনকুমার বসু, স্বপনকুমার সেন, স্মিতা সিংহরায়, হরনাথ ঘোষ, হাসানাং জামান।

বীরভূম

মহঃ আমাদুল্লাই, কাঞ্চন চ্যাটার্জী, গৌর অধিকারী, গৌরাঙ্গদেব চ্যাটার্জী, তরুণকুমার মুখার্জী, তরুণ রায়, দশরথ মণ্ডল, দীনদয়াল দাস, শ্রীধর ঘোষ, নীলাম্বরী পাকড়াশী, পঙ্কজ চক্রবর্তী, পরেশনাথ ঘোষ, প্রণব দত্ত, প্রভাতকুমার সিংহ, মিহির পাত্র, রঞ্জিৎ দাস, শমীক বর্মন রায়, সত্যবান চক্রবর্তী, সন্তোষ ঘোষ, সৌমেন্দ্র প্রকাশ ব্যানার্জী, সাক্ষীগোপাল চন্দ্র, সুশান্ত রাহা, সেখ আব্দুল মজিব, সেখ খোদা বকস্।

মালদহ

অখিলরঞ্জন সরকার, মহঃ আব্দুল ওদুদ, কাজল কুমার মণ্ডল, গোপালপ্রসাদ সাহা, জয়দেব বসু, প্রণব প্রসন্ন দাস, প্রশান্তকুমার বিশ্বাস, প্রদ্যোৎকুমার মিশ্র, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, শশাঙ্ক দাসগুপ্ত, সুবল চন্দ্র বসাক, সুব্রত ভট্টাচার্য্য, স্বপন চক্রবর্তী।

মেদিনীপুর

অবণীকুমার কারক, অমিতকুমার দাস, অরবিন্দ জমাদ্দার, আনন্দমোহন মাল্লা, উত্তমকুমার রায়, দেবাশীষ দাস, নিতাই অধিকারী, নন্দলাল পাঁজা, প্রভাসচন্দ্র জানা, বন্দিতা রায়, বাসুদেব কর, ব্যোমকেশ মাইতি, মানস মাইতি, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ। মৃণাল কান্তি পাল, রঞ্জন সামন্ত, রণজিৎকুমার দাস, শান্তিপদ হোতা, সন্তোষকুমার দাস, সুপ্রীতিরঞ্জন দে, সোমনাথ ব্যানার্জী।

হাওড়া

অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তী, অজিতকুমার গোপ, অনিল কুমার দেরাসী, অভিজিৎ বাঁড়া, অরুণকুমার চক্রবর্তী, অশোককুমার দাস, অসিতকুমার রায়, অসীম চক্রবর্তী, আশীষকুমার বাঁড়া, কমলকান্তি দাস, কালীচরণ মাল্লা, জগদীশ সাঁপুই, জগমোহন দাশ, জ্ঞানদা প্রসাদ মণ্ডল, তরুণকুমার ঘোষ, দেবকুমার রায়, নির্মল মণ্ডল, পিনাকী নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রায়, প্রশান্তকুমার পাল, প্রান্তর ব্যানার্জী ভবাণী ব্যানার্জী (রায়) মহঃ রফিকুল মিন্টা, মহীতোষ বেরা, রিনিকা দাস। শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, শুভেন্দু মাল্লা, শুভ্রা বসু, শৈলেন্দ্র নাথ শর্মা, সমিত ব্যানার্জী, সমীর কুমার ঘোষ, সমীর মাল্লা, সরস্বতী মিশ্র, স্বপনকুমার চন্দ, সুকুমার হাজরা, সুবীরকুমার পাড়ুই, সুব্রত নাগ চৌধুরী, সুভাষ পোড়ে, সুশান্তকুমার ভারতী, সেখ মহাঃ এবরার্—জামান।

হুগলী জেলা

অজিতকুমার পাত্র, অনঙ্গ ভট্টাচার্য্য, অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলকুমার খাঁ, অভিজিৎ কুমারী, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু বেরা, অমিতা চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অরুন মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, অরুপ রায়চৌধুরী, অশোককুমার রায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, অসীম পাল, আনন্দময়ী দাশগুপ্ত, উজ্জ্বল সাহা, কমলাকান্ত মুখার্জী, কল্যাণী দাস, কাবেরী কর্মকার, [redacted], গণেশ নন্দী, গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্র[redacted]চার্য্য, জহরলাল পণ্ডিত, জুরান সরখেল, [redacted], তপনকুমার মাল্লা, দেবব্রত গোস্বামী, দেবাশ[redacted]চার্য্য, দিলীপ কুমার নন্দী, নিত্যগোপাল গোস্বামী, [redacted]রতা কুমার, নিমাইচন্দ্র মাল, পবিত্র কোলে, প্রশা[redacted]জী পার্থ সারথী মিত্র, বহ্নিশিখা ঘটক, বহ্নি মুখো[redacted]ধ্যায়, বঙ্কিম ভট্টাচার্য্য, বারীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, মদন [redacted]জন পাল, মধুসূদন চৌধুরী, মধুসূদন দাস, মণিমোহন ঘোষ, রঞ্জনা চ্যাটার্জী, রাজকৃষ্ণ দে, রীণা ব্যানার্জী শঙ্খ গাঙ্গুলী, শরবিন্দু ভুঁইয়া, শান্তনুকুমার বাগ, শ্যামবিহারী দাস, শ্যামল চৌধুরী, শিবনাথ কোলে, শিশিরকুমার শাসমল, শুভেন্দু দত্ত, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, শুভ্রাংশুকুমার মিত্র, স্বপনকান্তি দেবাচার্য্য।

সাত্যকি চৌধুরী, সুধরঞ্জন দে, সুনীল ঘোষ, হারাধন নায়ক।

ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার : সটীক রচনাপঞ্জী

করুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় ভাগ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য রচনাসমূহ

১. প্রবন্ধ

(ক)

সংকলন গ্রন্থভুক্ত রচনা

বাংলা :

১২৯. "শরৎ-সমালোচনার ধারা", শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা (সংকলন), সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত। কলিকাতা, পুঁথিপত্র, ১৯৭৭। পৃঃ ৩৩-৪৯

১৯৭৭ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যেসব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার একটা সর্বাঙ্গীণ ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন ডঃ ওহদেদার। এটি একটি গবেষণাধর্মী লেখা। লেখক কেবলমাত্র শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দেখেননি, বহু পরিশ্রমে তিনি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম-দিকের বিক্ষিপ্ত, প্রায় বিলুপ্ত রচনাগুলি অন্বেষণ করে পাঠ করেছেন, এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম রচনাটিকেও চিহ্নিত করেছেন। এই রচনায় আছে একাধারে শরৎ-সমালোচনার কালানুক্রমিক বিবরণ ও বিচার-বিশ্লেষণ মারফৎ শরৎ-সমালোচনার গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও মূল্যায়ন। রচনাটি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (দ্রঃ দেশ, ১০.৬.৭৮ ; যুগান্তর, ২৬.৫.৭৮)।

ইংরাজী :

১৩০. "Banaras Hindu University", Concept of National Education in India (Diamond Jubilee Seminar, 1967). Calcutta, National Council of Education, Bengal, 1970. P. 94-96.

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে পণ্ডিত মদনমোহন মালাভিয়া-এর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল তারই একটি ইতিবৃত্ত। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাস জানার পক্ষে এই প্রবন্ধ খুবই মূল্যবান।

১৩১. "Drama and the Victorian Poets", Nineteenth Century Studies : Essays Presented to Professor Amalendu Bose. Calcutta, World Press, 1973. P. 117-131.

টেনিসন, ব্রাউনিং প্রমুখ ভিক্টোরীয় যুগের সকল কবিই কাব্যভাষায় নাটক লিখতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রয়াসে যেমন আছে পুরাতন এলিজাবেথীয় নাটকের অনুসৃতি তেমনি আছে নতুন আঙ্গিকের অনুসন্ধান। গবেষণাধর্মী এই নিবন্ধে ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের নাট্যপ্রয়াসের সুন্দর বিবরণ ও মূল্যায়ন বিধৃত হয়েছে।

(খ)

পত্র পত্রিকাভুক্ত রচনা

বাংলা :

১৩২. "সকলের জন্যেই কবিতা", দেশ, ২৬ বৈশাখ ১৩৫৪ [1947], পৃঃ ২৬-২৮

রৌদ্র বা বৃষ্টিতে হঠাৎ যে রামধনু দেখা দেয়, রাতের প্রেসা ভেদ করে ভোরে যে রাঙা আলোরেখা ফুটে ওঠে, বাউলের উপর দিয়ে কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার যে চাঁদ উদয় হয়, অথবা পথের পাশে যে নাম-না-জানা ফুল দুলে ওঠে—প্রবন্ধকারের মতে, এরা যেমন সকলের জন্যেই তেমনি কবিতাও সকলের জন্যে। চিরকাল কবিতার পাশ কাটিয়ে যাওয়া মানেই চিরকাল একটা বিচিত্র রসভাণ্ডারের দরজা এড়িয়ে যাওয়া। প্রত্যেকের কাছেই কবিতার আবেদন কীভাবে মূর্ত হতে পারে তা মনোজ্ঞভাবে বিধৃত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

১৩৩. "সাহিত্যের সংকট", ক্রান্তি, মাঘ ১৩৬১ [1955], পৃঃ ১৪১-১৪৫

আজকের সাহিত্যিক মন নিজের স্বভাবধর্ম থেকে বেশ খানিক বিচ্যুত হয়েছে। এই বিচ্যুতিই সাহিত্যের সংকট। কী কারণে, কীভাবে আধুনিক যুগে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে এই প্রবন্ধে। এবং এই সংকট মুক্তির উপায় কী, সে সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চার দশক আগে লেখা এই প্রবন্ধ আজও খুবই প্রাসঙ্গিক।

১০৪. "বহির্বিশ্ব ঃ থিওডোর ড্রেইজার", শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৬২ [1955]। পৃঃ ১২৬-১৩০

এই প্রবন্ধে আছে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক থিয়োডোর ড্রেইজার-এর সাহিত্যকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয়। তথ্যাদি পরিবেশনে ও বিশ্লেষণে সমালোচক দেখিয়েছেন যে ওয়াশিংটন আরভিং থেকে শুরু করে উনিশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমেরিকার সাহিত্যে ছিল একটা কৃত্রিমতার আবরণ, যা গড়ে উঠেছিল পিউরিটান ধার্মিকতার আওতায় পুষ্ট তথাকথিত ভদ্র জীবনাদর্শের রূপায়ণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। ড্রেইজারই প্রথম এই আবরণ ঘুচিয়ে দেন এবং সাহিত্যকে আমেরিকার বাস্তব জীবনের মুখোমুখি করান। আমেরিকার উপন্যাস সাহিত্যে ড্রেইজার-এর অপরিসীম অবদান মূর্ত হয়ে উঠেছে এই সমালোচনা-প্রবন্ধে।

১০৫. "জোড়াসাঁকো", রবিবারের যুগান্তর, ৬ ফাল্গুন ১৩৬২ [1956]।

লেখকের কল্পনার জোড়াসাঁকো ও বাস্তবের জোড়াসাঁকোর মধ্যে বেদনাজনক পার্থক্য বিবৃত হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে মনোরম ভাষায় বর্ণিত হয়েছে 'জোড়াসাঁকো' নামটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের মূল সুর, অর্থাৎ সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব-এর অপূর্ব সাযুজ্য।

১০৬. "এ যুগের লেখক", মানস, আশ্বিন ১৩৬৩ [1956]। পৃঃ ৫-৬

এ যুগের লেখক (রসসাহিত্য রচয়িতা)-দের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে আধুনিক লেখকদের মধ্যে সুন্দর, কল্পনা ও উপলব্ধির সত্যকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া তাঁদের মধ্যে জ্ঞানচর্চারও অভাব লক্ষণীয়। ফলে তাঁদের রচিত সাহিত্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বোধ ও বোধির সমন্বয়ে মহৎ হয়ে উঠছে না।

১০৭. "হাসি ও অশ্রু", রবিবারের যুগান্তর, ২৮ আশ্বিন ১৩৬৩ (১৪ অক্টোবর ১৯৫৬)।

আলোচ্য নিবন্ধটিতে হাসি ও অশ্রুর কারণ পর্যালোচনা করা হয়েছে। মূলত ফরাসী দার্শনিক অঁরি বের্গসঁ-র চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে আলোচনার অগ্রগতি ঘটেছে।

১০৮. "অনুবাদ সাহিত্য", দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৫ [1959]। পৃঃ ১৬৮-১৭১

অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ তাত্ত্বিক তথা সমালোচনা-মূলক আলোচনা। বিদেশী সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ যে প্রায়ই আশানুরূপ হয় না তা যথেচ্ছা উদ্ধৃত কয়েকটি অনুবাদের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে।

১০৯. "স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় দিলীপ সিং", দেশ, ১৪ ফাল্গুন ১৩৬৬ [1960], পৃঃ ২৭৩—২৭৫।

এই মৌলিক প্রবন্ধে ডঃ ওহদেদার পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং-এর বিলেত-প্রবাসী পুত্র দলীপ সিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দলীপ সিং-এর এক নতুন পরিচয় উন্মোচন করেছেন।

১১০. "বর্তমান ইতালীয় সাহিত্য", দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৭ [1960], পৃঃ ১২১—১২৬

এই প্রবন্ধে ইতালীয় বর্তমান সাহিত্য যেসব সাহিত্য স্রষ্টার লেখনী দ্বারা পরিপুষ্ট তাঁদের নাম ও সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী বিধৃত হয়েছে। উনিশ শতাব্দীর উগ্র রোমান্টিক সাহিত্য সাধক গাব্রিয়েল দানুন্‌ৎসিও-র সাহিত্যকৃতি দিয়ে লেখাটি শুরু হয়েছে। কাব্য, গল্প উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্য—এই

চারক্ষেত্রে বর্তমান ইতালীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধোত্তর ইতালির জীবন ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চল নিয়ে লেখা উপন্যাস সাহিত্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গাংসিয়া দেলেদ্দা, সিরেনদ্দেলো, ও কোয়াসিমোদো-র বিশিষ্ট উল্লেখ আছে।

১৪১. "লিমারিক", বিংশ শতাব্দী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৮ [1961], পৃঃ ৫৮০—৫৮৩

হাসির ছড়া 'লিমারিক'-এর উৎপত্তি কথা ও এই সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য যেমন এর বিষয়বস্তুর রূপ, বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য, লিমারিক নামকরণের সার্থকতা, বাংলা ভাষায় লিমারিক রচনা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৪২. "উপন্যাস ও কাহিনী", নবনারী, ১৩৬৯ [1962]। পৃঃ ২২-২৫।

লেখকের মতে উপন্যাস অভিধায় মুদ্রিত হলেই উপন্যাস হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই মুদ্রিত রচনা উপন্যাস না হয়ে নিছক কাহিনী হয়ে ওঠে। উপন্যাস ও কাহিনীর মর্মগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য, এবং কেন কাহিনীর চেয়ে উপন্যাসের শিল্প সমৃদ্ধতর, তার নিপুণ বিশ্লেষণ আছে এই রচনায়।

১৪৩. "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" প্রবন্ধ পাঠক, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৯ [May, 1962]। পৃঃ ৫৬-৬৪

রচনাটি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত একটি ৬২ পৃষ্ঠার কাহিনী সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তকের গুণগ্রাহী সমালোচনা। লেখকের মতে পুস্তকটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনায় যথোচিত গুরুত্ব ও সমাদর পায় নি। লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগর ও আলালের ঘরের দুলাল-এর মধ্যগামী হিসেবে যে বাংলা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সমৃদ্ধ হয়, তার স্পষ্ট পূর্বাভাস আছে উক্ত পুস্তকে। লেখকের অভিমতে, 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' সূক্ষ্মভাবে 'কপালকুণ্ডলা'-র প্রেরণা হলেও হতে পারে।

১৪৪. "ইভো আন্দ্রিচের দেশ ও তার সাহিত্য", দেশ, ১৫ আষাঢ় ১৩৬৯ [1962]। পৃঃ ১৩৫-১৩৯

যুগোস্লোভিয়ার লেখক ইভো আন্দ্রিচ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। স্বাভাবিক কারণেই যুগোস্লাভ দেশ ও তার সাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানার চাহিদা দেখা দেয়। এই প্রবন্ধে সেই পরিচয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এতে ইভো আন্দ্রিচ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যাকে উপলক্ষ করে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়—সেই 'দ্রিনা নদীর সেতু'-র কথা যেমন আছে তারই সমকালীন লেখক মিরোস্লাভ ক্রলজা-র কথা যাঁর সাহিত্যকৃতি বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে ইভো আন্দ্রিচের চেয়ে বহুগুণে সমৃদ্ধ।

১৪৫. "প্রবাদে পরিবাদ" শারদীয় লোক-সেবক, ১৩৬৯ [1962]। পৃঃ ১৪১-১৪৩

নানা দেশের প্রবাদ একটু অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে এক দেশ অন্য দেশের জাতির পরিবাদ অর্থাৎ নিন্দা করছে, কটূক্তি করছে। যেমন, একটি পাঞ্জাবি প্রবাদ বলছে, বাঙালি যদি মানুষ তো শয়তান কে? কিম্বা এই তিব্বতী প্রবাদ—যে-কোনো চীনাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দাও, দেখবে তার মুখে দিব্যি তিব্বতী বুলি বেরুচ্ছে। এই জাতীয় নানা প্রবাদের দৃষ্টান্তে লেখক তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধে এই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন যে, প্রবাদে যে-জাতির নামে পরিবাদ ঘোষিত আছে, বুঝতে হবে সে-জাতির আক্রোশ প্রবল এবং যথেষ্ট পরিমাণে অন্যের স্বার্থের পরিপন্থী।

১৪৬. "প্রবাদ-দর্পণে" রবিবারের যুগান্তর, ১ কার্তিক ১৩৭০ (২৭ অক্টোবর ১৯৬৩)।

প্রবাদে পাওয়া যায় জাতির বাস্তব জীবনের চিত্র ও চরিত্র। আবার প্রবাদ হল ভাষার সম্পদ। তাই প্রবাদের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্বের প্রতি খেয়াল রেখে প্রবাদের উদ্ভব ও প্রবাদের নানা দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

১৪৭. "লেখক চার্চিল", রবিবারের বসুমতী, ২৬ বৈশাখ ১৩৭২ (৯মে ১৯৬৫)।

ইংলণ্ডের অন্যতম সফল প্রধানমন্ত্রী উইন্স্টন চার্চিল-

এর রাজনৈতিক প্রতিভা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে বহুলভাবে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। অথচ তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৫৩) এবং তিপ্পান্ন খণ্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত। ডঃ ওহবেদারের এই প্রবন্ধে লেখক চার্চিলের একটা তথ্যবহুল সুন্দর পরিচয় বিবৃত হয়েছে।

১৫৮. "শুক্রবার", রবিবারের যুগান্তর, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ (৬ জুন ১৯৬৫)।

এই হালকা-মেজাজের লেখাটি 'চন্দ্রচূড়' ছদ্মনামে প্রকাশিত। শুক্রবার খ্রিস্টানদের কাছে অত্যন্ত অশুভ দিন, এবং পৃথিবীর তাবৎ দেশে নানা বড়ো-ধরনের উপদ্রব বা অঘটন ঘটেছে শুক্রবারে। মানুষের সংস্কার শুক্রবার দিনটার যে অশুভ কারকতা বিশ্বাস করেছে তার কৌতূহল-জনক কল্পনা দিয়েছেন লেখক।

১৫৯. "কম্পানী রাজ-শাসনের প্রতীক হেইলিবারি" রবিবারের যুগান্তর, ১০ বৈশাখ ১৩৭০ (২৪ এপ্রিল ১৯৬৩)।

লন্ডন থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত হেইলিবারিতে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি পরিচালিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ। এই কলেজকে হেইলিবারি নামেই চিহ্নিত করা হত। হেইলিবারি কেন ছিল কম্পানি রাজ শাসনের প্রতীক, তা তথ্যগুরু আলোচনায় পরিস্ফুট করা হয়েছে।

১৬০. "ভারতীয় পটভূমিকায় প্রথম ইংরেজি শিশু-সাহিত্য" অমৃত, ১০ আশ্বিন ১৩৭০ [1966]। পৃঃ ৭১৬-৭১৭

এটি একটি নতুন তথ্য-উদ্‌ঘাটন জাত প্রবন্ধ। 'লিটল্ হেনরি' হল ইংরেজী শিশু সাহিত্যের একটি বই, যার পুরো নাম, 'লিটল্ হেনরি অ্যান্ড হিজ বিয়ারার'। বাংলা তর্জমায় যার অর্থ ছোট্ট হেনরি ও তার বেয়ারা। বইটি মেরী মার্থা শেরউড-এর লেখা। এটি প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের গোড়াতে। লেখক তথ্য-সমাবেশে দেখিয়েছেন যে, এটি হল প্রথম ইংরেজী শিশুসাহিত্য যাতে ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নির্ভর উল্লেখ দেখা যায়। শুধু উল্লেখ নয়, বইটির কাহিনীর সম্পূর্ণ পটভূমিকাই হল ভারত।

১৬১. "খোদার ওপর খোদকারি", রবিবারের যুগান্তর, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ (২০ নভেম্বর ১৯৬৬)।

অনেক নামিদামী লেখকের আসল লেখা নানা কারণে পরিবর্তিত হয়ে লোকসমাজে বহুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। লোকে ভাবে তারা আসল জিনিসটাই পড়ছে বা শুনেছে। লেখার এই পরিবর্তিত রূপকে প্রবন্ধকার খোদার ওপর খোদকারি বলেছেন। আসল লেখা কীভাবে নকল হয়ে সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়, তথ্যপঞ্জিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধকার তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন।

১৬২. "অশ্লীলতা অভিযোগে বাংলার নিষিদ্ধ বই", দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৫ [1968]। পৃঃ ২১৩-২২৪

প্রামাণিক তথ্য-সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে অশ্লীলতার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এবং বিদেশে ও দেশে অশ্লীলতা সংক্রান্ত আইন ও তার প্রয়োগ তথা নিষিদ্ধ বাংলা বই সম্পর্কিত তথ্য ও ইতিবৃত্ত।

১৬৩. "সাহিত্যে অশ্লীলতা ও লরেন্স", নর-নারী, বৈশাখ ১৩৭৫ [1968]। পৃঃ ৩১৩-৩১৭

ডি. এইচ. লরেন্স এমন একজন লেখক যাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রায় গোটা সময়ই কেটেছে অশ্লীলতার দোষারোপে অভিযুক্ত হয়ে। কেন বইগুলির জন্য তাঁকে এই অভিযোগ বহন করতে হয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার', 'দি রেইনবো' এবং 'সন্স অ্যান্ড লাভার্স' নামক উপন্যাসগুলি। লরেন্সকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে অশ্লীলতার ব্যাপারটি সমীক্ষা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

১৬৪. "ছন্দে উপেক্ষিত," জাগৃহি, আশ্বিন ১৩৭৫ [1968]।

পৃঃ ৩৫—৩১

ইতালীয় কাব্য-সাহিত্যে তিনপংক্তি বা চরণের একটি বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায় যার নাম 'টের্জা রিমা' (Terza Rima)। পণ্ডিতদের মতে দান্তেই এর স্রষ্টা।

দান্তে তাঁর মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি'তে এই ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু বাংলা কাব্যে বিদেশী নানা ছন্দ ব্যবহৃত হলেও তিন-স্বরের এই টের্জা রিমা [ইতালীয় উচ্চারণ : তেরৎসা রিমা] উপেক্ষিত বললেই চলে। টের্জা রিমার ছন্দরূপ ও বাংলা কাব্যে এর অতি সীমিত প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে।

১৫৫. "প্রমথ চৌধুরী স্মরণে," স্মরণী [চেতলা আসর], ১৯৬৯। পৃঃ ৯—১২

লেখক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর মূল বৈশিষ্ট্য ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তারই বিচার-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধ।

১৫৬ "বিলেতের একটি নব নাট্যমঞ্চ", দেশ, ১১ মাঘ ১৩৭৫ [1969]। পৃঃ ১৪৬১-১৪৭২

ঐ ১৯৬৭ সালে প্রবন্ধকার যখন বিলেতে ছিলেন তখন তিনি এডিনবরা শহরে ১৯৬৩-তে স্থাপিত ট্রাভার্স থিয়েটার নামে নবনাট্যমঞ্চে র‍্যাবোকে নিয়ে লেখা একটি নবনাট্য (নাম 'অ্যা সীজন ইন হেল') দেখার সুযোগ পান। সেই দৃশ্যপটহীন নাট্যমঞ্চ, অভিনীত নাটক ও নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে প্রবন্ধকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্যবহুল বর্ণনা ও আলোচনা বিধৃত হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে।

১৫৭. "বাঙালী সমাজ ও যৌনতা", নর-নারী, বৈশাখ ১৩৭৬ [1969]। পৃঃ ৩০৫-৩১০।

বাঙালী সমাজ বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। যার ফলে তা ভারতীয় সমাজের অঙ্গ হয়েও আপন বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট পৃথক। এই বৈশিষ্ট্য সুপরিচিত হতে দেখা যায় যৌনতা সম্পর্কে বাঙালীর স্বকীয় ধ্যান-ধারণাতেও আলোচ্য প্রবন্ধে এই বৈশিষ্ট্য যুক্তি তথ্য সহ বিবৃত হয়েছে।

১৫৮. "ভালোবাসা", নর-নারী, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৭ [1970]। পৃঃ ৫১৩-৫১৮

ভালোবাসা বা প্রেম সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক তাত্ত্বিক আলোচনা। ভালোবাসার সংজ্ঞা ও স্বরূপ, কাম ও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য, অতি সরল ও সংবেদনশীল ভাষায় এবং বিভিন্ন নজীর ও কবির উক্তির প্রয়োগে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

১৫৯. "বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতা ও মানস", অমৃত, ৪ কার্তিক ১৩৭৮ [1971]। পৃঃ ৮৩০-৮৩৫

এটি একটি অতি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এতে আছে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা ও মানস' নামে ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটির সম্পূর্ণ নতুন পরিচয় ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-কে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রথম কাব্য হিসেবে যে গৌরব দেওয়া হয় সে গৌরব আসলে 'ললিতা ও মানস'-এরই সমুচিত প্রাপ্য। লেখক তাঁর অভিমত বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যে 'ললিতা' হল আধুনিক কাহিনী-কাব্যের প্রথম নিদর্শন আর 'মানস' হল আধুনিক গীতি-কবিতার প্রথম কলি।

১৬০. "কাজো সাহেবের স্কুল," আনন্দবাজার পত্রিকা ৮ পৌষ ১৩৮০ [1993]।

ডিরোজিও—শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ড ১৮১০-১৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মতলায় 'ধর্মতলা একাডেমি' নামে যে স্কুল খোলেন তা 'কাজো সাহেবের স্কুল' নামে লোকমুখে প্রচারিত ছিল। এই স্কুল, যেখানে পড়তেন ডিরোজিও—তার এক কৌতূহল—উদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক ও মৌলিক তথ্য-সম্বলিত বিবরণ পাই এই প্রবন্ধে।

১৬১. "সাহিত্যরসিক যদুনাথ সরকার", দেশ, ২৮ পৌষ ১৩৮০ [1974]। পৃঃ ১৫৩-১৫৫

ভারতের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের ভাবমূর্তি আচার্য যদুনাথ সরকারের। বিরাট ঐতিহাসিক প্রতিভার অন্তস্তলে যে একটা স্বচ্ছ সাহিত্যরসিকতার ফল্গু-ধারা প্রবাহিত ছিল, তার সুন্দর পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে ডঃ ওহদেদারের এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি যে যদুনাথের বেশির ভাগ সাহিত্য বিষয়ক রচনা গুলির বিষয়বস্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এবং জানতে

পারি যে যদুনাথ ছিলেন রবীন্দ্র পূর্ব সাহিত্যের প্রথম অনুবাদকদের অন্যতম। তাঁর উক্ত রচনাগুলি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে।

১৬২. "প্যাট্রিক হোয়াইটের দেশ ও তার সাহিত্য", অমৃত, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ [1974]। পৃঃ ১৮-২০

অস্ট্রেলিয়ার প্যাট্রিক হোয়াইট সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে তাঁর দেশ ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বের কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। স্বভাবতই বাঙালি পাঠকের কাছেও এই কৌতূহল প্রবলভাবেই দেখা দেয়। এই কৌতূহল চরিতার্থ হয় বর্তমান লেখায়। অস্ট্রেলিয়া দেশ ও জাতির পরিচয় এবং অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং এই পটভূমিকায় প্যাট্রিক হোয়াইটের সাহিত্য-কৃতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। লেখাটি ইতিপূর্বে ১৩৬১ (১৯৬২) সালে প্রকাশিত লেখকের 'ইভো আন্দ্রিচের দেশ ও তার সাহিত্য' শীর্ষক রচনাটি মনে করায় [দ্র দেশ, ১৫ আষাঢ় ১৩৬১]।

১৬৩. "১৭৮৩, ২৫শে সেপ্টেম্বর স্মরণে" দেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ১০—১৮।

১৭৮৩-র ২৫শে সেপ্টেম্বর দিনটি স্মরণীয়। কারণ ঐ দিনই স্যার উইলিয়াম জোনস ভারতের মাটিতে প্রথম পা রাখেন। জোনস ভারতে আসেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে, কিন্তু শুধু যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবেই জোনসের পরিচয় হত, তাহলে নিশ্চয় ঐ দিনটি স্মরণীয় হত না। আর পাঁচজনের মতোই তাঁর নামও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত। তথ্য-বহুল বর্তমান নিবন্ধে জোনসের জীবন ও কীর্তির একটা সুষ্ঠু পরিচয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি জোনসের আন্তরিক আকর্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এদেশের গাছ-পালার পর্যবেক্ষণ—এ বিষয়েও কৌতূহলজনক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

১৬৪. "শরৎ সাহিত্যে গ্রাম গঞ্জ শহর", উদীচী, শারদীয়া, ১৩৯২ [1986], পৃঃ ৬০—৭২

প্রবন্ধটি শরৎ সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিচয় জ্ঞাপক। শরৎচন্দ্রের বিস্তৃত কথাসাহিত্যে অনেক গ্রাম-গঞ্জ শহরের উল্লেখ আছে। এইসব গ্রাম-গঞ্জ শহর নির্বাচন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন, তা কিছু ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধকার পরিস্ফুট করেছেন। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে শরৎচন্দ্র যেমন অনেক ঘটনাস্থলের নাম উল্লেখ করেন নি, তেমনি অনেক ঘটনাস্থলের নাম উল্লেখ করলেও তাদের ভৌগোলিক পরিচয় নির্দিষ্ট করেন নি। প্রবন্ধ-কারের মতে শরৎচন্দ্রের মানসিকতায় এবং সাহিত্যচর্চায় গ্রাম গঞ্জ শহর সম্পর্কে ভৌগোলিক কৌতূহল বা চেতনা ছিল না বললেই চলে। শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে রচনাটির নতুনত্ব লক্ষণীয়।

১৬৫. "ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ড", অভ-লান্টিক, ১৯৯৬, পৃঃ ১০—২০

'নবযুগ প্রবর্তক, ডিরোজিওর যে কীর্তি তার পেছনে ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের একটা পরোক্ষ কিন্তু সুস্পষ্ট সক্রিয়তা ছিল। বস্তুত, বাংলার নবযুগ প্রবর্তনের ইতিহাসে ড্রামন্ডের অন্তঃশীলা ভূমিকাটি উপেক্ষা করার নয়। সেই ভূমিকা চিনে নিতে গেলে ড্রামন্ডের জীবন চরিত জানতে হয়। বর্তমান গবেষণাজাত নিবন্ধে ড্রামন্ডের জীবনকথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পূর্বসূরীদের রচনায় অনুপ্রবিষ্ট বেশ কয়েকটি তথ্য প্রমাদ নিরাকৃত করা হয়েছে।

১৬৬. "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ : 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর রচয়িতা কে ?" চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪ [1997] পৃঃ ১৭০ ১৮০

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-তে প্রকাশিত অনামা সমালোচনা প্রবন্ধ 'বেঙ্গলি লিটারেচার' বঙ্কিম-চন্দ্রের লেখা বলে কথিত। সম্প্রতি অধ্যাপক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত Bankim Chandra Chatterjee / Essays in Perspective (1994)

Annual Subscription : Rs. 120 00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 10 00 LICENCE No WB/CC-CL - 2
Postal regd No WB/CC—145
Regd Nr R N 2674 47

GRANTHAGAR

Volume 47 : No. 12 March-April 1998

CONTENTS

	Page
Editorial	1—2
Proceedings of the 44th Bengal Library Conference	3—15
List of Delegates present at the 44th Bengal Library Cenference—	15—18
Barun Kumar Chattopadhyay An annalated Rialigraphy of Dr. Adithya Kumar Ohdedar	19—24

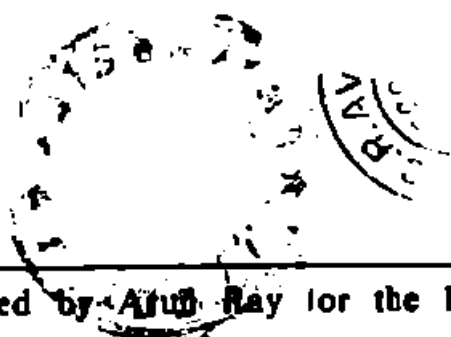

Printed & Published by Arun Ray for the Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Calcutta-700 014
Phone : 244-6866 at Impression Syndicate, 26/A, Tarak Chatterjee Lane Calcutta-700 005. Editor : Arun Ray.